পশ্চাৎ স্থিত বিষয় সকল আর স্মরণ না করিয়া……লক্ষ্যের অভিমুখে দৌড়িতে দৌড়িতে আমি খ্রীষ্ট যীশুতে ঈশ্বরের [কৃত] ঊর্দ্ধলোকীয় আহ্বানের পণ পাইতে যত্ন করিতেছি।

পিতঃ, আমি যে স্থানে থাকি, তোমার দত্ত আমার লোকেরাও যেন সেই স্থানে আমার সঙ্গে থাকে, এই আমার বাসনা; তুমি আমাকে যে মহিমা দান করিয়াছ, আমার সেই মহিমা যেন তাহারা দেখিতে পায়।—কাহাকে বিশ্বাস করিয়াছি, তাহা জানি, এবং আমার যাহা গচ্ছিত আছে, তিনি সেই দিনের জন্যে তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ, ইহা দৃঢ়রূপে প্রত্যয় করিতেছি।—তোমাদের অন্তরে যিনি উত্তম কর্ম্মের আরম্ভ করিয়াছেন, তিনি খ্রীষ্ট যীশুর দিন পর্য্যন্ত তাহা সিদ্ধ করিবেন।

তোমরা কি জান না যে দৌড়ের স্থলে যাহারা দৌড়ে, তাহারা সকলে দৌড়ে, কিন্তু কেবল এক জন জয়ের পণ পায়? তোমরা যাহাতে পণ প্রাপ্ত হও, এমন রূপে দৌড়। আর যে কেহ মল্লযুদ্ধ করে, সে সর্ব্ব বিষয়ে ইন্দ্রিয় দমন করে। উহারা ক্ষয়ণীয় মুকুট পাইতে চেষ্টা করে, কিন্তু আমরা অক্ষয় মুকুট পাইতে চেষ্টান্বিত।—যাবতীয় বোঝা ও স্বভাবতঃ বাধাজনক পাপকে ফেলিয়া ধৈর্য্য পূর্ব্বক আপনাদের সম্মুখস্থ ধাবনমার্গে ধাবমান হই; এবং বিশ্বাসের আদি ও সিদ্ধকর্ত্তা যীশুর প্রতি দৃষ্টি রাখি।

ফিলি: ৩; ১৩, ১৪। যোহ: ১৭; ২৪।—২তীম:, ১; ১২।—ফিলি:, ১; ৬। ১কং:, ৯; ২৪, ২৫।—ইব্র, ১২; ১, ২।

সদাপ্রভুর উদ্দেশে নূতন গীত গান কর।

তোমরা আমাদের বলস্বরূপ ঈশ্বরের উদ্দেশে আনন্দগান কর, যাকোবের ঈশ্বরের উদ্দেশে জয়ধ্বনি কর। সঙ্গীত করিতে প্রবৃত্ত হও; ডম্ফ ও নেবল যন্ত্রের সহিত মনোহর বীণাবাদ্য কর।—এক নূতন গীত, [হাঁ,] আমাদের ঈশ্বরের প্রশংসা আমার মুখে দিলেন, ইহা দেখিয়া অনেকে ভীত হইয়া সদাপ্রভুতে বিশ্বাস করিবে।

তুমি সাহস কর ও বীর্য্যবান হও; ত্রাসযুক্ত কি নিরাশ হইও না; কেননা তুমি যে কিছু করিতে যাইবা, সেই সকলেতে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার সঙ্গে থাকিবেন।—সদাপ্রভুতে যে আনন্দ তাহাই তোমাদের শক্তি।—পোল ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিয়া সাহস পাইল।

অধিকন্তু তোমরা এই কাল জ্ঞাত আছ, ফলতঃ এখন আমাদের নিদ্রা হইতে জাগিবার সময় হইল, কেননা যে সময়ে আমরা বিশ্বাসী হইয়াছিলাম, তদপেক্ষা এখন পরিত্রাণ আমাদের সন্নিকট। রাত্রির অধিকাংশ গিয়াছে, দিবস আসন্ন হইল, অতএব আইস আমরা অন্ধকারের ক্রিয়া ত্যাগ করিয়া আলোর সজ্জা পরিধান করি। [এবং] দিবসের উপযুক্ত শিষ্ট আচরণ করি। রঙ্গরস ও মত্ততা, লম্পটতা ও স্বৈরিতা, বিবাদ ও ঈর্ষ্যা, এ সকল ত্যক্তব্য। তোমরা বরঞ্চ প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে পরিধান কর, অভিলাষপোষণার্থে শরীরের নিমিত্তে চিন্তা করিও না।

যিশ, ৪২, ১০। গী, ৮১; ১, ২।—গী, ৪০; ৩।

যিহোঃ, ১, ৯—নহি, ৮; ১০।—প্রে, ২৮; ১৫। রো, ১৩; ১১—১৪।

তিনি সরল মার্গে তাহাদিগকে গমন করাইলেন।

তিনি প্রান্তরদেশে ও পশুরোদনবিশিষ্ট ঘোর মরুভূমিতে তাহাকে [যাকোবকে] পাইলেন, ও তাহাকে আবরণ করিয়া শিক্ষা দিলেন, ও আপন চক্ষুর তারার ন্যায় তাহাকে রক্ষা করিলেন। যেমন উৎক্রোশপক্ষী আপন বাসাকে উন্নিদ্র করে, ও আপন শাবকগণের উপরে ঘুরে, ও পক্ষ বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে তুলে ও আপন পালখের উপরে তাহাদিগকে বহন করে; তদ্রূপ সদাপ্রভু একাকী তাহাদিগকে লইয়া গেলেন।—[তোমাদের] বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত আমি সেই [থাকিব], ফলতঃ [তোমাদের] পক্বকেশ হওন পর্য্যন্ত আমিই তুলিয়া বহন করিব; আমিই সৃষ্টি করিয়াছি, এবং আমিই বহন করিব; হাঁ, আমিই [তোমাদিগকে] তুলিয়া বহন করিয়া উত্তীর্ণ করিব। তিনি আমার প্রাণ পুনরায় স্বস্থ করান, ও আপন নামের গুণে আমাকে ধর্ম্মমার্গে গমন করান। যখন আমি মৃত্যুচ্ছায়ার উপত্যকা দিয়া গমন করিব, তখনও অমঙ্গলের আশঙ্কা করিব না, কেননা তুমি আমার সঙ্গী, তোমার পাঁচনী ও তোমার যষ্টি আমাকে সান্ত্বনা করিবে।

সদাপ্রভু নিত্য তোমার পথ-প্রদর্শক হইবেন, ও মরুভূমিতে তোমার প্রাণ তৃপ্ত করিবেন, ও তোমার অস্থি সকল বলবান্ করিবেন, তাহাতে তুমি সুশিক্ত উদ্যানের ন্যায় হইবা, এবং যাহা কখন শুকিয়া যায় না, এমত জল প্রবাহের ন্যায় হইবা।—কেননা সেই ঈশ্বর যুগানুক্রমের অনন্তকাল আমাদের ঈশ্বর থাকিবেন; তিনি পথপ্রদর্শক হইয়া আমাদিগকে মৃত্যু পার করাইবেন।—তাঁহার ন্যায় কে শিক্ষা দিতে পারে?

গী, ১০৭; ৭। দ্বি, ৩২; ১০-১২।—যিশ, ৪৬; ৪। গী, ২৩; ৩, ৪। যিশ, ৫৮; ১১। গী, ৪৮; ১৪।—ইয়, ৩৬; ২২।

তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে বিশ্রামস্থান ও অধিকার দিবেন, তাহাতে তোম্বরা এখনও উপস্থিত হও নাই।

এ তো বিশ্রামের স্থান নয়।—ঈশ্বরের প্রজাদের নিমিত্তে বিশ্রামবারের ভোগ বাকী রহিয়াছে।—তিরস্করিণীর অভ্যন্তরে......সেই স্থানে অগ্রগামী হইয়া যীশু আমাদের নিমিত্তে প্রবেশ করিয়াছেন।

আমার পিতার বাটীতে অনেক বাসা আছে, নতুবা, তোমাদিগকে জানাইতাম। কেননা আমি তোমাদের জন্যে স্থান প্রস্তুত করিতে যাইতেছি। আর আমি যাইয়া যদি তোমাদের জন্যে স্থান প্রস্তুত করি, তবে পুনর্ব্বার আসিয়া আমার নিকটে তোমাদিগকে লইয়া যাইব; কেননা আমি যে স্থানে থাকি, তোমাদিগকেও সেই স্থানে থাকিতে হইবে।—খ্রীষ্টের সঙ্গে...; কেননা তাহা বহুগুণে অধিক শ্রেয়ঃ।

[ঈশ্বর] তাহাদের সমস্ত নেত্রজল মুছাইয়া দিবেন, এবং মৃত্যু আর হইবে না এবং শোক ও আর্ত্তনাদ ও ব্যথা আর হইবে না; কেননা প্রথম বিষয় সকল গত হইল —সেই স্থানে দুষ্টগণ আর উৎপাত করে না, এবং সেই স্থানে শ্রান্তেরা বিশ্রাম পায়।

স্বর্গে আপনাদের জন্যে ধন সঞ্চয় কর, কারণ যে স্থানে তোমাদের ধন, সেই স্থানে তোমাদের মনও থাকিবে।—ঊর্দ্ধস্থ বিষয় ভাব, পৃথিবীস্থ বিষয় ভাবিও না।

দ্বি, ১২; ৯। মী, ২; ১০—ইব্রি, ৪; ৯—ইব্রি, ৬; ১৯, ২০। যোহঃ, ১৪; ২, ৩—ফিলিঃ, ১; ২৩। প্র, ২১; ৪—ইয়, ৩; ১৭। ম, ৬; ২০, ২১—কল, ৩; ২।

শুন, বিশ্বাস করিয়াছি বলিয়া আমরা সেই বিশ্রামস্থানে প্রবেশ করিতে পাই।

তাহারা……অপরাধ করিতে ক্লেশ স্বীকার করে।—আমার অঙ্গমধ্যে অন্য প্রকার এক ব্যবস্থা দেখিতে পাইতেছি; তাহা আমার বিবেকের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, এবং আমাকে অঙ্গস্থিত পাপব্যবস্থার বন্দি দাস করে। হায়, হায়, দুর্ভাগ্য মনুষ্য যে আমি, আমাকে এই মৃত্যুর দেহ হইতে কে নিস্তার করিবে।

হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোক সকল, আমার নিকটে আইস, আমি তোমা-দিগকে বিশ্রাম দিব।—অতএব বিশ্বাস হেতু ধার্ম্মিকীকৃত হওয়াতে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টদ্বারা ঈশ্বরের উদ্দেশে আমাদের শান্তিলাভ হইয়াছে। এবং তাঁহারই দ্বারা বিশ্বাসে করিয়া এই অনুগ্রহরূপ আশ্রয়ে প্রবেশ করণের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া আমরা তাহাতে দণ্ডায়মান রহিয়াছি, এবং ঈশ্বরীয় প্রতাপের আশাতে শ্লাঘা করিতেছি।

ফলতঃ যে ব্যক্তি তাঁহার বিশ্রামস্থানে প্রবিষ্ট হইল, সে………আপনার সমস্ত কর্ম্ম হইতে বিশ্রাম করিতে পাইল।—সুতরাং ব্যবস্থা হইতে প্রাপ্য আমার কোন ধার্ম্মিকতায় ধার্ম্মিক না হইয়া যে ধার্ম্মিকতা খ্রীষ্টে বিশ্বাস করণদ্বারা হয়, বিশ্বাস-মূলক যে ধার্ম্মিকতা ঈশ্বর হইতে পাওয়া যায়, তাহাতেই যেন ধার্ম্মিক হই।—এই বিশ্রামস্থান, তোমরা ক্লান্তদিগকে বিশ্রাম করাও, এবং এই অবসর।

ইব্র, ৪; ৩। যির, ৯; ৫।—রো, ৭; ২৩, ২৪। ম, ১১; ২৮—রো, ৫; ১, ২। ইব্র, ৪; ১০—ফিলিঃ, ৩; ৯—যিশ, ২৮; ১২।

৬ই জানুয়ারি।

আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কান্তি আমাদিগেতে অধিষ্ঠান করুক ;...আমাদের হস্তকৃত কর্ম্ম স্থায়ী কর।

তোমার সৌন্দর্য্যের কীর্ত্তি জাতিগণের মধ্যে ব্যাপিল, কেননা প্রভু সদাপ্রভু কহেন, আমি তোমাকে যে শোভা দিয়াছিলাম, তাহাদ্বারা তোমার সৌন্দর্য্য সিদ্ধ হইয়াছিল।—আর আমরা সকলে অনাবৃত মুখে প্রভুর তেজ দর্পণে নিরীক্ষণ করিতে করিতে আত্মাস্বরূপ প্রভু হইতে যথোচিত উত্তর উত্তর তেজ প্রাপ্ত হওত সেই মূর্ত্ত্যনুরূপে স্বরূপান্তরীকৃত হইতেছি।

যে কেহ সদাপ্রভুকে ভয় করে ও তাঁহার পথে চলে, সে ধন্য।—তুমি আপন হস্তের পরিশ্রমের ফল ভোগ করিবা, তুমি ধন্য হইবা, ও তোমার মঙ্গল হইবে।—তুমি আপন কার্য্যের ভার সদাপ্রভুতে সমর্পণ কর, তাহাতে তোমার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবে।

সভয়ে ও সকম্পে আপনাপন পরিত্রাণ সম্পন্ন কর। কারণ ঈশ্বরই আপন হিতসঙ্কল্পের নিমিত্তে তোমাদের অন্তরে বাঞ্ছা করণ ও কার্য্যসাধন উভয়ের সাধনকারী।—আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট এবং আমাদের পিতা ঈশ্বর, যিনি আমাদিগকে প্রেম করিয়া অনন্তকালস্থায়ী সান্ত্বনা এবং অনুগ্রহমূলক উত্তম প্রত্যাশা দিয়াছেন, তিনি আপনি তোমাদের হৃদয়কে প্রবোধ দিউন, এবং যাবতীয় সদ্বাক্যে ও সৎকর্ম্মে সুস্থির করুন।

গী, ৯০; ১৭। যিহি, ১৬; ১৪—২বং ৩; ১৮।
গী, ১২৮; ১, ২—হি, ১৬; ৩। ফিল, ২; ১২, ১৩—২থি, ২; ১৬, ১৭।

হে আমার ঈশ্বর, মঙ্গলের নিমিত্তে [আমায়]…স্মরণ কর।

সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমার যৌবনাবস্থার যে ভক্তি ও বিবাহকালের যে প্রেম, বিশেষতঃ আমার পশ্চাতে প্রান্তরে…তোমার যে গমন, তাহা তোমার অনুকূলে আমার মনে হয়।—তোমার যৌবনাবস্থাতে তোমার সহিত আমার যে নিয়ম ছিল, তাহা আমি স্মরণ করিব, এবং তোমার পক্ষে অনন্তকালস্থায়ী এক নিয়ম করিব।—আমি তোমাদের তত্ত্বানুসন্ধান করিব, এবং তোমাদের নিকটে আমার অঙ্গীকৃত মঙ্গলের বাক্য…সফল করিব।—কেননা আমি তোমাদের বিষয়ে যে যে সঙ্কল্প স্থির করিয়াছি, তাহা আমিই জানি, ইহা সদাপ্রভুর উক্তি; তাহা অমঙ্গলের সঙ্কল্প নয়, কিন্তু মঙ্গলের, অর্থাৎ তোমাদিগকে অন্তিম ফল ও প্রত্যাশার সিদ্ধি দেওনের সঙ্কল্প।

কিন্তু ভূতল হইতে গগণমণ্ডল যত উচ্চ তোমাদের সকল পথ হইতে আমার সঙ্কল্প তত উচ্চ।—পরমেশ্বরের শরণ লও, আপনার নিবেদন ঈশ্বরকে সমর্পণ কর। তিনি অনুসন্ধানাতীত মহৎকর্ম্ম ও গণনাতীত আশ্চর্য্য ক্রিয়া করেন।—হে আমার ঈশ্বর সদাপ্রভো, তুমি আমাদের অনুকূল হইয়া অনেক অনেক আশ্চর্য্য ক্রিয়া ও সঙ্কল্প সাধন করিয়াছ; [সেই সকলেতে] তুমি অনুপম; আমি তাহার উল্লেখ ও বর্ণনা করিতাম, কিন্তু তাহা অপার, গণনা করা যায় না।

নহি, ৫; ১৯। যির, ২; ২—যিহি, ১৬; ৬০—যির, ২৯; ১০, ১১। যিশ, ৫৫; —৯ ইয়, ৫; ৮, ৯—গী, ৪০; ৫।

যাহারা তোমার নাম জ্ঞাত আছে, তাহারা তোমাতে বিশ্বাস করিবে; কেননা, হে সদাপ্রভো, তুমি আপনার অন্বেষণকারিদিগকে পরিত্যাগ কর নাই।

সদাপ্রভুর নাম দৃঢ় দুর্গ স্বরূপ; ধার্ম্মিক লোক তাহারই মধ্যে পলায়ন করিয়া রক্ষা পায়।—আমি সাহস করিব, ভীত হইব না; কেননা যাঃ নামে সদাপ্রভু আমার বল ও গানস্বরূপ হইয়া আমার পরিত্রাতা হইলেন।

আমি যুবা ছিলাম, এখন বৃদ্ধ হইলাম, কিন্তু ধার্ম্মিক লোককে পরিত্যক্ত, কিম্বা তাহার বংশকে অন্ন ভিক্ষা করিতে দেখি নাই।—কেননা সদাপ্রভু ন্যায়বিচার ভাল বাসেন; তিনি আপন সাধুগণকে পরিত্যাগ করিবেন না; তাহারা অনন্তকালের জন্যে রক্ষিত হয; কিন্তু দুষ্টদের বংশ উচ্ছিন্ন হয়।—সদাপ্রভু তো আপন মহা-নামের গুণে আপন প্রজাদিগকে ত্যাগ করিবেন না; কেননা তোমাদিগকে আপন প্রজা করিতে সদাপ্রভুর অভিরুচি আছে।—তিনিই এমত ভয়ানক মৃত্যু হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন ও করিতেছেন, এবং তাঁহাতেই প্রত্যাশা করি, যে ইহার পরেও তিনি উদ্ধার করিবেন।

তোমাদের যাহা আছে, তাহাতে সন্তুষ্ট থাক; যেহেতুক তিনিই কহিয়াছেন, "আমি কোন ক্রমে তোমাকে ছাড়িব না, ও কোন ক্রমে তোমাকে ত্যাগ করিব না।" অতএব আমরা সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি, "প্রভু আমার স্বপক্ষ, আমি ভয় করিব না; মনুষ্য আমার কি করিবে?"

গী, ৯; ১০। হিতোঃ, ১৮; ১০—যিশ, ১২; ২।
গী, ৩৭; ২৫, ২৮—১শ, ১২; ২২—২বং, ১; ১০। ইব্র, ১৩; ৫, ৬।

তুমি আপন ভয়কারিদিগকে এক পতাকা দিয়াছ, তাহাতে তাহারা সত্যের গুণে উন্নতি পায়।

যিহোবা নিঃসি [সদাপ্রভু আমার ধ্বজা]।—বিপক্ষ যখন [ফরাৎ] নদীর ন্যায় আসিবে, তখন সদাপ্রভুর আত্মা তাহার নিবারণার্থে ধ্বজা তুলিবেন।

আমরা তোমার পরিত্রাণে আনন্দগান করিব, ও আমাদের ঈশ্বরের নামে ধ্বজা তুলিব।—সদাপ্রভু আমাদের ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন, অতএব আইস, আমরা সিয়োনে গিয়া আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর ক্রিয়া প্রচার করি।—যিনি আমাদিগকে প্রেম করিয়াছেন, তাঁহারই দ্বারা আমরা এই সকলেতে নিতান্ত বিজয়ী হই।—ধন্য ঈশ্বর, তিনি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টদ্বারা আমাদিগকে জয় প্রদান করেন। [তিনিই] পরিত্রাণের আদিকর্ত্তা।

হে আমার ভ্রাতৃগণ, তোমরা প্রভুতে ও তাঁহার শক্তির পরাক্রমে বলবান হও।—বিশ্বস্ততার পক্ষে...বিক্রম প্রকাশ।—সদাপ্রভুর জন্যে সংগ্রাম কর।—হে দেশীয় লোক সকল, তোমরা সাহস কর, ইহা সদাপ্রভুর আজ্ঞা; হাঁ, কার্য্য কর;... তোমরা ভয় করিও না।—চক্ষু তুলিয়া ক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তাহা এখনি কাটিবার মত শ্বেতবর্ণ হইয়াছে।—তিনি আর অত্যল্প কাল গত হইলে আসিবেন, বিলম্ব করিবেন না।

গী, ৬০; ৪। যা, ১৭; ১৫—যিশ, ৫৯; ১৯।

গী, ২০; ৫—যির, ৫১; ১০—রো, ৮; ৩৭।—১ক, ১৫; ৫৭—ইব্র, ২; ১০।

তোমাদের অবিকল আত্মা ও প্রাণ ও দেহ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আগমন সময়ে অনিন্দনীয়রূপে রক্ষিত হউক।

খ্রীষ্টও মণ্ডলীকে প্রেম করিয়া তাহার নিমিত্তে আপনাকে প্রদান করিলেন। [কি জন্যে?] তিনি যেন কলঙ্ক কোঁকড়া প্রভৃতি রহিতা অথচ পবিত্রা ও অনিন্দনীয়া মণ্ডলীকে শোভাযুক্ত অবস্থাতে আপনার কাছে আপনি যেন উপস্থিত করেন।—তাঁহারই সংবাদ আমরা দিতেছি, এবং যাবতীয় বিজ্ঞতাতে প্রত্যেক মনুষ্যকে সচেতন করিতেছি ও প্রত্যেক মনুষ্যকে শিক্ষা দিতেছি; ফলতঃ প্রত্যেক মনুষ্যকে যীশু খ্রীষ্টে সিদ্ধ করিয়া উপস্থিত করা আমাদের অভিপ্রায়।

যাবতীয় বুদ্ধি হইতে উৎকৃষ্ট যে ঈশ্বরের শান্তি।—ঈশ্বরের শান্তি···তোমাদের হৃদয়ে রাজত্ব করুক; তোমরা তো তাহারই নিমিত্তে এক দেহে আহূত হইয়াছ।

আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট এবং আমাদের পিতা ঈশ্বর, যিনি আমাদিগকে প্রেম করিয়া অনন্তকালস্থায়ি সান্ত্বনা এবং অনুগ্রহমূলক উত্তম প্রত্যাশা দিয়াছেন, তিনি আপনি তোমাদের হৃদয়কে প্রবোধ দিউন, এবং যাবতীয় সদ্বাক্যে ও সৎকর্ম্মে সুস্থির করুন।—আর তিনি তোমাদিগকে শেষ পর্য্যন্ত স্থির করিয়া আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দিবসে নির্দ্দোষরূপে উপস্থিত করিবেন।

১থি, ৫; ২৩। ইফ, ৫; ২৫, ২৭ — কল, ১; ২৮। ফিলি, ৪; ৭ — কল, ৩; ১৫।

২ থি,২; ১, ১৭ — ১ক, ১; ৮।

হে ঈশ্বর, সিয়োনে প্রশংসা মৌনভাবে তোমার অপেক্ষা করে।

আমাদের জন্যে একমাত্র ঈশ্বর সেই পিতা, যাঁহা হইতে যাবতীয় বস্তু হইয়াছে, ও যাঁহার নিমিত্তে আমরা আছি; এবং একমাত্র প্রভু সেই যীশু খ্রীষ্ট।—সকলে যেমন পিতাকে সমাদর করে, তেমনি পুত্রকেও সমাদর করিবে, [এই তাঁহার অভিপ্রায়]; পুত্রকে যে সমাদর করে না, সে তাঁহার প্রেরণকর্ত্তা পিতাকে সমাদর করে না।—অতএব আইস আমরা তাঁহারই দ্বারা ঈশ্বরের উদ্দেশে নিত্য নিত্য স্তবরূপ যজ্ঞ, অর্থাৎ তাঁহার নামের মাহাত্ম্য স্বীকারকারি ওষ্ঠাধরের ফল উৎসর্গ করি।—যে ব্যক্তি স্তবগানরূপ বলিদান করে, সেই আমাকে মান্য করে; এবং যে ব্যক্তি [নিজ] পথ সরল করে, তাহাকে আমি ঈশ্বরকৃত পরিত্রাণ দর্শন করাইব।

তদনন্তর দৃষ্টিপাত করিতে করিতে আমি যাবতীয় জাতির ও বংশের ও রাজ্যের ও ভাষার মহালোকারণ্য দেখিলাম, তাহার গণনা করণে সমর্থ কেহ ছিল না; তাহারা শুক্ল পরিচ্ছদান্বিত ও খর্জ্জূরপত্রহস্ত হইয়া সিংহাসনের ও মেষশাবকের সম্মুখে দণ্ডায়মান আছে; এবং উচ্চৈঃস্বরে কহিতেছে, পরিত্রাণ আমাদের সিংহাসনোপবিষ্ট ঈশ্বরের ও মেষশাবকের [দান]। আমেন্। ধন্যবাদ ও প্রতাপ ও প্রজ্ঞা ও প্রশংসা ও সমাদর ও পরাক্রম ও শক্তি যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে আমাদের ঈশ্বরের প্রতি বর্ত্তুক। আমেন্।

গী, ৬৫; ১। ১ক, ৮; ৬ — যোহঃ, ৫; ২৩ — ইব্র, ১৩; ১৫ — গী, ৫০; ২৩। প্র, ৭; ৯, ১০, ১২।

আমাদের ত্রাণকর্ত্তা, সেই একমাত্র প্রজ্ঞাবান ঈশ্বর।

সেই খ্রীষ্ট যীশু...যিনি ঈশ্বর হইতে আমাদের জন্যে বিজ্ঞান, এবং ধার্ম্মিকতা ও পবিত্রতালাভ ও মুক্তি হইয়াছেন।—ঈশ্বরের তত্ত্ব অনুসন্ধান করা কি তোমার সাধ্য? কিম্বা সর্ব্বশক্তিমানের সম্পূর্ণ স্বভাব কি তোমার বোধগম্য? তাহা গগণের ন্যায় উচ্চ, তুমি কি করিতে পার? তাহা পাতাল অপেক্ষাও অগাধ, তুমি তাহা কি জানিতে পার?

আমরা নিগূঢ় বিষয়রূপে ঈশ্বরের সেই সঙ্গোপিত বিজ্ঞানের কথা কহিতেছি, যাহা ঈশ্বর আমাদের প্রতাপার্থে যুগপর্য্যায়ের পূর্ব্বাবধি নিরূপণ করিয়াছেন।—এবং যিনি যীশু খ্রীষ্টদ্বারা সমুদয় সৃষ্টি করিয়াছেন, যুগপর্য্যায়ের আরম্ভাবধি সেই ঈশ্বরের কাছে গুপ্ত ঐ নিগূঢ় বিষয়ের কার্য্য নির্ব্বাহ কি, তাহার [জ্ঞানরূপ] আলো যেন সকলকে দিই; এই মতে যেন সম্প্রতি মণ্ডলীদ্বারা স্বর্গস্থ আধিপত্য ও কর্ত্তৃত্ব সকলকে ঈশ্বরের বহুরূপ প্রজ্ঞা জ্ঞাত করা যায়।

আর যদি তোমাদের কাহারও বিজ্ঞতার অভাব হয়, তবে অকাতরে ও বিনা তিরস্কারে সকলকে দান করিয়া থাকেন, সেই ঈশ্বরের নিকটে যাচ্ঞা করুক; তাহাতে তাহাকে দত্ত হইবে।—যে বিজ্ঞতা ঊর্দ্ধ হইতে [আইসে], তাহা প্রথমে শুচি, পরে শান্তিপ্রিয়, ক্ষান্ত, অনায়াসে অনুনীত, দয়া প্রভৃতি উত্তম ফলেতে পরিপূর্ণ, অসন্দিগ্ধ ও নিষ্কপট।

যিহু, ২৫। ১ক, ১; ৩০—ইয়, ১১; ৭, ৮। ১ক, ২; ৭।—ইফ, ৩; ৯, ১০। যাক, ১; ৫—যাক, ৩; ১৭।

তুমি ঈশ্বরনিষ্ঠ মনকে শান্তিতে, [হাঁ,] শান্তিতে রাখিবা।

সদাপ্রভুতে আপনার ভাগ্য অর্পণ কর; তিনিই তোমাকে প্রতিপালন করিবেন; ধার্ম্মিক লোককে অনন্তকালেও বিচলিত হইতে দিবেন না। — আমি সাহস করিব, ভীত হইব না; কেননা যাঃ নামে সদাপ্রভু আমার বল ও গানস্বরূপ হইয়া আমার পরিত্রাতা হইলেন।

হে অল্পবিশ্বাসিরা, কেন ভীরু হও?— কোন বিষয়ে ভাবিত হইও না, কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে ধন্যবাদ পূর্ব্বক প্রার্থনা ও বিনতিদ্বারা তোমাদের যাচ্ঞা ঈশ্বরকে জ্ঞাত করা যাউক। তাহাতে সকল বুদ্ধির অতীত যে ঈশ্বরের শান্তি, তাহা তোমাদের হৃদয় ও মতি খ্রীষ্ট যীশুতে রক্ষা করিবে।—স্থির থাকিয়া বিশ্বাস করিলে তোমাদের পরাক্রম হইবে।

এবং ধার্ম্মিকতার কার্য্য শান্তি ও ধার্ম্মিকতার লভ্য নিত্য বিশ্রাম ও নিঃশঙ্কতা হইবে।—আমি তোমাদিগকে শান্তি দান করিয়া যাইতেছি, আমারই শান্তি তোমাদিগকে দান করিতেছি; জগৎ যেমন দান করে, আমি তেমনি দান করি না; তোমাদের হৃদয় উদ্বিগ্ন ও ভীরু না হউক।—যিনি বর্ত্তমান ও ভূত ও ভবিষ্যৎ তাঁহা-হইতে,...শান্তি তোমাদের প্রতি বর্ত্তুক।

যিশ, ২৬; ৩। গী, ৫৫; ২২—যিশ, ১২; ২।
ম, ৮; ২৬—ফিলি, ৪; ৬, ৭—যিশ, ৩০; ১৫।
যিশ, ৩২; ১৭—যোহ, ১৪; ২৭—প্র, ১; ৪।

আমা অপেক্ষা আমার পিতা মহান্‌।

যখন তোমরা প্রার্থনা কর, তখন কহিও, হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ।—আমার পিতা ও তোমাদের পিতা, এবং আমার ঈশ্বর ও তোমাদের ঈশ্বর।

[আমি] পিতার আজ্ঞামত কর্ম্ম করি।—আমি তোমাদিগকে যে যে কথা কহি, তাহা আপনা হইতে কহি না; আর পিতা যিনি আমাতে বাস করেন, তিনিই সকল কর্ম্ম করেন।

পিতা পুত্রকে প্রেম করেন, এবং তাঁহার হস্তে সমস্তই সমর্পণ করিয়াছেন।—যেহেতুক তুমি যে সকল তাঁহাকে দান করিয়াছ, তিনি যেন সেই সকলকে অনন্ত জীবন দেন, এই জন্যে তুমি তাঁহাকে মর্ত্ত্যমাত্রের কর্ত্তৃত্ব দিয়াছ।

প্রভো, আমাদিগকে পিতার দর্শনপ্রাপ্ত করুন, তাহাই আমাদের যথেষ্ট। যীশু উত্তর করিলেন, ফিলিপ, এত দিন আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, তথাপি আমাকে কি জান না? যে আমাকে দর্শন করিল, সে পিতাকে দর্শন করিল; তবে আমাদিগকে পিতার দর্শনপ্রাপ্ত করুন এ কথা কেমন করিয়া বলিতেছ? আমি পিতাতে আছি এবং পিতা আমাতে আছেন, ইহা কি বিশ্বাস কর না?—আমি এবং পিতা একই।—পিতা যেমন আমাকে প্রেম করিয়া আসিতেছেন, আমিও তেমনি তোমাদিগকে প্রেম করিয়া আসিতেছি; তোমরা আমার প্রেমে স্থির থাক। আমার আজ্ঞা পালন করিলে আমার প্রেমে স্থির থাকিবা; যেমন আমিও পিতার আজ্ঞা পালন করিয়া আসিতেছি, এবং তাঁহার প্রেমে স্থির রহিয়াছি।

যো, ১৪ ; ২৮। লূ, ১১ ; ২—যো, ২০ ; ১৭। যো, ১৪ ; ৩১—যো, ১৪ ; ১০।
যো, ৩ ; ৩৫—যো, ১৭ ; ২। যো, ১৪ ; ৮, ১০—যো, ১০ ; ৩০—যো, ১৫ ; ৯, ১০।

আমার প্রাণ ধূলিতে সংলগ্ন আছে, তুমি আপন বাক্যানুসারে আমাকে সঞ্জীবিত কর।

তোমরা যদি খ্রীষ্টের সহিত উত্থাপিত হইয়াছ, তবে ঈশ্বরের দক্ষিণে যে স্থানে খ্রীষ্ট উপবিষ্ট আছেন, সেই ঊর্দ্ধ স্থানের বিষয় চেষ্টা কর। ঊর্দ্ধস্থ বিষয় ভাব, পৃথিবীস্থ বিষয় ভাবিও না। কেননা...তোমাদের জীবন খ্রীষ্টের সহিত ঈশ্বরে গুপ্ত রহিয়াছে।—আমরা যাহার পৌর সেই পুরি তো স্বর্গে আছে; আর তথা হইতে আমরা ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি। তিনি যে কার্য্যসাধক শক্তিতে সকলই আপনার বশীভূত করণে সমর্থ, তাহার গুণে আমাদের দীনতার দেহকে রূপান্তর দিয়া নিজ প্রতাপের দেহের সমরূপ করিবেন।

শারীরিক অভিলাষ আত্মার প্রতিকূল, এবং আত্মার অভিলাষ শরীরের প্রতিকূল। বস্তুতঃ এই উভয়ে পরস্পর প্রতিরোধ করত তোমাদিগকে বাঞ্ছামত কর্ম্ম করিতে দেয় না।—অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, আমরা ঋণী আছি, কিন্তু শরীর বশে জীবন ভোগার্থে শরীরের কাছে ঋণী নহি। যেহেতুক শরীরের বশে জীবন ভোগ করিলে তোমরা মরিবা, কিন্তু আত্মাতে দেহের লীলা নিহনন করিলে জীবিত থাকিবা।—

প্রিয়েরা, আমি নিবেদন করি, তোমরা প্রবাসী ও বিদেশী, অতএব জীবাত্মার প্রতিকূলে যুদ্ধকারি শারীরিক অভিলাষ সকল হইতে নিবৃত্ত হও।

গী, ১১৯; ২৫। কল, ৩; ১—৩—ফিলি, ৩; ২০, ২১।
গাল, ৫; ১৭—রো, ৮; ১২, ১৩—১পি, ২; ১১।

২৭.৪
তাং। স

পিতার এই সঙ্কল্প হইল যেন সমস্ত পূর্ণতা তাঁহাতে বাস করে।

পিতা পুত্রকে প্রেম করেন, এবং তাঁহার হস্তে সমস্তই সমর্পণ করিয়াছেন।—ঈশ্বরই তাঁহাকে অতিশয় উচ্চপদান্বিত করিলেন, এবং যাবতীয় নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নাম তাঁহাকে দান করিলেন। [কি নিমিত্তে?] যীশুর নামে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল-নিবাসিদের যাবতীয় জানু যেন পাতিত হয়, এবং যীশু খ্রীষ্টই প্রভু, যাবতীয় জিহ্বা ইহা স্বীকার করে, এইরূপে পিতা ঈশ্বর মহিমান্বিত হন।—তাঁহাকে...যাবতীয় আধিপত্য ও কর্ত্তৃত্ব ও বাহিনী ও প্রভুত্ব প্রভৃতি যত নাম বর্ত্তমান ও ভাবি উভয় যুগে উল্লেখ করা যায়, তৎসমুদয়ের উপর্য্যুপরি [উচ্চপদান্বিত] করিলেন।—তাঁহাতেই সকলই সৃষ্ট হইয়াছে; স্বর্গে ও পৃথিবীতে দৃশ্য কি অদৃশ্য যে কিছু আছে, সিংহাসন হউক, কি প্রভুত্ব হউক, কি আধিপত্য হউক, কি কর্ত্তৃত্ব হউক, সকলই তাঁহার দ্বারা ও তাঁহার নিমিত্তে সৃষ্ট হইয়াছে।

খ্রীষ্ট মৃত ও জীবিত উভয় লোকদের প্রভু হইবার নিমিত্তে মরিলেন, কবর হইতে উঠিলেন, ও পুনর্জীবিত হইলেন।—তোমরা তাঁহাতে সম্পূর্ণ আছ। তিনি যাবতীয় আধিপত্যের ও কর্ত্তৃত্বের মস্তক।—বস্তুতঃ তাঁহার ঐ পূর্ণতা হইতে আমরা সকলে অনুগ্রহের উপরে অনুগ্রহ পাইয়াছি।

কল, ১; ১৯। যোহ, ৩; ৩৫ — ফিলি, ২; ৯ — ১১ — ইফ, ১; ২১ — কল, ১; ১৬। রো, ১৪; ৯— কল, ২; ১০ — যোহ, ১; ১৬।

তুমি প্রেমরূপ হস্তদ্বারা আমার প্রাণ বিনাশরূপ ক্ষয়স্থান হইতে উদ্ধার করিলা।

তাঁহার পুত্রদ্বারা আমাদের জীবনলাভার্থে ঈশ্বর আপনার একজাত পুত্রকে জগতে পাঠাইয়া দিয়াছেন। ইহাতেই প্রেম আছে। আমরা যে ঈশ্বরকে প্রেম করিয়াছিলাম, তাহা নয়; কিন্তু তিনিই আমাদিগকে প্রেম করিলেন, এবং আমাদের পাপনিমিত্তক প্রায়শ্চিত্তরূপে আপন পুত্রকে পাঠাইয়া দিলেন।

কে তোমার তুল্য ঈশ্বর? [কে তোমার ন্যায়] অপরাধ ক্ষমাকারী, ও আপন অধিকারের অবশিষ্টাংশের অধর্ম্মের প্রতি উপেক্ষাকারী? [আমাদের ঈশ্বর] দয়াতেই প্রীত হন বলিয়া নিত্য ক্রোধ রাখেন না। তিনি পুনঃ পুনঃ আমাদের প্রতি করুণা করেন, ও আমাদের অপরাধ সকল পদতলে মর্দ্দিত করেন। হাঁ, তুমি আপন লোকদের যাবতীয় পাপ সমুদ্রের অগাধ স্থলে নিক্ষেপ করিবা।—হে আমার ঈশ্বর সদাপ্রভো, আমি তোমার কাছে আর্ত্তনাদ করিলে তুমি আমাকে সুস্থ করিলা। হে সদাপ্রভো, তুমি পাতাল হইতে আমার প্রাণ উত্তোলন করিলা, এবং গর্ত্তে অবরোহীদের মধ্য হইতে আমাকে বাঁচাইলা।—আমার অন্তরস্থ প্রাণ মূর্চ্ছিত হইলে আমি সদাপ্রভুকে স্মরণ করিলাম, তাহাতে আমার প্রার্থনা তোমার নিকটে তোমার পবিত্র প্রাসাদে উপস্থিত হইল।—আমি ধৈর্য্য করত সদাপ্রভুর অপেক্ষা করিতেছিলাম, তাহাতে তিনি…বিনাশরূপ গর্ত্ত ও পঙ্কময় চিক্কণ ভূমি হইতে আমাকে তুলিলেন, ও শৈলের উপরে আমার চরণ রাখিয়া আমার পাদসঞ্চার দৃঢ় করিলেন।

যিশ, ৩৮; ১৭; ১ যোহঃ, ৪; ৯, ১০।

মী, ৭; ১৮, ১৯—গী, ৩০; ২, ৩—যোহঃ, ২; ১৭—গী, ৪০; ১, ২।

১৮ই জানুয়ারি।

আদম সেই ভাবী [ব্যক্তির] প্রতিরূপ।

মৃতগণ অপেক্ষা যিনি অল্প [কাল] ন্যূনীকৃত হইলেন, সেই ব্যক্তিকে অর্থাৎ যীশুকে দেখিতেছি; তিনি...ঈশ্বরের অনুগ্রহে সকলের নিমিত্তে মৃত্যুর আস্বাদনে নিযুক্ত।—এক জন সকলের নিমিত্তে মরিলেন।—কারণ যেমন ঐ এক মনুষ্যের অনাজ্ঞবহতাদ্বারা ঐ অনেকে পাপী বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, তেমনি আর এক ব্যক্তির আজ্ঞাবহতাদ্বারা সেই অনেকে ধার্ম্মিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।

প্রথম মনুষ্য আদম "জীবনময় প্রাণী হইল;" অন্তিম আদম জীবনদায়ক আত্মা। কিন্তু যাহা আত্মার যোগ্য তাহা প্রথম নয়; যাহা প্রাণির যোগ্য তাহাই প্রথম, যাহা আত্মার যোগ্য তাহা পশ্চাৎ।—পরে ঈশ্বর কহিলেন, আমরা আপনাদের প্রতিমূর্ত্তিতে ও আপনাদের সাদৃশ্যে মনুষ্যকে নির্ম্মাণ করি। পরে ঈশ্বর আপন প্রতিমূর্ত্তিতে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিলেন; ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিতেই তাহাকে সৃষ্টি করিলেন।—ঈশ্বর এই অন্তিমকালে পুত্রদ্বারা আমাদিগকে কথা কহিলেন। তাঁহার প্রতাপের প্রতিবিম্ব ও তত্ত্বের মুদ্রাঙ্ক।—তুমি তাঁহাকে মর্ত্ত্যমাত্রের কর্তৃত্ব দিয়াছ।

প্রথম মনুষ্য পৃথিবীজাত ও মৃণ্ময়, দ্বিতীয় মনুষ্য স্বর্গ হইতে আগত প্রভু। মৃণ্ময় ব্যক্তিরা ঐ মৃণ্ময়ের সদৃশ, এবং স্বর্গীয় ব্যক্তিরা এই স্বর্গীয়ের সদৃশ।

রো, ৫; ১৪। ইব্র, ২; ৯—২ ক, ৫; ১৪—রো, ৫; ১৯।
১ ক, ১৫; ৪৫, ৪৬—আ, ১; ২৬, ২৭—ইব্র, ১; ১-৩—যোহঃ, ১৭; ২।
১ ক, ১৫; ৪৭, ৪৮।

সম্পূর্ণ নম্রভাবের সহিত···প্রভুর দাসত্বের কর্ম্ম করিয়াছি।

তোমাদের মধ্যে তদ্রূপ হইবে না; কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি মহান্ হইতে ইচ্ছা করে, সে তোমাদের পরিচারক হউক; এবং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি প্রধান হইতে ইচ্ছা করে, সে তোমাদের দাস হউক। সেই রূপে মনুষ্যপুত্র পরিচর্য্যা পাইতে নয়, কিন্তু পরিচর্য্যা করিতে, এবং অনেকের পরিবর্ত্তে আপন প্রাণ মুক্তির মূল্যরূপে দিতে আসিয়াছেন।

যে ব্যক্তি নগণ্য, তথাপি আপনাকে বড় জ্ঞান করে, সে আপন বুদ্ধির ভ্রান্তি আপনি জন্মায়।—বস্তুতঃ অনুগ্রহ জন্য যে বর আমাকে দেওয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারা আমি......প্রত্যেক জনকে কহি, আপনার বিষয়ে যেমন বোধ করা উপযুক্ত, কেহ আপনাকে তদপেক্ষা বড় বোধ না করুক; কিন্তু ঈশ্বর যাহাকে যে পরিমাণে বিশ্বাস বিতরণ করিযাছেন, তদনুসারে সে সুবোধ হইবার চেষ্টাতে আপনার বিষয়ে বোধ করুক।—সেই প্রকারে আজ্ঞাপিত সমস্ত কর্ম্ম করিলে পর তোমরাও বলিও, আমরা অনুপযোগি দাস, যাহা করিতে বদ্ধ ছিলাম, তাহাই করিলাম।

কেননা আমাদের শ্লাঘা [কি?] যে ঈশ্বরদত্ত অমায়িক ও স্বচ্ছ ভাবের বশে আমরা জগতের মধ্যে,......শরীরায়ত্ত বিজ্ঞতাতে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহে আচরণ করিয়াছি।—পরন্তু প্রভাবের উৎকর্ষ যেন আমাদের নিজ না হইয়া ঈশ্বরের হয়, তজ্জন্য সেই নিধি মৃণ্ময় ভাণ্ডে করিয়া আমাদিগকে দেওয়া গিয়াছে।

প্রে, ২০; ১৯। ম, ২০; ২৬-২৮। গাল, ৬; ৩—রো, ১২; ৩—লূ, ১৭; ১০। ২ ক, ১; ১২—২ ক, ৪; ৭।

"আশ্চর্য্য"...তাঁহার এই নাম হইল।

আর ঐ বাক্য মাংসে মূর্ত্তিমান হইয়া আমাদের মধ্যে প্রবাস করিয়াছেন, এবং আমরা তাঁহার মহিমা দেখিয়াছি, সেই মহিমা পিতার নিকট হইতে [আগত] এক-জাত পুত্রের উপযুক্ত; [তিনি] অনুগ্রহে ও সত্যে পরিপূর্ণ।

তুমি আপন সমস্ত নাম অপেক্ষা আপন [অঙ্গীকৃত] বচন মহৎ করিয়াছ।—তাঁহার নাম 'ইম্মানুয়েল রাখা যাইবে,' ইহার তাৎপর্য্য আমাদের সহিত ঈশ্বর।—তুমি তাঁহার নাম যীশু [ত্রাণকর্ত্তা] রাখিবা; কারণ তিনিই আপন প্রজাদিগকে তাহাদের পাপ হইতে ত্রাণ করিবেন।

সকলে যেমন পিতাকে সমাদর করে তেমনি পুত্রকেও সমাদর করিবে।—ঈশ্বরই তাঁহাকে অতিশয় উচ্চপদান্বিত করিলেন, এবং যাবতীয় নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নাম তাঁহাকে দান করিলেন।—তাঁহাকে...যাবতীয় আধিপত্য ও কর্ত্তৃত্ব ও বাহিনী ও প্রভুত্ব প্রভৃতি যত নাম...উল্লেখ করা যায়, তৎসমুদায়ের উপর্য্যুপরি [উচ্চপদান্বিত] করিলেন। এবং সমস্তই তাঁহার চরণতলে বশীভূত করিলেন।—তাঁহার এক লিখিত নাম আছে, তাহা তিনি ব্যতীত অন্য কেহ জানে না। ... "রাজাদের রাজা ও প্রভুদের প্রভু।"

সর্ব্বশক্তিমান আমাদের বোধের অগম্য।—তাঁহার নাম কি? ও তাঁহার পুত্রের নাম কি? যদি জান, তবে বল।

যিশ, ৯; ৬। যোহঃ, ১; ১৪। গী, ১৩৮; ২—ম, ১; ২৩—ম, ১; ২১। যোহঃ, ৫; ২৩—ফিলি, ২; ৯—ইফ, ১; ২১, ২২—প্র, ১৯; ১৬। ইয়, ৩৭; ২৩—হি, ৩০; ৪।

ফলবতী প্রত্যেক শাখাতে যেন আরও অধিক ফল ধরে, এই জন্যে তাহা পরিষ্কার করেন।

তিনি রূপ্যপরিষ্কারকের অগ্নি কিম্বা রজকের ক্ষারস্বরূপ হইবেন। হাঁ, তিনি রূপ্যপরিষ্কারকের ও শুচিকারকের ন্যায় বসিয়া লেবির সন্তানদিগকে শুচি করিবেন, এবং স্বর্ণের ও রূপার ন্যায় তাঁহাদিগকে বিশুদ্ধ করিবেন; তাহাতে তাহারা সদাপ্রভুর [ভক্ত] হইয়া ধার্ম্মিকতাতে নৈবেদ্য উৎসর্গকারি লোক হইবে।

ক্লেশের শ্লাঘাও করিতেছি; কারণ আমরা জানি, ক্লেশ ধৈর্য্যকে, এবং ধৈর্য্য পরীক্ষাসিদ্ধতাকে, এবং পরীক্ষাসিদ্ধতা প্রত্যাশাকে সম্পন্ন করে, আর প্রত্যাশা লজ্জাজনক হয় না, যেহেতুক আমাদিগকে দত্ত পবিত্র আত্মাদ্বারা আমাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রেম সেচন করা গিয়াছে।—

যদি তোমরা শাস্তি সহ্য কর, তবে ঈশ্বর যেমন পুত্রদের প্রতি, তেমনি তোমাদের প্রতি ব্যবহার করিতেছেন, কেননা পিতা যাহাকে শাস্তি না দেন, এমন পুত্র কোথায়? কিন্তু সকলে যে শাস্তির ভাগী হইয়াছে, তোমরা যদি তাহার অভাগী থাক, তবে সুতরাং তোমরা জারজ আছ, পুত্র নহ। পরন্তু যাবতীয় শাস্তি আপাততঃ আনন্দের বিষয় বোধ হয় না, কিন্তু মনোদুঃখের বিষয় বোধ হয়; তথাপি তদ্দারা অভ্যাসপ্রাপ্ত লোকদিগকে তাহা পশ্চাৎ শান্তিযুক্ত ধর্ম্মফল প্রদান করে। অতএব তোমরা শিথিল হস্ত ও দুর্ব্বল হাঁটু সবল কর।

যোহঃ, ১৫; ২। মাল, ৩, ২, ৩। রো, ৫, ৩-৫—ইব্র, ১২; ৭, ৮, ১১, ১২।

কেননা সেই ঈশ্বর যুগানুক্রমের অনন্তকাল অমাদের ঈশ্বর থাকিবেন; তিনি পথপ্রদর্শক হইয়া আমাদিগকে মৃত্যু পার করাইবেন।

হে সদাপ্রভো, তুমি আমার ঈশ্বর, আমি তোমার প্রতিষ্ঠা করিব, তোমারই নামের স্তবগান করিব; কেননা তুমি আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিয়াছ; প্রাকালীন মন্ত্রণা সকল বিশ্বস্ত ও সত্য।—হে সদাপ্রভো, তুমি আমার দায়াংশ ও আমার পানপাত্রস্বরূপ।

তিনি...আপন নামের গুণে আমাকে ধর্ম্মমার্গে গমন করান। যখন আমি মৃত্যু-চ্ছায়ার উপত্যকা দিয়া গমন করিব, তখনও অমঙ্গলের আশঙ্কা করিব না, কেননা তুমি আমার সঙ্গী, তোমার পাঁচনী ও তোমার যষ্টি আমাকে সান্ত্বনা করিবে।—

তুমি আমার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া [আমাকে] রাখিতেছ। তুমি আপন মন্ত্রণাদ্বারা আমাকে গমন করাইবা, ও শেষে সপ্রতাপে গ্রহণ করিবা। স্বর্গে আমার কে আছে? ভূমণ্ডলেও তোমা ভিন্ন আর কিছুতেই আমার প্রীতি নাই। যদ্যপি আমার মাংস ও চিত্ত ক্ষীণ হয়, তথাপি ঈশ্বর অনন্তকালার্থে আমার চিত্তের ধর ও আমার দায়াংশ-স্বরূপ।—আমাদের চিত্ত তাঁহাতেই আনন্দ করিবে, কেননা আমরা তাঁহার পবিত্র নামে বিশ্বাস করি।—সদাপ্রভু আমার পক্ষে সকলই সাধন করিবেন; হে সদাপ্রভো, তোমার দয়া অনন্তকালস্থায়ী; তুমি আপনার হস্তকৃত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিও না।

গী, ৪৮, ১৪। যিশ, ২৫; ১—গী, ১৬, ৫। গী, ২৩; ৩, ৪—গী, ৭৩; ২৩-২৬—গী, ৩৩; ২১—গী, ১৩৮; ৮।

প্রত্যাশা লজ্জাজনক হয় না।

আমিই সদাপ্রভু, আমার অপেক্ষাকারিগণকে ল[illegible]হইতে দিই না, ইহা তুমি জ্ঞাত হইবা।—যে ব্যক্তি সদাপ্রভুতে নির্ভর করে, এ[illegible]ভু যাহার বিশ্বাসভূমি, সেই ধন্য।—তুমি ঈশ্বরনিষ্ঠ মনকে শান্তিতে, [হাঁ,] শান্তিতে রাখিবা, কেননা তোমাতে তাহার শ্রদ্ধা আছে। যাবৎ কাল থাকে, তাবৎ তোমরা সদাপ্রভুতে শ্রদ্ধা রাখ, কেননা যাঃ নামক সদাপ্রভুতে যুগানুক্রমের অচল আছে।—হে আমার প্রাণ, মৌনভাবে কেবল ঈশ্বরের অপেক্ষা কর; কেননা তাঁহাহইতে আমার আশ্বাস জন্মে। কেবল তিনি আমার ধর ও পরিত্রাণস্বরূপ; তিনি আমার উচ্চ দুর্গ, আমি বিচলিত হইব না।—[আমি] লজ্জিত হই না, কেননা কাহাকে বিশ্বাস করিয়াছি, তাহা জানি।

এই জন্যে প্রতিজ্ঞারূপ দায়াংশের অধিকারিদিগকে আপন মন্ত্রণার অপরিবর্ত্তনীয়তা আরো অতিরিক্তরূপে দেখাইবার মানসে ঈশ্বর শপথের প্রয়োগদ্বারা মধ্যস্থালী করিলেন। [কি নিমিত্তে?] যে ব্যাপারে মিথ্যা কথা কহা ঈশ্বরের অসাধ্য, এমত অপরিবর্ত্তনীয় দুই ব্যাপারদ্বারা যেন সম্মুখস্থ প্রত্যাশা অবলম্বন করণে শরণার্থি পলাতক আমরা দৃঢ় আশ্বাস প্রাপ্ত হই। আমাদের লক্ষ সেই প্রত্যাশা আত্মার অমোঘ ও দৃঢ় লঙ্গরস্বরূপ হইয়া তিরস্করিণীর অভ্যন্তরে গিয়াছে। ফলতঃ সেই স্থানে অগ্রগামী হইয়া যীশু আমাদের নিমিত্তে প্রবেশ করিয়াছেন, এবং মল্কীষেদকের রীত্যনুযায়ি অনন্তকালীয় মহাযাজক হইয়াছেন।

রো, ৫; ৫। যিশ, ৪৯; ২৩—যির, ১৭; ৭—যিশ, ২৬; ৩, ৪—গী, ৬২; ৫, ৬—২ তী, ১; ১২। ইব্র, ৬; ১৭-২০।

প্রভু নিকটবর্ত্তী।

জয়ধ্বনি, প্রধান স্বর্গদূতের উচ্চরব ও ঈশ্বরীয় তূরীবাদ্য পুরঃসর প্রভু আপনি স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিবেন, তাহাতে অগ্রে খ্রীষ্টাশ্রিত মৃত লোকেরা উঠিবে। পরে আমরা যত জীবিত লোক অবশিষ্ট থাকিব, সকলে প্রভুর প্রত্যুদ্গমনের নিমিত্তে এককালে তাহাদের সহিত মেঘরথে আকাশে নীত হইব; এবং এই রূপে সতত প্রভুর সঙ্গে থাকিব। অতএব তোমরা এই সকল কথা লইয়া এক জন অন্য জনকে প্রবোধ দেও।—যিনি এই কথার সাক্ষ্য দেন, তিনি কহিতেছেন, সত্য, আমি ত্বরায় আসিতেছি। আমেন; হাঁ, প্রভো যীশু, আইস্বন।

অতএব, হে প্রিয়েরা, এই সকলের অপেক্ষা করত তোমরা যেন তাঁহার কাছে নিষ্কলঙ্ক ও দোষরহিত হইয়া শান্তিতে আবিষ্কৃত হও, তজ্জন্য যত্ন কর।—সর্ব্বপ্রকার মন্দ বিষয় হইতে দূরে থাক। আর শান্তির [আকর] ঈশ্বর আপনি তোমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে পবিত্র করুন; এবং তোমাদের অবিকল আত্মা ও প্রাণ ও দেহ, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আগমন সময়ে অনিন্দনীয়রূপে রক্ষিত হউক। তোমাদের আহ্বানকারী বিশ্বস্ত, তিনিই তাহা করিবেন।

তোমরাও সহিষ্ণু থাক; আপন আপন হৃদয় সুস্থির কর, কেননা প্রভুর আগমন সন্নিকট।

ফিলি, ৪; ৫। ১ থি, ৪; ১৬-১৮ — প্র, ২২; ২০—২ পি, ৩; ১৪ — ১ থি, ৫; ২২-২৪। যাক, ৫; ৮।

সেই ধার্ম্মিকতা ঈশ্বরের [দান], যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাসকরণদ্বারা [প্রাপ্য]; তাহা বিশ্বাসকারী সকলের প্রতি ও সকলের উপরে বর্ত্তে।

যিনি পাপ জানেন নাই, তাঁহাকে তিনি আমাদের নিমিত্তে পাপস্বরূপ করিলেন, যেন আমরা তাঁহাতে ঈশ্বরীয় ধার্ম্মিকতাস্বরূপ হই।—খ্রীষ্টই নিষ্ক্রয় দিয়া ব্যবস্থার শাপহইতে আমাদিগকে মুক্ত করিয়াছেন।—যিনি ঈশ্বর হইতে আমাদের জন্য বিজ্ঞান, এবং ধার্ম্মিকতা ও পবিত্রতালাভ ও মুক্তি হইয়াছেন।—তখন তিনি আমাদের কৃত ধর্ম্মকর্ম্মহেতু নয, কিন্তু আপনার দয়ানুসারে, পুনর্জ্জন্মের স্নান ও পবিত্র আত্মার নূতনীকরণদ্বারা আমাদিগকে পরিত্রাণ করিলেন, বস্তুতঃ আমাদের ত্রাণকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্টদ্বারা আমাদের উপরে বাহুল্যরূপে সেই আত্মাকে ঢালিয়া দিলেন।

অধিকন্তু আমার প্রভু খ্রীষ্ট যীশুর জ্ঞানের উৎকৃষ্টতা প্রযুক্ত আমি সকলই নিতান্ত ক্ষতি জ্ঞান করিতেছি, এবং তাঁহার নিমিত্তে সমস্তেরই হানি সহ্য করিয়াছি, এবং তাহা মলবৎ জ্ঞান করিতেছি। [কি জন্যে?] যেন খ্রীষ্টকে লাভ করি, ও তাঁহারই মধ্যে আবিষ্কৃত হই, সুতরাং ব্যবস্থা হইতে প্রাপ্য আমার কোন ধার্ম্মিকতায় ধার্ম্মিক না হইয়া, যে ধার্ম্মিকতা খ্রীষ্টে বিশ্বাসকরণদ্বারা হয, বিশ্বাসমূলক যে ধার্ম্মিকতা ঈশ্বর হইতে পাওয়া যায়, তাহাতেই যেন ধার্ম্মিক হই।

রো, ৩; ২২। ২ ক, ৫; ২১—গাল, ৩; ১৩—১ক, ১; ৩০—তীত, ৩; ৫, ৬। ফিলি, ৩; ৮, ৯।

অতএব আইস আমরা তাঁহার দুর্নাম বহন করত শিবিরের বাহিরে তাঁহার নিকট গমন করি। এখানে তো আমাদের চিরস্থায়ী নগর নাই; কিন্তু আমরা সেই ভাবী নগরের অন্বেষণ করিতেছি।

প্রিয়েরা, তোমাদের পরীক্ষার্থে যে তোমাদের মধ্যে আগুন জ্বলিতেছে, ইহা বিজাতীয় ঘটনা বলিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করিও না; বরং যে পরিমাণে খ্রীষ্টের দুঃখ-ভোগের সহভাগী হইতেছ, সেই পরিমাণে আনন্দ কর, তাহাতে তাঁহার প্রতাপের প্রকাশপ্রাপ্তিতেও উল্লাস পূর্ব্বক আনন্দ করিতে পারিবা। — তোমরা যেমন দুঃখভোগের, তেমনি সান্ত্বনারও সহভাগী আছ।

যদি খ্রীষ্টের নাম প্রযুক্ত তোমাদের উপরে ধিক্কার হয়, তবে তোমরা ধন্য; কেননা প্রতাপের ও প্রভাবের আত্মা, অর্থাৎ ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের উপরে অধিষ্ঠান করিতেছেন; তিনি উহাদের কাছে নিন্দিত, কিন্তু তোমাদের কাছে প্রতাপান্বিত।

তাহাতে [তাঁহার] নামের নিমিত্তে অপমানগ্রস্ত হইবার যোগ্যপাত্র গণ্য হওয়াতে আহ্লাদিত হইয়া তাহারা মহাসভার সাক্ষাৎ হইতে প্রস্থান করিল।— কারণ তিনি পাপজাত ক্ষণিক সুখভোগ অপেক্ষা বরং ঈশ্বরের প্রজাবৃন্দের সঙ্গে দুঃখভোগ মনোনীত করিলেন; এবং মিসরের সমস্ত নিধি অপেক্ষা খ্রীষ্টের দুর্নাম মহাধন জ্ঞান করিলেন, কেননা তিনি পুরস্কারদানের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন।

ইব্র, ১৩; ১৩, ১৪। ১ পি, ৪; ১২, ১৩—২ক, ১; ৭।
১পি, ৪; ১৪। প্রে, ৫; ৪১—ইব্র, ১১; ২৫, ২৬।

তোমরা জান, আমাদের পাপভার লইয়া যাইবার নিমিত্তে তিনি প্রত্যক্ষ হইলেন, এবং তাঁহাতে পাপ নাই।

ঈশ্বর এই অন্তিমকালে পুত্রদ্বারা আমাদিগকে কথা কহিলেন......তাঁহার প্রতাপের প্রতিবিম্ব ও তত্ত্বের মুদ্রাঙ্ক। এবং আপন পরাক্রমের বাক্যে বিশ্বের ধারণকর্ত্তা সেই পুত্র নিজ প্রাণদ্বারা আমাদের পাপের মার্জ্জনা করিয়া ঊর্দ্ধলোকে মহিমার দক্ষিণে উপবিষ্ট হইলেন।—যিনি পাপ জানেন নাই, তাঁহাকে তিনি আমাদের নিমিত্তে পাপস্বরূপ করিলেন।

সভয়ে আপন আপন প্রবাসকাল যাপন কর। তোমরা তো জান,......তোমরা স্বর্ণরূপ্যাদি ক্ষয়ণীয় বস্তুদ্বারা মুক্ত হও নাই, কিন্তু নির্দ্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক মেষশাবক-স্বরূপ খ্রীষ্টের বহুমূল্য রক্তদ্বারা [মুক্ত হইয়াছ]। তিনি জগৎপত্তনের অগ্রে পূর্ব্ব-লক্ষিত ছিলেন, কিন্তু কালের পরিণামে তোমাদের নিমিত্তে প্রত্যক্ষ হইলেন।—খ্রীষ্টের প্রেম আমাদিগকে বদ্ধ রাখিতেছে; কেননা আমরা এমত বিচার করিয়াছি যে যদি এক জন সকলের নিমিত্তে মরিলেন তাহা হইলে সুতরাং সকলেই মরিল। আর তিনি সকলের নিমিত্তে মরিলেন [কেন]? যাহারা জীবিত আছে, তাহারা যেন আর আপনাদের উদ্দেশে নয়, কিন্তু তাহাদের নিমিত্তে যিনি মরিলেন ও উত্থাপিত হইলেন, তাঁহারই উদ্দেশে জীবন ধারণ করে।

১ যোহ, ৩; ৫। ইব্র, ১; ১-৩—২ ক, ৫; ২১। ১পি, ১; ১৭-২০। ২ক, ৫; ১৪, ১৫।

তোমার যেমন দিন তেমনি শক্তি হইবে।

লোকে যখন তোমাদিগকে সমর্পণ করিতে লইয়া যাইবে, তখন কি কি কহিবা, অগ্রে তাহার বিবেচনা করিও না, ও তাহার নিমিত্তে কিছু ভাবিও না; সেই দণ্ডে যে যে কথা তোমাদিগকে দান করা যাইবে, তাহাই কহিও; কেননা তোমরা বক্তা নহ, কিন্তু পবিত্র আত্মাই বক্তা।—অতএব কল্যকার নিমিত্তে ভাবিত হইও না, কেননা কল্য আপনার বিষয়ে আপনি ভাবিত হইবে; এক দিনের নিজ কষ্ট তাহার জন্যে যথেষ্ট।

যিনি ইস্রায়েলের ঈশ্বর, তিনিই আপন প্রজাদিগকে পরাক্রম ও প্রাবল্য দেন। ঈশ্বর ধন্য হউন।—তিনি ক্লান্তদিগকে শক্তি দেন, ও সামর্থ্যহীনদিগের বল বৃদ্ধি করেন।

আমার যে অনুগ্রহ, তাহাতে তোমার কুলায়; কেননা দুর্ব্বলতাতে আমার প্রভাব সিদ্ধি পায়। অতএব খ্রীষ্টের প্রভাব যেন আমার উপরে অবস্থিতি করে, তন্নিমিত্ত বরং অতি হৃষ্টমনে নিজ দুর্ব্বলতার শ্লাঘা করিব। এই হেতু খ্রীষ্টের নিমিত্তে দুর্ব্বলতা, অপমান, দুর্গতি, তাড়না, সঙ্কট ঘটিলে আমি প্রীত হই, কেননা যখন দুর্ব্বল আছি, তখন বলবান আছি।—আমার সামর্থ্যদাতা খ্রীষ্টেতে সকলই আমার সাধ্য।—হে আমার প্রাণ, তুমি সতেজে অগ্রসর হও।

দ্বি, ৩৩ ; ২৫। মা, ১৩ ; ১১—ম, ৬ ; ৩৪। গী, ৬৮ ; ৩৫—যিশ, ৪০ ; ২৯। ২ক, ১২ ; ৯, ১০—ফিলি, ৪ ; ১৩—বি, ৫ ; ২১।

তুমি মদ্দর্শক ঈশ্বর।

হে সদাপ্রভো, তুমি আমাকে অনুসন্ধান করিয়া জ্ঞাত আছ। তুমিই আমার উপবেশন ও গাত্রোত্থান জানিতেছ, ও দূরে আমার সঙ্কল্প বুঝিতেছ। তুমি আমার গমন ও শয়ন তদন্ত করিতেছ, ও আমার সমস্ত গতি ভালরূপে জানিতেছ। বস্তুতঃ, হে সদাপ্রভো, দেখ, আমার জিহ্বাগ্রে কথা না আসিতে তুমি তৎসমুদয় জ্ঞাত আছ।......এই জ্ঞান আমার নিকটে অতি আশ্চর্য্য, এবং উচ্চতা প্রযুক্ত আমার বোধের অগম্য।

সদাপ্রভুর নেত্রযুগল সর্ব্বত্র থাকিয়া অধম ও উত্তমদিগকে অবলোকন করে।—মনুষ্যের গতি তো সদাপ্রভুর দৃষ্টিগোচর আছে; এবং তিনি তাহার সকল পথ বিচার করেন।—ঈশ্বর তোমাদের হৃদয় জানেন; কেননা মনুষ্যদিগের মধ্যে যাহা উচ্চ, তাহা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ঘৃণিত।—কেননা সদাপ্রভুর প্রতি যাহাদের অন্তঃকরণ সরল তাহাদের পক্ষে আপনাকে বলবান্ দেখাইবার জন্যে তাঁহার দৃষ্টি পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভ্রমণ করে।

তিনি সকলকে জানিতেন। এবং মনুষ্যের বিষয়ে কাহারো প্রমাণ অপেক্ষা করিতেন না; কেননা মনুষ্যের অন্তরে কি কি আছে, তাহা আপনি জানিতেন।—আপনি সকলই জানেন; আমি আপনাকে ভাল বাসি, ইহা আপনি জ্ঞাত আছেন।

• আ, ১৬; ১৩। গী, ১৩৯; ১-৪, ৬। হি, ১৫; ৩ এবং ৫, ২১—ল, ১৬; ১৫। ২বং, ১৬; ৯। যোহ, ২; ২৪, ২৫—যোহ, ২১; ১৭।

আমরাও......স্থৈর্য্য পূর্ব্বক আপনাদের সম্মুখস্থ ধাবনমার্গে ধাবমান হই; এবং বিশ্বাসের আদি ও সিদ্ধিকর্ত্তা যীশুর প্রতি দৃষ্টি রাখি।

যদি আমার পশ্চাদ্গামী হইতে বাঞ্ছা করে, তবে সে আপনার সেবা অস্বীকার করুক, এবং দিন দিন আপন ক্রুশ তুলিয়া আমার পশ্চাৎ আইসুক।— তোমাদের মধ্যে যে কেহ সর্ব্বস্বে জলাঞ্জলি না দেয়, সে আমার শিষ্য হইতে পারে না। অতএব আইস, আমরা অন্ধকারের ক্রিয়া ত্যাগ করি।

যে কেহ মল্লযুদ্ধ করে, সে সর্ব্ববিষয়ে ইন্দ্রিয় দমন করে। ইহাতে উহারা ক্ষয়ণীয় মুকুট পাইতে চেষ্টা করে, কিন্তু আমরা অক্ষয় মুকুট পাইতে চেষ্টান্বিত।

তজ্জন্য আমি দৌড়িতেছি, কিন্তু বিনালক্ষ্যে দৌড়ি না; মুষ্টিতে যুদ্ধ করিতেছি; কিন্তু আকাশকে আঘাতকারির ন্যায় যুদ্ধ করি না। বরঞ্চ নিজ দেহ দমন করিয়া দাসত্বে রাখিতেছি, পাছে অন্যদের কাছে ঘোষণা করিলে পর আপনি অগ্রাহ্য হই।— হে ভ্রাতৃগণ, আমি যে তাহা ধরিয়াছি, আপনার বিষয়ে এমত বিচার করি না। কিন্তু একটী [কথা বলিতে পারি], পশ্চাৎস্থিত বিষয় সকল আর স্মরণ না করিয়া অগ্রস্থিত বিষয়ের চেষ্টাতে একতান হইয়া লক্ষ্যের অভিমুখে দৌড়িতে দৌড়িতে আমি খ্রীষ্ট যীশুতে ঈশ্বরের [কৃত] ঊর্দ্ধলোকীয় আহ্বানের পণ পাইতে যত্ন করিতেছি।—এবং জ্ঞানী হইয়া সদাপ্রভু বিষয়ক জ্ঞানের অনুধাবন করিব।

ইব্র, ১২; ১, ২। লূ, ৯; ২৩—লূ, ১৪; ৩৩—রো, ১৩; ১২। ১ক, ৯; ২৫-২৭—ফিলি, ৩; ১৩, ১৪—হো, ৬; ৩।

কিন্তু যদি তোমরা আপনাদের সম্মুখ হইতে সেই দেশনিবাসিদিগকে
অধিকারচ্যুত না কর, তবে তোমরা যাহাদিগকে অবশিষ্ট রাখিবা,
তাহারা তোমাদের চক্ষুতে কণ্টক ও তোমাদের কোঁকেতে
অঙ্কুশস্বরূপ হইবে, এবং তোমাদের সেই নিবাসদেশে
তোমাদিগকে ক্লেশ দিবে।

বিশ্বাসরূপ উত্তম যুদ্ধে প্রাণপণ কর।— আমাদের যুদ্ধাস্ত্র শারীরিক নহে, কিন্তু দুর্গাদি ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্যে তাহা ঈশ্বরের পক্ষে প্রবল। আমরা বিতর্কশ্রেণীকে, ... ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছি, এবং যাবতীয় মতিকে বন্দি করিয়া খ্রীষ্টের আজ্ঞাবহ করিতেছি।

অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, আমরা ঋণী আছি, কিন্তু শরীরবশে জীবন ভোগার্থে শরীরের কাছে ঋণী নহি। যেহেতুক শরীরের বশে জীবন ভোগ করিলে তোমরা মরিবে, কিন্তু আত্মাতে দেহের লীলা নিহনন করিলে জীবিত হইবা। শারীরিক অভিলাষ আত্মার প্রতিকূল, এবং আত্মার অভিলাষ শরীরের প্রতিকূল। বস্তুতঃ এই উভয়ে পরস্পর প্রতিরোধ করত তোমাদিগকে বাঞ্ছামত কর্ম্ম করিতে দেয় না।— আমার অঙ্গমধ্যে অন্য প্রকার এক ব্যবস্থা দেখিতে পাইতেছি; তাহা আমার বিবেকের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, এবং আমাকে অঙ্গস্থিত পাপব্যবস্থার বন্দি দাস করে।— যিনি আমাদিগকে প্রেম করিয়াছেন, তাঁহারই দ্বারা আমরা এই সকলেতে নিতান্ত বিজয়ী হই।

গ, ৩৩; ৫৫। ১ তীম, ৬; ১২ — ২ক, ১০; ৪, ৫।
রো, ৮; ১২, ১৩ — গাল, ৫; ১৭ — রো, ৭; ২৩—এবং ৮; ৩৭।

তোমরা তাঁহাকে দর্শন কর নাই, তথাপি প্রেম করিতেছ।

কেননা আমারা বিশ্বাস সহকারে চলিতেছি, দর্শনসহকারে চলি না।— আমরা তাঁহাকে প্রেম করি, কারণ তিনিই প্রথমে আমাদিগকে প্রেম করিয়াছেন।— পরন্তু আমাদের প্রতি ঈশ্বরের যে প্রেম আছে, তাহা আমরা জ্ঞাত হইয়াছি ও বিশ্বাস করিয়াছি।—ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ; আর প্রেমে যে থাকে, সে ঈশ্বরে থাকে, এবং ঈশ্বর তাহাতে থাকেন। তাঁহাতেই [করিয়া] তোমরাও সত্যস্বরূপ বাক্য, অর্থাৎ তোমাদের পরিত্রাণ বিষয়ক সুসমাচার শুনিতে পাইয়া তাঁহাতেই বিশ্বাসও করিয়া প্রতিজ্ঞার [ফলস্বরূপ] পবিত্র আত্মাদ্বারা মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছ।— কারণ পরজাতিদের মধ্যে সেই নিগূঢ় বিষয়রূপ প্রতাপধন কি, তাহা ঐ পবিত্র লোকদিগকে জ্ঞাত করিতে ঈশ্বরের বাসনা হইল। উক্ত ধন তোমাদের মধ্যবর্ত্তী খ্রীষ্ট; তিনিই প্রতাপের আশা।

আমি ঈশ্বরকে প্রেম করি, ইহা যে বলে, সে যদি আপন ভ্রাতাকে ঘৃণা করে, তবে সে মিথ্যাবাদী; কেননা যাহাকে দেখিয়াছে, আপনার সেই ভ্রাতাকে যে ব্যক্তি প্রেম না করে, সে যাঁহাকে দেখে নাই সেই ঈশ্বরকে কেমন করিয়া প্রেম করিতে পারে?

যীশু তাহাকে কহিলেন, থোমা, আমাকে দেখিতে পাওয়াতে কি বিশ্বাস করিলা? যাহারা না দেখিয়া বিশ্বাস করিল, তাহারাই ধন্য।—যে সকল লোক তাঁহার শরণাপন্ন, তাহারা ধন্য।

১ পি, ১; ৪। ২ ক, ৫; ৭—১ যোহ, ৪; ১৯—১ যোহ, ৪; ১৬—ইফ, ১; ১৩—কল, ১; ২৭। ১ যোহ, ৪; ২০। যোহ, ২০; ২৯—গী, ২; ১২।

মন্দহইতে আমাকে রক্ষা কর।

কেন নিদ্রা যাইতেছ? উঠ, পরীক্ষাতে যেন না পড়, এই জন্যে প্রার্থনা কর।—আত্মা ইচ্ছুক বটে, কিন্তু শরীর দুর্ব্বল।

আমি তোমার কাছে দুই বর ভিক্ষা করি, আমার জীবন থাকিতে আমাকে তাহা দিতে অস্বীকার করিও না। অলীকতা ও মিথ্যাকথা আমার নিকটহইতে দূর কর; দরিদ্রতা কিম্বা ধন্যাঢ্যতা আমাকে না দিয়া আমার [উপযুক্ত] অংশানুযায়ি অন্ন খাইতে দেও; নতুবা অতি তৃপ্ত হইলে আমি তোমাকে অস্বীকার করিয়া বলিব, সদাপ্রভু কে? কিম্বা দরিদ্র হইলে চুরি করিব, ও আমার ঈশ্বরের নাম হস্তসাৎ করিব।

সদাপ্রভু তোমাকে সমস্ত আপদ হইতে রক্ষা করিবেন; তিনি তোমার প্রাণ রক্ষা করিবেন।—[আমিই, সদাপ্রভু] দুষ্টদের হস্তহইতে তোমাকে উদ্ধার করিব, ওভীমবিক্রান্তদের করতলহইতে তোমাকে মুক্ত করিব।

ঈশ্বরহইতে জাত ব্যক্তি আপনাকে রক্ষা করে, এবং সেই পাপাত্মা তাহাকে স্পর্শ করে না।

তুমি আমার স্থৈর্য্যের কথা রক্ষা করিয়াছ, এই কারণ, আমিও তোমাকে রক্ষা করিব, পৃথিবীনিবাসিদেব পরীক্ষার্থে সমস্ত ভূমণ্ডল আক্রমণ করিতে উদ্যত পরীক্ষা-কালহইতে রক্ষা করিব।—প্রভু ভক্তদিগকে পরীক্ষাহইতে উদ্ধার করিতে জানেন।

১ বং, ৪; ১০। লূ, ২২; ৪৬—ম, ২৬; ৪১। হি, ৩০; ৭—৯। গী, ১২১; ৭—যির, ১৫; ২১—১ যোহ, ৫; ১৮। প্র, ৩, ১০ —২ পি, ২; ৯।

সাহস কর,.........হাঁ, কার্য্য কর; কেননা আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভুর উক্তি।

আমি দ্রাক্ষালতা, তোমরা শাখা; যে আমাতে থাকে, এবং যাহাতে আমি থাকি, সেই ব্যক্তি প্রচুর ফলে ফলবান্ হয়, কেননা আমা ভিন্ন তোমরা কিছুই করিতে পার না।—আমার সামর্থ্যদাতা খ্রীষ্টেতে সকলই আমার সাধ্য।—প্রভুতেও তাঁহার শক্তির পরাক্রমে বলবান।—সদাপ্রভুতে যে আনন্দ, তাহাই তোমাদের শক্তি।

বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন.........ভাববাদিদের মুখে এই বর্ত্তমান কালে এই সকল কথা শুনিতে পাইতেছ যে তোমরা, তোমাদের হস্ত সবল হউক।—তোমরা দুর্ব্বল হস্ত সবল কর, ও কম্পিত জানু সুস্থির কর। চপলান্তঃকরণ লোকদিগকে বল, সাহস কর, ভয় করিও না।—তখন সদাপ্রভু তাহার প্রতি ফিরিয়া কহিলেন, তুমি আপনার এই বলেতে গমন কর।

ঈশ্বর যদি আমাদের সপক্ষ হন, তবে আমাদের বিপক্ষ কে?—অতএব লব্ধ দয়াক্রমে এই পরিচর্য্যাপদ প্রাপ্ত হওয়াতে আমরা নিরুৎসাহ হই না।

আর আইস, আমরা সৎকর্ম্ম করিতে করিতে নিরুৎসাহ না হই; কেননা ক্লান্ত না হইলে স্বসময়ে তাহার ফল পাইব।—ধন্য ঈশ্বর, তিনি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টদ্বারা আমাদিগকে জয় প্রদান করেন।

হগ, ২; ৪। যোহ, ১৫, ৫—ফিলি, ৪, ১৩—ইফি, ৬; ১০—নহি, ৮, ১০। সখ, ৮; ৯—যিশা, ৩৫, ৩, ৪—বি, ৬; ১৪। রো, ৮; ৩১—২ ক, ৪; ১। গাল, ৬; ৯—১ক, ১৫; ৫৭।

কেননা সদাপ্রভু তোমাদিগকে কহিয়াছেন, ইহার পরে তোমরা সেই পথে আর যাইবা না।

আর তাঁহারা যথা হইতে নির্গত, সেই দেশের কথা যদি কহিতেন, তবে ফিরিয়া যাইবার সময় অবশ্য পাইতেন। কিন্তু এখন তাঁহারা তদপেক্ষা উত্তম অর্থাৎ স্বর্গীয় দেশের আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। কারণ তিনি পাপজাত ক্ষণিক সুখভোগ অপেক্ষা বরং ঈশ্বরের প্রজাবৃন্দের সঙ্গে দুঃখভোগ মনোনীত করিলেন; এবং মিসরের সমস্ত নিধি অপেক্ষা খ্রীষ্টের দুর্নাম মহাধন জ্ঞান করিলেন।—বিশ্বাস হেতুই আমার ধার্ম্মিক ব্যক্তি বাঁচিবে, "কিন্তু যদি পরাঙ্‌মুখ হয়, তবে আমার মন তাহাতে প্রীত হইবে না।" পরন্তু আমরা বিনাশজনক পরাঙ্‌মুখতার লোক নহি, বরং জীবাত্মার রক্ষা-লাভজনক বিশ্বাসের লোক আছি।—যে কোন ব্যক্তি লাঙ্গলে হাত দিয়া পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া চাহে, সে ঈশ্বরের রাজ্যের উপযোগী নহে।

আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশ ছাড়া অন্য কোন বিষয়ের শ্লাঘা করা আমার না হউক; তাহারই দ্বারা আমার জন্যে জগৎ, এবং জগতের জন্যে আমি ক্রুশারোপিত।—প্রভু কহিতেছেন, তোমরা তাহাদের মধ্যহইতে নির্গত হইয়া পৃথক হও, ...তাহাতে আমিই তোমাদিগকে গ্রাহ্য করিব। তোমাদের অন্তরে যিনি উত্তম কর্ম্মের আরম্ভ করিয়াছেন, তিনি খ্রীষ্ট যীশুর দিন পর্যান্ত তাহা সিদ্ধ করিবেন।

দ্বি, ১৭; ১৬। ইব্র, ১১; ১৫, ১৬, ২৫, ২৬—ইব্র, ১০; ৩৮, ৩৯—লূ, ৯; ৬২। গাল, ৬; ১৪—২ক,৬; ১৭। ফিলি, ১; ৬।

আমি আইলাম, যেন তাহারা জীবন পায় ও উপচয় পায়।

সদসৎ জ্ঞানদায়ক যে বৃক্ষ তাহার ফল ভোজন করিও না, কেননা যে দিনে তাহার ফল খাইবা, সেই দিনে নিতান্ত মরিবা।—[তখন নারী] তাহার ফল পাড়িয়া ভোজন করিল, এবং আপনার মত নিজ স্বামীকে দিলে সেও ভোজন করিল।

কেননা পাপের বেতন মৃত্যু, কিন্তু ঈশ্বরদত্ত বর আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুতে অনন্ত জীবন।—কারণ একের অপরাধে করিয়া যদি ঐ এক ব্যক্তিদ্বারা মৃত্যু রাজত্ব পাইল, তবে যাহারা অনুগ্রহের ও ধার্ম্মিকতাদানের উপচয় পায়, তাহারা এক ব্যক্তি দ্বারা, অর্থাৎ যীশু খ্রীষ্টদ্বারা, কত অধিক [অবাধে] জীবনে রাজত্ব পাইবে।—কেননা মনুষ্যদ্বারা মৃত্যু হয়, তজ্জন্য মনুষ্যদ্বারা মৃতগণের পুনরুত্থানও হয়। ফলতঃ আদমে যেমন সকলে মরে, তেমনি খ্রীষ্টেই সকলে জীবিত হইবে।—আমাদের ত্রাণকর্ত্তা খ্রীষ্ট যীশু মৃত্যুকে নিস্তেজ করিয়াছেন, এবং সুসমাচারদ্বারা জীবন ও অক্ষয়তাকে দীপ্তিতে প্রকাশ করিয়াছেন।

ঈশ্বর আমাদিগকে অনন্ত জীবন দিয়াছেন, এবং সেই জীবন তাঁহার পুত্রে আছে। যে ব্যক্তি পুত্রকে পাইয়াছে, তাহার জীবনলাভ হইয়াছে; যে ঈশ্বরের পুত্রকে পায় নাই, তাহার জীবন লাভ হয় নাই। কেননা ঈশ্বর আপন পুত্রকে জগতের বিচার করিতে জগতে পাঠাইলেন, তাহা নয়; কিন্তু তাঁহাদ্বারা যেন জগতের পরিত্রাণ হয়, এই নিমিত্তে।

যোহ, ১০; ১০। আ, ২; ১৭ এবং ৩; ৬। রো, ৬; ২৩ — রো, ৫; ১৭—১ক, ১৫; ২১, ২২ — ২ তীম, ১; ১০। ১ যোহ, ৫; ১১, ১২ — যোহ, ৩; ১৭।

আমাদের প্রভুর অনুগ্রহ খ্রীষ্ট যীশু সম্বন্ধীয় বিশ্বাস ও প্রেম সহকারে অতি বাহুল্যরূপে ফলবান হইয়াছে।

তোমরা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ জ্ঞাত আছ; ফলতঃ তাঁহার দরিদ্রতাদ্বারা যেন তোমরা ধনবান হও, তজ্জন্য তিনি ধনবান হইলেও তোমাদের নিমিত্তে দরিদ্র হইলেন।—যে স্থানে পাপের বাহুল্য হইল, সেই স্থানে তদপেক্ষা অনুগ্রহ উপচিয়া পড়িল।

[ইহার অভিপ্রায় এই,] খ্রীষ্ট যীশুতে আমাদের প্রতি তাঁহার যে মধুর ভাব বর্ত্তে, তাহাদ্বারা যেন তিনি আগামি যুগপর্য্যায়ে আপনার অনুপম অনুগ্রহধন প্রকাশ করেন। কেননা অনুগ্রহেতেই বিশ্বাসদ্বারা তোমরা পরিত্রাণ পাইয়াছ; এবং তাহা তোমাদের হইতে হয় নাই, ঈশ্বরেরই দান আছে; তাহা কর্ম্মের ফল নয়; কেহ যেন শ্লাঘা না করে।—ব্যবস্থানুযায়ি ক্রিয়া হেতু নয়, কেবল যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করণদ্বারা মনুষ্যকে ধার্ম্মিক করা যায়, ইহা জানাতে আমরাও খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাসী হইয়াছি, যেন ব্যবস্থানুযায়ি ক্রিয়া হেতু নয়, কিন্তু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করণ হেতু ধার্ম্মিকীকৃত হই; কারণ ব্যবস্থানুযায়ি ক্রিয়াহেতু কোন মর্ত্ত্যকে ধার্ম্মিক করা যাইবে না। আপনার দয়ানুসারে, পুনর্জন্মের স্নান ও পবিত্র আত্মার নূতনীকরণদ্বারা আমাদিগকে পরিত্রাণ করিলেন, বস্তুতঃ আমাদের ত্রাণকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্টদ্বারা আমাদের উপরে বাহুল্যরূপে সেই আত্মাকে ঢালিয়া দিলেন।

১ তীম, ১; ১৪। ২ ক, ৮; ৯—রো, ৫; ২০। ইফি, ২; ৭-৯—গাল, ২; ৯—তীত ৩; ৫, ৬।

তুমি ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইলে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুব দত্ত দেশেব উত্তমতা প্রযুক্ত তাঁহার ধন্যবাদ কবিবা।

সাবধান, তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুকে বিস্মৃত হইও না।— তাহাদের একজন আপনাকে আবোগ্যপ্রাপ্ত দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে ঈশ্বরের স্তব কবিতে কবিতে ফিবিয়া আইল, এবং যীশুর চরণে অধোমুখে পতিত হইয়া তাঁহার ধন্যবাদ কবিতে লাগিল, সেই ব্যক্তি শমরীয লোক। তখন যীশু উত্তর করিযা কহিলেন, দশ জন কি শুচি হয় নাই? তবে আর নয় জন কোথায়? ঈশ্বরেব মাহাত্ম্য স্বীকার করণার্থে প্রত্যাগত সকলকে না পাইযা কেবল এই অন্যজাতীয় লোককে কি পাওয়া গেল?

ঈশ্বরের সৃষ্ট যাবতীয বস্তু তো ভাল, ধন্যবাদ সহকারে গ্রহণ কবিলে কিছুই অগ্রাহ্য নয, যেহেতুক ঈশ্বরের বাক্য এবং অনুবোধদ্বাবা তাহা পবিত্রীকৃত হয।— যে যাহা খায়, সে প্রভুব নিমিত্তে তাহা খায, কেননা সে ঈশ্বরের ধন্যবাদ কবে।— সদাপ্রভুর আশীর্ব্বাদ ধনবান করে, এবং মনোদুঃখ তাহাব সহিত কিছুই যোগ করিতে পারে না।

হে আমাব মন, সদাপ্রভুব ধন্যবাদ কব; আব হে আমাব অন্তরস্থ সকল, তাঁহাব পবিত্র নামের [ধন্যবাদ কর]। হে আমার মন, সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর, তিনিই তোমার সমস্ত অপবাধ ক্ষমা কবেন,... ..দযা ও করুণারূপ মুকুটে তোমাকে ভূষিত করেন।

দ্বি, ৮; ১০। দ্বি, ৮; ১১ — লূ, ১৭; ১৫ — ১৮। ১ তীম, ৪; ৪, ৫ — রো, ১৪, ৬ — হিতো, ১০; ২২। গী, ১০৩; ১—৪।

আমি তোমাদিগকে আর দাস বলি না, কেননা দাসের প্রভু যাহা করেন, দাস তাহা জানে না; কিন্তু তোমাদিগকে বন্ধু বলিলাম।

সদাপ্রভু কহিলেন, আমি যাহা করিব তাহা কি অব্রাহামহইতে লুকাইব?—স্বর্গ-রাজ্যের নিগূঢ় বিষয়ের জ্ঞান তোমাদিগকে দত্ত হইয়াছে।— আমাদের কাছে ঈশ্বর আপন আত্মাদ্বারা তাহা প্রকাশ করিয়াছেন, যেহেতুক আত্মা সকলই অনুসন্ধান করেন, ঈশ্বরের গম্ভীর ভাবকেও অনুসন্ধান্ করেন।—সেই সঙ্গোপিত বিজ্ঞানের কথা কহিতেছি, যাহা ঈশ্বর আমাদের প্রতাপার্থে যুগপর্য্যায়ের পূর্ব্বাবধি নিরূপণ করিয়াছেন।

তুমি যাহাকে মনোনীত করিয়া আপনার নিকটে রাখিয়া আপন প্রাঙ্গণে বাস করিতে দেও, সেই ধন্য; আমরা তোমার গৃহের অর্থাৎ তোমার পবিত্র প্রাসাদের উত্তম দ্রব্যে তৃপ্ত হইব।—সদাপ্রভুর গূঢ় মন্ত্রণা তাঁহার ভয়কারিদের অধিকার, এবং তাঁহার নিয়ম তাহাদিগকে জ্ঞান দিবার উপায়।— কেননা তুমি আমাকে যে যে বচন দিয়াছ, তাহা আমি তাহাদিগকে দিলাম; আর তাহারা তাহা গ্রাহ্য করিল, এবং আমি যে তোমার নিকট হইতে নির্গত হইয়া আসিয়াছি, ইহা নিশ্চয় জ্ঞাত হইল, এবং তুমি আমাকে প্রেরণ করিয়াছ, ইহাও বিশ্বাস করিল।

আমি তোমাদিগকে যে যে আজ্ঞা দিতেছি, তাহা যদি পালন কর, তবে তোমরা আমার বন্ধু।

যোহ, ১; ১৫। আ, ১৮; ১৭ — ম, ১৩; ১১ — ১ক, ২; ১০ — ১ক, ২; ৭। গী, ৬৫; ৪ — গী, ২৫; ১৪ — যোহ, ১৭; ৮। যোহ, ১৫; ১৪।

ইহার সান্ত্বনা হইতেছে।

তোমার সূর্য্য আর অস্তগত হইবে না, ও তোমার চন্দ্র আর ক্ষীণ হইবে না; কেননা সদাপ্রভু তোমার অনন্তকালস্থায়ি জ্যোতিঃ হইবেন, এবং তোমার শোকের দিন সমাপ্ত হইবে।—তিনি মৃত্যুকে অনন্তকালের নিমিত্তে গ্রাস করিবেন, ও প্রভু সদাপ্রভু সকলের মুখ হইতে চক্ষুর জল মুছিবেন; এবং সমস্ত পৃথিবী হইতে আপন প্রজাদের দুর্নাম দূর করিবেন।—তাহাতে আমি উত্তর করিলাম, হে আমার প্রভো, তাহা আপনি জানেন। তখন তিনি আমাকে কহিলেন, ইহারা সেই মহাক্লেশ হইতে আগমনকারি লোক, এবং মেষশাবকের রক্তে আপন আপন পরিচ্ছদ ধৌত করিয়া শুক্লবর্ণ করিয়াছে। এই জন্যে ঈশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে থাকিয়া দিবারাত্রি তাঁহার প্রাসাদে তাঁহার আরাধনা করে, এবং সিংহাসনোপবিষ্ট ব্যক্তি ইহাদের উপরে [আপন] তাম্বু বিস্তার করিবেন; ইহারা আর কখন ক্ষুধিত হইবে না, এবং তৃষ্ণার্ত্তও হইবে না; এবং ইহাদিগেতে রৌদ্র প্রভৃতি কোন উত্তাপ আর লাগিবে না; কারণ সিংহাসনের মধ্যস্থিত মেষশাবক ইহাদিগকে পালন করিবেন, এবং জীবনপ্রবাহি জলের উনুইর নিকট গমন করাইবেন, এবং ঈশ্বর ইহাদের সমস্ত নেত্রজল মুছাইয়া দিবেন।—এবং মৃত্যু আর হইবে না, এবং শোক ও আর্ত্তনাদ ও ব্যথা আর হইবে না; কেননা প্রথম বিষয় সকল গত হইল।

যি, ১৬; ২৫। যিশ, ৬০; ২০—যিশ, ২৫; ৮—প্র, ৭; ১৪-১৭—প্র ২১; ৪।

শরীরের প্রদীপ চক্ষু; অতএব তোমার চক্ষু যখন সরল হয়, তখন তোমার সমুদয় শরীরও দীপ্তিময় হয়।

কিন্তু প্রাণিসম মনুষ্য ঈশ্বরের আত্মার ভাব গ্রাহ্য করে না, কেননা তাহার কাছে তাহা মূর্খতা বোধ হয়; এবং সে তাহা জানিতে পারেও না, কেননা সে আধ্যাত্মিক বিচারের অপেক্ষা করে।—আমার চক্ষু উন্মীলিত কর, তাহাতে আমি তোমার ব্যবস্থাতে আশ্চর্য্য দর্শন পাইব।

আমি জগতের জ্যোতিঃ; যে আমার অনুগামী হয়, সে কোন ক্রমে অন্ধকারে যাতায়াত করিবে না, কিন্তু জীবনরূপ আলো পাইবে।— আমরা সকলে অনাবৃত মুখে প্রভুর তেজ দর্পণে নিরীক্ষণ করিতে করিতে আত্মাস্বরূপ প্রভু হইতে ... তেজ প্রাপ্ত হওত সেই মূর্ত্ত্যনুরূপে স্বরূপান্তরীকৃত হইতেছি।— ঈশ্বরই অন্ধকারের মধ্যহইতে দীপ্তিকে আলো করিতে বলিয়াছেন; যীশু খ্রীষ্টের মুখমণ্ডলে ঈশ্বরের তেজঃপ্রকাশক জ্ঞানরূপ দীপ্তি বিরাজমান করণার্থে তিনি আমাদের হৃদয়াকাশে আলো করিলেন।

যিনি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর এবং প্রতাপের [অধিকারি] পিতা, তিনি আপনার পরিচয়ে বিজ্ঞতাজনক ও প্রকাশিত বাক্যবোধক আত্মা তোমাদিগকে দিউন।... তাঁহার আহ্বানজনিত প্রত্যাশা কি, ও পবিত্রগণের মধ্যে তাঁহার দায়াধিকারের প্রতাপরূপ ধন কি, ... তোমাদিগকে জানিতে দিউন।

লূ, ১১; ৩৪। ১ক, ২; ১৪—গী, ১১৯; ১৮। যোহ, ৮; ১২ — ২ক, ৩; ১৮ — ২ক, ৪; ৬। ইফি, ১; ১৭, ১৮।

তখন সদাপ্রভুর ভয়কারি লোকেরা পরস্পর আলাপ করিল, এবং সদাপ্রভু অবধান করিয়া তাহা শুনিলেন; এবং সদাপ্রভুর ভয়-কারি ও তাঁহার নাম ধ্যানকারি লোকদের জন্যে তাঁহার সম্মুখে একখান স্মরণার্থ পুস্তক লেখা গেল।

তাহাদের কথোপকথন ও তর্কবিতর্ক করণ কালে যীশু আপনি নিকটে আসিয়া তাহাদের সঙ্গে গমন করিতে লাগিলেন।— কেননা যে স্থানে দুই কি তিন জন আমার নামে সমাগত হয়, সেই স্থানে আমি তাহাদের মধ্যে বর্ত্তমান আছি।— যাহা-দের নাম জীবন পুস্তকে লেখা আছে, আমার ... সহকারিগণ।

খ্রীষ্টের বাক্য বাহুল্যরূপে তোমাদের অন্তরে বাস করুক; তোমরা যাবতীয় বিজ্ঞ-তাতে পরস্পর শিক্ষা ও চেতনা দান করত গীত, স্তোত্র ও আধ্যাত্মিক সঙ্কীর্ত্তনদ্বারা অনুগ্রহের অধীনে আপন আপন হৃদয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশে গান কর।— তোমাদের মধ্যে কেহ যেন পাপের প্রতারণাতে কঠিনীভূত না হয়; এই নিমিত্তে অদ্য নামে বিখ্যাত সময় যাবৎ থাকে, তাবৎ দিন দিন পরস্পর চেতনা দেও।

মনুষ্যেরা যত অনর্থক কথা কহে, বিচার দিবসে সেই সকলের হিসাব দিতে হইবে। বস্তুতঃ তুমি আপনার বাক্যদ্বারা ধার্ম্মিক, কিম্বা আপনার বাক্যদ্বারা দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন হইবা।— আমার নিকটে ইহা লিখিত আছে।

মা, ৩; ১৬। লূ, ২৪, ১৫ — ম, ১৮; ২০ — ফিলি, ৪; ৩। কল, ৩, ১৬ — ইব্র, ৩, ১৩। ম, ১২; ৩৬, ৩৭ — যিশ, ৬৫; ৬।

হাঁ, তাহারা আমার হইবে, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন; আমার কার্য্য করণের দিনে নিজস্ব বলিয়া [তাহারা আমার হইবে]।

জগতের মধ্য হইতে যে মনুষ্যদিগকে তুমি আমাকে দান করিয়াছ, আমি তোমার নাম তাহাদের প্রত্যক্ষ করিয়াছি; তাহারা তোমারই ছিল, এবং তুমি আমাকে তাহাদিগকে দান করিয়াছ, আর তাহারা তোমার বাক্য পালন করিয়াছে। তাহাদেরই নিমিত্তে বিনতি করিতেছি; আমি জগতের নিমিত্তে বিনতি করিতেছি, তাহা নয়, কিন্তু যে সকল আমাকে দান করিয়াছ, তাহাদের নিমিত্তে, কেননা তাহারা তোমার। আর যাহা যাহা আমার তাহা সকলই তোমার, এবং যাহা যাহা তোমার তাহা আমার; এবং আমি তাহাদিগেতে মহিমান্বিত হইয়াছি। পিতঃ, আমি যে স্থানে থাকি, তোমার দত্ত আমার লোকেরাও যেন সেই স্থানে আমার সঙ্গে থাকে, এই আমার বাসনা; জগৎপত্তনের পূর্ব্বে আমাকে প্রেম করাতে তুমি আমাকে যে মহিমা দান করিয়াছ, আমার সেই মহিমা যেন তাহারা দেখিতে পায়।

[আমি] পুনর্ব্বার আসিয়া আমার নিকটে তোমাদিগকে লইয়া যাইব।—আর তখন তিনি আপন পবিত্র লোকসমূহে গৌরবান্বিত হইতে, এবং……বিশ্বাসকারী সকলেতে সেই দিনে বিস্ময়যুক্ত সমাদর প্রাপ্ত হইতে আগমন করিবেন।—আমরা যত জীবিত লোক অবশিষ্ট থাকিব, সকলে প্রভুর প্রত্যাগমনের নিমিত্তে এককালে তাহাদের সহিত মেঘরথে আকাশে নীত হইব; এবং এইরূপে সতত প্রভুর সঙ্গে থাকিব।—এবং সদাপ্রভুর হস্তস্থিত ভূষণার্থক মুকুট ও তোমার ঈশ্বরের করস্থিত রাজকিরীটস্বরূপ হইবা।

মা, ৩; ১৭। যোহ, ১৭; ৬, ৯, ১০, ২৪। যোহ, ১৪; ৩ — ২ থিষ, ১; ১০ — ১ থিষ, ৪: ১৭ — যিশা, ৬২; ৩।

সেই সিংহাসনমূর্ত্তির উপরে মনুষ্যের আকৃতিবৎ এক মূর্ত্তি ছিল, তাহা তাহার ঊর্দ্ধে ছিল।

তিনি মনুষ্য খ্রীষ্ট যীশু।—মনুষ্যদের সাদৃশ্যে জাত এবং আকার প্রকারে মনুষ্যবৎ প্রতিপন্ন. ... হইলেন।— সেই সন্তানগণ রক্তমাংসের ভাগী, তজ্জন্য তিনি আপনিও তদ্রূপ তাহার ভাগী হইলেন; [কি নিমিত্ত?] মৃত্যুর কর্ত্তৃত্ববিশিষ্ট ব্যক্তিকে, অর্থাৎ দিয়াবলকে মৃত্যুদ্বারা হীনশক্তি করণার্থে।

আমি জীবনময়, তথাপি মৃত হইলাম, কিন্তু দেখ, যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে জীবত আছি।— মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপিত খ্রীষ্ট আর কখন মরেন না, তাঁহার উপরে মৃত্যুর আর কর্ত্তৃত্ব নাই। ফলতঃ তাঁহার যে মৃত্যু হইয়াছে, তদ্দ্বরা তিনি পাপের সম্বন্ধে একেবারে মরিয়াছেন; এবং তাঁহার যে জীবন আছে, তদ্দ্বারা ঈশ্বরের সম্বন্ধে জীবিত আছেন।— তবে মনুষ্যপুত্রকে পূর্ব্ববাসস্থানে উঠিতে দেখিলে [কি বলিবা]? — তিনি মৃতগণের মধ্যহইতে উত্থাপিত এবং স্বর্গে নিজ দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট [করিলেন।]— কেননা ঈশ্বরত্বের সমস্ত পূর্ণতা দৈহিকরূপে তাঁহাতে বাস করে।

কেননা দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত ক্রুশারোপিত হইলেও তিনি ঈশ্বরের প্রভাব প্রযুক্ত জীবিত আছেন। আর তাঁহার সম্বন্ধীয় আমরাও দুর্ব্বল আছি, কিন্তু ঈশ্বরের প্রভাব প্রযুক্ত তাঁহার সহিত তোমাদের কাছে জীবিত হইব।

যিহি, ১; ২৬। ১ তীম, ২; ৫ — ফিলি, ২; ৭, ৮ — ইব্র, ২; ১৪। প্র, ১; ১৮ — রো, ৬, ৯, ১০ — যোহ, ৬; ৬২ — ইফি, ১; ২০ — কল, ২; ৯। ২ক, ১৩; ৪।

এখন সম্মত হও, কেননা এই প্রকারে সমস্ত ধার্ম্মিকতা সাধন করা আমাদের উপযুক্ত।

হে আমার ঈশ্বর, তোমার বাসনা পূর্ণ করণে আমি প্রীত হই; এবং তোমার শাস্ত্র আমার অন্তরে আছে।

আমি ব্যবস্থা কি ভাববাদিদের গ্রন্থ লোপ করিতে আসিয়াছি এমন বোধ করিও না; আমি লোপ করিতে আসি নাই, কিন্তু পূর্ণ করিতে আসিয়াছি। কেননা আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, যে পর্য্যন্ত আকাশ ও পৃথিবী লুপ্ত না হইবে, তাবৎ সমস্ত সফল না হইলে ব্যবস্থার এক মাত্রা কি এক বিন্দুও লুপ্ত হইবে না।—সদাপ্রভু আপন ধর্ম্মের নিমিত্তে প্রীত হন; তিনি ব্যবস্থাকে মহৎ ও সম্ভ্রান্ত করিবেন।—শাস্ত্রাধ্যাপক ও ফরীশি লোকদের অপেক্ষা তোমাদের ধার্ম্মিকতা প্রচুর না হইলে তোমরা কোন মতে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পাইবা না।

যেহেতুক ব্যবস্থা শরীরের দ্বারা দুর্ব্বল হওয়াতে যাহা করিতে অসমর্থ ছিল, ঈশ্বর [তাহা করিয়াছেন, ফলতঃ] নিজ পুত্রকে পাপময় শরীরের অনুকৃতিতে এবং পাপের নিমিত্তে প্রেরণ করিয়া শরীরে পাপের দণ্ডাজ্ঞা করিয়াছেন, যেন আমাদিগেতে ব্যবস্থার ধর্ম্মবিধি সিদ্ধ করা যায়; আমরা তো শরীরের বশে না চলিয়া আত্মার বশে চলিতেছি।—যেহেতুক প্রত্যেক বিশ্বাসি ব্যক্তির ধার্ম্মিকতালাভার্থে খ্রীষ্ট ব্যবস্থার পরিণাম।

ম, ৩; ১৫। গী, ৪০; ৮। ম, ৫; ১৭, ১৮ — যিশ, ৪২; ২১ — ম, ৫; ২০। রো, ৮; ৩, ৪—রো, ১০; ৪।

আমি আপনি চিত্ত বিশুদ্ধ করিয়াছি……এমত কথা কে বলিতে পারে?

বিবেচক ও ঈশ্বরের অন্বেষণকারী কেহ আছে কি না, ইহা দেখিবার জন্যে সদাপ্রভু স্বর্গহইতে মনুষ্যসন্তানদের প্রতি নিরীক্ষণ করিলেন। সকলে বিপথগামী ও একেবারে বিকারপ্রাপ্ত হইয়াছে, সৎকর্ম্ম করে, এমত কেহই নাই, এক জনও নাই।—আর যাহারা শরীরের বশে আছে, তাহারা ঈশ্বরের প্রীতিকর হইতে পারে না।

আমার বাঞ্ছা সম্ভবে বটে, কিন্তু উত্তমের সম্পাদন সম্ভবে না। কেননা আমি যাহা বাঞ্ছা করি, সেই উত্তম ক্রিয়া করি না, কিন্তু যাহা বাঞ্ছা করি না, সেই মন্দ আচরণ করি।—আমরা তো সকলে অশুচি দ্রব্যের সদৃশ হইয়াছি, ও আমাদের যাবতীয় ধার্ম্মিকতা মলিন বস্ত্রের সমান; আর আমরা সকলে পত্রের ন্যায় জীর্ণ, তাহাতে আমাদের অপরাধ সকল বায়ুর ন্যায় আমাদিগকে উড়াইয়া লইয়া যায়।

কিন্তু প্রতিজ্ঞার ফল যেন যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করণ হেতু বিশ্বাসকারিদিগকে দেওযা যায়, তজ্জন্য শাস্ত্র সকলই পাপের অধীনতায় রুদ্ধ করিল।—কেননা খ্রীষ্টে থাকিয়া ঈশ্বর আপনার সহিত জগতের সম্মিলনকারী হইলেন, তাহাদের অপরাধ সকল তাহাদের বলিয়া গণনা করেন না।—আমাদের পাপ নাই, ইহা যদি বলি, তবে আপনারা আপনাদিগকে ভুলাই, এবং আমাদের অন্তরে সত্য নাই। যদি আপন আপন পাপ স্বীকার করি, তবে তিনি বিশ্বস্ত ও ধর্ম্মময়, সুতরাং আমাদের পাপ সকল মোচন করিবেন, এবং যাবতীয় অধার্ম্মিকতাহইতে আমাদিগকে শুচি করিবেন।

হিতো, ২০, ৯। গী, ১৪, ২, ৩—রো, ৮, ৮। রো, ৭, ১৮, ১৯—যিশ, ৬৪, ৪। গাল, ৩, ২২—২ক, ৫, ১৯—১ যোহ, ১, ৮, ৯।

নাম ঢালা সুগন্ধি তৈলস্বরূপ।

খ্রীষ্টও আমাদিগকে প্রেম করিয়া আমাদের নিমিত্তে আপনাকে সৌরভের আঘ্রাণার্থক উপহার ও যজ্ঞরূপে ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ করিলেন।— অতএব বিশ্বাসী যে তোমরা, ঐ মহামূল্যতা তোমাদের জন্যে হয়।—ঈশ্বরই তাঁহাকে অতিশয় উচ্চপদান্বিত করিলেন, এবং যাবতীয় নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নাম তাঁহাকে দান করিলেন। [কি নিমিত্তে?] যীশুর নামে ... যাবতীয় জানু যেন পাতিত হয়।— কেননা ঈশ্বরত্বের সমস্ত পূর্ণতা তাঁহাতে বাস করে।

যদি আমাকে প্রেম কর, তবে আমার আজ্ঞা সকল পালন কর।— আমাদিগকে দত্ত পবিত্র আত্মাদ্বারা আমাদের হৃদযে ঈশ্বরের প্রেম সেচন করা গিয়াছে।— তাহাতে আতরের সৌরভে বাটী আমোদিত হইল।— তাহারা যীশুর সঙ্গী ছিল, বলিয়া তাহাদিগকে চিনিতে পারিল।

হে আমাদের প্রভো সদাপ্রভো, সমস্ত পৃথিবীতে তোমার নাম কেমন মহিমান্বিত! গগণের উর্দ্ধেও তোমার প্রভা সংস্থাপিত হইয়াছে।— ইম্মানুয়েল, ইহার তাৎপর্য্য আমাদের সহিত ঈশ্বর।— আশ্চর্য্য ও মন্ত্রী ও বিক্রমশালি ঈশ্বর ও যুগপর্য্যায়ের পিতা ও শান্তিরাজ, তাঁহার এই নাম হইল।— সদাপ্রভুর নাম দৃঢ় দুর্গস্বরূপ; ধার্ম্মিক লোক তাহারই মধ্যে পলায়ন করিয়া রক্ষা পায়।

পঃ গী, ১; ৩। ইফি, ৫; ২ — ১পি, ২; ৭ — ফিলি, ২; ৯, ১০ — কল, ২; ৯। যোহ, ১৪; ১৫—রো, ৫; ৫—যোহ, ১২; ৩—প্রে, ৪; ১৩। গীত, ৮; ১— ম, ১; ২৩—বিশ, ৯; ৬—হিতো, ১৮; ১০।

সর্ব্বশুদ্ধ বৎসকে লইয়া শিবিরের বাহিরে শুচি স্থানে, অর্থাৎ ভস্ম ফেলিয়া দিবার স্থানে আনিয়া কাষ্ঠের উপরে অগ্নিতে দগ্ধ করিবে।

তাহারা যীশুকে ধরিয়া লইয়া গেল। পরে তিনি আপন ক্রুশ বহন করিতে করিতে কপালের স্থল নামক স্থানে বহির্গমন করিলেন। ইব্রী ভাষাতে সেই স্থানকে গল্‌গথা বলে। তথায় তাহারা তাঁহাকে…ক্রুশে আরোপণ করিল।—ফলতঃ যে যে প্রাণির রক্ত পাপনিমিত্তক নৈবেদ্যরূপে মহাযাজকদ্বারা পবিত্র স্থানের ভিতরে বহন করা যায়, সেই সকলের দেহ শিবিরের বাহিরে দগ্ধ করা যায়। এই কারণ যীশুও নিজ রক্তদ্বারা প্রজাবৃন্দকে পবিত্র করণার্থে পুরদ্বারের বাহিরে [মৃত্যু] ভোগ করিলেন। অতএব আইস আমরা তাঁহার দুর্নাম বহন করত শিবিরের বাহিরে তাঁহার নিকট গমন করি।— তাঁহার দুঃখভোগের সহভাগিতা। যে পরিমাণে খ্রীষ্টের দুঃখভোগের সহভাগী হইতেছ, সেই পরিমাণে আনন্দ কর, তাহাতে তাঁহার প্রতাপের প্রকাশ-প্রাপ্তিতেও উল্লাস পূর্ব্বক আনন্দ করিতে পারিবা।— বস্তুতঃ আপাততঃ আমাদের যে লঘুতর ক্লেশ হইয়া থাকে,তাহা উত্তর উত্তর অনুপম রূপে আমাদের অনন্তকালস্থায়ি গুরুতর প্রতাপ সাধন করিতেছে।

লে, ৪ ; ১২। যোহ, ১৯ ; ১৬—১৮—ইব্র, ১৩ ; ১১—১৩—ফিলি, ৩ ; ১০। ১ পি, ৪ ; ১৩—২ ক, ৪ ; ১৭।

বিপৎকালে কেবল তুমিই আমার আশ্রয়।

কে আমাদিগকে মঙ্গল দেখাইবে? অনেকে এমত কথা কহিতেছে; হে সদাপ্রভো, আমাদের প্রতি তুমি নিজ মুখের দীপ্তি উদিত কর।—আমি গানদ্বারা তোমার বল কীর্ত্তন করিব, ও তোমার দয়ার বিষয়ে প্রত্যূষে আনন্দধ্বনি করিব; কেননা তুমি আমার উচ্চদুর্গ ও সঙ্কটের দিনে আমার আশ্রয় হইয়া আসিতেছ।

আমার শান্তি থাকিতে আমি কহিয়াছিলাম, অনন্তকালেও বিচলিত হইব না। কিন্তু আপন মুখ লুক্কায়িত করিলে আমি বিহ্বল হইয়া পড়িলাম। হে সদাপ্রভো, তোমারই উদ্দেশে আমি আহ্বান করি, সদাপ্রভুরই কাছে বিনতি করি। আমার রক্তপাত হইলে, ক্ষয়স্থানে আমার অবতরণে কি লাভ হইবে? ধূলি কি তোমার স্তবগান করিবে, কিম্বা তোমার সত্য প্রচার করিবে? হে সদাপ্রভো, অবধান করিয়া আমাকে কৃপা কর; হে সদাপ্রভো, আমার সহকারী হও।

আমি স্বল্পস্থায়ী নিমেষমাত্র তোমাকে ত্যাগ করিয়াছিলাম, কিন্তু মহাকরুণাতে তোমাকে গ্রহণ করিব। আমি কোপাবেশে এক নিমিষমাত্র তোমা হইতে আপন মুখ লুকাইয়াছিলাম, কিন্তু অনন্তকালস্থায়ি দয়াতে তোমার প্রতি করুণা করিব, ইহা তোমার মুক্তিদাতা সদাপ্রভু কহেন।—তোমাদের দুঃখ সুখে পরিণত হইবে।—সন্ধ্যাকালে রোদন অতিথিরূপে আইসে, কিন্তু প্রাতঃকালে আনন্দগান হয়।

যির, ১৭; ১৭। গী, ৪; ৬—গী, ৫৯; ১৬। গী, ৩০; ৬, ৮-১০। যিশ, ৫৪; ৭, ৮—যোহ, ১৬; ২০—গী, ৩০; ৫।

সদাপ্রভুই প্রজ্ঞা দেন, তাঁহারই মুখ হইতে জ্ঞান ও বুদ্ধি [নির্গত হয়]।

তুমি সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত সদাপ্রভুতে বিশ্বাস কর, তোমার নিজ বিবেচনাতে নির্ভর করিও না।—আর যদি তোমাদের কাহারো বিজ্ঞতাব অভাব হয়, তবে যিনি অকাতরে ও বিনা তিরস্কারে সকলকে দান করিয়া থাকেন, সেই ঈশ্বরেব নিকট যাচ্ঞা করুক; তাহাতে তাহাকে দত্ত হইবে।—ঈশ্বরের যে মূর্খতা, তাহা মনুষ্যগণ অপেক্ষা অধিক জ্ঞানযুক্ত, এবং ঈশ্বরের যে দুর্ব্বলতা তাহা মনুষ্যগণ অপেক্ষা অধিক সবল।—আমি তোমাদিগকে এমন মুখ ও বিজ্ঞতা দিব, যে তোমাদের বিপক্ষেরা কেহ উত্তর দিতে কি প্রতিবোধ করিতে পারিবে না।—কিন্তু ঈশ্বর বিজ্ঞদিগকে লজ্জা দিবার জন্যে জগতীস্থ মূর্খতার পাত্রদিগকে মনোনীত করিলেন। কোন মর্ত্ত্য যাহাতে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে শ্লাঘা না করে।

তোমার বাক্যের বিকাশ আলো প্রদান করে, তাহা অমায়িকদিগকে বিবেচক করে।—আমি যেন তোমার বিরুদ্ধে পাপ না করি, তন্নিমিত্ত তোমার বচন হৃদযের মধ্যে সঞ্চয় করিয়াছি।

তাহাতে সকলে তাঁহার বিষয়ে প্রমাণ দিতে, ও তাঁহার মুখ হইতে নির্গত প্রীতিজনক বাক্যে আশ্চর্য্য বোধ করিতে লাগিল।—সেই ব্যক্তি যেরূপ কথা কহে, তদ্রূপ কথা কোন মনুষ্য কখনো কহে নাই।—পরন্ত তাঁহা হইতে তোমরা সেই খ্রীষ্ট যীশুতে আছ, যিনি ঈশ্বর হইতে আমাদের জন্যে বিজ্ঞান, এবং ধার্ম্মিকতা ও পবিত্রতালাভ ও মুক্তি হইয়াছেন।

হিতো, ২; ৬। হিতো, ৩; ৫—যাক, ১; ৫—১ক, ১, ২৫ — লূ, ২১; ১৫—১ ক, ১; ২৭, ২৯। গী, ১১৯; ১৩০—গী, ১১৯, ১১। লূ, ৪; ২২ — যোহ, ৭; ৪৬—১ ক, ১; ৩০।

তিনি আপন প্রাণের পরিশ্রমোপার্জ্জিত ফল দেখিয়া তৃপ্ত হইবেন।

যীশু কহিলেন, সমাপ্ত হইল; পরে মস্তক নমন পূর্ব্বক আত্মা সমর্পণ করিলেন।—যিনি পাপ জানেন নাই, তাঁহাকে তিনি আমাদের নিমিত্তে পাপস্বরূপ করিলেন, যেন আমরা তাঁহাতে ঈশ্বরীয় ধার্ম্মিকতাস্বরূপ হই।

সেই যে প্রজাবৃন্দকে আমি আপনার নিমিত্তে সৃষ্টি করিয়াছি, তাহারা আমার প্রশংসার বর্ণনা করিবে।— এই মতে যেন সম্প্রতি মণ্ডলীদ্বারা স্বর্গস্থ আধিপত্য ও কর্ত্তৃত্ব সকলকে ঈশ্বরের বহুরূপ প্রজ্ঞা জ্ঞাত করা যায়।

আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুতে যুগপর্য্যায়ের আরম্ভাবধি তাঁহার কৃত মনস্থের সহিত ইহা মিলে।— [ইহার অভিপ্রায় এই,] খ্রীষ্ট যীশুতে আমাদের প্রতি তাঁহার যে মধুরভাব বর্ত্তে, তাহাদ্বারা যেন তিনি আগামি যুগপর্য্যায়ে আপনার অনুপম অনুগ্রহ-ধন প্রকাশ করেন।

বিশ্বাসও করিয়া প্রতিজ্ঞার [ফলস্বরূপ] পবিত্র আত্মাদ্বারা মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছ। সেই আত্মা আমাদের দায়াধিকারের বায়না; ক্রীত নিজস্বের মুক্তির অপেক্ষাতে তাঁহার প্রতাপের প্রশংসার্থে [তোমরা মুদ্রাঙ্কিত]।—তোমরা মনোনীত বংশ, রাজকীয় যাজকবর্গ, পবিত্র জাতি, নিজস্ব প্রজাবৃন্দ; সুতরাং যিনি তোমাদিগকে অন্ধকার-হইতে আপনার আশ্চর্য্য আলোর মধ্যে আহ্বান করিয়াছেন, তাঁহার গুণকীর্ত্তনে নিযুক্ত আছ।

যিশ, ৫৩; ১১। যোহ, ১৯; ৩০—২ক, ৫; ২১ যিশ, ৪৩; ২১—ইফি, ৩; ১০, ১১—ইফি, ২; ৭। ইফি, ১; ১৩, ১৪—১ পি, ২; ৯।

আমি তোমাদের পবিত্রকারী সদাপ্রভু।

আমি অন্য লোক হইতে তোমাদিগকে পৃথক্কারী তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু। এবং তোমরা আমার উদ্দেশে পবিত্র হও, কেননা আমি সদাপ্রভু পবিত্র; এবং আমি আপন নিজস্ব করণার্থে তোমাদিগকে অন্য লোকদের হইতে পৃথক্ করিয়াছি।

তোমার সত্যে তাহাদিগকে পবিত্র কর; তোমার বাক্যই সত্যস্বরূপ।—আর শান্তির [আকর] ঈশ্বর আপনি তোমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে পবিত্র করুন; এবং তোমাদের অবিকল আত্মা ও প্রাণ ও দেহ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আগমন সময়ে অনিন্দনীয়রূপে রক্ষিত হউক।

যীশু নিজ রক্তদ্বারা প্রজাবৃন্দকে পবিত্র করণার্থে পুরদ্বারের বাহিরে [মৃত্যু] ভোগ করিলেন।—আমাদের ত্রাণকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্ট......আমাদিগকে যাবতীয় অধর্ম্ম-হইতে মুক্ত করণার্থে এবং সৎক্রিয়াতে উদ্‌যোগি আপনার নিজস্ব প্রজারূপে শুচি করণার্থে আমাদের নিমিত্তে আপনাকে প্রদান করিলেন।—কারণ যিনি পবিত্র করেন ও যাহারা পবিত্রীকৃত হয়, সকলে একহইতে [উৎপন্ন]; এই হেতু তিনি তাহাদিগকে ভ্রাতা বলিয়া ডাকিতে লজ্জিত নহেন।—এবং তাহারাও যেন সত্য পবিত্রীকৃত হয়, তজ্জন্য আমি তাহাদের নিমিত্তে আপনাকে পবিত্র করি। আত্মার পবিত্রতাপ্রদানে আজ্ঞাগ্রহণার্থে ও যীশু খ্রীষ্টের রক্তপ্রোক্ষণার্থে মনোনীত।

লে, ২১; ৮। লে, ২০; ২৪, ২৬। যোহ, ১৭, ১৭ — ১থিষ, ৫; ২৩। ইব্র, ১৩; ১২ — তী, ২; ১৩, ১৪ — ইব্র, ২; ১১ — যোহ, ১৭; ১৯ — ১ পি, ১; ১।

সদাপ্রভুর ভয়কারি লোক কে? তিনি তাহাকে বরণীয় পথ দেখাইয়া দিবেন।

চক্ষু শরীরের প্রদীপ; অতএব তোমার চক্ষু যদি সরল হয়, তবে তোমার সমুদয় শরীর দীপ্তিময় হইবে।

তোমার বাক্য আমার চরণের প্রদীপ ও পথের আলোকস্বরূপ।—এবং দক্ষিণে কি বামে ফিরিবার সময়ে তোমার কর্ণ পশ্চাৎহইতে এই বাণী শুনিতে পাইবে, এই পথ, ইহাতেই চল।—আমি তোমাকে প্রবোধ দিব, ও গন্তব্য পথ দেখাইব, ও তোমার উপরে দৃষ্টি রাখিয়া তোমাকে পরামর্শ দিব। তোমারা অশ্বের ও অশ্বতরের ন্যায় নির্ব্বোধ হইও না; বল্‌গা ও লাগাম ভূষারূপে পরাইয়া তাহাদিগকে দমন করিতে হয়, নতুবা তোমার নিকটে থাকে না। দুষ্ট লোকের অনেক যাতনা হয়; কিন্তু যে ব্যক্তি সদাপ্রভুতে নির্ভর করে, সে দয়াতে বেষ্টিত হইবে। হে ধার্ম্মিকগণ, সদাপ্রভুতে আনন্দ কর ও উল্লাসিত হও; হে সরলান্তঃকরণ লোক সকল, তোমরা আনন্দ গান কর।

হে সদাপ্রভো, আমি জানি, মনুষ্যের গতি তাহার বশে নয়। নিজ পাদবিক্ষেপ স্থির করা গমনকারি মনুষ্যের সাধ্য নয়।

গী, ২৫; ১২। ম, ৬; ২২। গী, ১১৯; ১০৫ — যিশ, ৩০; ২১ — গী, ৩২; ১১। যির, ১০; ২৩।

এবং হেবলহইতে উত্তম বাক্যবাদি প্রোক্ষণের রক্ত।

ঐ দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক, যিনি জগতের পাপভার লইয়া যান।—জগৎপত্তনের সময়াবধি হত মেষশাবক।—বস্তুতঃ বৃষের কি ছাগের রক্ত পাপ হরণে অসমর্থ। এই কারণ [খ্রীষ্ট] জগতে প্রবেশ করণ সময়ে কহেন, "তুমি যজ্ঞ ও নৈবেদ্য বাঞ্ছা না করিয়া" আমার জন্যে দেহ রচনা করিয়াছ। সেই বাসনাক্রমে আমরা একেবারে যীশু খ্রীষ্টের দেহরূপ নৈবেদ্যের উৎসর্গদ্বারা পবিত্রীকৃত হইয়া রহিয়াছি।

হেবলও আপন পালের প্রথমজাত কএক পশু ও তাহাদের মেদ উৎসর্গ করিল।......সদাপ্রভু হেবলকে ও তাহার উপহার গ্রাহ্য করিলেন।—খ্রীষ্টও আমাদিগকে প্রেম করিয়া আমাদের নিমিত্তে আপনাকে সৌরভের আঘ্রাণার্থক উপহার ও যজ্ঞরূপে ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ করিলেন।

আইস, আমরা সত্যময় হৃদয় সহকারে বিশ্বাসের কৃতনিশ্চয়তাতে [ঈশ্বরসমীপে] উপস্থিত হই; আমরা তো অশুভসংবেদাপহারক প্রোক্ষণে প্রোক্ষিত হৃদয় পাইয়াছি; অধিকন্তু শুচি জলে স্নাত দেহ [বিশিষ্ট] হইয়াছি।—আমরা যীশুর রক্তের গুণে পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিতে সাহসবিশিষ্ট হইয়াছি।

ইব্র, ১২; ২৪। যোহ, ১; ২৯ — প্র, ১৩; ৮ — ইব্র, ১০; ৪, ৫, ১০। আদি, ৪; ৪—ইফি, ৫; ২। ইব্র, ১০; ২২, ২০।

প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ... আমি ইহার নিমিত্তে ... ... আরো প্রার্থনা অপেক্ষা করি।

তোমাদের [বাঞ্ছিত] লাভ হয় না ; কারণ যাচ্ঞা কর না।

যাচ্ঞা কর, তাহাতে তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে ; অন্বেষণ কর, তাহাতে পাইবা ; আঘাত কর, তাহাতে তোমাদের জন্যে দ্বার খোলা যাইবে। কেননা যে-কেহ যাচ্ঞা করে সে গ্রহণ করে ; এবং যে অন্বেষণ করে সে পায় ; আর যে আঘাত করে, তাহার জন্যে দ্বার খোলা যাইবে।—এবং তাঁহার উদ্দেশে আমাদের এই সাহস লাভ হইয়াছে যে, যদি তাঁহার ইচ্ছানুসারে কোন বর যাচ্ঞা করি, তবে তিনি আমাদের যাচ্ঞা শুনেন। এবং তিনি আমাদের যাবতীয় যাচ্ঞা শুনেন, ইহা যদি জানি, তবে তাঁহার নিকটে আমাদের যাচিত বর সকল প্রাপ্ত হইলাম, ইহা জানি।—আর যদি তোমাদের কাহারো বিজ্ঞতার অভাব হয়, তবে যিনি অকাতরে ও বিনা তিরস্কারে সকলকে দান করিয়া থাকেন, সেই ঈশ্বরের নিকটে যাচ্ঞা করুক, তাহাতে তাহাকে দত্ত হইবে।—তোমার মুখ খুলিয়া বিস্তার কর, আমি তাহা পরিপূর্ণ করিব।—অপর নিরুৎসাহ না হইয়া সতত প্রার্থনা করা উচিত।

ধার্ম্মিকগণের প্রতি সদাপ্রভুর দৃষ্টি, ও তাহাদের আর্ত্তনাদের প্রতি তাঁহার কর্ণপাত হয়। সদাপ্রভু অবধান করেন ; এবং তাহাদের সকল সঙ্কট হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করেন।—তোমরা আমার নামে যাচ্ঞা করিবা, তাহাতে তোমাদের নিমিত্তে আমি পিতাকে বিনতি করিব, এমন কথা বলি না ; কারণ তোমরা আমাকে ভাল বাসিয়াছ,...এই জন্যে পিতা আপনি তোমাদিগকে ভাল বাসেন।

যিহি, ৩৬ ; ৩৭। যাক, ৪ ; ২। ম, ৭ ; ৭, ৮ — ১যোহ, ৫ ; ১৪, ১৫— যাক, ১ ; ৫—গী, ৮১ ; ১০—লূ, ১৮ ; ১। গী, ৩৪ ; ১৫, ১৭—যোহ, ১৬ ; ২৬, ২৭।

দিয়াবলকে প্রতিবোধ কর, তাহাতে সে তোমাদের হইতে পলায়ন করিবে।

বিপক্ষ যখন [ফরাৎ] নদীর ন্যায় আসিবে, তখন সদাপ্রভুর আত্মা তাহার নিবারণার্থে ধ্বজা তুলিবেন।—আমার সম্মুখহইতে দূর হও, শয়তান; কেননা লেখা আছে, "তুমি আপন ঈশ্বর প্রভুর ভজনা করিও, এবং কেবল তাঁহারি আরাধনা করিও।" তখন দিয়াবল তাঁহাকে ছাড়িল, আর দেখ, স্বর্গীয় দূতগণ আসিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

তোমরা প্রভুতে ও তাঁহার শক্তির পরাক্রমে বলবান হও। দিয়াবলের নানাবিধ কুসঙ্কল্পের সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিতে সক্ষম হইবার জন্যে ঈশ্বরের [রচিত] সর্ব্বাঙ্গ রক্ষক সজ্জা পরিধান কর।—এবং অন্ধকারের ফলহীন কর্ম্মের সহভাগী হইও না, বরং তাহার দোষ দেখাইয়া দেও।—পাছে আমরা শয়তানকর্ত্তৃক প্রতারিত হই; কেননা তাহার কল্পনা সকল আমাদের অবিদিত নয়।—তোমরা প্রবুদ্ধ হও, জাগ্রৎ থাক, যেহেতুক তোমাদের বিপক্ষ দিয়াবল গর্জ্জনকারি সিংহের ন্যায় বেড়াইতে বেড়াইতে কাহাকে গ্রাস করিবে, তাহার অন্বেষণ করিতেছে। [অতএব] তোমরা অটল বিশ্বাসী হইয়া তাহার প্রতিরোধ কর, এবং জগতে অবস্থিত তোমাদের ভ্রাতৃবর্গেও সেই প্রকারের নানা দুঃখভোগ সম্পন্ন হইতেছে, ইহা জ্ঞাত হও।

ঈশ্বরের মনোনীত লোকদের বিপক্ষে কে অভিযোগ করিবে? কি ঈশ্বর? তিনি তাহাদিগকে ধার্ম্মিক করেন।

যাক, ৪; ৭। যিশ, ৫৯; ১৯ — ম, ৪, ১০, ১১। ইফি, ৬, ১০, ১১—ইফি, ৫, ১১—২ক, ২, ১১ — ১পি, ৫, ৮৯। রো, ৮; ৩৩।

আইস, আমরা আপন ২ পথের আলোচনা ও অনুসন্ধান করি, এবং সদাপ্রভুর কাছে প্রত্যাগমন করি।

হে সদাপ্রভো, আমার পরীক্ষা করিয়া প্রমাণ লও, এবং আমার মর্ম্ম ও চিত্ত খাঁটী কর।—দেখ, তুমি আন্তরিক সত্যে প্রীত হও; অতএব গোপনে আমাকে প্রজ্ঞার শিক্ষা দিবা।—আমি নিজ গতি বিবেচনা করিয়া তোমার প্রমাণবাক্যের প্রতি আপন চরণ চালাই। তোমার আজ্ঞা সকল পালন করিতে আমি সত্বর হই, বিলম্ব করি না।—মনুষ্য আপনার পরীক্ষা করুক, এবং এই প্রকারে সেই রুটী ভোজন ও সেই পাত্রে পান করুক।

যদি আপন আপন পাপ স্বীকার করি, তবে তিনি বিশ্বস্ত ও ধর্ম্মময়, সুতরাং আমাদের পাপ সকল মোচন করিবেন, এবং যাবতীয় অধার্ম্মিকতা হইতে আমাদিগকে শুচি করিবেন।—পিতার কাছে আমাদের এক শান্তিকর্ত্তা, ধার্ম্মিক যীশু খ্রীষ্ট, আছেন। এবং তিনিই আমাদের পাপনিমিত্তক প্রায়শ্চিত্ত।—অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, যীশু আমাদের জন্যে স্বশরীররূপ তিরস্করিণী দিয়া জীবনময় নূতন এক পথ সংস্কার করিয়াছেন; আমরা সেই পথে যীশুর রক্তের গুণে পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিতে সাহসবিশিষ্ট হইয়াছি; এবং ঈশ্বরের গৃহের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত মহান্ এক যাজকও আমাদের আছেন; [ইহা জানিয়া] আইস, আমরা সত্যময় হৃদয় সহকারে বিশ্বাসের কৃতনিশ্চয়তাতে [ঈশ্বর সমীপে] উপস্থিত হই; আমরা তো অশুভ সংবেদাপহারক প্রোক্ষণে প্রোক্ষিত হৃদয় পাইয়াছি; অধিকন্তু শুচি জলে স্নাত দেহ [বিশিষ্ট] হইয়াছি।

বিল, ৩; ৪০। গী, ২৬; ২—গী, ৫১; ৬—গী, ১১৯; ৫৯, ৬০—১ক, ১১; ২৮। ১ যোহ, ১; ৯—১ যোহ; ২; ১, ২—ইব্র, ১০; ১৯-২২।

তদ্রূপ তোমরাও আপনাদিগকে আমাদেব প্রভু খ্রীষ্ট যীশুতে পাপের সম্বন্ধে মৃত ও ঈশ্বরের সম্বন্ধে জীবিত বলিয়া গণনা কর।

সত্য সত্য, আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, যে ব্যক্তি আমার বাক্য শুনিযা আমার প্রেরণকর্ত্তাতে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং বিচাবে আনীত হয় না, কিন্তু মৃত্যুহইতে জীবনে উত্তীর্ণ হইযাছে।— ভাল, ব্যবস্থারই দ্বারা আমি ব্যবস্থার উদ্দেশে মরিয়াছি, যেন ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবিত হই। খ্রীষ্টের সহিত ক্রুশারোপিত হইযাছি, তথাপি জীবিত আছি; সে আর আমি নয়, খ্রীষ্টই আমাতে জীবিত আছেন। ফলতঃ এখন শরীরে থাকিতে আমার যে জীবন আছে, তাহা আমি ঈশ্বরের পুত্রে বিশ্বাস করণে যাপন করিতেছি; তিনিই আমাকে প্রেম করিয়া আমার নিমিত্তে আপনাকে প্রদান করিলেন।

আমি জীবিত আছি, তজ্জন্য তোমরাও জীবিত হইবা।— এবং আমি তাহা-দিগকে অনন্ত জীবন দি, তাহারা অনন্তকালেও বিনষ্ট হইবে না, এবং কেহ আমার হস্তহইতে তাহাদিগকে কাড়িয়া লইবে না। আমার পিতা যিনি [সে সকল] আমাকে দিয়াছেন, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা মহান্; এবং কেহ আমার পিতার হস্তহইতে তাহাদিগকে কাড়িয়া লইতে পারে না। আমি এবং পিতা একই।—তোমরা যদি খ্রীষ্টের সহিত উত্থাপিত হইয়াছ, তবে ঈশ্বরের দক্ষিণে যে স্থানে খ্রীষ্ট উপবিষ্ট আছেন, সেই উর্দ্ধ স্থানেব বিবয চেষ্টা কর।......কেননা তোমরা মরিয়াছ, এবং তোমাদের জীবন খ্রীষ্টেব সহিত ঈশ্বরে গুপ্ত রহিযাছে।

রো, ৬; ১১। যোহ, ৫; ২৪—গাল, ২; ১৯, ২০। যোহ, ১৪; ১৯—যোহ; ১০, ২৮-৩০। কল, ৩, ১-৩।

ঈশ্বর জগতের প্রতি এমন প্রেম করিলেন, যে আপনার একজাত পুত্রকে প্রদান করিলেন, যেন তাঁহাতে বিশ্বাসকারী প্রত্যেক জন, বিনষ্ট না হইয়া, অনন্ত জীবন পায়।

তিনি যীশু খ্রীষ্টদ্বারা আপনার সহিত আমাদের সম্মিলন করিয়াছেন; এবং সম্মিলনের পরিচর্য্যাপদ আমাদিগকে দিয়াছেন। কেননা খ্রীষ্টে থাকিয়া ঈশ্বর আপনার সহিত জগতের সম্মিলনকারী হইলেন, তাহাদের অপরাধ সকল তাহাদের বলিয়া গণনা করেন না; এবং সেই সম্মিলনের বার্ত্তা আমাদিগকে সমর্পণ করিয়াছেন। অতএব খ্রীষ্টের নিমিত্তে আমরা রাজদূতের কর্ম্ম করিতেছি; আমাদের দ্বারা যেন ঈশ্বর নিবেদন করিতেছেন; আমরা খ্রীষ্টের নিমিত্তে এই বিনতি করিতেছি, তোমরা ঈশ্বরের সহিত সম্মিলিত হও। কেননা যিনি পাপ জানেন নাই, তাঁহাকে তিনি আমাদের নিমিত্তে পাপস্বরূপ করিলেন, যেন আমরা তাঁহাতে ঈশ্বরীয় ধার্ম্মিকতাস্বরূপ হই।

ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ। আমাদের প্রতি ঈশ্বরের প্রেম ইহাতে প্রত্যক্ষ হইল, যে তাঁহার পুত্রদ্বারা আমাদের জীবনলাভার্থে ঈশ্বর আপনার একজাত পুত্রকে জগতে পাঠাইয়া দিয়াছেন। ইহাতেই প্রেম আছে। আমরা যে ঈশ্বরকে প্রেম করিয়াছিলাম, তাহা নয়; কিন্তু তিনিই আমাদিগকে প্রেম করিলেন, এবং আমাদের পাপনিমিত্তক প্রায়শ্চিত্তরূপে আপন পুত্রকে পাঠাইয়া দিলেন।

হে প্রিয়েরা, আমাদের প্রতি যদি ঈশ্বর এমত প্রেম করিয়াছেন, তবে আমরাও পরস্পর প্রেম করিতে বদ্ধ আছি।

যোহ, ৩; ১৬। ২ক, ৫; ১৮-২১। ১ যোহ, ৪; ৮-১১।

কল্যের বিষযে গর্ব্বকথা কহিও না; কেননা এক দিন কি উৎপাদন করিবে, তাহা তুমি জান না।

দেখ, এখন পবম গ্রাহ্য সময, দেখ, এখন পরিত্রাণেব দিবস।— আব অল্প কাল-মাত্র জ্যোতিঃ তোমাদেব সঙ্গে আছে, জ্যোতিঃ থাকিতে গমনাগমন কর, পাছে অন্ধকার তোমাদিগকে আক্রমণ করে. আর যে ব্যক্তি অন্ধকারে গমনাগমন করে, সে কোথায় যায তাহা জানে না। তোমরা যেন জ্যোতির সন্তান হও, এই জন্যে তোমাদের নিবটে জ্যোতিঃ থাকিতে সেই জ্যোতিতে বিশ্বাস কব।

তোমার হস্ত যে কোন কর্ম্ম করণে সমর্থ হয, তাহা আপন শক্তির সহিত কর; কেননা তুমি যে স্থানে যাইতেছ, সেই পাতালে কোন কায্য কি সঙ্কল্প কি বিদ্যা কি প্রজ্ঞা কিছুই নাই।

এবং আপন প্রাণকে কহিব, ও প্রাণ, বহুবৎসবের নিমিত্তে তোমার জন্যে অনেক দ্রব্য সঞ্চিত আছে, বিশ্রাম কর ভোজন পান কর, আমোদ প্রমোদ কর। কিন্তু ঈশ্বর তাহাকে কহিলেন, অরে নির্ব্বোধ, অদ্য রাত্রিতে তোমার প্রাণ তোমাহইতে ফিরিয়া লওয়া যাইবে, তাহাতে এই যে সকল আযোজন কবিলা, কাহার হইবে? যে কোন ব্যক্তি ঈশ্বরের উদ্দেশে ধনী না হইয়া আপনার জন্যে ধন সঞ্চয করে, সে তদ্রূপ। জগৎ ও তাহাব অভিলাষ বহিযা যাইতেছে, কিন্তু যে ব্যক্তি ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে, সে অনন্তকালস্থায়ী।

হিতো, ২৭, ১। ২ক, ৬, ২ — যোহ, ১১, ৩৫, ৩৬। উপ, ৯, ১০। লূ ১২ ১৯ — ২১ — ১ যোহ, ২, ১৭।

আত্মার ফল প্রেম।

ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ; আর প্রেমে যে থাকে, সে ঈশ্বরে থাকে, এবং ঈশ্বর তাহাতে থাকেন।—আমাদিগকে দত্ত পবিত্র আত্মাদ্বারা আমাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রেম সেচন করা গিয়াছে।—অতএব বিশ্বাসী যে তোমরা, ঐ মহামূল্যতা তোমাদের জন্য হয়।

আমরা তাঁহাকে প্রেম করি, কারণ তিনিই প্রথমে আমাদিগকে প্রেম করিয়াছেন।

খ্রীষ্টের প্রেম আমাদিগকে বদ্ধ রাখিতেছে; কেননা আমরা এমত বিচার করিয়াছি যে, যদি এক জন সকলের নিমিত্তে মরিলেন, তাহা হইলে সুতরাং সকলেই মরিল। আর তিনি সকলের নিমিত্তে মরিলেন [কেন]? যাহারা জীবিত আছে, তাহারা যেন আর আপনাদের উদ্দেশে নয়, কিন্তু তাহাদের নিমিত্তে যিনি মরিলেন ও উত্থাপিত হইলেন, তাঁহারই উদ্দেশে জীবন ধারণ করে।

তোমরা আপনারা পরস্পর প্রেম করিতে ঈশ্বরের শিক্ষিত লোক।—আমি যেমন তোমাদিগকে প্রেম করিয়াছি, তেমনি তোমরাও পরস্পর প্রেম কর, ইহা আমার আজ্ঞা।—সর্ব্বাপেক্ষা [প্রয়োজনীয় জানিয়া] পরস্পর একাগ্র ভাবে প্রেম কর; কেননা প্রেম পাপরাশি আচ্ছাদন করে।—খ্রীষ্টের ন্যায় প্রেমাচরণ কর, কেননা খ্রীষ্টও আমাদিগকে প্রেম করিয়া আমাদের নিমিত্তে আপনাকে সৌরভের আঘ্রাণার্থক উপহার ও যজ্ঞরূপে ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ করিলেন।

গাল, ৫; ২২। ১ যোহ, ৪; ১৬ — রো, ৫; ৫ — ১ পি, ২; ৭। ১ যোহ, ৪; ১৯। ২ক, ৫; ১৪, ১৫। থি, ৪; ৯ — যোহ, ১৫; ১২ — ১ পি, ৪; ৮ — ইফি, ৫; ২।

আমার দুঃখভোগের দেশে ঈশ্বর আমাকে ফলবান্ করিযাছেন।

আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পিতা ঈশ্বর ধন্য; তিনিই করুণাময় পিতা এবং যাবতীয় সান্ত্বনার [আকর] ঈশ্বর। আর আমরা আপনারা ঈশ্বরদত্ত যে সান্ত্বনাতে সান্ত্বিত হই, সেই সান্ত্বনাদ্বারা যেন যাবতীয় ক্লেশের পাত্রদিগকে সান্ত্বনা করিতে পারি, এই জন্যে তিনি আমাদের যাবতীয় ক্লেশের মধ্যে আমাদিগকে সান্ত্বনা করেন। কেননা খ্রীষ্ট সম্বন্ধীয় দুঃখভোগ যেমন আমাদের প্রতি উপচিয়া পড়ে, তেমনি খ্রীষ্টদ্বারা আমাদের সান্ত্বনাও উপচিয়া পড়ে।

তিনি রূপ্য পরিস্কারকের ও শুচিকারকের ন্যায় বসিয়া লেবির সন্তানদিগকে শুচি করিবেন।—ইহাতে তোমরা উল্লাস করিতেছ, তথাপি আবশ্যক মতে এখন ক্ষণেক কাল নানাবিধ পরীক্ষাতে দুঃখার্ত্ত হইতেছে। [কি জন্যে?] নশ্বর হইলেও যাহা অগ্নিদ্বারা পরীক্ষিত হয়, এমত স্বর্ণ অপেক্ষাও মহামূল্য বলিয়া তোমাদের বিশ্বাসের পরীক্ষাসিদ্ধতা যেন যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশপ্রাপ্তিকালে প্রশংসা ও সমাদরজনক হইয়া প্রতিপন্ন হয়।—প্রভু আমার নিকটে দণ্ডায়মান হইলেন, এবং আমাকে বলবান করিলেন।

অতএব যাহারা ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে দুঃখভোগ করে, তাহারাও তাঁহাকে বিশ্বসনীয় সৃষ্টিকর্ত্তা জানিয়া সদাচরণ করিতে করিতে আপন আপন জীবাত্মাকে তাঁহার হস্তে গচ্ছিত করিযা রাখুক।

আদি, ৪১; ৫২। ২ ক, ১; ৩-৫। মাল, ৩; ৮—১ পি, ১, ৬, ৭—২ তীম, ৪; ১৭। ১ পি, ৪; ১৯।

তুমি সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত সদাপ্রভুতে বিশ্বাস কর; তোমার নিজ বিবেচনাতে নির্ভর করিও না। তোমার যাবতীয় গতিতে তাঁহাকে মনে কর; তাহাতে তিনি তোমার পথ সরল করিবেন।

হে লোক সকল, সতত তাঁহাতে নির্ভর কর, তাঁহারই সম্মুখে আপন আপন মনের কথা ভাঙ্গিয়া বল; ঈশ্বরই আমাদের আশ্রয়। আমি তোমাকে প্রবোধ দিব, ও গন্তব্য পথ দেখাইব, ও তোমার উপরে দৃষ্টি রাখিয়া তোমাকে পরামর্শ দিব। তোমরা অশ্বের ও অশ্বতরের ন্যায় নির্ব্বোধ হইও না; বল্‌গা ও লাগাম ভূষারূপে পরাইয়া তাহাদিগকে দমন করিতে হয়, নতুবা তোমার নিকটে থাকে না। দুষ্ট লোকের অনেক যাতনা হয়; কিন্তু যে ব্যক্তি সদাপ্রভুতে নির্ভর করে, সে দয়াতে বেষ্টিত হইবে।—এবং দক্ষিণে কি বামে ফিরিবার সময়ে তোমার কর্ণ পশ্চাৎ হইতে এই বাণী শুনিতে পাইবে, এই পথ, ইহাতেই চল।

যদিস্যাৎ তোমার শ্রীমুখ আমাদের সহিত গমন না করেন, তবে এখানহইতে আমাদিগকে লইয়া যাইও না। কেননা আমি ও তোমার এই প্রজাগণ যে তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র, ইহা কিসে জানা যায়? কি আমাদের সহিত তোমার গমনদ্বারা নয়? তদ্দ্বারাতেই আমি ও তোমার প্রজাগণ ভূমণ্ডলস্থ জাতিহইতে বিশিষ্ট হই।

হিতো, ৩; ৫, ৬। গী, ৬২; ৮। গী, ৩২; ৮-১০—যিশ, ৩০; ২১। যা, ৩৩; ১৫, ১৬।

ঊর্দ্ধস্থ বিষয় ভাব, পৃথিবীস্থ বিষয় ভাবিও না।

তোমরা জগৎকে প্রেম করিও না; জগতীস্থ বিষয় সকলও প্রেম করিও না; কোন ব্যক্তি যদি জগৎকে প্রেম করে, তবে পিতার প্রেম তাহার অন্তরে নাই।— তোমরা পৃথিবীতে আপনাদের জন্যে ধন সঞ্চয় করিও না, কেননা এই স্থানে মর্চ্চ্যা ক্ষয় করে, এবং চোরেরা সিঁধ কাটিয়া চুরি করে। স্বর্গে আপনাদের জন্যে ধন সঞ্চয় কর, কেননা সে স্থানে কীট ও মর্চ্চ্যা ক্ষয় করে না, এবং চোরেরাও সিঁধ কাটিয়া চুরি করে না। কারণ যে স্থানে তোমাদের ধন, সেই স্থানে তোমাদের মনও থাকিবে।

আমরা বিশ্বাস সহকারে চলিতেছি, দর্শনসহকারে চলি না।—এই হেতুক আমরা নিরুৎসাহ হই না, কিন্তু আমাদের বাহ্য পুরুষ যদ্যপি ক্ষীণ হইতেছে, তথাপি আন্তরিক পুরুষ দিন দিন নবীনীকৃত হইতেছে; বস্তুতঃ আপাততঃ আমাদের যে লঘুতর ক্লেশ হইয়া থাকে, তাহা উত্তর উত্তর অনুপম রূপে আমাদের অনন্তকালস্থায়ি গুরুতর প্রতাপ সাধন করিতেছে।

আমরা তো দৃশ্য বস্তু লক্ষ্য না করিয়া অদৃশ্য বস্তু লক্ষ্য করিতেছি; কারণ যাহা দৃশ্য তাহা ক্ষণকালস্থায়ী, কিন্তু যাহা অদৃশ্য তাহা অনন্তকালস্থায়ী।— অক্ষয় ও বিমল ও অজর দায়াংশলাভের নিমিত্তে আমাদিগকে পুনর্জ্জন্ম দিয়াছেন। [সেই দায়াংশ] স্বর্গে তোমাদের নিমিত্তে সঞ্চিত রহিয়াছে।

কল, ৩; ২। ১যোহ, ২; ১৫—ম, ৬; ১৯ ২১।
২ক, ৫; ৭—২ক, ৪; ১৬-১৮—১পি, ১; ৪।

হে সদাপ্রভো, আমি ব্যাকুলিত, তুমি আমার প্রতিভূ হও।

হে স্বর্গনিবাসিন্, আমি তোমার প্রতি উর্দ্ধদৃষ্টি করি। দেখ, আপন আপন প্রভুর হস্তের প্রতি যেমন দাসদের দৃষ্টি, আপন কর্ত্রীর হস্তের প্রতি যেমন দাসীর দৃষ্টি থাকে, তেমনি আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রতি আমাদের দৃষ্টি থাকে।—হে ঈশ্বর, আমার কাকুক্তি শ্রবণ কর, আমার প্রার্থনাতে অবধান কর। আমার চিত্তের উদ্বেগে আমি পৃথিবীর প্রান্তহইতে তোমাকে ডাকিয়া প্রার্থনা করি; আমার দুর্গম্য কোন উচ্চ শৈলে আমাকে লইয়া যাও। কেননা তুমি আমার আশ্রয় ও শত্রুনিবারক দৃঢ় দুর্গস্বরূপ হইয়া আসিতেছে। আমি যুগে যুগে তোমার তাম্বুতে বাস করিতে, ও তোমার পক্ষের অন্তরালে আশ্রয় পাইতে বাঞ্ছা করি।— কেননা তুমি দরিদ্রের দুর্গ, হাঁ, সঙ্কটাপন্ন দীনহীনের দুর্গ, ঝাইটনিবারক আশ্রয়।

খ্রীষ্টও তোমাদের নিমিত্তে দুঃখ ভোগ করিয়া তোমাদের জন্যে এক আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, যেন তোমরা তাঁহার পদচিহ্নের অনুগমন কর। ফলতঃ তিনি পাপ করেন নাই, এবং তাঁহার মুখে ছল পাওয়া যায় নাই। কটুবাক্য পূর্ব্বক তিরস্কৃত হইলে তিনি কটুবাক্যদ্বারা উত্তর করিতেন না; দুঃখভোগের কালে তর্জ্জন করিতেন না, কিন্তু যথার্থ বিচারকর্ত্তার উপরে ভার রাখিতেন।

যিশ, ৩৮; ১৪। গী, ১২৩; ১, ২ — গী, ৬১; ১-৪.— যিশ, ২৫; ৪। ১পি, ২; ২১-২৩।

তিনি আপন সাধু লোকদের পথ পালন করেন।

তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু......তোমাদের শিবির রাখিবার স্থান অনুসন্ধান করণার্থে যাত্রাকালে তোমাদের অগ্রগামী হইয়া রাত্রিতে অগ্নিদ্বারা ও দিবসে মেঘদ্বারা তোমাদের গন্তব্য পথ প্রদর্শন করিতেন।— যেমন উৎক্রোশপক্ষী আপন বাসাকে উন্নিদ্র করে, ও আপন শাবকগণের উপরে ঘুরে, ও পক্ষ বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে তুলে, ও আপন পালখের উপরে তাহাদিগকে বহন করে; তদ্রূপ সদাপ্রভু একাকী তাহাদিগকে লইয়া গেলেন।—সদা প্রভুরই অনুগ্রহে মনুষ্যের পাদসঞ্চার সুস্থির হয়, ও তাহার পথে তাঁহার প্রীতি জন্মে। সে যদ্যপি পতিত হয়, তথাপি ভূমিশায়ী হইবে না, কেননা সদাপ্রভু তাহার হস্ত ধরিয়া রাখেন।—ধার্ম্মিকের অনেক বিপদ ঘটে, কিন্তু সদাপ্রভু সেই সকলহইতে তাহাকে উদ্ধার করেন।—কেননা সদাপ্রভু ধার্ম্মিকগণের গতি জানেন, কিন্তু দুষ্টদের গতি বিনষ্ট হইবে।—পরন্তু আমরা জানি, ঈশ্বরের প্রেমকারিগণের পক্ষে সকলই মঙ্গলার্থে সাহায্য করিতেছে, কেননা তাহারা মনস্থানুসারে আহূত লোক।—আমাদের সাহায্য করিতে ও আমাদের [পক্ষে] যুদ্ধ করিতে, আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু আমাদের সঙ্গে আছেন।

তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার মধ্যে আছেন, সেই বীর পরিত্রাণ করিবেন, তিনি তোমার বিষয়ে পরম আমোদ করিবেন।

হিতো, ১, ৮। দ্বি, ১; ৩২, ৬৩; দ্বি, ৩২; ১১, ১২—গী, ৩৭; ২৩, ২৪—গী, ৩৪, ১৯—গী, ১১৬—রো, ৮, ২৮—২ বং, ৩২; ৮। সফ, ৩, ১৭।

তোমার পতি তোমার সৃষ্টিকর্ত্তা, বাহিনীগণের সদাপ্রভু তাঁহার নাম।

এই নিগূঢ় বিষয় মহৎ, কিন্তু আমি খ্রীষ্টের ও মণ্ডলীর উদ্দেশে ইহা কহিলাম।—লোকে তোমাকে আর ত্যক্তা বলিবে না,...কিন্তু তুমি হিফ্‌সীবা [মৎপ্রীতিজনিকা] ... নামে বিখ্যাত হইবে; কেননা সদাপ্রভু তোমাতে প্রীত হইবেন। ... বর যেমন কন্যাতে আমোদ করে, তেমনি তোমার ঈশ্বর তোমাতে আমোদ করিবেন।—তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়া..... যাবতীয় শোকার্ত্ত লোককে সান্ত্বনা করিতে; সিয়োনের শোকার্ত্ত লোকদিগকে [বর অর্থাৎ] ভস্মের পরিবর্ত্তে ভূষণ, শোকের পরিবর্ত্তে আমোদরূপ তৈল, অবসন্ন আত্মার পরিবর্ত্তে প্রশংসারূপ পরিচ্ছদ দিতে,......[আজ্ঞা করিয়াছেন]।—আমি সদাপ্রভুতে অতিশয় আনন্দ করিব, ও আমার প্রাণ আমার ঈশ্বরেতে উল্লাস করিবে; কেননা বর যেমন যাজকীয় সজ্জাদ্বারা আপনাকে বিভূষিত করে, ও কন্যা যেমন আপন রত্নদ্বারা আপনাকে অলঙ্কৃতা করে, তেমনি তিনি আমাকে ত্রাণরূপ বস্ত্র পরাইলেন।

আর আমি অনন্তকালীন সম্বন্ধের নিমিত্তে তোমাকে বাগ্‌দান করিব; হাঁ, ধর্ম্মে ও ন্যায়বিচারে ও দয়াতে ও অনুকম্পাতে তোমাকে বাগ্‌দান করিব।

খ্রীষ্টের প্রেমহইতে কে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবে?

যিশ, ৫৪; ৫। ইফি, ৫; ৩২ — যিশ, ৬২; ৪, ৫ — যিশ, ৬১; ১-৩, ১০। হোশে, ২; ১৯। রো ৮; ৩৫।

[তুমিই] আমার সমস্ত পাপ আপন পশ্চাতে নিক্ষেপ করিলা।

কে তোমার তুল্য ঈশ্বর? [কে তোমার ন্যায়] অপরাধ ক্ষমাকারী, ও আপন অধিকারের অবশিষ্টাংশের অধর্ম্মের প্রতি উপেক্ষাকারী? [আমাদের ঈশ্বর] দয়াতেই প্রীত হন বলিযা নিত্য ক্রোধ রাখেন না। তিনি পুনঃ পুনঃ আমাদের প্রতি করুণা করেন, ও আমাদের অপরাধ সকল পদতলে মর্দ্দিত করেন। হাঁ, তুমি আপন লোকদের যাবতীয় পাপ সমুদ্রের অগাধ স্থলে নিক্ষেপ করিবা।

আমি তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করিব, এবং তাহাদের পাপ আর স্মরণে আনিব না। আমি অল্পস্থায়ি নিমিষমাত্র তোমাকে ত্যাগ করিয়াছিলাম, কিন্তু মহাকরুণাতে তোমাকে গ্রহণ করিব। আমি কোপাবেশে এক নিমিষমাত্র তোমাহইতে আপন মুখ লুকাইয়াছিলাম, কিন্তু অনন্তকালস্থায়ি দয়াতে তোমার প্রতি করুণা করিব, ইহা তোমার মুক্তিদাতা সদাপ্রভু কহেন।

যাহার অধর্ম্ম মোচিত ও পাপ আচ্ছাদিত হইয়াছে, সে ধন্য। সদাপ্রভু যে মনুষ্যের পক্ষে অপরাধ গণনা করেন না, ও যাহার আত্মাতে প্রবঞ্চনা নাই, সে ধন্য।— তাঁহার পুত্র যীশু খ্রীষ্টের রক্ত যাবতীয় পাপহইতে আমাদিগকে শুচি করে।

যিশ, ৩৮; ১৭। মী, ৭, ১৮, ১৯। যির, ৩১, ৩৪। যিশ, ৫৪; ৭, ৮। গী, ৩২; ১, ২ — ১ যোহ, ১, ৭।

যিনি আমাদের ভোগার্থে ধনবানের ন্যায় সকলই যোগাইয়া দেন, সেই জীবনময় ঈশ্বরে [প্রত্যাশা রাখ]।

সাবধান, তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুকে বিস্মৃত হইও না; আমি অদ্য তাঁহার যে যে আজ্ঞা ও বিধি ও শাসন তোমাকে দি, তাহা পালন করিতে ত্রুটি করিও না। তুমি ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইলে, ও উত্তম গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিলে, তোমার চিত্ত উদ্ধত না হউক। তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুকে...বিস্মৃত হইও না। তিনিই তোমাকে ঐশ্বর্য্য পাইবার সামর্থ্য দিলেন।

যদি সদাপ্রভু গৃহ নির্ম্মাণ না করেন, তবে তাহার নির্ম্মাণকারিরা বৃথা পরিশ্রম করে; যদি সদাপ্রভু নগরের রক্ষা না করেন, তবে রক্ষকের জাগরণ বৃথা হয়। তোমাদের প্রত্যূষে গাত্রোত্থান এবং শয়ন করিতে বিলম্ব ও শ্রান্তি পূর্ব্বক আহার করা বৃথা হয়; তিনি আপন প্রিয়পাত্রকে নিদ্রাযোগে তাহাই দেন।—তাহারা আপনাদের খড়্গদ্বারা দেশাধিকার করিযাছিল, কিম্বা আপনাদের বাহু তাহাদিগকে নিস্তার করিয়াছিল, তাহা নয়; কিন্তু তোমার দক্ষিণ হস্ত ও তোমার মুখের প্রসন্নতা [তাহা সাধন করিয়াছিল], কারণ তাহাদের প্রতি তোমার অনুরাগ ছিল।—কে আমাদিগকে মঙ্গল দেখাইবে? অনেকে এমত কথা কহিতেছে; হে সদাপ্রভো, আমাদের প্রতি তুমি নিজ মুখের দীপ্তি উদিত কর।

১ তীম, ৬; ১৭। দ্বি, ৮; ১১; ১২, ১৪, ১৬, ১৮।
গী, ১২৭; ১, ২ — গী, ৪৪; ৩ — ৪; ৬।

[সদাপ্রভু দেখিবেন]।

ঈশ্বর আপনি হোমার্থ মেষশাবক দেখিবেন।

দেখ, সদাপ্রভুর হস্ত এমত ছোট নয় যে তিনি পবিত্রাণ করিতে পারেন না, এবং তাঁহার কর্ণ এমত ভারী নয় যে তিনি শুনিতে পান না।—"সিয়োনহইতে এক মুক্তি-দাতা আসিবেন, তিনি যাকোবহইতে ভক্তিলঙ্ঘন সকল দূর করিবেন।"

যাকোবের ঈশ্বর যাহার সহকারী, আপন ঈশ্বর সদাপ্রভু যাহার আশাভূমি, সেই ধন্য।—দেখ, যাহারা সদাপ্রভুকে ভয় করে ও তাঁহার দয়ার অপেক্ষাতে থাকে, মৃত্যু-হইতে তাহাদের প্রাণ রক্ষা করিতে...তাহাদের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়ে।

আমার ঈশ্বর আপন ধনাঢ্যতানুসারে প্রতাপ দিয়া খ্রীষ্ট যীশুতে তোমাদের যাবতীয় অভাব পূর্ণ করিবেন।—তিনিই কহিয়াছেন, 'আমি কোন ক্রমে তোমাকে ছাড়িব না, ও কোন ক্রমে তোমাকে ত্যাগ করিব না।' অতএব আমরা সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি, "প্রভু আমার স্বপক্ষ আমি ভয় করিব না, মনুষ্য আমার কি করিবে?"—সদাপ্রভু আমার বল ও আমার ঢাল, আমার অন্তঃকরণ তাঁহার উপরে নির্ভর করাতে আমি সাহায্য পাইলাম, এই জন্য আমার অন্তঃকরণ উল্লাসিত হইল, এবং আমি গীতদ্বারা তাঁহার স্তবস্তুতি করিব।

আদি, ২২; ১৪। আদি, ২২, ৮। যিশ, ৫৯, ১—রো, ১১, ২৬। গী, ১৪৬, ৫—গী, ৩৩; ১৮, ১৯—ইব্র, ১৩; ৫, ৬।—গী, ২৮, ৭।

সদাপ্রভু তোমাকে আশীর্ব্বাদ করুন ও রক্ষা করুন।

সদাপ্রভুর আশীর্ব্বাদ ধনবান করে, এবং মনোদুঃখ তাহার সহিত কিছুই যোগ করিতে পারে না।—হে সদাপ্রভো, তুমিই ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ঢালের ন্যায় প্রসন্নতাতে আবৃত করিবা।

তিনি তোমার চরণ বিচলিত হইতে দিবেন না, তোমার রক্ষক ঢুলিয়া পড়িবেন না। দেখ, ইস্রায়েলেব রক্ষক ঢুলিয়া পড়েন না ও নিদ্রা যান না। সদাপ্রভুই তোমার রক্ষক, সদাপ্রভুই তোমার দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ছায়াস্বরূপ। সদাপ্রভু তোমাকে সমস্ত আপদ হইতে রক্ষা করিবেন, তিনি তোমার প্রাণ রক্ষা করিবেন। সদাপ্রভু অদ্যাবধি যুগানুক্রমে তোমার বহির্গমন ও ভিতরে আগমন রক্ষা করিবেন।—আমি সদাপ্রভু তাহার রক্ষক, আমি নিমিষে নিমিষে তাহাতে জল সেচন করি; কিছুতে যেন তাহার হানি না করে, তজ্জন্য দিবারাত্রি তাহা রক্ষা করি।

পবিত্র পিতঃ, আমাকে দত্ত লোকদিগকে তোমার নামে রক্ষা কর। জগতে তাহাদের সঙ্গে থাকিবার কালে আমি তাহাদিগকে তোমার নামে রক্ষা করিতেছিলাম; যে সকল আমাকে দান করিয়াছ, সে সকলকে সাবধানে রাখিয়াছি।

এবং প্রভু আমাকে যাবতীয় অপকারহইতে উদ্ধার করিয়া আপনার স্বর্গীয় রাজ্যে উত্তীর্ণ করিবেন। যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে তাঁহার মহিমা হউক। আমেন্।

গ, ৬; ২৪। হিতো, ১০; ২২ — গী, ৫; ১২। গী, ১২১; ৩-৫, ৭, ৮ — যিশ, ২৭; ৩। যোহ, ১৭; ১১, ১২। ২ তীম, ৪; ১৮।

সদাপ্রভু তোমার প্রতি আপন মুখ প্রসন্ন করুন, ও তোমাকে অনুগ্রহ করুন। সদাপ্রভু তোমার প্রতি আপন মুখ তুলুন, ও তোমাকে শান্তি দিউন।

ঈশ্বরকে কেহ কখনো দেখে নাই; পিতার ক্রোড়ে যে একজাত পুত্র আছেন, তিনি তাঁহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।—তাঁহার প্রতাপের প্রতিবিম্ব ও তত্ত্বের মুদ্রাঙ্ক। —ফলতঃ তাহাদিগেতে [দেখা যায় যে] এই যুগের দেব অবিশ্বাসিদিগের জ্ঞানচক্ষু অন্ধ করিয়াছে, পাছে ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি যে খ্রীষ্ট, তাঁহার তেজঃপ্রকাশক সুসমাচাররূপ দীপ্তি তাহাদের প্রতি বিরাজমান হয়।

নিজ দাসের প্রতি প্রসন্নবদন হও, নিজ দয়াতে আমাকে ত্রাণ কর। হে সদাপ্রভো, আমাকে লজ্জিত হইতে দিও না, কেননা আমি তোমাকে ডাকিয়া প্রার্থনা করিলাম।—হে সদাপ্রভো, তুমি আপন অনুগ্রহে আমার পর্ব্বতের দৃঢ়তা স্থির করিয়াছিলা। কিন্তু আপন মুখ লুক্কায়িত করিলে আমি বিহ্বল হইয়া পড়িলাম।—যে প্রজারা আনন্দধ্বনি জ্ঞাত আছে, তাহারা ধন্য; হে সদাপ্রভো, তাহারা তোমার মুখের দীপ্তিতে গমনাগমন করে।

সদাপ্রভু আপন প্রজাদিগকে বল দিবেন; সদাপ্রভু আপন প্রজাদিগকে শান্তিযুক্ত আশীর্ব্বাদ করিবেন।—সাহস কর, এ আমি, ভয় করিও না।

গ, ৬; ২৫, ২৬; যোহ, ১; ১৮—ইব্র, ১; ৩—২ ক, ৪; ৪।
গী, ৩১, ১৬, ১৭—গী, ৩০, ৭—গী, ৮৯; ১৫। গী, ২৯; ১১—ম, ১৪; ২৭।

কারণ একমাত্র ঈশ্বর আছেন ; ঈশ্বরের ও মনুষ্যদের মধ্যে একমাত্র মধ্যস্থও আছেন, তিনি মনুষ্য খ্রীষ্ট যীশু।

ভাল, সেই সন্তানগণ রক্তমাংসের ভাগি, তজ্জন্য তিনি আপনিও তদ্রূপ তাহার ভাগি হইলেন।

হে পৃথিবীর প্রান্ত সকল, আমার প্রতি সম্মুখ হইয়া পরিত্রাণপ্রাপ্ত হও, কেননা আমিই ঈশ্বর, অন্য নাই।

পিতার কাছে আমাদের এক শান্তিকর্ত্তা, ধার্ম্মিক যীশু খ্রীষ্ট, আছেন। — খ্রীষ্ট যীশুতে [আছ বলিয়া] তোমরা দূরবর্ত্তী হইলেও খ্রীষ্টের রক্তদ্বারা নিকটবর্ত্তী হইয়াছ।

তিনিই আমাদের সন্ধি।—নিজ রক্তের গুণে একেবারে পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিয়া অনন্তকালস্থায়ি মুক্তি আবিষ্কৃত করিলেন। আর এই কারণ তিনি নূতন নিয়মেরই মধ্যস্থ আছেন ; [কি নিমিত্তে ?] পূর্ব্বকার নিয়ম লঙ্ঘনজন্য অপরাধ সকলের মোচনার্থ মৃত্যু ঘটিয়াছে বলিয়া আহূত লোকেরা যেন অনন্তকালস্থায়ী দায়াধিকার বিষয়ক প্রতিজ্ঞার ফল প্রাপ্ত হয়।—সুতরাং যাহারা তাঁহা দিয়া ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত হয়, তাহাদিগকে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরিত্রাণ করিতে পারেন, কারণ তাহাদের নিমিত্তে অনুরোধ করণার্থে তিনি সতত জীবিত আছেন।

১ তীম, ২ ; ৫। ইব্র, ২ ; ১৪। যিশ, ৪৫ ; ২২। ১ যোহ, ২ ; ১ — ইফি, ২ ; ১৩ ইফি, ২ ; ১৪ — ইব্র, ৯ ; ১২, ১৫ — ইব্র, ৭ ; ২৫।

এই প্রকারে যেন সর্ব্ব বিষয়ে আমাদের ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বরের শিক্ষা ভূষিত করে।

কিন্তু সাবধান, খ্রীষ্টের সুসমাচারের যোগ্যরূপে [তাঁহার প্রজাদের মত] আচরণ কর।—যদি খ্রীষ্টের নাম প্রযুক্ত তোমাদের উপরে ধিকার হয়, তবে তোমরা ধন্য। শুন, তোমাদের মধ্যে কেহ যেন নরঘাতক কি চোর কি দুষ্কর্ম্মকারী কি পরাধিকার-চর্চ্চক বলিয়া দুঃখভোগের পাত্র না হয়।—যেন অনিন্দনীয় ও অমায়িক হইয়া এই কালের কুটিল ও বিপথগামি লোকদের মধ্যে ঈশ্বরের নিষ্কলঙ্ক সন্তান হও,—তোমরা তো তাহাদের মধ্যে জগতে জ্যোতির্গণের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছ।—তদ্রূপ মনুষ্যদের সাক্ষাতে তোমাদের দীপ্তি উজ্জ্বল হউক, তাহাতে তাহারা তোমাদের সৎক্রিয়া দেখিয়া তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার প্রশংসা করিবে।

দয়া ও সত্য তোমাকে ত্যাগ না করুক; তুমি উভয়কে কণ্ঠে বন্ধন কর, ও আপন হৃৎপত্রে লিখিয়া রাখ। তাহা করিলে ঈশ্বরের ও মনুষ্যের দৃষ্টিতে অনুগ্রহ ও শুভ কৌশল পাইবা।—হে ভ্রাতৃগণ, যাহা যাহা সত্য, যাহা যাহা আদরণীয়, যাহা যাহা ন্যায্য, যাহা যাহা বিশুদ্ধ, যাহা যাহা প্রিয়, যাহা যাহা সুখ্যাতিযুক্ত, যে কোন সদ্গুণ ও যে কোন যশ হউক, তাহার আলোচনা কর।

তী, ২; ১০। ফিলি, ১; ২৭—১পি, ৪; ১৪, ১৫—ফিলি, ২, ১৫—ম, ৫; ১৬। হিতো, ৩; ৩, ৪ — ফিলি, ৪; ৮।

দুঃখভোগদ্বারা সিদ্ধ করেন, ইহা তাঁহার উপযুক্ত ছিল।

আমার প্রাণ মরণ পর্য্যন্ত দুঃখার্ত্ত হইয়াছে; তোমরা এই স্থানে থাকিয়া আমার সঙ্গে জাগিয়া রহ। পরে তিনি কিঞ্চিৎ অগ্রে গিয়া উবুড় হইয়া পড়িয়া প্রার্থনা করিতে করিতে কহিলেন, হে আমার পিতঃ, যদি হইতে পারে, তবে এই পানপাত্র আমার নিকট হইতে দূরে যাউক; তথাপি আমার ইচ্ছামত না হউক, কিন্তু তোমার ইচ্ছামত হউক।—পরে তিনি মর্ম্মভেদি দুঃখে মগ্ন হইয়া আরও একাগ্রভাবে প্রার্থনা করিলেন; তাহাতে রক্তের বড় বড় ফোঁটার আকারে তাঁহার ঘর্ম্ম ভূমিতে পড়িতে লাগিল।

মৃত্যুর যন্ত্রণে বেষ্টিত ও পাতালের কষ্টেতে আক্রান্ত, এবং সঙ্কট ও শোকপ্রাপ্ত ছিলাম।—ধিক্কারে আমার মনোভঙ্গ হওয়াতে আমি অবসন্ন হইলাম, তাহাতে প্রবোধের অপেক্ষা করিলাম, কিন্তু তাহা নাই; এবং সান্ত্বনাকারিদের [অপেক্ষা করিলাম,] কিন্তু উদ্দেশ পাইলাম না।—[আমার] দক্ষিণে নিরীক্ষণ করিয়া দেখ, আমার পরিচয় লয় এমত কেহই নাই; আমার আশ্রয় বিনষ্ট হইল; কেহই আমার প্রাণের অনুশীলন করে না।

তিনি অবজ্ঞাত ও মনুষ্যদের ত্যাজ্য, ব্যথার পাত্র ও যাতনার আত্মীয়, এবং আমাদের হইতে মুখ আচ্ছাদনকারির ন্যায় অবজ্ঞাত, ও আমাদের কাছে নগণ্য হইলেন।

ইব্র, ২; ১০। ম, ২৬; ৩৮, ৩৯ — লূ, ২২; ৪৪।
গী, ১১৬; ৩—গী, ৬৯; ২০ — গী, ১৪২, ৪। যিশ, ৫৩, ৩।

তোমরা তো কল্যকার তত্ত্ব জান না, যেহেতুক তোমাদের জীবন কি প্রকার? বস্তুতঃ তোমরা বাষ্পস্বরূপ, যাহা ক্ষণেক দৃশ্য থাকে, পরে অন্তর্হিত হয়।

আমার দিন তো ডাক অপেক্ষাও দ্রুতগামী; সে সকল উড়িয়া যায়, কিন্তু মঙ্গলের দর্শনও পায় না। দ্রুতগামি নৌকার ন্যায় কিম্বা খাদ্যের উপরে পতনশীল উৎক্রোশ পক্ষির ন্যায় তাহা গমন করে।—তুমি তাহাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া গেলে তাহারা স্বপ্নবৎ হয়; প্রাতঃকালে তৃণের ন্যায় আবার নবীনীভূত হয়। প্রাতঃকালে তাহা পুষ্পিত ও নবীনীভূত দেখায়, সায়ংকালে ছিন্ন হইয়া শুষ্ক হয়।—অবলাজাত মনুষ্য অল্পায়ু ও উদ্বেগে পরিপূর্ণ। সে পুষ্পের ন্যায় প্রস্ফুটিত হইয়া ম্লান হয়, ও ছায়ার ন্যায় চলিয়া যায়, স্থির থাকে না।

জগৎ ও তাহার অভিলাষ বহিয়া যাইতেছে; কিন্তু যে ব্যক্তি ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে, সে অনন্তকালস্থায়ী।

উভয়ে বিনষ্ট হইবে, কিন্তু তুমি নিত্য; হাঁ, সে সমস্ত বস্ত্রের ন্যায় জীর্ণ হইয়া পড়িবে, এবং তুমি পরিচ্ছদের ন্যায় খুলিলে তাহার পরিবর্ত্তন হইবে। কিন্তু তুমি সেই আছ, তোমার বৎসর কখন শেষ হইবে না।—যীশু খ্রীষ্ট কল্য ও অদ্য ও যুগে যুগে সেই আছেন।

যা, ৪; ১৪। ইয়, ৯; ২৫, ২৬ — গী, ৯০; ৫, ৬ — ইয়, ১৪; ১, ২।
১ যোহ, ২; ১৭। গী, ১০২; ২৬, ২৭ — ইব্র, ১৩, ৮।

পরে হোমবলির মস্তকে হস্তার্পণ করিবে, তাহাতে সেই বলি তাহার প্রায়শ্চিত্তরূপে তাহার পক্ষে গ্রাহ্য হইবে।

তোমরা তো জান, তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের সমর্পিত অলীক আচার ব্যবহার হইতে তোমরা স্বর্ণরূপ্যাদি ক্ষয়ণীয় বস্তুদ্বারা মুক্ত হও নাই, কিন্তু নির্দ্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক-মেষশাবকস্বরূপ খ্রীষ্টের বহুমূল্য রক্তদ্বারা [মুক্ত হইয়াছ]।—তিনি নিজ দেহে আমাদের পাপ সকল বহন করত আপনি দণ্ডকাষ্ঠে উঠিলেন।

তিনি আমাদিগকে সেই প্রেমের পাত্রে অনুগ্রহপ্রাপ্ত করিয়াছেন।

জীবিত প্রস্তর বলিয়া...আধ্যাত্মিক গৃহ হইয়া উঠিতেছ, এবং যীশু খ্রীষ্টদ্বারা ঈশ্বরের গ্রাহ্য আধ্যাত্মিক যজ্ঞ উৎসর্গ করণে নিযুক্ত পবিত্র যাজকবর্গ হইতেছ।—অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, আমি ঈশ্বরের বহুবিধ করুণার নামে তোমাদিগকে নিবেদন করি, তোমরা আপন আপন দেহকে জীবিত, পবিত্র ও ঈশ্বরের প্রীতিজনক বলিরূপে উৎসর্গ কর, ইহাই তোমাদের চিত্তসাধ্য আরাধনা।

পরন্তু যিনি তোমাদিগকে অব্যাহত রক্ষা করণে এবং আপন প্রতাপের সাক্ষাতে নির্দ্দোষরূপে সানন্দে উপস্থিত করণে সমর্থ, এবং আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টদ্বারা যিনি আমাদের ত্রাণকর্ত্তা, সেই একমাত্র প্রজ্ঞাবান ঈশ্বরের প্রতাপ, মহিমা, পরাক্রম ও কর্ত্তৃত্ব যেমন সকল যুগের পূর্ব্বাবধি এখন পর্য্যন্ত আছে, তেমনি সমস্ত যুগপর্য্যায়ে হউক। আমেন্।

লে, ১; ৪। ১ পি, ১; ১৮, ১৯ — ১ পি, ২, ২৪। ইফি, ১; ৬। ১ পি, ২; ৫ — রো, ১২, ১। যিহূ, ২৪; ২৫।

উর্দ্ধলোকের দিগে দৃষ্টি করিতে করিতে আমার চক্ষু ক্ষীণ হইল।

হে সদাপ্রভো, আমাকে কৃপা কর, কেননা আমি ম্লান হইয়াছি; হে সদাপ্রভো, আমাকে সুস্থ কর, কেননা আমার অস্থি সকল বিহ্বল হইয়াছে। এবং আমার প্রাণ অতিশয় বিহ্বল হইয়াছে; আর, হে সদাপ্রভো, তুমি কত কাল [বিলম্ব করিবা]? হে সদাপ্রভো, ফিরিয়া আইস, আমার প্রাণ উদ্ধার কর, তোমার দয়াগুণে আমাকে পরিত্রাণ কর।—আমার অন্তরে আমার চিত্ত বড় ব্যথিত হইতেছে, এবং মৃত্যুর আশঙ্কা আমাকে আক্রমণ করিয়াছে। ভয় ও কম্প আমাকে আবেশ করিতেছে, এবং আমি মহাত্রাসে আচ্ছন্ন হইতেছি। ও কহিতেছি, আঃ। যদি কপোতের ন্যায় আমার পক্ষ হয়। তবে আমি উড্ডীয়মান হইয়া বাসা পাইব।

ধৈর্য্যে তোমাদের প্রয়োজন আছে।

তাহারা আকাশের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিলে তিনি গমন করিতেছিলেন, এমন সময়ে দেখ, শুক্ল বস্ত্র পরিহিত দুই পুরুষ তাহাদের নিকটে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, হে গালীলীয় লোকেরা, আকাশের প্রতি দৃষ্টি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছ কেন? ঐ যে যীশু তোমাদের নিকটহইতে স্বর্গে নীত হইলেন, তাঁহাকে যেরূপে স্বর্গে গমন করিতে দেখিলা, তদ্রূপে তিনি [পুনর্ব্বার] আগমন করিবেন।—আমরা যাহার পৌর সেই পুরী তো স্বর্গে আছে, আর তথাহইতে আমরা ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি।—এবং পরমানন্দের আশাসিদ্ধি ও আমাদের মহান্ ঈশ্বর ও ত্রাণকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্টের প্রতাপের আবির্ভাব অপেক্ষা করি।

বিলা, ৩৮; ১৪। গী, ৬; ২-৪ — গী, ৫৫, ৪৬। ইব্র, ১০, ৩৬।
প্রে, ১; ১০, ১১ — ফিলি, ৩, ২০ — তী, ২, ১৩।

প্রথমে তোমাদেরই কারণ ঈশ্বর আপন সেবক যীশুকে উৎপন্ন করিয়া আপন আপন খলতাহইতে প্রত্যেকের পরাবর্ত্তনদ্বারা তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে তাঁহাকে প্রেরণ করিলেন।

আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পিতা ঈশ্বর ধন্য; তিনি নিজ প্রচুর দয়ানুসারে মৃতগণের মধ্যহইতে যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থানদ্বারা জীবনময় প্রত্যাশার নিমিত্তে,...আমাদিগকে পুনর্জ্জন্ম দিয়াছেন।

আমাদের...ত্রাণকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্ট,...আমাদিগকে, যাবতীয় অধর্ম্মহইতে মুক্ত করণার্থে এবং সৎক্রিয়াতে উদ্‌যোগি আপনার নিজস্ব প্রজারূপে শুচি করণার্থে আমাদের নিমিত্তে আপনাকে প্রদান করিলেন।—তোমাদের আহ্বানকারি পবিত্রতমের ন্যায় আপনারাও সমস্ত আচার ব্যবহারে পবিত্র হও; কেননা লেখা আছে, "তোমরা পবিত্র হইবা, কারণ আমি পবিত্র।"

আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পিতা ঈশ্বর......আমাদিগকে যাবতীয় আধ্যাত্মিক বর দিয়া খ্রীষ্টে স্বর্গস্থ বর প্রাপ্ত করিয়াছেন।—ঈশ্বরত্বের সমস্ত পূর্ণতা দৈহিকরূপে তাঁহাতে বাস করে, এবং তোমরা তাঁহাতে সম্পূর্ণ আছ।—বস্তুতঃ তাঁহার ঐ পূর্ণতাহইতে আমরা সকলে অনুগ্রহের উপরে অনুগ্রহ পাইয়াছি।

কেমন? নিজ পুত্রের প্রতি মমতা না করিয়া যিনি আমাদের সকলকার নিমিত্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন, তিনি আমাদিগকে কি তাঁহার সহিত সমস্তই অনুগ্রহপূর্ব্বক দান করিবেন না?

প্রে, ৩; ২৬। ১ পি, ১; ৩। তী, ২; ১৩, ১৪ — ১ পি, ১; ১৫, ১৬।
ইফি, ১; ৩ — কল, ২; ৯, ১০ — যোহ, ১; ১৬। রো, ৮; ৩২।

তোমার বাক্যের বিকাশ আলো প্রদান করে।

আমরা যে বার্ত্তা তাঁহার কাছে শুনিয়া তোমাদিগকে জানাইতেছি, তাহা এই, ঈশ্বর জ্যোতিঃস্বরূপ, এবং তাঁহার মধ্যে অন্ধকারের লেশমাত্র নাই।—ঈশ্বরই অন্ধকারের মধ্যহইতে দীপ্তিকে আলো করিতে বলিয়াছেন; যীশু খ্রীষ্টের মুখমণ্ডলে ঈশ্বরের তেজঃপ্রকাশক জ্ঞানরূপ দীপ্তি বিরাজমান করণার্থে তিনি আমাদের হৃদয়াকাশে আলো করিলেন।—সেই বাক্য ঈশ্বর ছিলেন। তাঁহারই মধ্যে জীবন ছিল, এবং সেই জীবন মনুষ্যগণের জ্যোতিঃ ছিল।—কিন্তু তিনি যেমন আলোতে আছেন, আমরাও যদি তেমনি আলোতে চলি, তবে পরস্পর আমাদের সহভাগিতা আছে, এবং তাঁহার পুত্র যীশু খ্রীষ্টের রক্ত যাবতীয় পাপহইতে আমাদিগকে শুচি করে।

আমি যেন তোমার বিরুদ্ধে পাপ না করি, তন্নিমিত্তে তোমার বচন হৃদয়ের মধ্যে সঞ্চয় করিয়াছি।—আমি তোমাদিগকে যে বাক্য কহিয়াছি, তাহার গুণে এখন পরিষ্কৃত আছ।

" পূর্ব্বে তো তোমরা অন্ধকারময় ছিলা, কিন্তু এখন প্রভুতে আলোকময় আছ। আলোর সন্তানদের ন্যায় আচরণ কর।—তোমরা মনোনীত বংশ, রাজকীয় যাজকবর্গ, পবিত্র জাতি, নিজস্ব প্রজাবৃন্দ; সুতরাং যিনি তোমাদিগকে অন্ধকারহইতে আপনার আশ্চর্য্য আলোর মধ্যে আহ্বান করিয়াছেন, তাঁহার গুণকীর্ত্তনে নিযুক্ত আছ।

গী, ১১৯; ১৩০। ১ যোহ, ১; ৫ — ২ক, ৪, ৬ — যোহ, ১; ১, ৪— ১ যোহ, ১; ৭। গী, ১১৯, ১১ — যোহ, ১৫, ৩। ইফি, ৫; ৮ — ১ পি, ২, ৯।

জাগ্রৎ হও, এবং অবশিষ্ট যে যে অঙ্গ মৃতকল্প হইল, তাহা সুস্থির কর।

পরন্তু সকল বিষয়ের পরিণাম সন্নিকট : অতএব বিনীত হও, এবং প্রার্থনার জন্যে প্রবুদ্ধ থাক।—তোমরা প্রবুদ্ধ হও, জাগ্রৎ থাক, যেহেতুক তোমাদের বিপক্ষ দিয়াবল গর্জ্জনকারি সিংহের ন্যায় বেড়াইতে বেড়াইতে কাহাকে গ্রাস করিবে, তাহার অন্বেষণ করিতেছে।

কিন্তু সাবধান, তোমার প্রাণেরই বিষয়ে অতি সাবধান হও ; তুমি যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছ, কোন ক্রমে তাহা বিস্মৃত হইও না ; জীবন থাকিতে তোমার হৃদয়হইতে তাহা লুপ্ত না হউক।—বিশ্বাস হেতুই আমার ধার্ম্মিক ব্যক্তি বাঁচিবে, "কিন্তু যদি পরাঙ্মুখ হয়, তবে আমার মন তাহাতে প্রীত হইবে না।" পরন্তু আমরা বিনাশজনক পরাঙ্মুখতার লোক নহি, বরং জীবাত্মার রক্ষালাভজনক বিশ্বাসের লোক আছি।

আর আমি তোমাদিগকে যাহা কহিতেছি, তাহাই সকলকে কহি, জাগ্রৎ থাক।

ভয় করিও না, কারণ আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি ; সন্দিহান হইও না, কারণ আমি তোমার ঈশ্বর ; আমি তোমাকে পরাক্রম দিলাম, হাঁ, তোমার সাহায্য করিলাম ; হাঁ, আপন ধর্ম্মস্বরূপ দক্ষিণ হস্তদ্বারা তোমাকে ধরিয়া রাখিব। কেননা তোমার ঈশ্বর আমি সদাপ্রভু তোমার দক্ষিণ হস্ত ধরিলাম।

প্র, ৩ ; ২। ১পি, ৪ ; ৭ এবং ৫ ; ৮। দ্বি, ৪ ; ৯ — ইব্র, ১০ ; ৩৮, ৩৯। মা, ১৩ ; ৩৭। যিশ, ৪১ ; ১০, ১৩।

তখন লোট্ চক্ষু তুলিয়া দেখিল, যর্দ্দনের সমস্ত প্রান্তর সোয়ার পর্য্যন্ত
সদাপ্রভুর উদ্যানের ন্যায় সর্ব্বত্র সজল ও মিশর দেশের সদৃশ;
কেননা তৎকালে সদোম্ ও ঘমোরা সদাপ্রভু কর্ত্তৃক
বিনষ্ট হয় নাই। অতএব লোট্ আপনার
নিমিত্তে যর্দ্দনের তাবৎ প্রান্তর
মনোনীত করিল।

ধার্ম্মিক লোট,......ঐ ধার্ম্মিক ব্যক্তি।

তোমরা ভ্রান্ত হইও না, ঈশ্বরকে পরিহাস করা যায় না; কেননা মনুষ্য যাহা বুনে তাহাই কাটিবে।—লোটের স্ত্রীকে মনে রাখিও।

তোমরা অবিশ্বাসিদের সহিত বিযোড় যুগ্ম হইও না, কেননা ধর্ম্মে অধর্ম্মে পরস্পর কি সম্পর্ক? অন্ধকারের সহিত আলোর বা কি সহভাগিতা? অতএব প্রভু কহিতেছেন, তোমরা তাহাদের মধ্যহইতে নির্গত হইয়া পৃথক হও, এবং অশুচি বস্তু স্পর্শ করিও না।

অতএব তাহাদের সহভাগী হইও না। পূর্ব্বে তো তোমরা অন্ধকারময় ছিলা, কিন্তু এখন প্রভুতে আলোকময় আছ। আলোর সন্তানদের ন্যায় আচরণ কর। প্রভুর প্রীতিজনক কি, তাহার পরীক্ষা কর। এবং অন্ধকারের ফলহীন কর্ম্মের সহভাগী হইও না, বরং তাহার দোষ দেখাইয়া দেও।

আদি, ১৩; ১০, ১১। ২ পি, ২; ৭, ৮। গাল, ৬; ৭—লূ, ১৭; ৩২।
২ক, ৬; ১৪, ১৭। ইফি ৫; ৭, ৮, ১০; ১১।

পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র সর্ব্ব শক্তিমান্।

তুমিই পবিত্র, ইস্রায়েলের প্রশংসাগান তোমার সিংহাসনস্বরূপ।—এ স্থানের নিকটবর্ত্তী হইও না, তোমার পদহইতে পাদুকা খুলিয়া ফেল ; কেননা যে স্থানে তুমি দাঁড়াইয়া আছ, তাহা পবিত্র ভূমি।......আমি তোমার পৈত্রিক ঈশ্বর, অর্থাৎ অব্রাহামের ঈশ্বর ও ইস্‌হাকের ঈশ্বর ও যাকোবের ঈশ্বর। তাহাতে মোশি ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি করিতে ভীত হওয়াতে আপন মুখ আচ্ছাদন করিল।—অতএব সেই পবিত্রময় কহেন, তোমরা কাহার সহিত আমার উপমা দিলে আমি তাহার সদৃশ হইব?—কেননা আমি সদাপ্রভু তোমার ঈশ্বর, ইস্রায়েলের পাবন তোমার ত্রাণকর্ত্তা।—আমি, আমিই সদাপ্রভু ; আমি ব্যতীত অন্য ত্রাণকর্ত্তা নাই।

তোমাদের আহ্বানকারি পবিত্রতমের ন্যায় আপনারাও সমস্ত আচার ব্যবহারে পবিত্র হও ; কেননা লেখা আছে, "তোমরা পবিত্র হইবা, কারণ আমি পবিত্র"।—কেমন? তোমরা কি জান না, ঈশ্বরহইতে প্রাপ্ত যে পবিত্র আত্মা তোমাদের অন্তরে থাকেন, তোমাদের দেহ তাঁহার প্রাসাদ, আর তোমরা আপনাদের আপনি নও।—তোমরা জীবনময় ঈশ্বরের প্রাসাদ আছ ; যেমন ঈশ্বরও কহিয়াছেন, যথা, "আমি তাহাদের মধ্যে বসতি করিব ও গমনাগমন করিব ; এবং আমি তাহাদের ঈশ্বর হইব, ও তাহারা আমার প্রজা হইবে"।—এক পরামর্শ না হইয়া দুই ব্যক্তি কি একত্র গমন করে?

প্র, ৪ ; ৮। গী, ২২ ; ৩—যা, ৩ ; ৫, ৬—যিশ, ৪০ ; ২৫—ঐ, ৪৩ ; ৩, ১১। ১ পি, ১ ; ১৫, ১৬—১ক, ৬ ; ১৯—২ক, ৬ ; ১৬—আম, ৩ ; ৩।

অব্রাম সদাপ্রভুতে বিশ্বাস করিলে তিনি তাহার পক্ষে তাহা ধার্ম্মিকতা বলিয়া গণনা করিলেন।

এবং ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা লইয়া অবিশ্বাস বশতঃ সন্দেহ করিলেন তাহা নয়, কিন্তু বিশ্বাসে বলবান্ হইয়া ঈশ্বরের গৌরব স্বীকার করিলেন। এবং তিনি যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা সফল করণে সমর্থও আছেন, ইহা নিশ্চয় জ্ঞান করিলেন। আর এই কারণ তাঁহার পক্ষে সেই বিশ্বাস ধার্ম্মিকতা বলিয়া গণিত হইল। তাঁহার পক্ষে গণিত হইল, ইহা যে কেবল তাঁহার কারণ লিখিত হইয়াছে এমন নয়, আমাদেরও কারণ। কেননা যিনি আমাদের প্রভু যীশুকে মৃতগণের মধ্যহইতে উত্থাপন করিয়াছেন, তাঁহার উপরে বিশ্বাস করিতেছি বলিয়া আমাদের পক্ষেও তাহা গণিত হইবে।

কেননা দায়াদরূপে জগতের অধিকারী হইবার প্রতিজ্ঞা অব্রাহামের প্রতি কিম্বা তাঁহার বংশের প্রতি ব্যবস্থাদ্বারা করা গিয়াছে তাহা নয়, কিন্তু বিশ্বাসরূপ ধার্ম্মিকতা-দ্বারা।

"বিশ্বাসহেতুই ধার্ম্মিক ব্যক্তি বাঁচিবে।"—আইস, আমরা প্রত্যাশার অঙ্গীকার অটল করিয়া ধরি, কেমনা যিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তিনি বিশ্বস্ত।—আমাদের ঈশ্বর তো স্বর্গে থাকেন, তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন। ঈশ্বরের অসাধ্য কোন কথা নাই।—আর ধন্যা তুমি যে বিশ্বাস করিলা, যেহেতুক প্রভুহইতে যাহা যাহা তোমাকে কহা গিয়াছে, তাহা সিদ্ধি পাইবে।

আদি, ১৫, ৬। রো, ৪, ২০-২৪। রো, ৪, ১৩।
রো, ১, ১৭ — ইব্র, ১০, ১৩ — গী, ১১৫, ৩ — লূ, ১, ৩৭, ৪৫।

আমি কোন ক্রমে তোমাকে ছাড়িব না, ও কোন ক্রমে তোমাকে ত্যাগ করিব না।

অতএব আমরা সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি, "প্রভু আমার স্বপক্ষ, আমি ভয় করিব না; মনুষ্য আমার কি করিবে।"

এবং দেখ, আমি তোমার সঙ্গে থাকিয়া যে যে স্থানে তুমি যাইবা, সেই সেই স্থানে তোমাকে রক্ষা করিয়া পুনর্ব্বার এই দেশে আনিব; কেননা আমি তোমার কাছে যাহা যাহা কহিলাম, তাহা যাবৎ সফল না করিব, তাবৎ তোমাকে ত্যাগ করিব না।—তোমরা সাহস কর ও বীর্য্যবান হও, ভয় করিও না, ও তাহাদের হইতে ত্রাসযুক্ত হইও না; কেননা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু আপনি তোমার সহিত যাইতেছেন, তিনি তোমাকে ছাড়িবেন না ও তোমাকে ত্যাগ করিবেন না।

কেননা দীমা এই বর্ত্তমান যুগ ভাল বাসাতে আমাকে ত্যাগ করিয়া......গিয়াছে। আমার প্রথম বার উত্তর করণ সময়ে কেহ আমার সঙ্গে উপস্থিত হইল না; সকলে আমাকে পরিত্যাগ করিল; কিন্তু প্রভু আমার নিকটে দণ্ডায়মান হইলেন, এবং আমাকে বলবান করিলেন।—যদ্যপি আমার পিতা মাতা আমাকে ত্যাগ করে, তথাপি সদাপ্রভু আমাকে গ্রাহ্য করিবেন।

আর দেখ, যুগান্ত পর্য্যন্ত সকল দিন আমি তোমাদের সঙ্গে আছি।—আমি জীবনময়, তথাপি মৃত হইলাম, কিন্তু দেখ, যুগ পর্য্যায়ের যুগে যুগে জীবিত আছি;—আমি তোমাদিগকে অনাথ রাখিয়া যাইব না, পুনর্ব্বার তোমাদের নিকট আসিব।

ইব্রি, ১৩; ৫। ইব্রি, ১৩; ৬। আদি, ২৮; ১৫—দ্বি, ৩১; ৬।
২তীম, ৪; ১০, ১৬, ১৭—গী, ২৭; ১০। ম, ২৮; ২০—প্র, ১; ১৮—যোহ, ১৪; ১৮।

বস্তুতঃ বিদেশে যাত্রা করিতে উদ্যত কোন ব্যক্তি যেন আপন দাসদিগকে ডাকিয়া নিজ সম্পত্তি তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন।......যাহার যেরূপ ক্ষমতা তাহাকে তদনুসারে দিলেন।

তোমরা কি জান না, যে আজ্ঞাপালনার্থে যাহার নিকটে দাসরূপে আপনাদিগকে সমর্পণ কর, তাহার আজ্ঞাধীন দাস আছ।

কিন্তু এই সকল কর্ম্ম সেই একমাত্র আত্মা সাধন করেন; তিনি সবিশেষ বিভাগ করিয়া যাহাকে যাহা দিতে মানস করেন, তাহাকে তাহা দেন। পরন্তু প্রত্যেক জনকে হিতের জন্যে আত্মার আবির্ভাব দত্ত হয়।—তোমরা প্রত্যেক জন অনুগ্রহমূলক যে যে বর পাইয়াছ, তাহাতে ঈশ্বরের বহুবিধ অনুগ্রহধনের উত্তম অধ্যক্ষের মত পরস্পর পরিচর্য্যা কর।—তবে এমন স্থলে লোকে ধনাধ্যক্ষের কি গুণ চাহে? তাহাকে যেন বিশ্বস্ত পাওয়া যায়।

যাহাকে অধিক দত্ত হইয়াছে, তাহার নিকটে অধিকের অনুসন্ধান করা যাইবে; এবং লোকে যাহার কাছে অধিক গচ্ছিত করিয়াছে, তাহার নিকটহইতে অধিক চাহিবে।

আর এমন কর্ম্মের যোগ্য কে?— আমার সামর্থ্যদাতা খ্রীষ্টেতে সকলই আমার সাধ্য।

ম, ২৫; ১৪, ১৫। রো, ৬; ১৬। ১ক, ১২; ১১, ৭—১পি, ৪; ১০—১ক, ৪; ২। লূ, ১২; ৪৮। ২ক, ২; ১৬—ফিলি, ৪; ১৩।

ধার্ম্মিকতারূপ বীজবাপকের সত্য বেতন হয়।

দীর্ঘকালের পর সেই দাসদিগের প্রভু আসিয়া তাহাদের নিকটহইতে লেখা যোখা লইলেন। তখন যে ব্যক্তি পাঁচ তোড়া পাইয়াছিল, সে উপস্থিত হইয়া অন্য পাঁচ তোড়াও আনিয়া কহিল, প্রভো, আপনি আমার নিকটে পাঁচ তোড়া সমর্পণ করিয়াছিলেন; দেখুন, তাহা ছাড়া আর পাঁচ তোড়া লাভ করিলাম। তাহার প্রভু তাহাকে কহিলেন, ধন্য উত্তম বিশ্বস্ত দাস; অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত হইলা; আমি তোমাকে বহু বিষয়ের অধ্যক্ষ করিব; তুমি ভিতরে গিয়া আপন প্রভুর আনন্দের ভাগী হও।

যেহেতুক প্রত্যেক জন দেহ সহকারে উপার্জ্জিত ফল, অর্থাৎ আপনার কৃত ভাল কি মন্দ কর্ম্মের অনুরূপ ফল যেন পায়, তন্নিমিত্ত খ্রীষ্টের বিচারাসনের সম্মুখে আমাদের সকলকে প্রত্যক্ষ হইতে হইবে।

আমি সেই উত্তম যুদ্ধে প্রাণপণ করিয়াছি, নিরূপিত পথের শেষ পর্য্যন্ত দৌড়িয়াছি, বিশ্বাস রক্ষা করিয়াছি। অদ্যাবধি আমার নিমিত্তে ধার্ম্মিকতারূপ মুকুট নিহিত আছে; ধার্ম্মিক বিচারকর্ত্তা প্রভু সেই দিনে আমাকে তাহা দিবেন।

দেখ, আমি শীঘ্র আসিতেছি; তোমার যাহা আছে, তাহা দৃঢ় করিয়া রাখ; কাহাকেও তোমার মুকুট অপহরণ করিতে দিও না।

হিতো, ১১; ১৮। ম, ২৫; ১৯-২১। ২ক, ৫; ১০। ২তীম, ৪; ৭, ৮। প্র, ৩; ১১।

তুমি কেবল সাহস কর ও বীর্য্যবান হও।

সদাপ্রভু আমার জ্যোতিঃ ও আমার পরিত্রাণ, আমি কাহা হইতে ভীত হইব? সদাপ্রভু আমার জীবনের দুর্গ, আমি কাহা হইতে ত্রাসযুক্ত হইব?—তিনি ক্লান্তদিগকে শক্তি দেন, ও সামর্থ্যহীনদিগের বল বৃদ্ধি করেন।

তরুণেরা ক্লান্ত ও শ্রান্ত হয়, এবং যুবকেরা নিতান্ত স্খলিত হয় বটে, কিন্তু যাহারা সদাপ্রভুর অপেক্ষা করে, তাহারা উত্তর উত্তর নূতন শক্তি পায়, ও উৎক্রোশ পক্ষির ন্যায় পক্ষসহকারে ঊর্দ্ধে উড়ে, তাহারা দৌড়িলে শ্রান্ত হয় না, ও গমন করিলে ক্লান্ত হয় না।—যদ্যপি আমার মাংস ও চিত্ত ক্ষীণ হয়, তথাপি ঈশ্বর অনন্তকালার্থে আমার ধন ও আমার দায়াংশস্বরূপ।

ঈশ্বর যদি আমাদের সপক্ষ হন, তবে আমাদের বিপক্ষ কে?—সদাপ্রভু আমার সপক্ষ, আমি ভয় করিব না; মনুষ্য আমার কি করিতে পারে?

তোমাদ্বারা আমরা আপন বিপক্ষদিগকে গুঁড়াইয়া ফেলিয়া দিব; তোমার নামের গুণে আপন প্রতিরোধিগণকে পদতলে দলিব।—যিনি আমাদিগকে প্রেম করিয়াছেন, তাঁহারই দ্বারা আমরা এই সকলেতে নিতান্ত বিজয়ী হই।

উঠ, কর্ম্ম কর, এবং সদাপ্রভু তোমার সঙ্গে থাকুন।

যিহো, ১, ১৮। গী, ২৭; ১—যিশ, ৪০; ২৯-৩১—গী, ৭৩; ২৬।
রো, ৮; ৩১—গী, ১১৮; ৬। গী, ৪৪, ৫—রো, ৮, ৩৭। ১বং, ২২, ১৬।

আইস, আমার পিতার আশীর্ব্বাদপাত্রেরা, জগতের পত্তনাবধি যে রাজ্য তোমাদের জন্যে প্রস্তুত করা গিয়াছে, তাহার অধিকার গ্রহণ কর।

হে ক্ষুদ্র মেষপাল, ভয় করিও না, কেননা তোমাদিগকে রাজ্যটি দিতে তোমাদের পিতার হিতসঙ্কল্প হইল।—সংসারে যাহারা দরিদ্র, ঈশ্বর তাহাদিগকে বিশ্বাসে ধনবান এবং আপন প্রেমকারিদের কাছে অঙ্গীকৃত রাজ্যের অধিকারী [করিতে] কি মনোনীত করেন নাই?—ঈশ্বরের দায়াদ ও খ্রীষ্টের সহদায়াদ হই। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে প্রতাপ ভোগ করিবার নিমিত্তে তাঁহার সঙ্গে দুঃখভোগ করা আমাদের আবশ্যক।

তোমরা আমাকে ভাল বাসিয়াছ,......এই জন্যে পিতা আপনি তোমাদিগকে ভাল বাসেন।—ঈশ্বর তাঁহাদের ঈশ্বর বলিয়া বিখ্যাত হইতে লজ্জিত নহেন; বস্তুতঃ তিনি তাঁহাদের নিমিত্তে এক নগর প্রস্তুত করিয়াছেন।

যে জয় করিবে, সে এই সকলের অধিকারী হইবে; এবং আমি তাহার ঈশ্বর হইব, ও সে আমার পুত্র হইবে।—আমার নিমিত্তে ধার্ম্মিকতারূপ মুকুট নিহিত আছে; ধার্ম্মিক বিচারকর্ত্তা প্রভু সেই দিনে আমাকে তাহা দিবেন; কেবল আমাকে নয়, বরং যত লোক তাঁহার আবির্ভাব ভাল বাসিয়াছে, সেই সকলকে দিবেন।

তোমাদের অন্তরে যিনি উত্তম কর্ম্মের আরম্ভ করিয়াছেন, তিনি খ্রীষ্ট যীশুর দিন পর্য্যন্ত তাহা সিদ্ধ করিবেন।

ম, ২৫; ৩৪। লূ, ১২; ৩২ — যাক, ২; ৫ — রো, ৮; ১৭। যোহ, ১৬; ২৭— ইব্র, ১১; ১৬। প্র, ২১; ৭ — ২ তীম, ৪; ৮। ফিলি, ১; ৬।

ইস্‌হাক্‌ সন্ধ্যাকালে ধ্যান করিতে ক্ষেত্রে গিয়াছিল।

হে আমার ধর ও আমার মুক্তিকর্ত্তা সদাপ্রভো, আমার মুখের বাক্য ও আমার চিত্তের ধ্যান তোমার দৃষ্টিতে গ্রাহ্য হউক।

তোমার অঙ্গুলিদ্বারা নির্ম্মিত যে তোমার নভোমণ্ডল, [এবং] তোমার স্থাপিত যে চন্দ্র ও তারাগণ, তাহা নিরীক্ষণ করিলে [আমি বলি], মর্ত্ত্য কি, যে তুমি তাহাকে স্মরণ কর? ও মনুষ্যসন্তান বা কি, যে তাহার তত্ত্বাবধারণ কর?—সদাপ্রভুর কর্ম্ম সকল মহৎ; যে সকল লোক তাহাতে প্রীত, তাহারা তাহার অনুশীলন করে।

যে ব্যক্তি দুষ্টদের মন্ত্রণাতে চলে না, ও পাপিদের পথে দাঁড়াইয়া থাকে না, ও নিন্দকদের সভাতে বৈসে না, কিন্তু সদাপ্রভুর শাস্ত্রে প্রীত হয়, ও তাঁহার শাস্ত্রই দিবারাত্রি ধ্যান করে, সেই ধন্য।—তোমার মুখহইতে এই ব্যবস্থাগ্রন্থ বিচলিত না হউক;...... তুমি দিবারাত্রি তাহা ধ্যান কর।— যেমন মজ্জাতে ও পুষ্টিকর দ্রব্যেতে, তেমন আমার প্রাণ তৃপ্ত হইবে, এবং আমার মুখ আনন্দগানকারি ওষ্ঠাধরে প্রশংসা করিবে। আমি শয্যার উপরে যখন তোমাকে স্মরণ করি, তখন প্রহরে প্রহরে তোমার বিষয় ধ্যান করি।

আদি, ২৪; ৬৩। গী, ১৯; ১৪। গী, ৮; ৩, ৪—গী, ১১১; ২। গী, ১; ১, ২—যিহো, ১; ৮—গী, ৬৩; ৫, ৬।

আমার ঈশ্বর আপন ধনাঢ্যত্তানুসারে প্রতাপ দিয়া, খ্রীষ্ট যীশুতে তোমাদের যাবতীয় অভাব পূর্ণ করিবেন।

কিন্তু প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্য ও তাঁহার ধার্ম্মিকতার চেষ্টা কর, তাহা হইলে ঐ সকল দ্রব্যও তোমাদিগকে দত্ত হইবে।—কেমন? নিজ পুত্রের প্রতি মমতা না করিয়া, যিনি আমাদের সকলকার নিমিত্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন, তিনি আমাদিগকে কি তাঁহার সহিত সমস্তই অনুগ্রহ পূর্ব্বক দান করিবেন না?

সকলই তোমাদের। পৌল, কি আপল্লো, কি কৈফা, কি জগৎ, কি জীবন, কি মরণ, কি উপস্থিত বিষয়, কি ভবিষ্যৎ বিষয়, সকলই তোমাদের; এবং তোমরা খ্রীষ্টের, ও খ্রীষ্ট ঈশ্বরের।—অকিঞ্চনের ন্যায়, কিন্তু সর্ব্বাধিকারী আছি।

সদাপ্রভু আমার পালক, আমার অভাব হইবে না।—কারণ সদাপ্রভু ঈশ্বর সূর্য্য ও ঢালস্বরূপ; সদাপ্রভু অনুগ্রহ ও প্রতাপ প্রদান করেন। যাহারা যাথার্থ্যপথে চলে, তিনি তাহাদের মঙ্গল [করিতে] অস্বীকার করিবেন না।—যিনি আমাদের ভোগার্থে ধনবানের ন্যায় সকলই যোগাইয়া দেন, সেই জীবনময় ঈশ্বরে [প্রত্যাশা রাখি]।—আর তোমাদিগকে যাবতীয় অনুগ্রহের উপচয় দিতে ঈশ্বর সমর্থ আছেন; তোমাদের জন্যে সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বদা সকলই কুলাইলে যেন তোমরা যাবতীয় সৎকর্ম্মের নিমিত্তে উপচিয়া পড়।

ফিলি, ৪; ১৯। মথি, ৬; ৩৩ — রো, ৮; ৩২। ১ক, ৩; ২১-২৩ — ২ক, ৬; ১০। গী, ২৩; ১ — গী, ৮৪; ১১ — ১ তীম, ৬; ১৭ — ২ক, ৯; ৮।

আত্মার ফল আনন্দ।

পবিত্র আত্মাতে আনন্দ। অনির্ব্বচনীয় ও প্রতাপযুক্ত।

দুঃখিতের ন্যায়, কিন্তু সর্ব্বদা আনন্দিত।—যাবতীয় ক্লেশের মধ্যে......আনন্দে নিতান্ত উপচিয়া পড়িতেছি।—ক্লেশের শ্লাঘাও করিতেছি।

বিশ্বাসের আদি ও সিদ্ধিকর্ত্তা যীশু ··আপনার সম্মুখস্থ আনন্দের নিমিত্তে অপমান তুচ্ছ বোধ পূর্ব্বক ক্রুশটা সহ্য [করিলেন]। তোমাদিগেতে আমার আনন্দ যেন থাকে, এবং তোমাদের আনন্দ যেন সম্পূর্ণ হয়, এই জন্যে তোমাদিগকে এই সকল কহিলাম। খ্রীষ্ট সম্বন্ধীয় দুঃখভোগ যেমন আমাদের প্রতি উপচিয়া পড়ে, তেমনি খ্রীষ্টদ্বারা আমাদের সান্ত্বনাও উপচিয়া পড়ে।

প্রভুতে সর্ব্বদা আনন্দ কর; পুনরায় বলি, আনন্দ কর। সদাপ্রভুতে যে আনন্দ, তাহাই তোমাদের শক্তি।

তুমি আপনার সম্মুখে তৃপ্তিকর আনন্দ, ও আপনার দক্ষিণে নিত্য সুখভোগ [দিবা]। কারণ সিংহাসনের মধ্যস্থিত মেষশাবক ইহাদিগকে পালন করিবেন, এবং জীবনপ্রবাহি জলের উনুইর নিকট গমন করাইবেন, এবং ঈশ্বর ইহাদের সমস্ত নেত্রজল মুছাইয়া দিবেন।

গাল, ৫; ২২। রো, ১৪; ১৭—১ পি, ১; ৮। ২ক, ৬; ১০—ঐ, ৭; ৪—রো ৫; ৩। ইব্র, ১২; ২। যোহ, ১৫; ১১—২ক, ১; ৫। ফিলি, ৪; ৪—নহি, ৮; ১০। গী, ১৬; ১১। প্র, ৭; ১৭।

যদি সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত সদাপ্রভুর প্রতি ফিরিতে উদ্যত হও, তবে আপনাদের মধ্যহইতে বিজাতীয় দেবগণকে ও অষ্টারোৎ দেবীগণকে দূর কর, ও সদাপ্রভুর উদ্দেশে আপন আপন অন্তঃকরণ একাগ্র করিয়া কেবল তাঁহার আরাধনা কর।

বৎসেরা, তোমরা দেবমূর্ত্তিগণহইতে আপনাদিগকে রক্ষা কর।—তোমরা তাহাদের মধ্য হইতে নির্গত হইয়া পৃথক হও, এবং অশুচি বস্তু স্পর্শ করিও না; তাহাতে আমিই তোমাদিগকে গ্রাহ্য করিব, ও তোমাদের পিতা হইব, ও তোমরা আমার কন্যা পুত্র হইবা, ইহা সর্ব্বশক্তিমান প্রভু কহেন।

তোমরা ঈশ্বর এবং ধন এ উভয়ের দাস হইতে পার না।

তুমি কোন ইতর দেবতার কাছে প্রণিপাত করিও না, কেননা সদাপ্রভু [স্বগৌরব রক্ষণে] উদ্‌যোগী নাম ধারণ করেন; তিনি [স্বগৌরব রক্ষণে] উদ্‌যোগি ঈশ্বর।—সরল অন্তঃকরণে ও প্রসন্ন মনে তাঁহার আরাধনা কর; কেননা সদাপ্রভু যাবতীয় অন্তঃকরণের অনুসন্ধান করেন ও চিন্তার যাবতীয় সঙ্কল্প বুঝেন।

দেখ, তুমি আন্তরিক সত্যে প্রীত হও; অতএব গোপনে আমাকে প্রজ্ঞার শিক্ষা দিবা।—মনুষ্য প্রত্যক্ষ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখে, কিন্তু সদাপ্রভু অন্তঃকরণের প্রতি দৃষ্টি রাখেন।—প্রিয়েরা, আমাদের হৃদয় যদি আমাদিগকে দোষী না করে, তবে ঈশ্বরের উদ্দেশে আমাদের সাহস লাভ হয়।

১ শমূ, ৭; ৩। ১ যোহ, ৫; ২১—২ক, ৬, ১৭, ১৮। ম, ৬; ২৪।
যা, ৩৪; ১৪—১ বং, ২৮; ৯। গী, ৫১; ৬—১শমূ, ১৬; ৭—১যোহ, ৩; ২১।

পরন্তু, হে প্রিয়েরা, তোমরা এই এক কথা অজ্ঞাত হইও না, যে
প্রভুর কাছে এক দিন সহস্র বৎসরের সমান, এবং সহস্র বৎসর
এক দিনের সমান। কেহ কেহ যাহা দীর্ঘসূত্রতা জ্ঞান
করে, প্রভু নিজ প্রতিজ্ঞা বিষয়ে তদনুরূপ
দীর্ঘসূত্রী নহেন।

বস্তুতঃ সদাপ্রভু কহেন, আমার সঙ্কল্প সকল ও তোমাদের সঙ্কল্প সকল একই নয়, এবং তোমাদের পথ সকল ও আমার পথ সকল একই নয়। কিন্তু ভূতল হইতে গগণমণ্ডল যত উচ্চ তোমাদের সকল পথহইতে আমার পথ, ও তোমাদের সকল সংকল্প হইতে আমার সঙ্কল্প তত উচ্চ। যাঁ বৃষ্টি কিম্বা হিম আকাশহইতে নামিবা আইলে পর যেমন সেখানে ফিরিয়া যায় না, কিন্তু ভূমি আর্দ্র করে.।

আমার মুখনির্গত বাক্য তেমনি হইবে, তাহা ফল বিনা আমার কাছে ফিরিয়া আসিবে না, কিন্তু আমি যাহা ইচ্ছা করি তাহা সম্পন্ন করিবে, এবং যাহার জন্যে তাহা প্রেরণ করি তাহাতে সিদ্ধার্থ হইবে।

কেননা ঈশ্বর সকলকে দয়া করণার্থে সকলকে অনাজ্ঞাবহতার হস্তে বদ্ধ করিয়াছেন।

আহা। ঈশ্বরের ধনাঢ্যতা ও প্রজ্ঞা ও বিদ্যা কেমন অগাধ। তাঁহার বিচার সকল কেমন অনুপলক্ষ্য। এবং তাঁহার পথ সকল কেমন অননুসন্ধেয়।

---

২ পি, ৩, ৮, ৯। যিশ, ৫৫, ৮-১১। রো, ১১, ৩২, ৩৩।

ভয় করিও না, আমি প্রথম ও শেষ।

তোমরা তো সেই স্পৃশ্য ও অগ্নিতে প্রজ্বলিত পর্ব্বত ও কৃষ্ণবর্ণ মেঘ ও অন্ধকার ও ঝড় ... এই সকলের নিকট উপস্থিত হও নাই।... কিন্তু তোমরা সিয়োন পর্ব্বত,... ও সকলের বিচারকর্ত্তা ঈশ্বর, ও সিদ্ধিপ্রাপ্ত ধার্ম্মিকগণের আত্মাগণ, ও নূতন নিয়মের মধ্যস্থ যীশু,...এই সকলের নিকট উপস্থিত হইয়াছ।—বিশ্বাসের আদি ও সিদ্ধিকর্ত্তা যীশু।—কেননা আমরা যে মহাযাজককে পাইয়াছি, তিনি আমাদের দুর্ব্বলতা-ঘটিত দুঃখে দুঃখিত হইতে অসমর্থ নন, কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে আমাদের ন্যায়, [অথচ] বিনা পাপে, পরীক্ষিত হইয়াছেন। অতএব আইস, আমরা সাহসপূর্ব্বক অনুগ্রহ-সিংহাসনের সন্নিধানে উপস্থিত হই, তাহাতে আমাদের দয়ালাভ হইবে ও সময়োপযুক্ত উপকারার্থে অনুগ্রহ মিলিবে।

যে সদাপ্রভু ইস্রায়েলের রাজা ও মুক্তিদাতা, সেই বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি আদি, এবং আমি অন্ত, আমাভিন্ন কোন ঈশ্বর নাই।—বিক্রম-শালি ঈশ্বর ও যুগপর্য্যায়ের পিতা ও শান্তিরাজ।

হে সদাপ্রভো, আদিকালাবধি আমার ঈশ্বর, আমার পাবন কি তুমি নহ?—কেননা সদাপ্রভু ব্যতীত আর ঈশ্বর কে আছে? এবং আমাদের ঈশ্বর ব্যতীত আর ধর কে আছে?

প্র, ১; ১৭। ইব্র, ১২; ১৮, ২২ ২৪—ঐ, ১২; ২—ঐ, ৪; ১৫, ১৬।
যিশ, ৪৪; ৬—ঐ, ৯; ৬। হব, ১; ১২—২ শমূ, ২২; ৩২।

তুমি আমাকে আশীর্ব্বাদ না করিলে তোমাকে ছাড়িব না।

আহা, সে বরং আমার পরাক্রমের শরণাগত হউক, ও আমাব সহিত মিলন করুক, হাঁ, আমার সহিত মিলনই করুক।

নারি, তোমার বড়ই বিশ্বাস, তোমার যেমন মনোবাঞ্ছা, তেমনি ফল হউক।—তোমাদের বিশ্বাসানুরূপ ফল তোমাদেব হউক।—কিন্তু সে বিশ্বাস পূর্ব্বক নিঃসন্দেহে যাচ্ঞা করুক, কেননা যে সন্দেহ করে, সে বায়ুচালিত বিলোড়িত সমুদ্রতরঙ্গের সদৃশ। বস্তুতঃ সেই মনুষ্য যে প্রভুর নিকটে কিছু পাইবে, এমন বোধ না করুক।

গন্তব্য গ্রামের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি অগ্রে যাইবার লক্ষণ দেখাইলেন। কিন্তু তাহারা সাধ্যসাধনা করিয়া কহিল, আমাদের সঙ্গে থাকুন. তিনি তাহাদেব সাক্ষাৎহইতে অন্তর্হিত হইলেন। পরে তাহারা পরস্পর কহিল, পথের মধ্যে যখন তিনি আমাদের সহিত কথোপকথন করত শাস্ত্রেব অর্থ ব্যক্ত করিতেছিলেন, তখন আমাদের অন্তরে হৃদ্দ কি জ্বলন্ত ছিল না?—আমি যদি তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহেব পাত্র হইয়া থাকি, তবে বিনয় করি, আমি যেন তোমাকে জানিয়া তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাই, এই জন্যে আমাকে আপন পথ জ্ঞাত কর।—আমার শ্রীমুখ তোমার সহিত গমন করিবেন, এবং আমি তোমাকে বিশ্রাম দিব।

আদি, ৩২, ২৬। বিশ, ২৭, ৫। ম ১৫, ২৮—প্রে, ৯, ২৯—যাক, ১, ৬, ৭। লূ, ২৪, ২৮, ২৯, ৩১, ৩২—যা, ৩৩, ১৩, ১৪।

অনুরোধ করণার্থে তিনি সতত জীবিত আছেন।

কে দোষী করিবে? কি খ্রীষ্ট? তিনি মরিলেন, .. আর তিনিই...আমাদের পক্ষে অনুরোধও করিতেছেন।—কেননা প্রকৃতের প্রতিরূপমাত্র যে হস্তকৃত পবিত্র স্থান, খ্রীষ্ট তাহাতে প্রবেশ করেন নাই; কিন্তু সম্প্রতি আমাদের নিমিত্তে ঈশ্বরের সাক্ষাতে উপস্থিত হইতে প্রকৃত স্বর্গেই প্রবেশ করিয়াছেন।

যদিসাৎ কেহ পাপ করে, তবে পিতার কাছে আমাদের এক শান্তিকর্ত্তা, ধার্ম্মিক যীশু খ্রীষ্ট আছেন।—একমাত্র ঈশ্বর আছেন; ঈশ্বরের ও মনুষ্যদের মধ্যে একমাত্র মধ্যস্থও আছেন, তিনি মনুষ্য খ্রীষ্ট যীশু।

ভাল, যিনি স্বর্গ সকল দিয়া অগ্রসর হইয়াছেন, এমন মহান্ ব্যক্তি, অর্থাৎ ঈশ্বরের পুত্র যীশু আমাদের মহাযাজক আছেন, ইহা জানিয়া আইস, আমরা ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞাকে দৃঢ়রূপে ধারণ করি। কেননা আমরা যে মহাযাজককে পাইয়াছি, তিনি আমাদের দুর্ব্বলতাঘটিত দুঃখে দুঃখিত হইতে অসমর্থ নন, কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে আমাদের ন্যায়, [অথচ] বিনা পাপে, পরীক্ষিত হইয়াছেন। অতএব আইস, আমরা সাহস পূর্ব্বক অনুগ্রহ সিংহাসনের সন্নিধানে উপস্থিত হই, তাহাতে আমাদের দয়ালাভ হইবে ও সময়োপযুক্ত উপকারার্থে অনুগ্রহ মিলিবে।

কেননা তাঁহারই দ্বারা আমরা ...... পিতার নিকট প্রবেশ করণের ক্ষমতা পাইয়াছি।

ইব্র, ৭; ২৫। রো, ৮; ৩৪ — ইব্র, ৯; ২৪। ১ যোহ, ২; ১ — ১ তীম, ২; ৫। ইব্র, ৪; ১৪-১৬। ইফি, ২; ১৮।

দুঃখিতের ন্যায়, কিন্তু সর্ব্বদা আনন্দিত; দীনহীনের ন্যায়, কিন্তু অনেকের ধনদাতা; অকিঞ্চনের ন্যায়, কিন্তু সর্ব্বাধিকারী আছি।

ঈশ্বরীয় প্রতাপের আশাতে শ্লাঘা করিতেছি। কেবল তাহা নয়, কিন্তু ক্লেশের শ্লাঘাও করিতেছি।—আমি সান্ত্বনাতে পরিপূর্ণ, যাবতীয় ক্লেশের মধ্যে...আনন্দে নিতান্ত উপচিয়া পড়িতেছি।—অনির্ব্বচনীয় ও প্রতাপযুক্ত আনন্দে উল্লাস করিতেছি।

ফলতঃ ক্লেশরূপ মহাপরীক্ষার মধ্যেও তাহাদের আনন্দের উপচয় এবং অগাধ দীনতা ঔদার্য্যরূপ ধন উৎপাদনে উপচিয়া পড়িয়াছে।—যাবতীয় পবিত্র লোকের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম যে আমি, আমাকে অনুগ্রহমূলক এই বর দত্ত হইয়াছে, যেন পরজাতিদের মধ্যে আমি খ্রীষ্টরূপ অনমুসন্ধেয় ধনের সুসমাচার প্রচার করি, এবং ... যুগপর্য্যায়ের আরম্ভাবধি সেই ঈশ্বরের কাছে গুপ্ত ঐ নিগূঢ় বিষয়ের কার্য্যনির্ব্বাহ কি, তাহার [জ্ঞানরূপ] আলো যেন সকলকে দিই।

সংসারে যাহারা দরিদ্র, ঈশ্বর তাহাদিগকে বিশ্বাসে ধনবান্ এবং আপন প্রেমকারিদের কাছে অঙ্গীকৃত রাজ্যের অধিকারী [করিতে] কি মনোনীত করেন নাই? —আর তোমাদিগকে যাবতীয় অনুগ্রহের উপচয় দিতে ঈশ্বর সমর্থ আছেন, তোমাদের জন্যে সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বদা সকলই কুলাইলে যেন তোমরা যাবতীয় সৎকর্ম্মের নিমিত্তে উপচিয়া পড়।

২ক, ৬, ১০। রো, ৫; ২, ৩—২ক, ৭, ৪—১ পি, ১, ৮।
২ক, ৮, ২—ইফি, ৩; ৮, ৯। যাক, ২, ৫—২ক, ৯, ৮।

কেননা তাঁহাতেই তোমরা সর্ব্ববিষয়ে,...ধনী হইয়াছ।

যখন আমরা শক্তিহীন ছিলাম, তখন খ্রীষ্ট উপযুক্ত সময়ে হীনভক্তিদের নিমিত্তে প্রাণ দিলেন।—কেমন? নিজ পুত্রের প্রতি মমতা না করিয়া যিনি আমদের সকল-কার নিমিত্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন, তিনি আমাদিগকে কি তাঁহার সহিত সমস্তই অনুগ্রহ পূর্ব্বক দান করিবেন না?

ঈশ্বরত্বের সমস্ত পূর্ণতা দৈহিকরূপে তাঁহাতে বাস করে, এবং তোমরা তাঁহাতে সম্পূর্ণ আছ। তিনি যাবতীয় আধিপত্যের ও কর্ত্তৃত্বের মস্তক।

আমাতে থাক, আমিও তোমাদিগেতে থাকিব; দ্রাক্ষালতায় সংলগ্ন না থাকিলে তাহার শাখা যেমন আপনা আপনি ফলবতী হইতে পারে না, তদ্রূপ আমাতে না থাকিলে তোমারাও ফলবান্ হইতে পার না। আমি দ্রাক্ষালতা, তোমরা শাখা; যে আমাতে থাকে, এবং যাহাতে আমি থাকি, সেই প্রচুর ফলে ফলবান্ হয়; কেনন আমা ভিন্ন তোমরা কিছুই করিতে পার না।—আমার বাঞ্ছা সম্ভবে বটে, কিন্তু উত্তমের সম্পাদন সম্ভবে না।—কিন্তু খ্রীষ্টের দানের পরিমাণানুসারে আমাদের প্রত্যেক জনকে অনুগ্রহের অংশ দত্ত হইয়াছে।

তোমরা যদি আমাতে থাক, এবং আমার কথা যদি তোমাদিগেতে থাকে, তবে যাহা বাঞ্ছা করিবা তাহা যাচ্ঞা করিও, তাহাতে তাহা প্রাপ্ত হইবা।—খ্রীষ্টের বাক্য বাহুল্যরূপে তোমাদের অন্তরে বাস করুক।

১ক, ১; ৫। রো, ৫; ৬ — ঐ ৮; ৩২। কল, ২; ৯, ১০।

যোহ, ১৫; ৪, ৫ — রো, ৭, ১৮ — ইফি, ৪, ৭। যোহ, ১৫, ৭—কল, ৩; ১৬।

ভয় করিও না, কেননা আমি তোমাকে মুক্ত করিয়াছি।

ভয় করিও না, কেননা তুমি লজ্জা পাইবা না; এবং বিষণ্ণবদনা হইও না, কেননা তুমি হতাশা হইবা না; হাঁ, তুমি আপন কুমারীকালের অপমান বিস্মৃত হইবা, এবং তোমার বৈধব্যের দুর্নাম স্মরণে থাকিবে না। তোমার পতি তোমার সৃষ্টিকর্ত্তা বাহিনীগণের সদাপ্রভু তাঁহার নাম। এবং তোমার মুক্তিদাতা ইস্রায়েলের পাবন।—আমি তোমার অধর্ম্ম সকল কুজ্ঝটিকার ন্যায়, ও তোমার পাপ সকল মেঘের ন্যায় ঘুচাইয়া ফেলিয়াছি; তুমি আমার প্রতি ফির, কেননা আমি তোমাকে মুক্ত করিয়াছি।—নির্দ্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক মেষশাবকস্বরূপ খ্রীষ্টের বহুমূল্য রক্তদ্বারা [মুক্ত হইয়াছ]।

[কিন্তু] তাহাদের মুক্তিদাতা বলবান; বাহিনীগণের সদাপ্রভু তাঁহার নাম, তিনি বিচার করিয়া তাহাদের বিবাদ নিষ্পন্ন করিবেন।—আমার পিতা যিনি [সে সকল] আমাকে দিয়াছেন, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা মহান্; এবং কেহ আমার পিতার হস্তহইতে তাহাদিগকে কাড়িয়া লইতে পারে না।

পিতা ঈশ্বর এবং আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট হইতে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের প্রতি বর্ত্তুক। আমাদের পিতা ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে এই উপস্থিত মন্দ যুগহইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিবার নিমিত্তে [যীশু] আমাদের পাপের কারণ আপনাকে প্রদান করিলেন। যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে ঈশ্বরের মহিমা হউক। আমেন্।

যিশ, ৪৩; ১। যিশ, ৫৪; ৪, ৫ — ঐ ৪৪; ২২ — ১ পি, ১; ১৯।
যির, ৫০; ৩৪ — যোহ, ১০; ২৯। গাল, ১; ৩-৫।

আমি কৃষ্ণবর্ণা, তথাপি সুন্দরী।

দেখ, অপরাধে আমার জন্ম হইয়াছে, ও পাপে আমার মাতা আমাকে গর্ব্ভে ধারণ করিয়াছে।—তোমার সৌন্দর্য্যের কীর্ত্তি জাতিগণের মধ্যে ব্যাপিল, কেননা প্রভু সদাপ্রভু কহেন, আমি তোমাকে যে শোভা দিয়াছিলাম, তাহাদ্বারা তোমার সৌন্দর্য্য সিদ্ধ হইয়াছিল।

হে প্রভো, আমি পাপী মনুষ্য।—হে আমার প্রিয়ে, দেখ, তুমি সুন্দরী, হাঁ, তুমি সুন্দরী।

আমি আপনাকে তুচ্ছ করিতেছি, এবং ধূলাতে ও ভস্মে বসিয়া অনুতাপ করিতেছি।—হে আমার প্রিয়ে, তুমি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, তোমাতে কোন দোষ নাই।

অতএব উত্তম ক্রিয়া বাঞ্ছাকারি সেই আমার মন্দ ক্রিয়া সম্ভবে, এমন ব্যবস্থা আমি দেখিতে পাইতেছি।—সাহস কর, তোমার পাপ সকল ক্ষমা হইল।

যেহেতুক আমি জানি যে আমাতে, অর্থাৎ আমার শরীরে, উত্তম কিছুই বাস করে না।—তোমরা তাঁহাতে সম্পূর্ণ আছ।—যীশু খ্রীষ্টে সিদ্ধ।

প্রভু যীশুর নামে ও আমাদের ঈশ্বরের আত্মাতে তোমরা স্নান করিয়া ধৌত হইয়াছ, পবিত্রীকৃত হইয়াছ, ধার্ম্মিকীকৃত হইয়াছ।—সুতরাং যিনি তোমাদিগকে, অন্ধকার হইতে আপনার আশ্চর্য্য আলোর মধ্যে আহ্বান করিয়াছেন, তাঁহার গুণকীর্ত্তনে নিযুক্ত আছ।

পঃ গী, ১; ৫। গী, ৫১; ৫ — যিহি, ১৬; ১৪। লূ, ৫; ৮—পঃ গী, ৪; ১। ইয়, ৪২; ৬ — পঃ গী, ৪; ৭। রো, ৭; ২১ — ম, ৯; ২। রো, ৭; ১৮ — কল, ১২; ১৽—ঐ, ১; ২৮।—১ক, ৬; ১১ — ১পি, ২; ৯।

বাক্যের আধিক্যে অধর্ম্মের অভাব নাই; কিন্তু যে ব্যক্তি আপন ওষ্ঠকে দমন করে, সে কৌশলবিশিষ্ট।

হে আমার প্রিয় ভ্রাতৃগণ,...তোমাদের প্রত্যেক জন শ্রবণে সত্বর ও কথনে ধীর হউক, ক্রোধেও ধীর হউক।—ক্রোধে ধীর লোক বীরহইতেও উত্তম, এবং যে ব্যক্তি আপন উৎসাহের উপরে কর্ত্তৃত্ব করে, সে নগরজয়কারিহইতেও শ্রেষ্ঠ।—যে কেহ বাক্যে স্খলিত না হয়, সে সিদ্ধ পুরুষ, সমস্ত শরীরকেই বলগাদ্বারা বশে রাখিতে সমর্থ।—তুমি আপনার বাক্যদ্বারা ধার্ম্মিক, কিম্বা আপনার বাক্যদ্বারা দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন হইবা।—হে সদাপ্রভো, আমার মুখে প্রহরিকে নিযুক্ত কর, ও আমার ওষ্ঠাধরের কবাট রক্ষা কর।

খ্রীষ্টও তোমাদের নিমিত্তে দুঃখভোগ করিয়া তোমাদের জন্যে এক আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, যেন তোমরা তাঁহার পদচিহ্নের অনুগমন কর। ফলতঃ তিনি পাপ করেন নাই, এবং তাঁহার মুখে ছল পাওয়া যায় নাই। কটুবাক্য পূর্ব্বক তিরস্কৃত হইলে তিনি কটুবাক্যদ্বারা উত্তর করিতেন না; দুঃখভোগের কালে তর্জ্জন করিতেন না, কিন্তু যথার্থ বিচারকর্ত্তার উপরে ভার রাখিতেন।—যিনি আপনার প্রতিকূল পাপিগণের এমত প্রতিবাদ সহ্য করিয়াছিলেন, তাঁহাকেই আলোচনা কর, পাছে প্রাণের ক্লান্তিতে অবসন্ন হও।

আর তাহাদের মুখে কোন ছলের কথা পাওয়া যায় নাই; কেননা তাহারা নির্দ্দোষ, এবং ঈশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে অবস্থিত।

হিতো, ১০; ১৯। যাক, ১; ১৯—হিতো, ১৬; ৩২—যাক, ৩; ২—ম, ১২, ৩৭—গী, ১৪১, ৩। ১পি, ২; ২১-২৩—ইব্র, ১২; ৩। প্র, ১৪; ৫।

যেহেতুক ব্যবস্থা শরীরের দ্বারা দুর্ব্বল হওয়াতে যাহা করিতে
অসমর্থ ছিল, ঈশ্বর [তাহা করিয়াছেন, ফলতঃ] নিজ
পুত্রকে পাপময় শরীরের অনুকৃতিতে এবং
পাপের নিমিত্তে প্রেরণ করিয়া শরীরে
পাপের দণ্ডাজ্ঞা করিয়াছেন।

ব্যবস্থা ভাবী মঙ্গলের ছায়াবিশিষ্ট, তাহা প্রকৃত মূর্ত্তিবিশিষ্ট নহে; সুতরাং একরূপ যে বার্ষিক যজ্ঞ সকল নিত্য নিত্য উৎসর্গ করা যায়, তদ্দ্বারা তাহা অভ্যাগমনকারী লোকদিগকে কখন সিদ্ধ করিতে পারে না। যদি পারিত, তবে ঐ যজ্ঞ কি শেষ হইত না?—আর মোশির ব্যবস্থাতে তোমরা যে যে বিষয়ে নির্দ্দোষীকৃত হইতে পারিতা না, প্রত্যেক বিশ্বাসকারি লোক সেই সকল বিষয়ে এই ব্যক্তিতে নির্দ্দোষীকৃত হয়।

ভাল, সেই সন্তানগণ রক্তমাংসের ভাগী, তজ্জন্য তিনি আপনিও তদ্রূপ তাহার ভাগী হইলেন; [কি নিমিত্তে?] মৃত্যুর কর্ত্তৃত্ববিশিষ্ট ব্যক্তিকে অর্থাৎ দিয়াবলকে মৃত্যুদ্বারা হীনশক্তি করণার্থে, এবং যাহারা মৃত্যুর ভয়ে যাবজ্জীবন দাসত্বের অধীন ছিল, তাহাদিগকে নিষ্কৃতি দেওনার্থে। কারণ তিনি তো দূতগণের সাহায্য করেন না, কিন্তু অব্রহামের বংশের সাহায্য করিতেছেন। অতএব প্রজাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে তিনি যেন দয়ালু এবং ঈশ্বরোদ্দেশ্য কার্য্যে বিশ্বস্ত মহাযাজকও হন, এই জন্যে সর্ব্ববিষয়ে আপন ভ্রাতৃগণের সদৃশ হওয়া তাঁহার উচিত ছিল।

রো, ৮; ৩। ইব্র, ১০; ১, ২ — প্রে, ১৩; ৩৯। ইব্র, ২; ১৪-১৭।

তুমি আপনার ধনে ও সমস্ত আয়ের অগ্রিমাংশে সদাপ্রভুর সম্মান কর।

যে ব্যক্তি ক্ষুদ্র ভাবে বীজ বপন করে, সে ক্ষুদ্র পরিমাণে শস্য কাটিবে, এবং যে ব্যক্তি আশীর্ব্বাদির মত বীজ বপন করে, সে আশীর্ব্বাদির মত শস্যও কাটিবে।—সপ্তাহের প্রথম দিনে তোমরা প্রত্যেকে আপনাদের নিকটে কিছু কিছু রাখিয়া আপন আপন কুশলপ্রাপ্তি অনুসারে অর্থ সঞ্চয় কর।

ঈশ্বর অন্যায়কারী নহেন, তোমাদের পরিশ্রম এবং পবিত্র লোকদের যে পরিচর্য্যা তোমাদের কর্ত্তৃক হইয়াছে ও হইতেছে, তদ্দ্বারা তাঁহার নামের প্রতি প্রদর্শিত তোমাদের প্রেম তিনি বিস্মৃত হইবেন না।

হে ভ্রাতৃগণ, আমি ঈশ্বরের বহুবিধ করুণার নামে তোমাদিগকে নিবেদন করি, তোমরা আপন আপন দেহকে জীবিত, পবিত্র ও ঈশ্বরের প্রীতিজনক বলিরূপে উৎসর্গ কর, ইহাই তোমাদের চিত্তসাধ্য আরাধনা।

খ্রীষ্টের প্রেম আমাদিগকে বশে রাখিতেছে, কেননা আমরা এমত বিচার করিয়াছি যে যদি এক জন সকলের নিমিত্তে মরিলেন, তাহা হইলে সুতরাং সকলেই মরিল। আর তিনি সকলের নিমিত্তে মরিলেন [কেন]? যাহারা জীবিত আছে, তাহারা আর আপনাদের উদ্দেশে নয় কিন্তু তাহাদের নিমিত্তে যিনি মরিলেন ও উত্থাপিত হইলেন, তাঁহরাই উদ্দেশে জীবন ধারণ করে।—উপসংহার এই, তোমরা ভোজন কি পান কি আর যাহা কর, সকলই ঈশ্বরের গৌরবার্থে কর।

হিতো, ৩, ৯। ২ক, ৯, ৬—১ক, ১৬; ২। ইব্র, ৬, ১০।

রো, ১২; ১। ২ক, ৫; ১৪, ১৫—১ক, ১০, ৩১।

যেমন মজ্জাতে ও পুষ্টিকর দ্রব্যেতে, তেমন আমার প্রাণ তৃপ্ত
হইবে, এবং আমার মুখ আনন্দগানকারি ওষ্ঠাধরে
প্রশংসা করিবে। আমি শয্যার উপরে যখন
তোমাকে স্মরণ করি, তখন প্রহরে
প্রহরে তোমার বিষয় ধ্যান
করি।

হে ঈশ্বর, আমার পক্ষে তোমার সঙ্কল্প সকল কেমন মূল্যবান্! তাহার সমষ্টি কেমন অধিক! গণনা করিলে তাহা বালুকা অপেক্ষা বহুসংখ্যক হয়; আমি যখন জাগ্রৎ হইব, তখনও তোমার নিকটে থাকিব।—তোমার বচন সকল আমার টাকরায় কেমন মিষ্ট লাগে। তাহা আমার মুখে মধুহইতেও মধুর।—তোমার প্রেম দ্রাক্ষারসহইতেও উত্তম।

স্বর্গে আমার কে আছে? ভূমণ্ডলেও তোমা ভিন্ন আর কিছুতেই আমার প্রীতি নাই।

যেমন বনবৃক্ষদের মধ্যে নাগরঙ্গবৃক্ষ, তেমনি যুবদের মধ্যে আমার প্রিয়; আমি আহ্লাদিতা হইয়া তাহার ছায়াতে বসিলাম, ও তাহার ফল আমার তালুরাতে সুস্বাদু লাগিল। তিনি আমাকে ভোজনপানের শালাতে লইয়া গেলেন, এবং আমার উপরে প্রেমই তাঁহার ধ্বজা।— তাঁহার আভা লিবানোনের সদৃশ ও এরসবৃক্ষের ন্যায় উৎকৃষ্ট। তাঁহার তালু নিতান্ত মধুর; তিনি সর্ব্বতোভাবে মনোহর।......এই আমার প্রিয়, এই আমার সখা।

গী, ৬৩; ৫, ৬। গী, ১৩৯; ১৭, ১৮—গী, ১১৯; ১০৩—পঃ গী, ১; ২।
গী, ৭৩; ২৫। পঃ গী, ২; ৩, ৪—ঐ, ৫; ১৫, ১৬।

তাহাদের মুক্তিদাতা বলবান।

তোমাদের বহুবিধ অধর্ম্ম ও কঠোর পাপ সকল আমি জানি।—আমি সাহায্য করণের ভার এক জন বীরকে সমর্পণ করিলাম।—আমিই সদাপ্রভু তোমার ত্রাণকর্ত্তা, এবং তোমার মুক্তিদাতা যাকোবের এক বীর।—পরিত্রাণ করণে সমর্থ।—তোমাদিগকে অব্যাহত রক্ষা করণে সমর্থ।—যে স্থানে পাপের বাহুল্য হইল, সেই স্থানে তদপেক্ষা অনুগ্রহ উপচিয়া পড়িল।

যে তাঁহাতে বিশ্বাস করে, তাহার বিচার করা যায় না, কিন্তু যে বিশ্বাস না করে, তাহার বিচার হইয়া গিয়াছে, যেহেতুক সে ঈশ্বরের একজাত পুত্রের নামে বিশ্বাস করে নাই।—যাহারা তাঁহা দিয়া ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত হয়, তাহাদিগকে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরিত্রাণ করিতে পারেন।

আমার হস্ত কি এমত ছোট হইয়াছে, যে আমি মুক্ত করিতে পারি না?

খ্রীষ্টের প্রেম হইতে কে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবে? আমি নিশ্চয় জানি, মৃত্যু কি জীবন, কি স্বর্গদূতগণ, কি আধিপত্য, কি উপস্থিত বিষয়, কি ভাবি বিষয়, কি বাহিনীগণ, কি ঊর্দ্ধ স্থান, কি গভীর স্থান, কি অন্য কোন সৃষ্ট বস্তু, কিছুই আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টে [নিহিত] ঈশ্বরের প্রেম হইতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না।

যির, ৫০, ৩৪। আম, ৫, ১২ — গী, ৮৯, ১৯ — যিশ, ৪৯, ২৬ — ঐ, ৬৩, ১—যিহূ, ২৪—রো, ৫, ২০। যোহ,— ৩, ১৮—ইব্র, ৭, ২৫। যিশ, ৫০, ২। রো, ৮; ৩৫, ৩৮, ৩৯।

আমি তোমার নয়নগোচরহইতে বিচ্ছিন্ন, এই কথা মনের অধৈর্য্যে বলিয়াছিলাম ; কিন্তু তোমার উদ্দেশে আর্ত্তনাদ করিলে তুমি আমার বিনতির রব শ্রবণ করিলা।
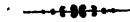
আমি অগাধ পঙ্কে ডুবিয়াছি, দাঁড়াইবার স্থল নাই, গভীর জলে আসিয়াছি, তাহাতে বন্যা আমার উপর দয়া যাইতেছে।—আমার মস্তকের উপর দিয়া জল বহিতেছে ; আমি কহিলাম, আমি উচ্ছিন্ন হইলাম। হে সদাপ্রভো, আমি অধো-লোকস্থ কূপের মধ্যহইতে তোমার নাম ডাকিয়া প্রার্থনা করি। তুমি আমার রব শুনিয়া থাক ; আমার আশ্বাসার্থি আর্ত্তনাদহইতে কর্ণ আচ্ছাদিত করিও না। যে দিনে আমি তোমাকে আহ্বান করি, সে দিনে তুমি নিকটবর্ত্তী হইয়া, ভয় করিও না, ইহা কহিয়া থাক।

প্রভু কি যুগে যুগে নিরাকরণ করিবেন ? তিনি কি আর প্রীতি করিবেন না ? তাঁহার দয়া কি সদাকালের নিমিত্তে লুপ্ত হইয়াছে ? তাঁহার প্রতিজ্ঞা কি পুরুষানুক্রমে বিফল থাকিবে ? ঈশ্বর কি প্রসন্ন হইতে বিস্মৃত হইয়াছেন ?—তিনি কি ক্রোধ করিয়া আপন করুণা রুদ্ধ করিয়াছেন ?

পরে আমি কহিলাম, ইহা আমার মনঃপীড়া ; ইহা পরাৎপরের দক্ষিণ হস্তের কৌশলান্তর। আমি সদাপ্রভুর কর্ম্মসকল স্মরণ করিব ; হাঁ, পূর্ব্বকালে তোমার কৃত আশ্চর্য্য ক্রিয়া সকল স্মরণ করিব।—আমি জীবিত লোকদের দেশে সদাপ্রভুর মঙ্গলভাব দেখিব, এমত বিশ্বাস যদি না করিতাম, [তবে আমার কি হইত] ?

গী, ৩১ ; ২২। গী, ৬৯ ; ২—বি, ৩ ; ৫৪-৫৭। গী, ৭৭ ; ৭-১১—গী, ২৭ ; ১৩।

যে ব্যক্তি স্তবগানরূপ বলিদান করে, সেই আমাকে মান্য করে।

খ্রীষ্টের বাক্য বাহুল্যরূপে তোমাদেব অন্তরে বাস করুক ; তোমরা যাবতীয় বিজ্ঞতাতে পরস্পর শিক্ষা ও চেতনা দান করত গীত, স্তোত্র ও আধ্যাত্মিক সঙ্কীর্ত্তনদ্বারা অনুগ্রহের অধীনে আপন আপন হৃদয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশে গান কর। এবং বাক্যে কি ক্রিয়াতে যে কিছু কর, সকলই প্রভু যীশুর নামে কর, [এবং] তাঁহার দ্বারা পিতা ঈশ্বরের ধন্যবাদ কর।

তোমাদের দেহে ও তোমাদের আত্মাতে ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত কর, কেননা উভয়ই ঈশ্বরের। তোমরা...রাজকীয় যাজকবর্গ, · সুতরাং যিনি তোমাদিগকে অন্ধকার হইতে আপনার আশ্চর্য্য আলোর মধ্যে আহ্বান করিয়াছেন তাঁহার গুণকীর্ত্তনে নিযুক্ত আছ।— আপনারাও জীবিত প্রস্তর বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে হইতে আধ্যাত্মিক গৃহ হইয়া উঠিতেছ, এবং যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা ঈশ্বরের গ্রাহ্য আধ্যাত্মিক যজ্ঞ উৎসর্গ করণে নিযুক্ত পবিত্র যাজকবর্গ হইতেছ।— আইস, আমরা তাঁহারই দ্বারা ঈশ্বরের উদ্দেশে নিত্য নিত্য স্তবরূপ যজ্ঞ অর্থাৎ তাঁহার নামের মাহাত্ম্যস্বীকারকারি ওষ্ঠাধরের ফল উৎসর্গ করি।

আমার মন সদা প্রভুরই শ্লাঘা করিবে ; তাহা শুনিয়া নম্র লোকেরা আনন্দিত হইবে। তোমরা আমার সহিত সদা প্রভুর মহিমা প্রচার কর, আইস, আমরা একসঙ্গে তাঁহার নামের প্রতিষ্ঠা করি।

গী, ৫০, ২৩। কল, ৩, ১৬, ১৭। ১ক, ৬, ২০।
১ পি, ২, ৯, ৫ — ইব্র, ১৩, ১৫। গী, ৩৪, ২, ৩।

আমি উহাদের কারণ উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্যহইতে তোমার সদৃশ এক ভাববাদিকে উৎপন্ন করিব।

সেই সময়ে আমি [মোশি] তোমাদিগকে সদাপ্রভুর বাক্য জ্ঞাত করিতে সেই স্থানে সদাপ্রভুর ও তোমাদের মধ্যে দণ্ডায়মান ছিলাম; কেননা [তোমরা ভীত হইয়াছিলা]। — একমাত্র ঈশ্বর আছেন; ঈশ্বরের ও মনুষ্যদের মধ্যে একমাত্র মধ্যস্থও আছেন, তিনি মনুষ্য খ্রীষ্ট যীশু।

আর ভূমণ্ডলস্থ মনুষ্যদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মোশি অতিশয় নম্র লোক ছিল। আমার যোঁয়ালি আপনাদের উপরে ধরিয়া লও, এবং আমার কাছে শিক্ষা কর, কেননা আমি মৃদুশীল ও নম্রচিত্ত; তাহাতে তোমরা আপন আপন মনের নিমিত্তে বিশ্রাম পাইবা।—খ্রীষ্ট যীশুতে যে ভাব [দেখ], তাহা তোমাদের মধ্যেও দেখাও। ঈশ্বররূপী থাকিতে তিনি ঈশ্বরের সমান হওয়া লুট পাইবার উপায় জ্ঞান করিলেন না, কিন্তু আপনাকে শূন্য করত দাসের রূপ ধারণ করিলেন। মনুষ্যদের সাদৃশ্যে জাত...হইলেন।

মোশি বক্তব্য কথার প্রমাণার্থে সেবক হইয়া তাঁহার সমস্ত গৃহের মধ্যে বিশ্বাসের পাত্র ছিলেন, কিন্তু খ্রীষ্ট তাঁহার গৃহের অধ্যক্ষ পুত্র হইযা [বিশ্বাসের পাত্র আছেন], আর তাঁহার গৃহ আমরা আছি, কিন্তু ইহার জন্যে আমাদের প্রত্যাশাজাত সাহস ও শ্লাঘার হেতু শেষ পর্য্যন্ত দৃঢ় করিয়া ধারণ করা আবশ্যক।

দ্বি, ১৮; ১৮। ঐ, ৫; ৫ — ১ তীম, ২; ৫।
গ, ১২; ৩ — ম, ১১; ২৯ — ফিলি, ২; ৫-৭। ইব্র, ৩; ৫, ৬।

সত্য সত্য, আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, আমিই মেষগণের [খোঁয়াড়ের] দ্বার।

প্রাসাদের তিরস্করিণী উপরভাগ অবধি নামো পর্য্যন্ত চিরিয়া দুই খান হইল।—যেহেতুক খ্রীষ্টও এক বার পাপ প্রযুক্ত দুঃখভোগ করিলেন, ফলতঃ ঈশ্বরের নিকটে আমাদিগকে আনিবার জন্যে অধার্ম্মিকদের নিমিত্তে ধার্ম্মিক [খ্রীষ্ট দুঃখভোগ করিলেন]—সেই অগ্রগৃহ যাবৎ স্থাপিত থাকে, তাবৎ [অতি] পবিত্র স্থানে প্রবেশের পথ প্রত্যক্ষীকৃত হয় নাই।

আমিই দ্বারস্বরূপ, আমা দিয়া যে কেহ প্রবেশ করে, সে পরিত্রাণ পাইবে, এবং ভিতরে বাহিরে যাতায়াত করিবে, ও চরাণী পাইবে।

আমা দিয়া না গেলে কেহ পিতার নিকটে উপস্থিত হয় না।—তাঁহারই দ্বারা আমরা.. এক আত্মাতে পিতার নিকট প্রবেশ করণের ক্ষমতা পাইযাছি।

অতএব তোমরা আর অসম্পর্কীয় ও প্রবাসী নহ, কিন্তু পবিত্র লোকদের সহপৌর এবং ঈশ্বরের বাটীর অন্তরঙ্গ আছ।—আমরা যীশুর রক্তের গুণে পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিতে সাহসবিশিষ্ট হইয়াছি; যীশু আমাদের জন্যে স্বশরীররূপ তিরস্করিণী দিয়া জীবনময় নূতন এক পথ সংস্কার করিয়াছেন।—প্রভু যীশু খ্রীষ্টদ্বারা ঈশ্বরের উদ্দেশে আমাদের শান্তিলাভ হইয়াছে। এবং তাঁহারই দ্বারা বিশ্বাসে করিয়া এই অনুগ্রহরূপ আশ্রয়ে প্রবেশ করণের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া আমরা তাহাতে দণ্ডায়মান রহিয়াছি, এবং ঈশ্বরীয় প্রতাপের আশাতে শ্লাঘা করিতেছি।

যোহ, ১০, ৭। ম, ২৭, ৫১ — ১ পি, ৩, ১৮ — ইব্র, ৯, ৮। যোহ, ১০, ৯।
যোহ, ১৪, ৬—ইফি, ২, ১৮, ১৯ — ইব্র, ১০, ২০ — রো, ৫, ১।

ঐ বর্জ্জিত দ্রব্যের কিছুই তোমাদের হস্তে লগ্ন না থাকুক।

প্রভু কহিতেছেন, তোমরা তাহাদের মধ্যহইতে নির্গত হইয়া পৃথক্ হও, এবং অশুচি বস্তু স্পর্শ করিও না।—প্রিয়েরা, আমি নিবেদন করি, তোমরা প্রবাসী ও বিদেশী, অতএব জীবাত্মার প্রতিকূলে যুদ্ধকারী শারীরিক অভিলাষ সকলহইতে নিবৃত্ত হও।—মাংসের সংশ্লেষে কলঙ্কিত বস্তুও ঘৃণা কর।

এখন আমরা ঈশ্বরের সন্তান আছি; পরন্তু কি হইব, তাহা অদ্যাপি প্রত্যক্ষ হয় নাই। প্রত্যক্ষ হইলে পর আমরা তাঁহার সদৃশ হইব, ইহা জানি, কারণ তিনি যাদৃশ আছেন, তাঁহাকে তাদৃশ দর্শন করিব। এবং তাঁহার উপরে এই আশা যে কাহারো আছে, সে আপনাকে তাঁহার ন্যায় শুদ্ধ করে, কেননা তিনি শুদ্ধ।—কেননা যাবতীয় মনুষ্যের প্রতি ঈশ্বরের পরিত্রাণবহ অনুগ্রহ আবির্ভূত হইয়াছে, এবং আমাদিগকে এই নীতিশিক্ষা দিতেছে, যেন আমরা ভক্তিহীনতা ও সাংসারিক অভিলাষ সকল অস্বীকার করিয়া বিনীত ওন্যায়পরায়ণ ও ভক্ত ভাবে এই বর্ত্তমান যুগে জীবন যাপন করি, এবং পরমানন্দের আশাসিদ্ধি ও আমাদের মহান্ ঈশ্বর ও ত্রাণকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্টের প্রতাপের আবির্ভাব অপেক্ষা করি। তিনি আমাদিগকে যাবতীয় অধর্ম্মহইতে মুক্ত করণার্থে এবং সৎক্রিয়াতে উদ্‌যোগী আপনার নিজস্ব প্রজারূপে শুচি করণার্থ আমাদের নিমিত্তে আপনাকে প্রদান করিলেন।

ইব্রি, ১৩; ১৭। ২ক, ৬; ১৭—১ পি, ২; ১১—যিহু, ২৩। ১ যোহ, ৩; ২, ৩—তী, ২; ১১—১৪

প্রভুতে স্থির থাক।

আমি তাঁহার পদচিহ্ন দিয়া পাদবিক্ষেপ করিয়াছি, আমি তাঁহার পথ রক্ষা করিয়াছি, বিপথগামী হই নাই।—সদাপ্রভু তো আপন মহানামের গুণে আপন প্রজাদিগকে ত্যাগ করিবেন না, কেননা তোমাদিগকে আপন প্রজা করিতে সদাপ্রভুর অভিরুচি আছে।—সদাপ্রভু তোমাকে সমস্ত আপদ হইতে রক্ষা করিবেন, তিনি তোমার প্রাণ রক্ষা করিবেন।

বিশ্বাসহেতু আমার ধার্ম্মিক ব্যক্তি বাঁচিবে, "কিন্তু যদি পরাঙ্‌মুখ হয়, তবে আমার মন তাহাতে প্রীত হইবে না।" পরন্তু আমরা বিনাশজনক পরাঙ্‌মুখতার লোক নহি, বরং জীবাত্মার রক্ষালাভজনক বিশ্বাসের লোক আছি।—তাহারা আমাদের হইতে নির্গত হইয়াছে, কিন্তু আমাদের সম্বন্ধীয় ছিল না, কেননা যদি আমাদের সম্বন্ধীয় হইত, তবে আমাদের সঙ্গে থাকিত, কিন্তু তাহারা যেন প্রত্যক্ষ হয়, [তজ্জন্য গিয়াছে], বস্তুতঃ সকলে আমাদের সম্বন্ধীয় নয়।

আমার বাক্যে যদি স্থির থাক, তাহা হইলে বাস্তবিক তোমরা আমার শিষ্য।—যে কেহ শেষ পর্য্যন্ত স্থির থাকিবে, সেই পরিত্রাণ পাইবে।—তোমরা জাগ্রৎ থাক, বিশ্বাসে দণ্ডায়মান থাক, বীরত্ব দেখাও, বলবান্ হও।—তোমার যাহা আছে, তাহা দৃঢ় করিয়া রাখ, কাহাকেও তোমার মুকুট অপহরণ করিতে দিও না। যে জয় করে, সে শুক্ল বস্ত্র পরিহিত হইবে; এবং আমি জীবনপুস্তকহইতে তাহার নাম লুপ্ত করিব না।

ফিলি, ৪, ১। ইয়, ২৩, ১১—গী, ৩৭, ২৮—ঐ, ১২১, ৭।

ইব্র, ১০, ৩৮, ৩৯—১ যোহ, ২, ১৯। যোহ, ৮, ৩১—ম, ২৪, ১৩—১ক, ১৬, ১৩। প্র, ৩, ১১, ৫।

সে যদি গোপালহইতে হোমার্থক বলি দেয়, তবে নির্দ্দোষ পুংপশু লইয়া সদাপ্রভুর সম্মুখে গ্রাহ্য হওনার্থে সমাগমের তাম্বুর দ্বার-সমীপে আনয়ন করিবে। পরে হোমবলির মস্তকে হস্তার্পণ করিবে, তাহাতে সেই বলি তাহার প্রায়শ্চিত্তরূপে তাহার পক্ষে গ্রাহ্য হইবে।

ঈশ্বর আপনি হোমার্থ মেষশাবক দেখিবেন।—ঐ দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক যিনি জগতের পাপভার লইয়া যান।—আমরা একেবারে যীশু খ্রীষ্টের দেহরূপ নৈবেদ্যের উৎসর্গদ্বারা পবিত্রীকৃত হইয়া রহিয়াছি।—অনেকের পরিবর্ত্তে আপন প্রাণ মুক্তির মূল্যরূপে দিতে আসিয়াছেন।

কেহ আমাহইতে তাহা অপহরণ করে না, আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহা ত্যাগ করি, তাহা ত্যাগ করিতে আমার ক্ষমতা আছে, এবং পুনরায় তাহা গ্রহণ করিতেও আমার ক্ষমতা আছে।

স্বচ্ছন্দে তাহাদিগকে প্রেম করিব।—তিনিই [ঈশ্বরের পুত্র] আমাকে প্রেম করিয়া আমার নিমিত্তে আপনাকে প্রদান করিলেন।

যিনি পাপ জানেন নাই, তাঁহাকে তিনি আমাদের নিমিত্তে পাপস্বরূপ করিলেন, যেন আমরা তাঁহাতে ঈশ্বরীয় ধার্ম্মিকতাস্বরূপ হই।—তিনি আমাদিগকে সেই প্রেমের পাত্রে অনুগ্রহপ্রাপ্ত করিয়াছেন।

লে, ১; ৩, ৪। আদি, ২২; ৮—যোহ, ১; ২৯ — ইব্র, ১০; ১০ — ম, ২০; ২৮। যোহ, ১০; ১৮। হোশ, ১৪; ৪ — গাল, ২; ২০। ২ক, ৫; ২১—ইফি, ১; ৬।

সদাপ্রভু আমার অবলম্বন যষ্টিস্বরূপ।

উপপর্ব্বতস্থ [বস্তু ও] গিরিস্থ লোকারণ্য মিথ্যামাত্র, কেবল আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুতে ইস্রায়েলের পরিত্রাণ হয়।—সদাপ্রভু আমার শৈল ও গড় ও রক্ষাকর্ত্তা, আমার ঈশ্বর, আমার শরণ লইবার ধর, আমার ঢাল ও আমার ত্রাণদায়ক শৃঙ্গ, আমার উচ্চদুর্গ।

হে সিয়োন্ নিবাসিনি, তুমি উচ্চৈঃস্বর ও আনন্দগান কর; কেননা যিনি ইস্রায়েলের পাবন, তিনি তোমার মধ্যে মহান্।

সদাপ্রভুর দূত তাঁহার ভয়কারিদের চতুর্দ্দিগে শিবির স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করেন।—[ধার্ম্মিকেরা] ক্রন্দন করিলে সদাপ্রভু অবধান করেন; এবং তাহা-দের সকল সঙ্কট হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করেন।—অনাদি ঈশ্বর শরণ্য, ও অনন্তস্থায়ি বাহুদ্বয় অবলম্বস্বরূপ।—অতএব আমরা সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি, "প্রভু আমার স্বপক্ষ, আমি ভয় করিব না, মনুষ্য আমার কি করিবে?"—বস্তুতঃ সদাপ্রভু ব্যতীত আর ঈশ্বর কে আছে? এবং আমাদের ঈশ্বর ব্যতীত আর ধর কে আছে? সেই ঈশ্বর আমাকে বলরূপ কটিবন্ধন দিয়াছেন, ও আমার পথ যথার্থ করিয়াছেন।

যে আছি, ঈশ্বরের অনুগ্রহে সেই আছি।

গী, ১৮; ১৮। যির, ৩, ২৩—গী, ১৮; ২। যিশ, ১২, ৬।

গী, ৩৪, ৭, ১৭—দ্বি, ৩৩, ২৭—ইব্র, ১৩, ৬—গী, ১৮, ৩১, ৩২। ১ক, ১৫, ১০।

অপর সদাপ্রভু আপন বাক্যানুসারে সারার তত্ত্বাবধারণ করিলেন; ফলতঃ সদাপ্রভু যাহা কহিয়াছিলেন, সারার নিমিত্তে তাহা সাধন করিলেন।

হে লোক সকল, সতত তাঁহাতে নির্ভর কর, তাঁহারই সম্মুখে আপন আপন মনের কথা ভাঙ্গিয়া বল; ঈশ্বরই আমাদের আশ্রয়।—দায়ূদ্ আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুতে আপনাকে আশ্বাস দিল।—ঈশ্বর অবশ্য তোমাদের তত্ত্বাবধারণ করিয়া অব্রাহামের ও ইস্‌হাকের ও যাকোবের নিকটে যে দেশ দিতে দিব্য করিয়াছেন, সেই দেশে তোমাদিগকে এই দেশহইতে লইয়া যাইবেন।—"আমি অবলোকন করিয়া মিসরে "স্থিত আমার প্রজাদের উপদ্রব দেখিলাম, এবং তাহাদের আর্ত্তস্বর শুনিলাম, "আর তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে নামিয়া আইলাম; অতএব এখন আইস, আমি "তোমাকে মিসরে পাঠাই।" তিনিই মিসরে ও লোহিত সমুদ্রে ও প্রান্তরে চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত নানাবিধ অদ্ভুত লক্ষণ ও অভিজ্ঞানরূপ কর্ম্ম সাধন করিয়া তাহাদিগকে বাহির করিয়া আনিলেন।—সদাপ্রভু ইস্রায়েল্ কুলের প্রতি যে যে মঙ্গল বাক্য কহিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একটি বাক্য নিষ্ফল হইল না, সকলি সফল হইল।

যিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তিনি বিশ্বস্ত।—তিনি কহিয়া কি সফল করিবেন না? ও বলিয়া কি সিদ্ধ করিবেন না?—গগণের ও পৃথিবীর লোপ হইবে, কিন্তু আমার বাক্যের লোপ কখনো হইবে না।—তৃণ শুষ্ক হইয়া যায়, পুষ্প জীর্ণ হইয়া পড়ে, কিন্তু আমাদের ঈশ্বরের বাক্য অনন্তকাল থাকিবে।"

আদি, ২১; ১। গী, ৬২; ৮—১শমূ, ৩০; ৬—আদি, ৫০, ২৪—প্রে, ৭; ৩৪, ৩৬—যিহো, ২১; ৪৫। ইব্র, ১০; ২৩—গা, ২৩; ১৯—ম,২৪; ৩৫—যিশ ৪০; ৮।

তুমি তাঁহার নাম যীশু [ত্রাণকর্ত্তা] রাখিবা; কারণ তিনিই আপন প্রজাদিগকে তাহাদের পাপ হইতে ত্রাণ করিবেন।

তোমরা জান, আমাদের পাপভার লইয়া যাইবার নিমিত্তে তিনি প্রত্যক্ষ হইলেন।—আর আমরা যেন পাপের পক্ষে মরিয়া ধার্ম্মিকতার পক্ষে জীবিত হই।—সুতরাং যাহারা তাঁহা দিয়া ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত হয়, তাহাদিগকে তিনি সম্পূর্ণ রূপে পরিত্রাণ করিতে পারেন।

তিনি আমাদের অধর্ম্মের নিমিত্তে ক্ষতবিক্ষত, আমাদের অপরাধের নিমিত্তে চূর্ণ হইলেন, আমাদের শান্তিজনক শাস্তি তাঁহার উপরে বর্ত্তিল, এবং তাঁহার ক্ষত সকল দ্বারা আমাদের আরোগ্য হইল। সদাপ্রভু আমাদের সকলকার অপরাধ তাঁহার উপরে বর্ত্তাইলেন।—এইরূপে আবশ্যক ছিল, যে খ্রীষ্ট দুঃখভোগ করেন, এবং যাবতীয় জাতির মধ্যে তাঁহার নামে মনঃপরিবর্ত্তনের ও পাপমোচনের কথা প্রচারিত হয়। আত্মযজ্ঞদ্বারা পাপনাশার্থে তিনি প্রত্যক্ষ হইলেন।

ঈশ্বর মনঃপরিবর্ত্তন ও পাপমোচন দান করণার্থে তাঁহাকেই অধিপতি ও ত্রাণকর্ত্তা করিয়া আপন দক্ষিণ হস্তদ্বারা উচ্চ করিয়াছেন।—আর মোশির ব্যবস্থাতে তোমরা যে যে বিষয়ে নির্দ্দোষীকৃত হইতে পারিতা না, প্রত্যেক বিশ্বাসকারি লোক সেই সকল বিষয়ে এই ব্যক্তিতে নির্দ্দোষীকৃত হয়।—এই ব্যক্তিদ্বারা পাপের মোচন তোমাদিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে।

ম, ১, ২১। ১যোহ, ৩, ৫—১পি, ২, ২৪—ইব্র, ৭; ২৫। যিশ, ৫৩, ৫, ৬—লূ, ২৪; ৪৬, ৪৭—ইব্র, ৯, ২৬। প্রে, ৫, ৩১—ঐ, ১৩, ৩৮, ৩৯—১যোহ, ২, ১২।

তাঁহার বাম হস্ত আমার মস্তকের নীচে থাকুক, ও তাঁহার দক্ষিণ হস্ত আমাকে আলিঙ্গন করুক।

অনন্তস্থায়ি বাহুদ্বয় অবলম্বস্বরূপ।—[পিতর] প্রচণ্ড বায়ু দেখিয়া ভয় পাওয়াতে ডুবিয়া যাইতে লাগিল; অতএব উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া কহিল, প্রভো, আমাকে রক্ষা করুন। যীশু তৎক্ষণাৎ হস্ত বিস্তার করিয়া তাহাকে ধরিয়া কহিলেন, হে অল্পবিশ্বাসি, কেন সন্দেহ করিলা?

সদাপ্রভুরই অনুগ্রহে মনুষ্যের পাদসঞ্চার সুস্থির হয়, ও তাহার পথে তাঁহার প্রীতি জন্মে। সে যদ্যপি পতিত হয়, তথাপি ভূমিশায়ী হইবে না; কেননা সদাপ্রভু তাহার হস্ত ধরিয়া রাখেন।

সদাপ্রভুর [এই] প্রিয় লোক তাঁহার নিকটে নির্ভয়ে বাস করিবে; তিনি সমস্ত দিন তাহাকে আচ্ছাদন করিবেন, ও [সে] তাঁহার বগলে বাস করিবে।—আপনাদের যাবতীয় ভাবনার ভার তাঁহার উপরে ফেল। কেননা তোমাদের জন্যে তিনি চিন্তিত আছেন।—যে ব্যক্তি তোমাদিগকে স্পর্শ করে, সে তাঁহার চক্ষুর তারা স্পর্শ করে।

তাহারা অনন্তকালেও বিনষ্ট হইবে না, এবং কেহ আমার হস্ত হইতে তাহাদিগকে কাড়িয়া লইবে না। আমার পিতা যিনি [সে সকল] আমাকে দিয়াছেন, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা মহান্।

পঃ গী, ২; ৬। দ্বি, ৩৩; ২৭—ম, ১৪; ৩০, ৩১। গী, ৩৭; ২৩, ২৪। দ্বি, ৩৩; ১২—১ পি, ৫; ৭—সখ, ২; ৮। যোহ, ১০; ২৮, ২৯।

হে ভ্রাতৃগণ......সময় সঙ্কুচিত।

অবলাজাত মনুষ্য অল্পায়ু ও উদ্বেগে পরিপূর্ণ। সে পুষ্পের ন্যায় প্রস্ফুটিত হইয়া ম্লান হয়, ও ছায়ার ন্যায় চলিয়া যায়, স্থির থাকে না।—জগৎ ও তাহার অভিলাষ বহিয়া যাইতেছে, কিন্তু যে ব্যক্তি ঈশ্বরের ইচ্ছাপালন করে, সে অনন্তকালস্থায়ী।—ফলতঃ আদমে যেমন সকলে মরে, তেমনি খ্রীষ্টেই সকলে জীবিত হইবে। মৃত্যু জয়ে কবলিত হইল।—কেননা যদি আমরা জীবিত থাকি, তবে প্রভুর নিমিত্তে জীবিত থাকি, এবং যদি মরি, তবে প্রভুর নিমিত্তে মরি, অতএব আমরা জীবিত থাকি কিম্বা মরি, প্রভুরই আছি।

আমার পক্ষে জীবন খ্রীষ্ট, এবং মরণ লাভ।

তোমাদের সেই সাহস ত্যাগ করিও না, তাহা তো মহাপুরস্কারযুক্ত। কেননা ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞার ফলপ্রাপ্ত হইবার নিমিত্তে ধৈর্য্যে তোমাদের প্রয়োজন আছে। কারণ "যিনি আসিবেন, তিনি আর অত্যল্প কাল গত হইলে আসিবেন, বিলম্ব করিবেন না।—রাত্রির অধিকাংশ গিয়াছে, দিবস আসন্ন হইল, অতএব আইস, আমরা অন্ধকারের ক্রিয়া ত্যাগ করিয়া আলোর সজ্জা পরিধান করি।—সকল বিষয়ের পরিণাম সন্নিকট; অতএব বিনীত হও, এবং প্রার্থনার জন্যে প্রবুদ্ধ থাক।

১ক, ৭; ২৯। ইয়, ২৪; ১, ২—১যোহ, ২, ১৭—১ক, ১৫; ২২, ৫৪—রো, ১৪, ৮। ফিলি, ১; ২১। ইব্র, ১০; ৩৫-৩৭—রো, ১৩; ১২—১ পি, ৪; ৭।

ঐ দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক।

বস্তুতঃ বৃষের কি ছাগের রক্ত পাপ হরণে অসমর্থ। এই কারণ খ্রীষ্ট জগতে প্রবেশ করণ সময়ে কহেন, "তুমি যজ্ঞ ও নৈবেদ্য বাঞ্ছা না করিবা আমার জন্যে দেহ রচনা করিয়াছ। হোমে ও পাপনিমিত্তক বলিদানে তুমি প্রীত হও নাই। তখন আমি কহিলাম, দেখ, আমি উপস্থিত হইলাম; গ্রন্থখানিতে আমার কথা লিখিত আছে; হে ঈশ্বর, তোমার বাসনা পূর্ণ করিতে [উপস্থিত হইলাম]।"

পরিশোধ করিতে হইলে তিনিই দুঃখভোগ স্বীকার করিলেন, মুখ খুলিলেন না; তিনি বধ্যস্থানে নীয়মান মেষশাবকের ন্যায়, কিম্বা লোমচ্ছেদকদের সম্মুখে নীরব মেষের ন্যায় [হইলেন], মুখ খুলিলেন না।—তোমরা স্বর্ণরূপ্যাদি ক্ষয়ণীয় বস্তুদ্বারা মুক্ত হও নাই; কিন্তু নির্দ্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক মেষশাবকস্বরূপ খ্রীষ্টের বহুমূল্য রক্তদ্বারা [মুক্ত হইয়াছ]। তিনি......কালের পরিণামে তোমাদের নিমিত্তে প্রত্যক্ষ হইলেন।

ফলতঃ তাঁহারই দ্বারা তোমরা......ঈশ্বরে বিশ্বাসকারী লোক, এইরূপে তোমাদের যে বিশ্বাস, তাহা ঈশ্বরে প্রত্যাশাও বটে।

প্রাণে হত যে মেষশাবক তিনিই পরাক্রম, ধন, ও প্রজ্ঞা, ও। শক্তি ও সমাদর ও প্রতাপ ও ধন্যবাদ, এ সকল গ্রহণ করিতে যোগ্য।

যোহ, ১; ২৯। ইব্র, ১০; ৪-৭। যিশ,৫৩; ৭—১ পি, ১; ১৮-২১। প্র, ৫; ১২।

দেখ, তিনি তোমাদের উপর কেমন মহৎকর্ম্ম করিলেন।

তোমার পরীক্ষা লইবার নিমিত্তে, অর্থাৎ তুমি তাঁহার আজ্ঞা পালন করিবা কি না, এই বিষয়ে তোমার মনোরথ জানিবার নিমিত্তে তোমাকে নত করিতে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে এই চল্লিশ বৎসর প্রান্তরের মধ্যে যে সমস্ত যাত্রা করাইয়াছেন, তাহা স্মরণ কর। এবং মনুষ্য যেমন আপন পুত্রকে শাসন করে, তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে তদ্রূপ শাসন করেন, ইহা হৃদয়ে জ্ঞাত হও।

হে সদাপ্রভো, আমি জানি, তোমার শাসন সকল ধর্ম্মময়, ও তুমি বিশ্বস্ততাতে আমাকে দুঃখ দিয়াছ। আমি যে দুঃখার্ত্ত হইলাম, তাহা আমার মঙ্গল, ফলতঃ তাহাতেই আমি তোমার বিধির শিক্ষা পাইলাম।—দুঃখার্ত্ত হওনের পূর্ব্বে আমি ভ্রান্ত ছিলাম, কিন্তু এখন তোমার বচন পালন করিতেছি।—সদাপ্রভু আমাকে ভারি শাস্তি দিয়াছেন, কিন্তু মৃত্যুর হস্তে সমর্পণ করেন নাই।

তিনি আমাদের প্রতি আমাদের পাপানুযায়ি ব্যবহার করেন নাই, ও আমাদের অপরাধানুযায়ি প্রতিফল আমাদিগকে দেন নাই। বস্তুতঃ পৃথিবীর উপরে গগণমণ্ডল যত উচ্চ, আপন ভয়কারিদের উপরে তাঁহার দয়াও তত প্রভাবান্বিত। কারণ তিনিই আমাদের রচনা জানেন, আমরা যে ধূলিস্বরূপ, ইহা তাঁহার স্মরণে আছে।

১শমূ, ১২, ২৪। দ্বি, ৮; ২, ৫। গী, ১১৯, ৭৫, ৭১, ৬৭—গী, ১১৮; ১৮। গী, ১০৩; ১০, ১১, ১৪।

যে ব্যক্তি তাঁহার বাক্য পালন করে, তাহার ঈশ্বরের প্রেম সত্যরূপে সিদ্ধ হইয়াছে।

শান্তির [আকর] যে ঈশ্বর অনন্তকালস্থায়ি নিয়মের রক্তধারি সেই মহান্ পালরক্ষককে, অর্থাৎ আমাদের প্রভু যীশুকে মৃতগণের মধ্যহইতে পুনরানয়ন করিয়াছেন, তিনি আপনার ইচ্ছা সাধনার্থে তোমাদিগকে যাবতীয় সৎক্রিয়াতে পরিপক্ক করুন। এবং তোমাদের অন্তরে যীশু খ্রীষ্টদ্বারা আপনার প্রীতিজনক কর্ম্ম সম্পন্ন করুন। যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে তাঁহার মহিমা হউক। আমেন্।

আর আমরা তাঁহাকে জ্ঞাত হইয়াছি, ইহা তাঁহার আজ্ঞা সকল পালনদ্বারাই জানিতে পারি।—[যীশু কহিলেন], কেহ যদি আমাকে প্রেম করে, তবে সে আমার বাক্য পালন করিবে; তাহাতে আমার পিতা তাহাকে প্রেম করিবেন, এবং আমরা তাহার নিকট আসিয়া তাহার সহিত বাস করিব।—যে কেহ তাঁহাতে থাকে, সে পাপ করে না; যে কেহ পাপ করে, সে তাঁহাকে দেখে নাই এবং জানেও নাই। বৎসেরা, কেহ যেন তোমাদের ভ্রান্তি না জন্মায়; যে ব্যক্তি ধর্ম্মাচরণ করে, সে তাঁহার ন্যায় ধার্ম্মিক, কেননা তিনি ধার্ম্মিক।

আমাদের সঙ্গি প্রেম ইহাতে সিদ্ধ হইয়াছে, যে বিচারদিনে আমাদের সাহস লাভ হয়; কেননা তিনি যাদৃশ আছেন, আমরাও এই জগতে তাদৃশ আছি।

---

১ যোহ, ২; ৫। ইব্র, ১৩; ২০, ২১। ১ যোহ, ২; ৩ — যোহ, ১৪; ২৩ — ১ যোহ, ৩; ৬, ৭। ১ যোহ, ৪; ১৭।

আত্মার ফল...শান্তি।

আত্মার ভাব জীবন ও শান্তিস্বরূপ।—ঈশ্বর আমাদিগকে শান্তির অধীনে আহ্বান করিয়াছেন। আমি তোমাদিগকে শান্তি দান করিয়া যাইতেছি, আমারই শান্তি তোমাদিগকে দান করিতেছি; জগৎ যেমন দান করে, আমি তেমনি দান করি না, তোমাদের হৃদয় উদ্বিগ্ন ও ভীক না হউক।—তোমরা যেন পবিত্র আত্মার প্রভাব বশতঃ প্রত্যাশাতে উপচিয়া পড়, এই জন্যে প্রত্যাশার আকর ঈশ্বর তোমাদিগকে বিশ্বাসের সহিত যাবতীয় আনন্দে ও শান্তিতে পরিপূর্ণ করুন।—কাঁহাকে বিশ্বাস করিযাছি, তাহা জানি, এবং আমার যাহা গচ্ছিত আছে, তিনি সেই দিনের জন্যে তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ, ইহা দৃঢ়রূপে প্রত্যয় করিতেছি।

তুমি ঈশ্বরনিষ্ঠ মনকে শান্তিতে, [হাঁ], শান্তিতে রাখিবা, কেননা তোমাতে তাহার শ্রদ্ধা আছে।

এবং ধার্ম্মিকতার কার্য্য শান্তি ও ধার্ম্মিকতার লভ্য নিত্য বিশ্রাম ও নিঃশঙ্কতা হইবে। এবং আমার প্রজাগণ শান্তির আশ্রমে ও নিঃশঙ্ক আবাসে ও নিশ্চিন্ত বিশ্রামস্থানে বাস করিবে।—যে জন আমার কথা শুনে, সে নির্ভয়ে বাস করিবে, ও অমঙ্গলের আশঙ্কাহইতে বিশ্রাম পাইবে।

যাহারা তোমার ব্যবস্থা ভাল বাসে, তাহাদের পরম শান্তি হয়।

গাল, ৫; ২২। রো, ৮, ৬। ১ক, ৭, ১৫—যোহ, ১৪, ২৭—রো, ১৫, ১৩—২ তীম, ১, ১২। যিশ, ২৬, ৩। যিশ, ৩২, ১৭, ১৮—হিতো, ১, ৩৩। গী, ১১৯, ১৬৫।

অবশ্য এই স্থানে সদাপ্রভু আছেন, এবং আমি তাহা জ্ঞাত ছিলাম না।

যে স্থানে দুই কি তিন জন আমার নামে সমাগত হয়, সেই স্থানে আমি তাহাদের মধ্যে বর্ত্তমান আছি।—আর দেখ, যুগান্ত পর্য্যন্ত সকল দিন আমি তোমাদের সঙ্গে আছি।—আমার শ্রীমুখ তোমার সহিত গমন করিবেন, এবং আমি তোমাকে বিশ্রাম দিব।

আমি তোমার আত্মাহইতে কোথায় যাইব? ও তোমার সাক্ষাৎহইতে কোথায় পলায়ন করিব? যদি স্বর্গারোহণ করি, তবে সেখানেও তুমি; আর যদি পাতালে শয্যা পাতি, তবে দেখ, [সেখানেও] তুমি।—সদাপ্রভু কহেন, নিকটে আমি কি ঈশ্বর আছি, দূরে কি ঈশ্বর নহি? সদাপ্রভু কহেন, আমি দেখিতে না পাইব, এমত গুপ্ত স্থানে কি কেহ লুকাইতে পারে? সদাপ্রভু কহেন, আমি কি স্বর্গ ও মর্ত্ত্য ব্যাপিয়া থাকি না?

দেখ, স্বর্গ ও স্বর্গের [উপরিস্থ] স্বর্গ তোমাকে ধারণ করিতে পারে না, তবে আমার নির্ম্মিত এই গৃহ কি পারিবে?—কেননা যিনি উচ্চ ও উন্নত, অনন্তকালনিবাসী ও পবিত্র বলিয়া বিখ্যাত, তিনি এই কথা কহেন, আমি ঊর্দ্ধলোকে ও পবিত্র স্থানে বাস করি, এবং চূর্ণ ও নম্রাত্মা মনুষ্যের সঙ্গেও বাস করি; কেননা আমি নম্রদিগের আত্মাকে সঞ্জীবিত করিতে ও চূর্ণ লোকদের হৃদয়কে সঞ্জীবিত করিতে [বস্তবান্]।

আদি, ২৮; ১৬। ম, ১৮; ২০ — ঐ, ২৮; ২০ — যা, ৩৩; ১৪।
গী, ১৩৯, ৭, ৮ — যির, ২৩; ২৩, ২৪। ১ রা, ৮; ২৭ — যিশ, ৫৭; ১৫।

অতএব তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা যেমন সিদ্ধ, তোমরাও তেমনি সিদ্ধ হও।

আমি সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর, তুমি আমার সাক্ষাতে গমনাগমন করিয়া যাথার্থিক হও।—তোমরা আমার উদ্দেশে পবিত্র হও, কেননা আমি সদাপ্রভু পবিত্র; এবং আমি আপন নিজস্ব করণার্থে তোমাদিগকে অন্য লোকদের হইতে পৃথক্ করিয়াছি।

যেহেতুক বিশেষ মূল্যে ক্রীত হইয়াছ; অতএব তোমাদের দেহ ও তোমাদের আত্মাতে ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত কর, কেননা উভয়ই ঈশ্বরের।

তোমরা তাঁহাতে সম্পূর্ণ আছ। তিনি যাবতীয় আধিপত্যের ও কর্ত্তৃত্বের মস্তক। —তিনি আমাদিগকে যাবতীয় অধর্ম্মহইতে মুক্ত করণার্থে...আপনাকে প্রদান করিলেন।—যেন তাঁহার কাছে নিষ্কলঙ্ক ও দোষরহিত হইয়া শান্তিতে আবিষ্কৃত হও, তজ্জন্য যত্ন কর।

যাহারা আচার ব্যবহারে যাথার্থিক, যাহারা সদাপ্রভুর ব্যবস্থানুসারে চলে, তাহারা ধন্য।—কিন্তু যে কেহ হেঁট হইয়া স্বাধীনতাস্বরূপ ঐ সিদ্ধ ব্যবস্থাতে দৃষ্টিপাত করিতে নিবিষ্ট থাকে, বিস্মৃতিযুক্ত শ্রোতা না হইয়া কর্ম্মকারী হয়, সেই আপন কার্য্যানুষ্ঠানে ধন্য হইবে।—হে ঈশ্বর, আমাকে অনুসন্ধান করিয়া আমার অন্তঃকরণ জ্ঞাত হও; আমার পরীক্ষা করিয়া আমার ভাবনা সকল জ্ঞাত হও। এবং আমাতে বাধার পথ পাওয়া যায় কি না, তাহা দেখ; এবং সনাতন পথে আমাকে গমন করাও।

ম, ৫; ৪৮। আদি, ১৭; ১ — লে, ২০; ২৬। ১ক, ৬; ২০। কল, ২; ১০ —তীত, ২; ১৪ — ২ পি, ৩; ১৪। গী, ১১৯; ১ — যাক, ১; ২৫ — গী, ১৩৯; ২৩, ২৪।

দেখ, সদাপ্রভুর হস্ত এমত ছোট নয় যে তিনি পরিত্রাণ করিতে পারেন না; এবং তাঁহার কর্ণ এমত ভারী নয়, যে তিনি শুনিতে পান না।

আমার আহ্বানের দিনে তুমি আমাকে উত্তর দিলা, ও আমার প্রাণকে শক্তি দিয়া আমাকে উৎসাহযুক্ত করিলা।—আমার প্রার্থনার বাক্য সাঙ্গ না হইতে পূর্ব্বে ক্লান্তিতে মূর্চ্ছিত হওন কালে আমার দৃষ্ট গাব্রিয়েল নামক ব্যক্তি সন্ধ্যাকালীন নৈবেদ্যের সময়ে আমার সমীপে উপস্থিত হইলেন।

তুমি আমাহইতে আপন মুখ আচ্ছাদন করিও না, ক্রোধে আপন দাসকে দূর করিও না; তুমি আমার সহকারী হইয়া আসিতেছ; হে আমার ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বর, আমাকে ছাড়িও না ও পরিত্যাগ করিও না।—অতএব, হে সদাপ্রভো, তুমি দূরে থাকিও না; হে আমার বলস্বরূপ, আমার সাহায্য করিতে ত্বরা কর।

হে প্রভো সদাপ্রভো, তুমিই আপন মহাপরাক্রম ও বিস্তীর্ণ বাহুদ্বারা গগণমণ্ডলের ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়াছ; তোমার অসাধ্য কিছুই নাই।—তিনিই এমত ভয়ানক মৃত্যু হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন, ও করিতেছেন, এবং তাঁহাতেই প্রত্যাশা করি, যে ইহার পরেও তিনি উদ্ধার করিবেন।—ঈশ্বরের যে মনোনীত লোকেরা দিবারাত্রি তাঁহার কাছে রোদন করে, অন্যায় হইতে তাহাদের উদ্ধার কি তিনি করিবেন না? এবং তাহাদের [অন্যায়ভোগে] তিনি কি সহনশীল? আমি তোমাদিগকে কহিতেছি. তিনি ত্বরায় অন্যায় হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিবেন।

যিশ, ৫৯; ১। গী, ১৩৮; ৩ — দা, ৯; ২১। গী, ২৭; ৯—ঐ, ২২; ১৯।
যির, ৩২; ১৭ — ২ক, ১; ১০ — লূ, ১৮; ৭, ৮।

অতএব আমরা কি ভোজন করিব? ও কি পান করিব? কি বা
পরিধান করিব? ইহা বলিয়া ভাবিত হইও না। কেননা এ
সকল বিষয়ে পরজাতীয়েরা সচেষ্ট আছে; বস্তুতঃ এই
সকল দ্রব্য তোমাদের আবশ্যক আছে, তাহা
তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা জানেন।

হে তাঁহার পবিত্র লোকেরা, সদাপ্রভুকে ভয় কর, কেননা তাঁহার ভয়কারি লোকদের অপ্রতুল হয় না। যুবসিংহদের অনাটন ও ক্ষুধাতে ক্লেশ হয়, কিন্তু যাহারা সদাপ্রভুর অন্বেষণ করে, তাহাদের কোন মঙ্গলের অভাব হয় না।—যাহারা যাথার্থ্য-পথে চলে, তিনি তাহাদের মঙ্গল [করিতে] অস্বীকার করিবেন না। হে বাহিনী-গণের সদাপ্রভো, যে মনুষ্য তোমাতে নির্ভর করে, সেই ধন্য।

আমার বাসনা এই যে তোমারা চিন্তারহিত হও।—কোন বিষয়ে ভাবিত হইও না, কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে ধন্যবাদ পূর্ব্বক প্রার্থনা ও বিনতিদ্বারা তোমাদের যাচ্ঞা ঈশ্বরকে জ্ঞাত করা যাউক।

দুই চটকপক্ষী কি এক পয়সাতে বিক্রয় হয় না? তথাচ তোমাদের পিতার [অনুমতি] বিনা তাহাদের একটীও ভূমিতে পড়ে না। পরন্তু তোমাদের মস্তকের কেশ সকলও গণিত আছে। অতএব ভয় করিও না; তোমরা অনেক চটকপক্ষি-হইতে শ্রেষ্ঠ।—তোমরা এত ভীরু হও কেন? তোমাদের বিশ্বাস নাই, এ কেমন?—ঈশ্বরেতে বিশ্বাস রাখ।

ম, ৬, ৩১, ৩২। গী, ৩৪, ৯, ১০ — ঐ, ৮৪; ১১, ১২। ১ক, ৭; ৩২ — ফিলি, ৪; ৬। ম, ১০; ২৯-৩১ — মা, ৪; ৪০ — মা, ১১, ২২।

দয়া ও সত্য পরস্পর মিলিল, ধর্ম্ম ও শান্তি পরস্পর চুম্বন করিল।

আমি ধর্ম্মশীল ও ত্রাণকারি ঈশ্বর।

সদাপ্রভু আপন ধর্ম্মের নিমিত্তে প্রীত হন, তিনি ব্যবস্থাকে মহৎ ও সম্ভ্রান্ত করিবেন।

খ্রীষ্টে থাকিয়া ঈশ্বর আপনার সহিত জগতের সম্মিলনকারী হইলেন, তাহাদের অপরাধ সকল তাহাদের বলিয়া গণনা করেন না।—কেননা ঈশ্বর তাঁহাকে তাঁহার রক্তে বিশ্বাসদ্বারা পাপাবরকরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন; [কি নিমিত্তে?] এই বর্ত্তমান সময়ে নিজ ধর্ম্মস্বভাব দেখাইবার আশয়ে ঈশ্বরের ধৈর্য্যবশতঃ পূর্ব্বকালীন নানা পাপ-কর্ম্মের উপেক্ষা করণ প্রযুক্ত নিজ ধর্ম্মস্বভাব দেখাইবার নিমিত্তে, [এই রূপে] যেন তিনি যীশুতে বিশ্বাসকারি মনুষ্যেকে ধার্ম্মিক করণে ধার্ম্মিক থাকেন।—তিনি আমা-দের অধর্ম্মের নিমিত্তে ক্ষতবিক্ষত, আমাদের অপরাধের নিমিত্তে চূর্ণ হইলেন; আমা-দের শান্তিজনক শাস্তি তাঁহার উপরে বর্ত্তিল, এবং তাঁহার ক্ষত সকলদ্বারা আমাদের আরোগ্য হইল।—ঈশ্বরের মনোনীত লোকদের বিপক্ষ কে অভিযোগ করিবে? কি ঈশ্বর? তিনি তাহাদিগকে ধার্ম্মিক করেন।—কিন্তু যে ব্যক্তি কর্ম্মকারী না হইয়া হীনভক্তিকে ধার্ম্মিককারীর উপরে বিশ্বাস করে, তাহার পক্ষে তাহার বিশ্বাসই ধার্ম্মি-কতা বলিয়া গণিত হয়।

গী, ৮৫; ১০। যিশ, ৪৫; ২১। ঐ, ৪২; ২১। ২ক, ৫; ১৯।

রো, ৩; ২৫, ২৬ — যিশ, ৫৩; ৫ — রো, ৮; ৩৩ — ঐ, ৪; ৫।

তোমরা সংগ্রামের কথা ও যুদ্ধের জনশ্রুতি শুনিবা; সাবধান, তাহাতে ব্যাকুল হইও না।

ঈশ্বর আমাদের আশ্রয় ও বলস্বরূপ; তিনি সঙ্কটকালে নিতান্ত সুগম উপকারি। অতএব যদ্যপি পৃথিবী পরিবর্ত্তিত হয় ও পর্ব্বতগণ টলিয়া সমুদ্রের মধ্যস্থলে পড়ে, তথাপি আমরা ভয় করিব না। তাহার জল গর্জ্জন করুক ও উচ্চণ্ড হউক, তাহার আস্ফালনে পর্ব্বতগণ কম্পিত হউক।—হে আমার জাতি, চল, আপন গৃহগর্ভে প্রবেশ করিয়া তাহার দ্বার রুদ্ধ কর; অল্প ক্ষণ লুক্কায়িত থাকিয়া ক্রোধ অতীত হইতে দেও। কেননা দেখ, সদাপ্রভু পৃথিবীনিবাসিদের অপরাধের অনুসন্ধানার্থে আপন স্থানহইতে নির্গমন করিতে উদ্যত।—যাবৎ এই ব্যসন অতীত না হয়, তাবৎ আমি তোমার পক্ষের ছায়াতে আশ্রয় লই।—তোমাদের জীবন খ্রীষ্টের সহিত ঈশ্বরে গুপ্ত রহিয়াছে।

অশুভ সংবাদ শুনিলেও সে ভয় করিবে না; তাহার চিত্ত সুস্থির, তাহা সদাপ্রভুতে নির্ভর করে।

তোমরা যেন আমাতে শান্তি প্রাপ্ত হও, তজ্জন্য তোমাদিগকে এই সকল কহিলাম। জগতে তোমরা ক্লেশ পাইতেছ, কিন্তু সাহস কর, আমিই জগৎকে জয় করিয়াছি।

ম, ২৪; ৬। গী, ৪৬; ১-৩ — যিশ, ২৬; ২০, ২১ — গী, ৫৭; ১ — কল, ৩; ৩। গী, ১১২; ৭। যোহ, ১৬; ৩৩।

তাঁহাকে চূর্ণ ও যাতনাগ্রস্ত করিতে সদাপ্রভুর মনোরথ ছিল।

সম্প্রতি আমার প্রাণ উদ্বিগ্ন হইল, ইহাতে কি বলিব? পিতঃ, এই সময়হইতে আমাকে রক্ষা কর? কিন্তু ইহারই নিমিত্তে আমি এই সময় পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছি। পিতঃ, তোমার নাম মহিমান্বিত কর। তাহাতে স্বর্গহইতে এই বাণী আইল, "আমি তাহা মহিমান্বিত করিলাম, পুনর্ব্বারও করিব।"—পিতঃ, আমাহইতে এই পানপাত্র দূর করিতে যেন তোমার অনুমতি হয়; কিন্তু আমার ইচ্ছামত না হউক, তোমার ইচ্ছামত হউক। সেই সময়ে তাঁহাকে শক্তি দান করিতে স্বর্গহইতে এক দূত দর্শন দিলেন।

আকার প্রকারে মনুষ্যবৎ প্রতিপন্ন হইয়া আপনাকে অবনত করিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত, ক্রুশীয মৃত্যু পর্য্যন্তই আজ্ঞাবহ হইলেন।—পিতা আমাকে প্রেম করেন, কারণ আমি আপন প্রাণ ত্যাগ করি, যেন পুনরায় তাহা গ্রহণ করি।—কেননা আমার ইচ্ছা সাধনার্থে আমি স্বর্গহইতে নামিয়া আসিয়াছি, তাহা নয়, কিন্তু আমার প্রেরণকর্ত্তাব ইচ্ছা [সাধনার্থে]।—আমার পিতা আমাকে যে পানপাত্র দিয়াছেন, তাহাতে আমি কি পান করিব না?

তিনি আমাকে একাকী ত্যাগ করেন নাই, কেননা আমি সর্ব্বদা তাঁহার প্রীতি-জনক ক্রিয়া করি।—"ইনি আমার প্রিয় পুত্র, ইহাতেই আমি প্রীত।"—তিনি আমার মনোনীত লোক ও আমার আন্তরিক অনুরাগের পাত্র।

যিশ, ৫৩; ১০। যোহ, ১২; ২৭, ২৮—লূ, ২২; ৪২, ৪৩।

ফিলি, ২; ৮—যোহ, ১০; ১৭—ঐ, ৬; ৩৮—ঐ, ১৮; ১১। যোহ, ৮; ২৯—ম, ৩; ১৭—যিশ, ৪২; ১।

বিশ্বাস প্রত্যাশিত বিষয়ের নিশ্চয়জ্ঞান, অদৃশ্য বিষয়ের প্রমাণপ্রাপ্তি।

শুদ্ধ ঐহিক জীবনে খ্রীষ্টে প্রত্যাশাকারি লোক হইলে আমরা মনুষ্যদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কৃপার পাত্র।

চক্ষু যাহা দেখে নাই, এবং কর্ণ শুনে নাই, এবং মনুষ্যের হৃদযাকাশে যাহা উঠে নাই, এমত যে যে বিষয় ঈশ্বর আপন প্রেমকারিদের নিমিত্তে প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাই [কহিতেছি]। আমাদের কাছে ঈশ্বর আপন আত্মাদ্বারা তাহা প্রকাশ করিয়াছেন।—তাঁহাতেই বিশ্বাসও করিয়া প্রতিজ্ঞার [ফলস্বরূপ] পবিত্র আত্মাদ্বারা মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছ।—সেই আত্মা আমাদের দায়াধিকারের বায়না; ক্রীত নিজস্বের মুক্তির অপেক্ষাতে তাঁহার প্রতাপের প্রশংসার্থে [তোমরা মুদ্রাঙ্কিত]।

যীশু তাহাকে কহিলেন, থোমা, আমাকে দেখিতে পাওয়াতে কি বিশ্বাস করিলা? যাহারা না দেখিয়া বিশ্বাস করিল, তাহারাই ধন্য।—তোমরা তাঁহাকে দর্শন কর নাই, তথাপি প্রেম করিতেছ; এখনও দেখিতে পাইতেছ না, তথাপি তাঁহাতে বিশ্বাস করত অনির্ব্বচনীয় ও প্রতাপযুক্ত আনন্দে উল্লাস করিতেছ, এবং বিশ্বাসের পরিণাম অর্থাৎ আত্মার পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইতেছ।

আমরা বিশ্বাস সহকারে চলিতেছি, দর্শন সহকারে চলি না।—অতএব তোমাদের সেই সাহস ত্যাগ করিও না, তাহা তো মহা পুরস্কারযুক্ত।

ইব্র, ১১, ১। ১ক, ১৫; ১৯। ১ক, ২; ৯, ১০ — ইফি, ১, ১৩, ১৪।
যোহ, ২০; ২৯ — ১ পি, ১; ৮, ৯। ২ক, ৫; ৭ — ইব্র, ১০; ৩৫।

দিয়াবলের কর্ম্ম সকল লোপ করিবার নিমিত্তই ঈশ্বরের পুত্র প্রত্যক্ষ হইয়াছেন।

কেননা রক্তমাংসের সহিত মল্লযুদ্ধ আমাদের হইতেছে না, কিন্তু আধিপত্যের সহিত, কর্ত্তৃত্বের সহিত, এই অন্ধকারের জগন্নাথদের সহিত, অলৌকিক পাপাত্মাগণের সহিত [মল্লযুদ্ধ হইতেছে]।—সন্তানগণ রক্তমাংসের ভাগী, তজ্জন্য তিনি আপনিও তদ্রূপ তাহার ভাগী হইলেন; [কি নিমিত্তে?] মৃত্যুর কর্ত্তৃত্ববিশিষ্ট ব্যক্তিকে অর্থাৎ দিযাবলকে মৃত্যুদ্বারা হীনশক্তি করণার্থ।—এবং আধিপত্য ও কর্ত্তৃত্ব সকল, [জীর্ণ বস্ত্রবৎ] ফেলিয়া নিন্দাস্পদ করিযা তাঁহাতেই স্পষ্টরূপে পরাজিত শত্রুবৎ দেখাইয়াছেন।—তখন আমি স্বর্গে উচ্চৈঃস্বরে এই বাণী শুনিলাম, এক্ষণে ত্রাণ ও পরাক্রম ও রাজত্ব আমাদের ঈশ্বরের, এবং কর্ত্তৃত্ব তাঁহার অভিষিক্ত ব্যক্তির অধিকাব হইল; কেননা আমাদের ভ্রাতৃগণের যে অভিযোগকারী দিবারাত্রি আমাদের ঈশ্বরের সাক্ষাতে তাহাদের নামে অভিযোগ করিত, সে নিপাতিত হইল। পরন্তু মেষশাবকের রক্ত এবং আপন আপন সাক্ষ্যরূপ বাক্যেব গুণে তাহারা তাহাকে জয় করিয়াছে, মৃত্যু পর্য্যন্ত আপন আপন প্রাণও প্রিয় জ্ঞান করে নাই।

ধন্য ঈশ্বর, তিনি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টদ্বারা আমাদিগকে জয় প্রদান করেন।

১ যোহ, ৩; ৮। ইফি, ৬, ১২ — ইব্র, ২; ১৪ — কল, ২; ১৫ — প্র, ১২; ১০, ১১। ১ক, ১৫; ৫৭।

ধার্ম্মিক ভাবে প্রবুদ্ধ হও, পাপ করিও না।

তোমারা তো সকলে আলোর সন্তান ও দিবসের সন্তান; অতএব আইস, আমরা অপরদিগের ন্যায় না ঘুমাই, বরং জাগিয়া প্রবুদ্ধ থাকি। এখন আমাদের নিদ্রা-হইতে জাগিবার সময় হইল; কেননা যে সময়ে আমরা বিশ্বাসী হইয়াছিলাম, তদ-পেক্ষা এখন পরিত্রাণ আমাদের সন্নিকট। রাত্রির অধিকাংশ গিয়াছে; দিবস আসন্ন হইল, অতএব আইস আমরা অন্ধকারের ক্রিয়া ত্যাগ করিয়া আলোর সজ্জা পরিধান করি।—অতএব তোমরা যেন সেই কুদিনে প্রতিরোধ করিতে ও সকলই সম্পন্ন করিয়া দণ্ডায়মান থাকিতে পার, তন্নিমিত্ত ঈশ্বরের [রচিত] সর্ব্বাঙ্গরক্ষক সজ্জা গ্রহণ করিয়া পরিধান কর। তোমরা আপনাদের কৃত সমস্ত অধর্ম্ম আপনাদের হইতে দূরে ফেলিয়া দেও, এবং আপনাদের জন্যে নূতন অন্তঃকরণ ও নূতন আত্মা প্রস্তুত কর।—অতএব তোমরা যাবতীয় অশুচিতা এবং হিংসারূপ বাড়তি ভার ফেলিয়া দিয়া, যে রোপিত বাক্য তোমাদের জীবাত্মার পরিত্রাণ সাধনে সমর্থ, তাহাই মৃদু-ভাবে গ্রহণ কর।

আর এখন, হে বৎসেরা, তাঁহাতেই থাক, তাহা হইলে তিনি যখন প্রত্যক্ষ হই-বেন, তখন আমরা সাহসযুক্ত হইব, তাঁহার আগমনকালে তাঁহাহইতে [দূরীকৃত ও] লজ্জিত হইব না। তিনি ধার্ম্মিক, ইহা যদি জান, তবে যে কেহ ধর্ম্মাচরণ করে, সে তাঁহাহইতে জাত, ইহাও জানিতে পার।

১ক, ১৫, ৩৪। ১ থিষ, ৫; ৫, ৬ — রো, ১৩; ১১, ১২ — ইফি, ৬, ১৩ — যিহি, ১৮; ৩১ — যাক, ১; ২১। ১ যোহ, ২; ২৮, ২৯।

প্রিয়েরা, আইস, আমরা পরস্পর প্রেম করি; কারণ প্রেম ঈশ্বর-সম্বন্ধীয়; এবং যে কেহ প্রেম করে, সে ঈশ্বরহইতে জাত হইয়াছে এবং ঈশ্বরকে জানে।

আমাদিগকে দত্ত পবিত্র আত্মাদ্বারা আমাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রেম সেচন করা গিয়াছে।—বস্তুতঃ তোমরা পুনরায় ভয় করণার্থে দাসত্বের আত্মাকে পাইয়াছ, তাহা নয়, কিন্তু যে আত্মার আবেশে আমরা আব্বা, পিতঃ, বলিয়া ডাকি, সেই দত্তক-পুত্রতার আত্মাকে পাইয়াছ। আর আমরা ঈশ্বরেব সন্তান আছি, এ বিষয়ে আত্মা আপনিও আমাদের আত্মার সহিত সাক্ষ্য দিতেছেন।—যে ব্যক্তি ঈশ্বরের পুত্রে বিশ্বাস করে, ঐ সাক্ষ্য তাহার অন্তরে থাকে।

আমাদের প্রতি ঈশ্বরের প্রেম ইহাতে প্রত্যক্ষ হইল, যে তাঁহার পুত্রদ্বারা আমাদের জীবনলাভার্থে ঈশ্বর আপনার একজাত পুত্রকে জগতে পাঠাইয়া দিয়াছেন।—যাঁহাতে আমরা তাঁহার রক্তদ্বারা মুক্তি অর্থাৎ অপরাধ সকলের মোচন পাইয়াছি। ইহা তাঁহার সেই অনুগ্রহধনের ফল।—[ইহার অভিপ্রায এই,] খ্রীষ্ট যীশুতে আমাদের প্রতি তাঁহার যে মধুর ভাব বর্ত্তে, তাহাদ্বারা যেন তিনি আগামী যুগপর্য্যায়ে আপনার অনুপম অনুগ্রহধন প্রকাশ করেন।

হে প্রিয়েরা, আমাদের প্রতি যদি ঈশ্বর এমত প্রেম করিয়াছেন, তবে আমরাও পরস্পর প্রেম করিতে বদ্ধ আছি।

১ যোহ, ৪ ; ৭। রো, ৫ ; ৫—ঐ, ৮ ; ১৫, ১৬—১ যোহ, ৫ ; ১০।
১ যোহ, ৪ ; ৯—ইফি, ১ ; ৭—ঐ, ২ ; ৭। ১ যোহ, ৪ ; ১১।

যাবতীয় স্থানে পুরুষেরা বিনা ক্রোধে ও বিনা বিতর্কে সাধু হস্ত তুলিয়া প্রার্থনা করুক।

প্রকৃত ভজনাকারিরা আত্মার ও সত্যের অধীনে পিতার ভজনা করিবে, কেননা পিতার চেষ্টা এই যেন তাঁহার ভজনাকারিরা এতদ্রূপ লোক হয়। ঈশ্বর আত্মাই, আর তাঁহার ভজনাকারিদিগকে আত্মার ও সত্যের অধীনে ভজনা করিতে হয়।— তৎকালে তুমি আহ্বান করিলে সদাপ্রভু উত্তর দিবেন, তুমি আর্ত্তনাদ করিলে তিনি কহিবেন, এই দেখ, আমি উপস্থিত আছি।—আর প্রার্থনা করিতে দাঁড়াইলে যে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে তোমাদের কোন কথা আছে, তাহাকে ক্ষমা কর।

বিনা বিশ্বাসে প্রীতির পাত্র হওয়া কাহারও সাধ্য নয়; কারণ ঈশ্বর যে আছেন, এবং আপনার অন্বেষণকারিগণের পুরস্কারদাতা হইয়া থাকেন, ইহা বিশ্বাস করা তাহার নিকটে গমনকারী লোকের আবশ্যক।—সে বিশ্বাস পূর্ব্বক নিঃসন্দেহে যাচ্ঞা করুক; কেননা যে সন্দেহ করে, সে বায়ুচালিত বিলোড়িত সমুদ্রতরঙ্গের সদৃশ। বস্তুতঃ সেই মনুষ্য যে প্রভুর নিকটে কিছু পাইবে, এমন বোধ না করুক।

যদি অন্তঃকরণে অধর্ম্মের প্রতি তাকাইয়া থাকিতাম, তবে প্রভু শুনিতেন না।— হে বৎসেরা, তোমরা যেন পাপ না কর, তজ্জন্য তোমাদিগকে এই সকল লিখিতেছি। এবং যদিস্যাৎ কেহ পাপ করে, তবে পিতার কাছে আমাদের এক শান্তিকর্ত্তা, ধার্ম্মিক যীশু খ্রীষ্ট, আছেন।

১ তীম, ২, ৮। যোহ, ৪, ২৩, ২৪—যি, ১১, ২৫।

ইব্র, ১১, ৬—যাক, ১, ৬, ৭। গী, ৬৬, ১৮—১ যোহ, ২; ১।

তাঁহার দুঃখভোগের সহভাগিতা।

শিষ্য আপন গুরুর তুল্য ও দাস আপন কর্ত্তার তুল্য হইলেই তাহার যথেষ্ট হয়।

তিনি অবজ্ঞাত ও মনুষ্যদের ত্যাজ্য, ব্যথার পাত্র ও যাতনার। আত্মীয়, এবং আমাদের হইতে মুখ আচ্ছাদনকারীর ন্যায় অবজ্ঞাত, ও আমাদের কাছে নগণ্য হইলেন।—তোমরা জগৎ সম্বন্ধীয় নহ, আমি তোমাদিগকে জগতের মধ্য হইতে মনোনীত করিয়া লইয়াছি, এই জন্যে জগৎ তোমাদিগকে ঘৃণা করে।

প্রবোধের অপেক্ষা করিলাম, কিন্তু তাহা নাই।—আমার প্রথম বার উত্তর করণ সময়ে কেহ আমার সঙ্গে উপস্থিত হইল না; সকলে আমাকে পরিত্যাগ করিল।

শৃগালদিগের গর্ত্ত আছে, এবং আকাশীয় পক্ষিগণের বাসা আছে; কিন্তু মনুষ্য-পুত্রের মস্তক রাখিবার স্থান নাই।—এখানে তো আমাদের চিরস্থায়ী নগর নাই; কিন্তু আমরা সেই ভাবী নগরের অন্বেষণ করিতেছি।

স্থৈর্য্য পূর্ব্বক আপনাদের সম্মুখস্থ ধাবনমার্গে ধাবমান হই; এবং বিশ্বাসের আদি ও সিদ্ধিকর্ত্তা যীশুর প্রতি দৃষ্টি রাখি; তিনিই আপনার সম্মুখস্থ আনন্দের নিমিত্তে অপমান তুচ্ছ বোধ পূর্ব্বক ক্রুশটা সহ্য করিয়া ঈশ্বরের সিংহাসনের দক্ষিণে উপবিষ্ট হইয়াছেন।

ফিলি, ৩; ১০। ম, ১০; ২৫। যিশ, ৫৩; ৩ — যোহ, ১৫; ১৯।

গী, ৬৯; ২০ — ২ তীম, ৪; ১৬। ম, ৮; ২০ — ইব্র, ১৩; ১৪। ইব্র, ১২; ১, ২।

[ঈশ্বর] তাহাদের সমস্ত নেত্রজল মুছাইয়া দিবেন, মৃত্যু আর হইবে না, এবং শোক...আর হইবে না; কেননা প্রথম বিষয় সকল গত হইল।

তিনি মৃত্যুকে অনন্তকালের নিমিত্তে গ্রাস করিবেন, ও প্রভু সদাপ্রভু সকলের মুখ হইতে চক্ষুর জল মুছিবেন; এবং সমস্ত পৃথিবী হইতে আপন প্রজাদের দুর্নাম দূর করিবেন; কারণ সদাপ্রভুই এই কথা কহিয়াছেন।—তোমার সূর্য্য আর অস্তগত হইবে না, ও তোমার চন্দ্র আর ক্ষীণ হইবে না; কেননা সদাপ্রভু তোমার অনন্তকালস্থায়ী জ্যোতিঃ হইবেন, এবং তোমার শোকের দিন সমাপ্ত হইবে।—পরন্তু নগরবাসী কেহ বলিবে না, আমি পীড়িত; তন্নিবাসি প্রজাদের অপরাধ ক্ষমা হইয়াছে।—এবং তাহার মধ্যে রোদনের শব্দ কি ক্রন্দনের শব্দ আর শুনা যাইবে না।—খেদ ও আর্ত্তস্বর দূরে পলায়ন করিবে।

আমি পাতালের হস্তহইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিব, মৃত্যুহইতে তাহাদিগকে মুক্ত করিব। হে মৃত্যো, তোমার মহামারী কোথায়? হে পাতাল, তোমার সংহার কোথায়?—অন্তিম শত্রু বলিয়া মৃত্যুর লোপ হইবে।—তখন এই যে কথা লিখিত আছে, তাহা সফল হইবে, যথা, "মৃত্যু জয়ে কবলিত হইল।"

প্র, ২১; ৪। যিশ, ২৫; ৮—ঐ, ৬০; ২০—ঐ, ৩৩; ২৪—ঐ, ৬৫; ১৯—ঐ, ৩৫; ১০। হো, ১৩; ১৪—১ক, ১৫, ২৬, ৫৪।

যীশু খ্রীষ্টের দাস।

তোমরা আমাকে গুরু ও প্রভু বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাক; আর তাহা যথার্থই বল, কেননা আমি সেই বটি।—কেহ যদি আমার পরিচর্য্যা স্বীকার করে, তবে সে আমার পশ্চাদ্গামী হউক; তাহাতে আমি যে স্থানে থাকি, আমার পরিচারকও সেই স্থানে থাকিবে; যে আমার পরিচর্য্যা করে, [আমার] পিতা তাহার সম্মান করিবেন।—আমার যোঁয়ালি আপনাদের উপরে ধরিয়া লও, এবং আমার কাছে শিক্ষা কর, কেননা আমি মৃদুশীল ও নম্রচিত্ত; তাহাতে তোমরা আপন আপন মনের নিমিত্তে বিশ্রাম পাইবা। কারণ আমার যোঁয়ালি সহজ ও আমার ভার লঘু।

যাহা যাহা আমার লাভ ছিল, সে সমস্তই খ্রীষ্টের নিমিত্তে ক্ষতি জ্ঞান করিলাম।—কিন্তু সম্প্রতি পাপহইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বরের দাস হওয়াতে তোমাদের পবিত্রতা-লাভে উপকারি ফল হইতেছে, এবং [তাহার] পরিণাম অনন্ত জীবন।

আমি তোমাদিগকে আর দাস বলি না, কেননা দাসের প্রভু যাহা করেন, দাস তাহা জানে না, কিন্তু তোমাদিগকে বন্ধু বলিলাম, কারণ আমি পিতার নিকটে যাহা যাহা শ্রবণ করিয়াছি, তাহা সকলই তোমাদিগকে জ্ঞাত করিলাম।—তুমি আর দাস নহ, পুত্র হইয়াছ।

অতএব তোমরা [তাহাতে] স্থির থাক, দাসত্বরূপ যোঁয়ালিতে আর বার বদ্ধ হইও না। বস্তুতঃ, হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা স্বাধীনতার আশয়ে আহূত হইয়াছ; কিন্তু সাবধান, সেই স্বাধীনতাকে শরীরায়ত্ত ভাবের দ্বার করিও না।

রো, ১; ১। যোহ, ১৩; ১৩ — ঐ, ১২; ২৬ — ম, ১১; ২৯, ৩০।
ফিলি, ৩; ৭ — রো, ৬; ২২। যোহ, ১৫; ১৫ — গাল, ৪; ৭। ঐ, ৫; ১, ১৩।

আমিই তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু; আমারই বিধিমতে আচরণ কর, ও আমারই শাসন সকল রক্ষা করিয়া পালন কর।

তোমাদের আহ্বানকারী পবিত্রতমের ন্যায় আপনারাও সমস্ত আচার ব্যবহারে পবিত্র হও।—আমি তাঁহাতে থাকি, এই কথা যে বলে, তাহার উচিত যে তিনি যেরূপ আচরণ করিতেন, সেও তদ্রূপ আচরণ করে। তিনি ধার্ম্মিক ইহা যদি জান, তবে যে কেহ ধর্ম্মাচরণ করে, সে তাঁহাহইতে জাত, ইহাও জানিতে পার।—ত্বকচ্ছেদ কিছু নয়, ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনই সার।—বস্তুত' কেহ যদি সমস্ত ব্যবস্থা পালন করিয়া একটী [আজ্ঞাতে] স্খলিত হইয়া থাকে, তবে সে সকলেরই দায়ী হইয়াছে।

আমরা কিছু মীমাংসা করিতে যে আপনারা নিজ গুণে যোগ্য আছি, তাহা নয়, কিন্তু আমাদের যোগ্যতা ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন।—হে সদাপ্রভো, তোমার বিধির পথ আমাকে দেখাও।

সভয়ে ও সকম্পে আপন আপন পরিত্রাণ সম্পন্ন কর, কারণ ঈশ্বরই আপন হিত-সঙ্কল্পের নিমিত্তে তোমাদের অন্তরে বাঞ্ছা করণ ও কার্য্যসাধন উভয়ের সাধনকারী।—শান্তির [আকর] যে ঈশ্বর...তিনি আপনার ইচ্ছা সাধনার্থে তোমাদিগকে যাবতীয় সৎক্রিয়াতে পরিপক্ক করুন, এবং তোমাদের অন্তরে যীশু খ্রীষ্টদ্বারা আপনার প্রীতিজনক কর্ম্ম সম্পন্ন করুন।

যিহি, ২০; ১৯। ১ পি, ১, ১৫—১ যোহ, ২, ৬, ২৯—১ক, ৭, ১৯—যাক, ২; ১০। ২ক, ৩, ৫—গী, ১১৯, ৩৩। ফিলি, ২, ১২, ১৩—ইব্র, ১৩; ২০, ২১।

কেননা পিতা যেমন স্বয়ংজীবী, তেমনি পুত্রকেও স্বয়ংজীবী হইবার অধিকার দিয়াছেন।

আমাদের ত্রাণকর্ত্তা খ্রীষ্ট যীশু...মৃত্যুকে নিস্তেজ করিয়াছেন, এবং সুসমাচারদ্বারা জীবন ও অক্ষয়তাকে দীপ্তিতে প্রকাশ করিয়াছেন।—আমিই পুনরুত্থান ও জীবন; আমি জীবিত আছি, [তজ্জন্য] তোমরাও জীবিত হইবা।—আমরা খ্রীষ্টের ভাগী হইযাছি।— পবিত্র আত্মার ভাগী।— ঈশ্বরীয় স্বভাবের সহভাগী।— প্রথম মনুষ্য আদম জীবনময় প্রাণী হইল; অন্তিম আদম জীবনদায়ক আত্মা।—দেখ, আমি তোমাদিগকে এক নিগূঢ় বিষয় কহি, আমরা সকলে নিদ্রাগত হইব তাহা নয়, কিন্তু সকলে রূপান্তরীকৃত হইব; এক বিপলের মধ্যে, বরং এক নিমিষের মধ্যে অন্তিম তূরীধ্বনিতে [রূপান্তরীকৃত হইব]; কেননা তূরী বাজিবে; তাহাতে মৃত লোকেরা অক্ষয় হইয়া উত্থাপিত হইবে, এবং আমরা রূপান্তরীকৃত হইব।

পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র সর্ব্বশক্তিমান্ এবং বর্ত্তমান ও ভূত ও ভবিষ্যৎ প্রভু ঈশ্বর।— অনন্তজীবী। তিনি পরমধন্য ও একমাত্র সম্রাট্, রাজত্বকারীদের রাজা ও প্রভুত্বকারীদের প্রভু, অমরতার একমাত্র আকর।—যুগপর্য্যায়ের রাজা যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে তাঁহারই সমাদর ও মহিমা হউক। আমেন।

যোহ, ৫; ২৬। ২ তীম, ১; ১০— যোহ, ১১, ২৫— ঐ, ১৪; ১৯— ইব্র, ৩; ১৪ —ইব্র, ৬; ৪— ২ পি, ১; ৪— ১ক, ১৫; ৪৫, ৫১, ৫২।

প্র, ৪; ৮, ৯— ১ তীম, ৬; ১৫, ১৬, —ঐ, ১; ১৭।

নিঃশেষ করিয়া আমার অপরাধহইতে আমাকে ধৌত কর।

তাহারা যে সকল অপরাধদ্বারা আমার বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছে, তাহাহইতে আমি তাহাদিগকে শুচি করিব; ও তাহারা যে সকল অপরাধদ্বারা আমার বিরুদ্ধে পাপ ও অধর্ম্মাচরণ করিয়াছে, সে সকল আমি ক্ষমা করিব।— এবং আমি তোমাদের উপরে শুচি জল ছিটাইয়া দিব, তাহাতে তোমরা শুচি হইবা, আমি তোমাদের সকল অশৌচহইতে ও তোমাদের সকল পুত্তলিহইতে তোমাদিগকে শুচি করিব।

জল এবং আত্মাহইতে না জন্মিলে কেহ ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।—ছাগদিগের ও বৃষদিগের রক্ত এবং গাভীভস্মযুক্ত জলপ্রোক্ষণ যদি অশুচি লোকদিগকে শারীরিক শুচিত্বার্থে পবিত্র করে, তবে যিনি অনন্তজীবী আত্মাদ্বারা নির্দ্দোষ [বলিরূপে] আপনাকেই ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়াছেন, সেই খ্রীষ্টের রক্ত জীবনময় ঈশ্বরের আরাধনার্থে তোমাদের সংবেদকে মৃতবৎ ক্রিয়া হইতে কত অধিক গুণে শুচি করিবে।

তিনি আপন নামের জন্যে ও আপন বিক্রম জ্ঞাপনার্থে তাহাদিগকে পরিত্রাণ করিলেন।—হে সদাপ্রভো, আমাদিগকে নয়, আমাদিগকে নয়, কিন্তু তোমারই নাম গৌরবান্বিত কর, নিজ দয়ার ও সত্যের পক্ষে [তাহা কর]।

গী, ৫১, ২। যিব, ৩৩, ৮ — যিহি, ৩৬, ২৫। যোহ, ৩; ৫ — ইব্র, ৯; ১৩, ১৪। গী, ১০৬, ৮ — ঐ, ১১৫, ১।

আপনার বিষয়ে সাবধান হও।

যে কেহ মল্লযুদ্ধ করে, সে সর্ব্ব বিষয়ে ইন্দ্রিয় দমন করে। ইহাতে উহারা ক্ষয়-ণীয় মুকুট পাইতে চেষ্টা করে কিন্তু আমরা অক্ষয় মুকুট পাইতে চেষ্টান্বিত। তজ্জন্য আমি দৌড়িতেছি, কিন্তু বিনালক্ষ্যে দৌড়ি না, মুষ্টিতে যুদ্ধ করিতেছি, কিন্তু আকা-শকে আঘাতকারীর ন্যায় যুদ্ধ করি না। বরঞ্চ নিজ দেহ দমন করিয়া দাসত্বে রাখি-তেছি, পাছে অন্যদের কাছে ঘোষণা করিলে পর আপনি অগ্রাহ্য হই।

দিয়াবলের নানাবিধ কুসঙ্কল্পের সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিতে সক্ষম হইবার জন্যে ঈশ্বরের [রচিত] সর্ব্বাঙ্গরক্ষক সজ্জা পরিধান কর। কেননা রক্তমাংসের সহিত মল্ল-যুদ্ধ আমাদের হইতেছে না, কিন্তু আধিপত্যের সহিত, কর্ত্তৃত্বের সহিত, এই অন্ধ-কারের জগন্নাথদের সহিত, অলৌকিক পাপাত্মাগণের সহিত [মল্লযুদ্ধ হইতেছে]।

যাহারা খ্রীষ্ট যীশুর লোক, তাহারা মোহ ও অভিলাষ সুদ্ধ শরীরাযত্ত ভাবকে ক্রুশে আরোপণ করিয়াছে। যদি আত্মার গুণে আমরা জীবিত আছি, তবে আইস আমরা আত্মার বশে আচরণও করি।—কেননা যত লোক ঈশ্বরের আত্মাদ্বারা চালিত হয়, তাহারা ঈশ্বরের পুত্র।—এ সকল বিষয় চিন্তা কর, এ সকলেতে স্থিতি কর, এই রূপে তোমার ব্যুৎপত্তি সকলের প্রত্যক্ষ হউক।

---

১ তীম, ৪, ১৬। ১ক, ৯, ২৫-২৭। ইফি, ৬, ১১, ১২।
গাল, ৫, ২৪, ২৫ — রো, ৮, ১৪ — ১ তীম, ৪, ১৫।

হে আমার ভ্রাতৃগণ, তোমরা প্রভুতে ও তাঁহার শক্তির পরাক্রমে বলবান হও।

আমার যে অনুগ্রহ, তাহাতে তোমার কুলায়, কেননা দুর্ব্বলতাতে আমার প্রভাব সিদ্ধি পায়। অতএব খ্রীষ্টের প্রভাব যেন আমার উপরে অবস্থিতি করে, তন্নিমিত্ত বরং অতি হৃষ্টমনে নিজ দুর্ব্বলতার শ্লাঘা করিব। এই হেতু খ্রীষ্টের নিমিত্তে দুর্ব্বলতা, অপমান, দুর্গতি, তাড়না, সঙ্কট ঘটিলে, আমি প্রীত হই, কেননা যখন দুর্ব্বল আছি, তখন বলবান আছি।—আমি প্রভু সদাপ্রভুর পরাক্রমের ক্রিয়া সকল কীর্ত্তন করিতে উপস্থিত হইব; আমি তোমার, হাঁ, কেবল তোমার ধার্ম্মিকতার ব্যাখ্যা করিব।—খ্রীষ্টের সুসমাচার...তাহা পরিত্রাণার্থে ঈশ্বরের শক্তিস্বরূপ।

আমার সামর্থ্যদাতা খ্রীষ্টেতে সকলই আমার সাধ্য।—তাঁহার যে কার্য্যসাধক শক্তি আমাতে স্বপরাক্রমে নিজ কার্য্য সাধন করিতেছে, তদনুযায়ী প্রাণপণ করত আমি সেই অভিপ্রায়ে পরিশ্রমও করিতেছি।—পরন্তু প্রভাবের উৎকর্ষ যেন আমাদের নিজ না হইয়া ঈশ্বরের হয়, তজ্জন্য সেই নিধি মৃন্ময় ভাণ্ডে করিয়া আমাদিগকে দেওয়া গিয়াছে।

সদাপ্রভুতে যে আনন্দ, তাহাই তোমাদের শক্তি।—সম্পূর্ণ স্থৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা করণার্থে তাঁহার প্রতাপের পরাক্রমানুসারে যাবতীয় শক্তিতে শক্তিমান্ হও, এবং আনন্দের সহিত পিতার ধন্যবাদ কর।

ইফি, ৬; ১০। ২ক, ১২; ৯, ১০ — গী, ৭১; ১৬ — রো, ১; ১৬।
ফিলি, ৪; ১৩ — কল, ১; ২৯—২ক, ৪; ৭। নহি, ৮; ১০ — কল, ১; ১১।

আমি তোমাদিগকে শান্তি দান করিয়া যাইতেছি, আমারই শান্তি তোমাদিগকে দান করিতেছি; জগৎ যেমন দান করে, আমি তেমনি দান করি না।

জগৎ ও তাহার অভিলাষ বহিয়া যাইতেছে।—মনুষ্য নিতান্ত ছায়ার ন্যায় গমনাগমন করে, সকলে নিতান্ত অসারার্থে ব্যস্ত হয়; ঐ ব্যক্তি ধন সঞ্চয় করে, কিন্তু কে তাহা ভোগ করিবে তাহা জানে না।—ভাল, সম্প্রতি যাহা লজ্জার বিষয় বোধ হয়, তৎকালে তাহা ছাড়া তোমাদের কি ফল হইত? বস্তুতঃ সে সকলের পরিণাম মৃত্যু। মার্থা, মার্থা, তুমি অনেক বিষয়ে চিন্তিতা ও ব্যতিব্যস্তা আছ; কিন্তু একই বিষয় আবশ্যক; আর মরিয়ম সেই উত্তম অংশ মনোনীত করিয়াছে, যাহা তাহাহইতে অপহৃত হইবে না।

আমার বাসনা এই যে তোমরা চিন্তারহিত হও।

তোমরা যেন আমাতে শান্তি প্রাপ্ত হও, তজ্জন্য তোমাদিগকে এই সকল কহিলাম। জগতে তোমরা ক্লেশ পাইতেছ; কিন্তু সাহস কর, আমিই জগৎকে জয় করিয়াছি—আর শান্তির প্রভু আপনি সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে তোমাদিগকে শান্তি প্রদান করুন।—সদাপ্রভু তোমাকে আশীর্ব্বাদ করুন ও রক্ষা করুন। সদাপ্রভু তোমার প্রতি আপন মুখ প্রসন্ন করুন, ও তোমাকে অনুগ্রহ করুন। সদাপ্রভু তোমার প্রতি আপন মুখ তুলুন, ও তোমাকে শান্তি দিউন।

যোহ, ১৪; ২৭। ১ যোহ, ২; ১৭ — গী, ৩৯; ৬ — রো, ৬; ২১। লূ, ১০; ৪১, ৪২। ১ক, ৭; ৩২। যোহ, ১৬; ৩৩—২ থিষ, ৩; ১৬ — গ, ৬; ২৪-২৬।

ইস্রায়েলের সন্তানদের স্মরণ করাইবার জন্যে তুমি সেই দুই মণি
এফোদের দুই স্কন্ধপাটিতে দিবা; তাহাতে হারোণ......
সদাপ্রভুর সম্মুখে···তাহাদের নাম বহিবে।

[যীশু] অনন্তকালস্থায়ী, তজ্জন্য অপরিবর্ত্তনীয় যাজকত্বের অধিকারী; সুতবাং যাহারা তাঁহা দিযা ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত হয়, তাহাদিগকে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরিত্রাণ করিতে পারেন, কারণ তাহাদেব নিমিত্তে অনুরোধ করণার্থে তিনি সতত জীবিত আছেন।—[তিনি] তোমাদিগকে অব্যাহত রক্ষা করণে সমর্থ, এবং আপন প্রতাপের সাক্ষাতে নির্দ্দোষরূপে সানন্দে উপস্থিত করণে সমর্থ।

ভাল, যিনি স্বর্গ সকল দিয়া অগ্রসর হইয়াছেন, এমন মহান্ ব্যক্তি, অর্থাৎ ঈশ্বরের পুত্র যীশু আমা'দর মহাযাজক আছেন, ইহা জানিয়া আইস, আমরা ধর্ম্ম প্রতিজ্ঞাকে দৃঢরূপে ধারণ করি। কেননা আমরা যে মহাযাজককে পাইযাছি, তিনি আমাদের দুর্ব্বলতাঘটিত দুঃখে দুঃখিত হইতে অসমর্থ নন, কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে আমাদের ন্যায়, [অথচ] বিনা পাপে, পরীক্ষিত হইযাছেন। অতএব আইস, আমরা সাহস পূর্ব্বক অনুগ্রহসিংহাসনের সন্নিধানে উপস্থিত হই।

সদাপ্রভুর প্রিয় লোক তাঁহার নিকটে নির্ভয়ে বাস করিবে, তিনি সমস্ত দিন তাহাকে আচ্ছাদন করিবেন, ও তাঁহার বগলে বাস করিবে।

যা, ২৮; ১২। ইব্র ৭; ২৪, ২৫—যিহূ, ২৪। ইব্র, ৪; ১৪-১৬। দ্বি, ৩৩; ১২।

ঈশ্বরের যে পবিত্র আত্মাতে তোমরা মুক্তির দিনের অপেক্ষাতে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছ, তাঁহাকে দুঃখিত করিও না।

আত্মার প্রেম।—ঐ শান্তিকর্ত্তা, অর্থাৎ......পবিত্র আত্মা।—তাহাদের তাবৎ দুঃখে তিনি দুঃখিত হইতেন, ও তাঁহার শ্রীমুখস্বরূপ দূত তাহাদিগকে পরিত্রাণ করিতেন; তিনি আপনি প্রেম ও স্নেহ বশতঃ তাহাদিগকে মুক্ত করিতেন, এবং প্রাক্কালের সমস্ত দিন তাহাদিগকে তুলিয়া বহন করিতেন। কিন্তু তাহারা বিদ্রোহী হইয়া তাঁহার পবিত্র আত্মাকে শোকাকুল করিত, তাহাতে তিনি ফিরিয়া তাহাদের শত্রু হইয়া আপনি তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

আমরা যে তাঁহাতে থাকি, এবং তিনি যে আমাদিগেতে থাকেন, তাহা এই প্রমাণদ্বারা জানিতে পারি, যে তিনি আপন আত্মার অংশ আমাদিগকে দান করিয়াছেন।—তাঁহাতেই বিশ্বাসও করিয়া প্রতিজ্ঞার [ফলস্বরূপ] পবিত্র আত্মাদ্বারা মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছ। সেই আত্মা আমাদের দায়াধিকারের বায়না; ক্রীত নিজস্বের মুক্তির অপেক্ষাতে......[তোমরা মুদ্রাঙ্কিত]।—আমি ইহা বলি, তোমরা আত্মার বশে আচরণ কর, তাহা হইলে শারীরিক অভিলাষ কোন ক্রমে পূর্ণ করিবা না। কেননা শারীরিক অভিলাষ আত্মার প্রতিকূল, এবং আত্মার অভিলাষ শরীরের প্রতিকূল। বস্তুতঃ এই উভয়ে পরস্পর প্রতিরোধ করত তোমাদিগকে বাঞ্ছামত কর্ম্ম করিতে দেয় না।

আত্মাও আমাদের দুর্ব্বলতার প্রতীকার করেন।

ইফি, ৪; ৩০। রো, ১৫; ৩০—যোহ, ১৪; ২৬—যিশ, ৬৩; ৯, ১০।
১ যোহ, ৪; ১৩—ইফি, ১; ১৩, ১৪—গাল, ৫; ১৬, ১৭। রো, ৮; ২৬।

আহা! তোমার ভয়কারিদের জন্যে সঞ্চিত......তোমার মঙ্গল কেমন মহৎ।

হাঁ, আদিকালাবধি মনুষ্যেরা [এমত কথা] শুনে নাই, এবং কর্ণে টের পায় নাই, এবং কোন চক্ষু [এমত] দর্শন পায় নাই, তুমি ব্যতীত আপন অপেক্ষাকারীদের পক্ষে কার্য্যসাধক [অন্য] ঈশ্বর নাই।—[কাহারও] চক্ষু যাহা দেখে নাই, এবং কর্ণ শুনে নাই, এবং মনুষ্যের হৃদয়াকাশে যাহা উঠে নাই, এমত যে যে বিষয় ঈশ্বর আপন প্রেমকারীদের নিমিত্তে প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাই [কহিতেছি]।—আমাদের কাছে ঈশ্বর আপন আত্মাদ্বারা তাহা প্রকাশ করিয়াছেন।—আমাকে জীবনের পথ জ্ঞাত করিবা, ও আপনার সম্মুখে তৃপ্তিকর আনন্দ, ও আপনার দক্ষিণে নিত্য সুখভোগ [দিবা]।

হে ঈশ্বর, তোমার দয়া কেমন বহুমূল্য। তজ্জন্য মনুষ্যসন্তানবর্গ তোমার পক্ষচ্ছায়ার শরণ লয়। তাহারা তোমার গৃহের পুষ্টিকর দ্রব্যে তৃপ্ত হয়, এবং তুমি তাহাদিগকে আপন আনন্দনদীর জল পান করাইয়া থাক।

ভক্তি সর্ব্ববিষয়ে ফলদায়িকা, কারণ সে [জীবনের,] ঐহিক ও পারত্রিক জীবনের প্রতিজ্ঞা সমন্বিত।

গী, ৩১, ১৯। যিশ, ৬৪, ৪—১ক, ২; ৯, ১০—গী, ১৬, ১১।
গী, ৩৬, ৭, ৮। ১ তীম, ৪, ৮।

সেই মহান্ পালরক্ষক...আমাদের প্রভু যীশু।

আমিই উত্তম পালরক্ষক; আমার নিজস্ব সকলকে জানি, এবং আমার নিজস্ব সকলে আমাকে জানে। আমার মেষগণ আমাব রব শুনে; আর আমি তাহাদিগকে জানি, এবং তাহারা আমার পশ্চাদ্গমন করে, এবং আমি তাহাদিগকে অনন্ত জীবন দি; তাহারা অনন্তকালেও বিনষ্ট হইবে না, এবং কেহ আমার হস্ত হইতে তাহাদিগকে কাড়িয়া লইবে না।

সদাপ্রভু আমার পালক, আমার অভাব হইবে না। তিনি তৃণভূষিত চরাণীতে আমাকে শয়ন করান ও শান্তিবাহ জলের ধারে ধারে চালান। তিনি আমার প্রাণ পুনরায় স্বস্থ করেন, ও আপন নামের গুণে আমাকে ধর্ম্মমার্গে গমন করান।

আমরা সকলে মেষগণের ন্যায় ভ্রান্ত ছিলাম, প্রত্যেকে আপন আপন পথের দিগে ফিরিযাছিলাম; কিন্তু সদাপ্রভু আমাদের সকলকার অপরাধ তাঁহার উপরে বর্ত্তাইলেন।—আমিই উত্তম পালরক্ষক; যে উত্তম পালরক্ষক, সে মেষগণের নিমিত্তে আপন প্রাণ ত্যাগ করে।—আমি হারাণের অন্বেষণ করিব, ও দূরীকৃতকে ফিরিয়া আনিব, ও ভগ্নাঙ্গের অঙ্গ বাঁধিব, ও পীড়িতকে বলবান করিব।—তোমরা মেষের ন্যায় ভ্রমণকারী ছিলা, কিন্তু সম্প্রতি তোমাদের জীবাত্মার অধ্যক্ষ পালরক্ষকের প্রতি পরাবৃত্ত হইয়াছ।

ইব্র, ১৩; ২০। যোহ, ১০; ১৪, ২৭, ২৮। গী, ২৩; ১-৩।
যিশ, ৫৩; ৬—যোহ, ১০; ১১—যিহি, ৩৪; ১৬—১ পি, ২; ২৫।

সদাপ্রভু মঙ্গলস্বরূপ, সঙ্কটের দিনে তিনি আশ্রয়স্বরূপ; হাঁ, তিনি আপনার শরণাগতদিগকে জ্ঞাত আছেন।

বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভুর প্রশংসা কর, কেননা সদাপ্রভু মঙ্গলস্বরূপ, হাঁ, তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী।—ঈশ্বর আমাদের আশ্রয় ও বলস্বরূপ, তিনি সঙ্কটকালে নিতান্ত সুগম উপকারী।—"আমি সদাপ্রভুকে কহিতেছি, [তুমি] আমার আশ্রয় ও আমার দুর্গস্বরূপ ও আমার বিশ্বাসভূমি ঈশ্বর।"—তোমার তুল্য কে? তুমি সদাপ্রভুকর্ত্তৃক নিস্তারিত এক জাতি, তিনি তোমার সহকারি ঢাল ও মাহাত্ম্যদায়ি খড়্গ।—তিনিই ঈশ্বর তাঁহার পথ যথার্থ, সদাপ্রভুর বাক্য সুপরীক্ষিত, তিনি নিজ শরণাগত সকলের ঢালস্বরূপ। কেননা সদাপ্রভু ব্যতীত আর ঈশ্বর কে আছেন? এবং আমাদের ঈশ্বর ব্যতীত আর ধর কে আছে?

কিন্তু যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে প্রেম করে, সেই তাঁহার জানা লোক।—তথাপি ঈশ্বর-স্থাপিত দৃঢ় ভিত্তিমূল স্থির রহিয়াছে, এবং তাহার উপরে এই কথা মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে, "প্রভু জানেন, কে কে তাঁহার;" এবং "যে কেহ প্রভুর নাম করে, সে অধার্ম্মিকতা-হইতে অপক্রমণ করুক।"—সদাপ্রভু ধার্ম্মিকগণের গতি জানেন, কিন্তু দুষ্টদের গতি বিনষ্ট হইবে।—তুমি আমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র, এবং আমি নামদ্বারা তোমাকে জানি।

নহূ, ১; ৭। যির, ৩৩, ১১—গী, ৪৬; ১—গী, ৯১; ২—দ্বি, ৩৩; ২৯—২ শমূ, ২২, ৩১, ৩২। ১ক, ৮; ৩—২ তীম, ২; ১৯—গী, ৩১, ৬—যা, ৩৩; ১৭।

আমরা [ত্রাণকর্ত্তার] আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি।

যাবতীয় মনুষ্যের প্রতি ঈশ্বরের পরিত্রাণাবহ অনুগ্রহ আবির্ভূত হইয়াছে, এবং আমাদিগকে এই নীতি শিক্ষা দিতেছে, যেন আমরা ভক্তিহীনতা ও সাংসারিক অভিলাষ সকল অস্বীকার করিয়া বিনীত ও ন্যায়পরায়ণ ও ভক্তভাবে এই বর্ত্তমান যুগে জীবন যাপন করি, এবং পরমানন্দের আশাসিদ্ধি ও আমাদের মহান্ ঈশ্বর ও ত্রাণকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্টের প্রতাপের আবির্ভাব অপেক্ষা করি। তিনি আমাদিগকে যাবতীয় অধর্ম্মহইতে মুক্ত করণার্থে এবং সৎক্রিয়াতে উদ্‌যোগী আপনার নিজস্ব প্রজারূপে শুচি করণার্থে আমাদের নিমিত্তে আপনাকে প্রদান করিলেন।—তাঁহার প্রতিজ্ঞানুসারে আমরা ধর্ম্মের নিবাস নূতন গগণমণ্ডলের ও নূতন পৃথিবীর অপেক্ষাতে আছি। অতএব, হে প্রিয়েরা, এই সকলের অপেক্ষা করত তোমরা যেন তাঁহার কাছে নিষ্কলঙ্ক ও দোষরহিত হইয়া শান্তিতে আবিষ্কৃত হও, তজ্জন্য যত্ন কর।

খ্রীষ্টও এক বার অনেকের পাপভার বহনার্থে উৎসৃষ্ট হইয়াছেন, এবং দ্বিতীয় বার পরিত্রাণের নিমিত্তে আপনার অপেক্ষাকারীদিগকে বিনা পাপে দর্শন দিবেন।—সেই সময়ে লোকে বলিবে, এই দেখ, আমাদের ঈশ্বর; ইনি আমাদিগকে ত্রাণ করিবেন বলিয়া আমরা ইহাঁর অপেক্ষাতে ছিলাম; ইনিই আমাদের অপেক্ষিত সদাপ্রভু; আইস, আমরা ইহাঁর কৃত পরিত্রাণেতে উল্লাসিত হইয়া আনন্দ করি।

ফিলি, ৩; ২০। তী, ২; ১১-১৪—২ পি, ৩; ১৩, ১৪।
ইব্র, ৯; ২৮—যিশ, ২৫; ৯।

বক্তেব মধ্যে প্রাণিব প্রাণ থাকে, এবং তোমাদেব প্রাণেব কাবণ প্রাযশ্চিত্ত কবিতে আমি তাহা বেদিব উপবে তোমাদিগকে দিলাম ; প্রাণেব গুণে বক্তই প্রায়শ্চিত্ত হয়।

ঐ দেখ, ঈশ্বরেব মেষশাবক, যিনি জগতের পাপভার লইয়া যান।—নির্দ্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক মেষশাবকস্বরূপ খ্রীষ্টের বহুমূল্য রক্তদ্বারা [মুক্ত হইযাছ]।

বিনা রক্তসেচনে পাপ মোচন হয না।—তাঁহার পুত্র যীশু খ্রীষ্টের রক্ত যাবতীয় পাপ হইতে আমাদিগকে শুচি করে।

[তিনি] নিজ রক্তের গুণে একেবারে পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিয়া অনন্তকালস্থাযী মুক্তি আবিষ্কৃত করিলেন।— অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, যীশু আমাদের জন্য স্বশরীররূপ তিরস্করিণী দিযা জীবনময় নূতন এক পথ সংস্কার করিয়াছেন ; আমরা সেই পথে যীশুর রক্তের গুণে পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিতে সাহসবিশিষ্ট হইয়াছি ; আইস, আমরা সত্যময় হৃদয় সহকারে বিশ্বাসের কৃতনিশ্চয়তাতে [ঈশ্বর সমীপে] উপস্থিত হই।

বিশেষ মূল্যে ক্রীত হইয়াছ। অতএব তোমাদের দেহে ও তোমাদের আত্মাতে ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত কর, কেননা উভয়ই ঈশ্বরের।

লে, ১৭, ১১। যোহ, ১; ২৯—১ পি, ১, ১৯। ইব্র, ৯, ২২—১ যোহ, ১, ৭। ইব্র, ৯, ১২—ঐ, ১০, ১৯, ২০, ২২। ১ক, ৬, ২০।

অতএব আইস, আমরা সেই বিশ্রামস্থানে প্রবেশ করিতে যত্ন করি।

সঙ্কীর্ণ দ্বার দিয়া প্রবেশ কর, কেননা সর্ব্বনাশে যাইবার দ্বার প্রশস্ত ও পথ পরিসর, জীবনে যাইবার দ্বার সঙ্কীর্ণ ও পথ দুর্গম, এবং অল্প লোক তাহার উদ্দেশ পায়।—স্বর্গরাজ্য বলাক্রান্ত হইতেছে, এবং আক্রমি লোকেরা বলেতে তাহা অধিকার করিতেছে।—নশ্বর ভক্ষ্যের নিমিত্তে শ্রম করিও না, কিন্তু যে ভক্ষ্য অনন্ত জীবন পর্য্যন্ত থাকে, তাহার নিমিত্তে শ্রম কর; আর মনুষ্যপুত্র তোমদিগকে সেই ভক্ষ্য দিবেন।

তোমরা আপন আপন আহুততা ও মনোনীতত্তা দৃঢ় করিতে অধিক যত্ন কর, ...এই রূপে আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্টের অনন্ত রাজ্যে প্রবেশ করণের উপায় বাহুল্যরূপে তোমাদিগকে যোগান যাইবে। — তোমরা যাহাতে পণ প্রাপ্ত হও, এমন রূপে দৌড়। আর যে কেহ মল্লযুদ্ধ করে, সে সর্ব্ববিষয়ে ইন্দ্রিয় দমন করে। ইহাতে উহারা ক্ষয়ণীয় মুকুট পাইতে চেষ্টা করে, কিন্তু আমরা অক্ষয় মুকুট পাইতে চেষ্টান্বিত।

ফলতঃ যে ব্যক্তি তাঁহার বিশ্রামস্থানে প্রবিষ্ট হইল, সে ঈশ্বরের ন্যায় আপনার সমস্ত কর্ম্ম হইতে বিশ্রাম করিতে পাইল।— সদাপ্রভুই তোমার অনন্তকালস্থায়ি জ্যোতিঃ, এবং তোমার ঈশ্বরই তোমার ভূষাস্বরূপ হইবেন।

ইব্রি, ৪; ১১। ম, ৭; ১৩, ১৪ — ঐ, ১১; ১২—যোহ, ৬; ২৭।
২ পি, ১; ১০, ১১ — ১ক, ৯; ২৪, ২৫। ইব্রি, ৪; ১০ — যিশ, ৬০; ১৯।

তুমি...ইস্রায়েল্ [ঈশ্বরজয়ী] নামে বিখ্যাত হইবা; কেননা তুমি রাজার ন্যায় ঈশ্বরের ও মনুষ্যদের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছ।

আপন বলে রাজার ন্যায় ঈশ্বরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। হাঁ, সে দূতের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছিল; সে তাঁহার নিকটে রোদন ও বিনতি করিল।—[আব্রাহাম] ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা লইয়া অবিশ্বাস বশতঃ সন্দেহ করিলেন তাহা নয়; কিন্তু বিশ্বাসে বলবান্ হইয়া ঈশ্বরের গৌরব স্বীকার করিলেন।

ঈশ্বরেতে বিশ্বাস রাখ। আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, কেহ যদি এই পর্ব্বতকে বলে, তুমি সরিয়া গিয়া সমুদ্রে পড়, অথচ মনে মনে সংশয় না করে, কিন্তু যাহা বলে তাহা ঘটিবে, এমন বিশ্বাস যদি করে, তবে তাহার বাক্য সফল হইবে। এই জন্যে আমি তোমাদিগকে বলি, প্রার্থনার সময়ে যাহা যাহা যাচ্ঞা কর তাহা সকলই পাইলা, এমত বিশ্বাস করিও, তাহাতে প্রাপ্ত হইবা।—যদি বিশ্বাস করিতে পার, তবে বিশ্বাসী লোকের সকলই সাধ্য।—ধন্যা তুমি যে বিশ্বাস করিলা; যেহেতুক প্রভুহইতে যাহা যাহা তোমাকে কহা গিয়াছে, তাহা সিদ্ধি পাইবে।

আমাদিগের বিশ্বাসের বৃদ্ধি করুন।

আদি, ৩২; ২৮। হো, ১২; ৩, ৪ — রো, ৪; ২০।
ম, ১১; ২২-২৪ — মা, ৯; ২৩ — লূ, ১; ৪৫। লূ, ১৭; ৫।

আত্মার ফল সহিষ্ণুতা, মাধুর্য্য।

সদাপ্রভু, সদাপ্রভু, ঈশ্বর, স্নেহশীল ও কৃপাময়, ক্রোধে ধীর এবং দয়াতে ও সত্যে মহান্।

তোমরা যে আহ্বানে আহূত হইয়াছ, তাহার যোগ্য আচরণ কর। অর্থাৎ যাবতীয় নম্রতা ও মৃদুতা সহকারে, [বিশেষতঃ] সহিষ্ণুতা সহকারে চল; প্রেমে পরস্পর ক্ষমাশীল,......হও।—তোমরা বরং পরস্পর মধুরস্বভাব ও আশুকরুণাময় হও, এবং খ্রীষ্টেতে ঈশ্বর যেমন তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন, তোমরাও তেমনি পরস্পর ক্ষমা কর।—যে বিজ্ঞতা ঊর্দ্ধহইতে [আইসে], তাহা প্রথমে শুচি, পরে শান্তিপ্রিয়, ক্ষান্ত, অনায়াসে অনুনীত, দয়া প্রভৃতি উত্তম ফলেতে পরিপূর্ণ, অসন্দিগ্ধ ও নিষ্কপট।—প্রেম চিরসহিষ্ণু ও মধুর।

ক্লান্ত না হইলে স্বসময়ে... ফল পাইব।—অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা প্রভুর আগমন পর্য্যন্ত সহিষ্ণু থাক। দেখ, কৃষাণ ভূমির বহুমূল্য ফল অপেক্ষা করে, এবং যত দিন অগ্রিম ও অন্তিম বৃষ্টি লাভ না হয়, তত দিন তাহার বিষয়ে সহিষ্ণু থাকে। তোমরাও সহিষ্ণু থাক; আপন আপন হৃদয় সুস্থির কর, কেননা প্রভুর আগমন সন্নিকট।

গাল, ৫; ২২। যা, ৩৪; ৬। ইফি, ৪; ১, ২ — ইফি, ৪; ৩২ — যাক, ৩; ১৭ — ১ক, ১৩; ৪। গাল, ৬; ৯ — যাক, ৫; ৭, ৮।

আর তোমরা এই রূপে তাহা ভোজন করিবা, ফলতঃ কটিবন্ধন করিয়া......ত্বরান্বিত হইয়া তাহা ভোজন করিবা; ইহা সদাপ্রভুর নিস্তারপর্ব্ব।

উঠ, প্রস্থান কর, এ তো বিশ্রামের স্থান নয়।—এখানে তো আমাদের চিরস্থায়ী নগর নাই; কিন্তু আমরা সেই ভাবী নগরের অন্বেষণ করিতেছি।—ঈশ্বরের প্রজাদের নিমিত্তে বিশ্রামবারের ভোগ বাকী রহিয়াছে।

তোমাদের কটি বদ্ধ ও প্রদীপ প্রজ্বলিত থাকুক; এবং তোমরা এমত লোকদের সদৃশ হও, যাহারা বিবাহোৎসবহইতে আপন প্রভুর উঠিবার সময় পর্য্যন্ত তাঁহার অপেক্ষাতে থাকে, যেন তিনি আসিয়া দ্বারে আঘাত করিলে তাহারা তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিমিত্তে দ্বার খুলিয়া দিতে পারে। প্রভু আসিয়া যাহাদিগকে জাগ্রৎ দেখিবেন, সেই দাসেরা ধন্য।—অতএব তোমরা আপন আপন চিত্ত বদ্ধকটি করিয়া প্রবুদ্ধ হও, এবং যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশপ্রাপ্তিতে [প্রদর্শনীয] যে অনুগ্রহ তোমাদের নিকটে আনীত হইতেছে, তাহার অপেক্ষাতে সম্পূর্ণ প্রত্যাশা রাখ।

একটী [কথা বলিতে পারি], পশ্চাৎস্থিত বিষয় সকল আর স্মরণ না করিয়া, ...আমি খ্রীষ্ট যীশুতে ঈশ্বরের [কৃত] ঊর্দ্ধলোকীয় আহ্বানের পণ পাইতে যত্ন করিতেছি। অতএব আইস, আমরা যত লোক সিদ্ধ আছি, সকলে ইহা ভাবি।

যা, ১২; ১১। মী, ২; ১০ — ইব্র, ১৩; ১৪ — ঐ, ৪; ৯।
লূ, ১২; ৩৫-৩৭ — ১ পি, ১; ১৩। ফিলি, ৩; ১৩-১৫।

অতএব জাগ্রত থাক; কারণ মনুষ্যপুত্র কোন্ দিবসে ও কোন্ দণ্ডে আসিবেন, তাহা তোমরা জান না।

কিন্তু আপনাদের বিষয়ে সাবধান থাক; পাছে কোন সময়ে মদ্যভারে ও মত্ততাতে এবং জীবিকার চিন্তাতে তোমাদের হৃদয় ভারী হইলে সেই দিন অকস্মাৎ তোমাদের প্রতি উপস্থিত হয়। কেননা ফাঁদের ন্যায় তাহা সমস্ত ভূতলে বাসকারি সকলের প্রতি উপস্থিত হইবে। অতএব তোমরা যেন এই সকল ভাবী ঘটনা উত্তীর্ণ হইতে এবং মনুষ্যপুত্রের সম্মুখে দাঁড়াইতে যোগ্য হও, এই নিমিত্তে সর্ব্বসময়ে প্রার্থনা করিতে করিতে জাগ্রৎ থাক।

আপনারা বিলক্ষণরূপে জান, রাত্রিকালে যেমন চোর, তেমনি প্রভুর দিন আইসে। ফলতঃ লোকে যখন বলে, শান্তি ও নির্ব্বিঘ্নতা, তখন তাহাদের কাছে গর্ব্ভবতীর প্রসববেদনার ন্যায় আকস্মিক সংহার উপস্থিত হয়, তাহারা কোন ক্রমে এড়াইতে পারে না। কিন্তু, হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা অন্ধকারে নহ, অতএব তোমাদের নিকটে সেই দিবস কেন চোরের ন্যায় হঠাৎ উপস্থিত হইবে? তোমরা তো সকলে আলোর সন্তান ও দিবসের সন্তান, আমরা রাত্রির কিম্বা অন্ধকারের লোক নহি। অতএব আইস, আমরা অপরদিগের ন্যায় না ঘুমাই, বরং জাগিয়া প্রবুদ্ধ থাকি।

ম, ২৫; ১৩। লূ, ২১; ৩৪-৩৬। ১ থিষ, ৫; ২-৬।

এই গৃহের পূর্ব্ব প্রতাপ অপেক্ষা উত্তর প্রতাপ গুরুতর হইবে; এবং এই স্থানে আমি শান্তি প্রদান করিব।

সদাপ্রভুর জন্যে যে গৃহ নির্ম্মাণ করা যাইবে, তাহা অতিশয় বৃহৎ হইবে, ও তাহার কীর্ত্তি ও যশ যাবতীয় দেশ ব্যাপিবে।—গৃহটী সদাপ্রভুর প্রতাপে পরিপূর্ণ হইল।

যীশু...কহিলেন, এই প্রাসাদ ভাঙ্গিয়া ফেল, আমি তিন দিনের মধ্যে তাহা তুলিয়া দিব। তিনি আপন দেহরূপ প্রাসাদের বিষয়ে ঐ কথা কহিতেছিলেন।—ঐ বাক্য মাংসে মূর্ত্তিমান হইয়া আমাদের মধ্যে প্রবাস করিয়াছেন, এবং আমরা তাঁহার মহিমা দেখিয়াছি, সেই মহিমা পিতার নিকটহইতে [আগত] একজাত পুত্রের উপযুক্ত, [তিনি] অনুগ্রহে ও সত্যে পরিপূর্ণ।—ঈশ্বর এই অন্তিম কালে পুত্রদ্বারা আমাদিগকে কথা কহিলেন। তিনি তাঁহাকেই সর্ব্বাধিকারী দায়াদ করিয়াছেন, এবং তাঁহারই দ্বারা যুগকলাপের রচনাও করিয়াছেন।

ঊর্দ্ধলোকে ঈশ্বরের মহিমা, এবং পৃথিবীতে শান্তি; মনুষ্যদিগেতে প্রীতি।—শান্তিরাজ, তাঁহার এই নাম হইল।— তিনিই আমাদের শান্তি।— যাবতীয় বুদ্ধিহইতে উৎকৃষ্ট যে ঈশ্বরের শান্তি, তাহা তোমাদের হৃদয় ও মতি খ্রীষ্ট যীশুতে রক্ষা করিবে।

হগয়, ২; ৯। ১ বং, ২২; ৫—২ বং, ৭; ২। যোহ, ২; ১৯, ২১—যোহ, ১; ১৪। ইব্র, ১; ১, ২। লূ, ২; ১৪—যিশ, ৯; ৬—ইফি, ২; ১৪—ফিল, ৪; ৭।

সেই প্রকারে আজ্ঞাপিত সমস্ত কর্ম্ম করিলে পর তোমরাও বলিও,
আমরা অনুপযোগী দাস, যাহা করিতে বদ্ধ ছিলাম,
তাহাই করিলাম।

—◆◆◆—

অতএব শ্লাঘা কোথায়? তাহা দূরীকৃত হইল। কিরূপ ব্যবস্থাদ্বারা? কি ক্রিয়ার ব্যবস্থাদ্বারা? না, কিন্তু বিশ্বাসের ব্যবস্থাদ্বারা।—যাহা দানরূপে না পাইয়াছ, তাদৃশ বা কি তোমার আছে? আর যদি বাস্তবিক দান পাইয়া থাক, তবে দান না বলিয়া তাহার শ্লাঘা কেন করিতেছ?—অনুগ্রহেতেই বিশ্বাসদ্বারা তোমরা পরিত্রাণ পাইয়াছ; এবং তাহা তোমাদের হইতে হয় নাই, ঈশ্বরেরই দান আছে; তাহা কর্ম্মের ফল নয়; কেহ যেন শ্লাঘা না করে। কারণ আমরা তাঁহারই রচনা, সৎক্রিয়ার নিমিত্তে খ্রীষ্ট যীশুতে তাঁহার সৃষ্ট বস্তু, কেননা ঈশ্বর তাহা আমাদের গন্তব্য পথ করিয়া পূর্ব্বে প্রস্তুত করিয়াছেন।

যে আছি, ঈশ্বরের অনুগ্রহে সেই আছি, এবং আমার প্রতি [কৃত] তাঁহার অনুগ্রহ বৃথা হয় নাই। বরঞ্চ অন্য সকল অপেক্ষা আমি অধিক শ্রম করিয়াছি; কিন্তু আমি করিয়াছি তাহা নয়, আমার সঙ্গী যে ঈশ্বরের অনুগ্রহ সেই করিয়াছে।—যেহেতুক বস্তুমাত্রই তাঁহাহইতে ও তাঁহার দ্বারা ও তাঁহার নিমিত্তে হইয়াছে।—তোমার হস্তহইতে যাহা পাইয়াছি তাহাই তোমাকে দিলাম।

আপনার এই দাসকে বিচারে আনিও না, কেননা তোমার সাক্ষাতে কোন প্রাণী ধার্ম্মিক নয়।

লূ, ১৭; ১০। রো, ৩; ২৭—১ক, ৪; ৭—ইফি, ২; ৮-১০।
১ক, ১৫, ১০—রো, ১১; ৩৬—১বং ২৯; ১৪। গী, ১৪৩; ২।

তিনি আপন স্নেহে মৌনাবলম্বী।

অন্য সকল জাতি অপেক্ষা তোমরা সংখ্যাতে অধিক, এ কারণ সদাপ্রভু তোমাদিগকে স্নেহ ও মনোনীত করিয়াছেন, তাহা নয়; কেননা সমস্ত জাতির মধ্যে তোমরা অল্পসংখ্যক। কিন্তু সদাপ্রভু তোমাদিগকে প্রেম করেন।—আমরা তাঁহাকে প্রেম করি, কারণ তিনিই প্রথমে আমাদিগকে প্রেম করিয়াছেন।— তোমাদিগকে পবিত্র, ও নিষ্কলঙ্ক ও নির্দ্দোষ করিয়া আপনার সাক্ষাতে স্থাপন করিবার জন্যে তিনি এখন খ্রীষ্টের মাংসময় দেহে মৃত্যুদ্বারা সম্পূর্ণরূপে সম্মিলিত করিলেন।

ইহাতেই প্রেম আছে। আমরা যে ঈশ্বরকে প্রেম করিয়াছিলাম, তাহা নয়; কিন্তু তিনিই আমাদিগকে প্রেম করিলেন, এবং আমাদের পাপনিমিত্তক প্রায়শ্চিত্ত-রূপে আপন পুত্রকে পাঠাইয়া দিলেন।—ঈশ্বর আমাদের প্রতি নিজ প্রেম [স্পষ্টরূপে] দেখাইতেছেন; কারণ ইতিপূর্ব্বে আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখন আমাদের-নিমিত্তে খ্রীষ্ট মরিলেন।

আর দেখ, স্বর্গহইতে এক বাণী হইল, যথা, "ইনি আমার প্রিয় পুত্র, ইহাতেই আমি প্রীত।"—পিতা আমাকে প্রেম করেন, কারণ আমি আপন প্রাণ ত্যাগ করি, যেন পুনরায় তাহা গ্রহণ করি।—তাঁহার প্রতাপের প্রতিবিম্ব ও তত্ত্বের মুদ্রাঙ্ক, এবং আপন পরাক্রমের বাক্যে বিশ্বের ধারণকর্ত্তা সেই পুত্র নিজ প্রাণদ্বারা আমাদের পাপের মার্জ্জনা করিয়া ঊর্দ্ধলোকে মহিমার দক্ষিণে উপবিষ্ট হইলেন।

সফ, ৩; ১৭। দ্বি, ৭; ৭, ৮ — ১ যোহ, ৪; ১৯ — কল, ১; ২২।
১ যোহ, ৪; ১০ — রো, ৫; ৮। ম, ৩; ১৭ — যোহ, ১০; ১৭ — ইব্র, ১; ৩।

নিরুৎসাহ না হইয়া সতত প্রার্থনা করা উচিত।

তোমাদের মধ্যে যাহার বন্ধু আছে, সে যদি অর্দ্ধরাত্র সময়ে তাহার নিকটে যাইয়া বলে, মিত্র, আমাকে তিনখান রুটী ধার দেও; কেননা আমার বাটীতে এক পথিক বন্ধু আইল, তাহাকে পরিবেষণ করিতে আমার কিছুই নাই; তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ভিতরে থাকিয়া কি এমন উত্তর দিবে, আমাকে দুঃখ দিও না; এখন দ্বার বন্ধ, এবং আমার সন্তানেরা আমার সহিত শয়নে আছে, তোমাকে দিবার জন্যে উঠিতে পারি না? আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, সে যদ্যপি বন্ধু বলিয়া তাহা দিতে না উঠে, তথাপি উহার আগ্রহ প্রযুক্তই উঠিয়া যত উহার প্রয়োজন ততই দিবে।—যাবতীয় প্রার্থনা ও বিনতি সহকারে [তাহা করত] সর্ব্বসময়ে আত্মার অধীনে প্রার্থনা কর, এবং ইহারই নিমিত্তে জাগ্রৎ থাকিয়া যাবতীয় পবিত্র লোকের জন্যে সম্পূর্ণ অধ্যবসায়ে ও বিনতিতে [প্রবৃত্ত থাক]।

আমাকে আশীর্ব্বাদ না করিলে তোমাকে ছাড়িব না।—তুমি রাজার ন্যায় ঈশ্বরের ও মনুষ্যদের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছ।— তোমরা প্রার্থনাতে অধ্য-বসায়ী হও, এবং ধন্যবাদ সহকারে তাহাতে জাগ্রৎ থাক।

[যীশু] প্রার্থনা করণার্থে পর্ব্বতে গমন করিয়া ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতে করিতে সমস্ত রাত্রি যাপন করিলেন।

লূ, ১৮; ১। লূ, ১১; ৫-৮ — ইফি, ৬; ১৮। আদি, ৩২; ২৬, ২৮ — কল, ৪; ২। লূ, ৬; ১২।

সে যে কিছু করে, সদাপ্রভু তাহার হস্তে তাহা সিদ্ধ করিতেছেন।

যে কেহ সদাপ্রভুকে ভয় করে ও তাঁহার পথে চলে, সে ধন্য।— তুমি আপন হস্তের পরিশ্রমের ফল ভোগ করিবা, তুমি ধন্য হইবা, ও তোমার মঙ্গল হইবে।— সদাপ্রভুতে নির্ভর করত সদাচরণ কর, দেশে বাস করত বিশ্বস্ততারূপ ক্ষেত্রে চর। এবং সদাপ্রভুতে আমোদ কর, তাহাতে তিনি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন।— ত্রাসযুক্ত কি নিরাশ হইও না, কেননা তুমি যে কিছু করিতে যাইবা, সেই সকলেতে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার সঙ্গে থাকিবেন।

প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্য ও তাঁহার ধার্ম্মিকতার চেষ্টা কর, তাহা হইলে ঐ সকল দ্রব্যও তোমাদিগকে দত্ত হইবে।

[সে] যত কাল সদাপ্রভুর অন্বেষণ করিল, তত কাল ঈশ্বর তাহাকে ভাগ্যবান করিলেন।—সাবধান, তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুকে বিস্মৃত হইও না; আমি অদ্য তাঁহার যে যে আজ্ঞা ও বিধি ও শাসন তোমাকে দি, তাহা পালন করিতে ত্রুটি করিও না। এবং আমার পরাক্রম ও বাহুবলেতে আমি এই সকল ঐশ্বর্য্য পাইলাম, এমন কথা মনে মনে কহিও না।

তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন, এবং সর্ব্বদিগে তোমাদিগকে বিশ্রাম দিয়াছেন।

আদি, ৩৯; ৩। গী, ১২৮; ১, ২— ঐ ৩৭; ৩, ৪ — যিহ, ১; ৯।
ম, ৬; ৩৩। ২ বং, ২৬; ৫— দ্বি, ৮; ১১, ১৭। ১ বং, ২২; ১৮।

সেই ব্যক্তি যেরূপ কথা কহে, তদ্রূপ কথা কোন মনুষ্য কখনও কহে নাই।

তুমি মনুষ্যসন্তানগণ অপেক্ষা পরম সুন্দর; তোমার ওষ্ঠাধরে অনুগ্রহের প্রবাহ থাকে; এই নিমিত্তে ঈশ্বর অনন্তকালের জন্যে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।— আমি যেন ক্লান্ত লোককে বাক্যদ্বারা সুস্থির করিতে পারি, এই নিমিত্তে প্রভু সদা-প্রভু আমাকে শিক্ষিত লোকের জিহ্বা দিয়াছেন।—তাঁহার তালু নিতান্ত মধুর; তিনি সর্ব্বতোভাবে মনোহর। এই আমার প্রিয়, এই আমার সখা।

সকলে তাঁহার বিষয়ে প্রমাণ দিতে, ও তাঁহার মুখ হইতে নির্গত প্রীতিজনক বাক্যে আশ্চর্য্য বোধ করিতে লাগিল।—যেহেতুক তিনি তাহাদের শাস্ত্রাধ্যাপকগণের ন্যায় উপদেশ দিতেন না, কিন্তু ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির ন্যায় তাহাদিগকে উপদেশ দিতেন।

খ্রীষ্টের বাক্য বাহুল্যরূপে তোমাদের অন্তরে বাস করুক।—আত্মার খড়্গ অর্থাৎ ঈশ্বরের বাক্য।—কেননা ঈশ্বরের বাক্য জীবনযুক্ত ও স্বকার্য্যসাধক, ও যাবতীয় দ্বিধার খড়্গ অপেক্ষা তীক্ষ্ণ।—আমাদের যুদ্ধাস্ত্র শারীরিক নহে, কিন্তু দুর্গাদি ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্যে তাহা ঈশ্বরের পক্ষে প্রবল। আমরা বিতর্কশ্রেণীকে, এবং ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞানের প্রতিকূলে উত্থাপিত যাবতীয় উচ্চ বস্তু ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছি, এব যাবতীয় মতিকে বন্দি করিয়া খ্রীষ্টের আজ্ঞাবহ করিতেছি।

যোহ, ৭; ৪৬। গী, ৪৫; ২—যিশ, ৫০; ৪—পঃ গী, ৫; ১৬।

লূ, ৪; ২২—ম, ৭; ২৯। কল, ৩; ১৬—ইফি, ৬; ১৭—ইব্র, ৪; ১২—২ক, ১০; ৪, ৫।

সেই কনিষ্ঠ পুত্র সমস্ত ধন একত্র করিয়া লইয়া দূরদেশে প্রস্থান করিল; তথায় সে নষ্টের মত আচরণ করত নিজ সম্পত্তি উড়াইয়া দিল।

আর তোমরা কেহ কেহ সেই প্রকার লোক ছিলা; কিন্তু প্রভু যীশুর নামে ও আমাদের ঈশ্বরের আত্মাতে তোমরা স্নান করিয়া ধৌত হইয়াছ, পবিত্রীকৃত হইয়াছ, ধার্ম্মিকীকৃত হইয়াছ।

অন্য সকলের ন্যায় স্বভাবতঃ ক্রোধের সন্তান ছিলাম। কিন্তু দয়াধনে ধনবান্ ঈশ্বর যে মহাপ্রেমেতে আমাদিগকে প্রেম করিলেন, তৎপ্রযুক্ত আমাদিগকে, হাঁ, অপরাধে মৃত আমাদিগকে খ্রীষ্টের সহিত জীবিত করিলেন; অনুগ্রহেতেই তোমরা পরিত্রাণ পাইয়াছ। এবং খ্রীষ্ট যীশুতে করিয়া তাঁহার সহিত আমাদিগকে উত্থাপন করিলেন, ও স্বর্গে উপবিষ্ট করিলেন।

ইহাতেই প্রেম আছে। আমরা যে ঈশ্বরকে প্রেম করিয়াছিলাম, তাহা নয়; কিন্তু তিনিই আমাদিগকে প্রেম করিলেন, এবং আমাদের পাপ নিমিত্তক প্রায়শ্চিত্ত-রূপে আপন পুত্রকে পাঠাইয়া দিলেন।

ঈশ্বর আমাদের প্রতি নিজ প্রেম [স্পষ্টরূপে] দেখাইতেছেন; কারণ ইতিপূর্ব্বে আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখন আমাদের নিমিত্তে খ্রীষ্ট মরিলেন। যখন শত্রু ছিলাম, তখন ঈশ্বরের পুত্রের মরণদ্বারা যদি ঈশ্বরের সহিত সম্মিলিত হইলাম, তবে সম্মিলিত হওয়াতে কত অধিক [অবাধে] তাঁহার জীবনে পরিত্রাণ পাইব।

লূ, ১৫; ১৩। ১ক, ৬; ১১। ইফি, ২; ৩-৬। ১ যোহ, ৪; ১০। রো, ৫; ৮, ১০।

পরে সে উঠিয়া আপন পিতার নিকট গমন করিল, তাহাতে দূরে থাকিতে তাহার পিতা তাহাকে দেখিতে পাইয়া করুণাবিষ্ট হইলেন; এবং দৌড়িয়া গিয়া তাহার গলা ধরিয়া তাহাকে চুম্বন করিলেন।

সদাপ্রভু স্নেহশীল ও কৃপাময়, ক্রোধে ধীর ও দয়াতে মহান্। তিনি নিত্য বিবাদ করেন না, ও অনন্তকাল অসন্তুষ্ট থাকেন না। তিনি আমাদের প্রতি আমাদের পাপানুযায়ী ব্যবহার করেন নাই, ও আমাদের অপরাধানুযায়ী প্রতিফল আমাদিগকে দেন নাই। বস্তুতঃ পৃথিবীর উপরে গগণমণ্ডল যত উচ্চ, আপন ভয়কারীদের উপরে তাঁহার দয়াও তত প্রভাবান্বিত। অস্তাচলহইতে উদয়াচল যত দূর, তিনি আমাদের হইতে আমাদের অপরাধ সকল তত দূর করিয়াছেন। পিতা সন্তানদের প্রতি যেমন করুণা করে, সদাপ্রভু আপন ভয়কারিদের প্রতি তেমনি করুণা করেন।

যে আত্মায় আমরা আব্বা, পিতঃ বলিয়া ডাকি, সেই দত্তকপুত্রতায় আত্মাকে পাইয়াছি। আর আমরা ঈশ্বরের সন্তান আছি, এ বিষয়ে আত্মা আপনিও আমাদের আত্মার সহিত সাক্ষ্য দিতেছেন।—তোমরা পূর্ব্বে দূরবর্ত্তী হইলেও খ্রীষ্টের রক্তদ্বারা নিকটবর্ত্তী হইয়াছ।— অতএব তোমরা আর অসম্পর্কীয় ও প্রবাসী নহ, কিন্তু পবিত্র লোকদের সহপৌর এবং ঈশ্বরের বাটীর অন্তরঙ্গ আছ।

লূ, ১৫; ২০। গী, ১০৩; ৮-১৩। রো, ৮; ১৫, ১৬ — ইফি, ২; ১৩, ১৯।

যে সকল দ্রব্য অগ্নিতে নষ্ট হয় না, সে সকল অগ্নির মধ্য দিয়া চালাইলে শুচি হইবে।

তোমরা আপন আপন সমস্ত হৃদয়ের ও সমস্ত প্রাণের সহিত আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে প্রেম কর কি না, তাহার নিশ্চয়ার্থে তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদের পরীক্ষা লইতেছেন।—তিনি রূপ্যপরিষ্কারকের ও শুচিকারকের ন্যায় বসিয়া লেবির সন্তানদিগকে শুচি করিবেন, এবং স্বর্ণের ও রূপ্যের ন্যায় তাহাদিগকে বিশুদ্ধ করিবেন; তাহাতে তাহারা সদাপ্রভুর [ভক্ত] হইয়া ধার্ম্মিকতাতে নৈবেদ্য উৎসর্গকারী লোক হইবে।—প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ম্ম প্রত্যক্ষ হইবে। ফলতঃ সেই দিন তাহা ব্যক্ত করিবে, কেননা সেই [দিনের] প্রকাশ অগ্নিতেই হয়, তাহাতে প্রত্যেকের কর্ম্ম যে কি কি প্রকার, ঐ অগ্নি তাহার পরীক্ষা করিবে।

তোমার প্রতি পুনর্ব্বার হস্ত প্রসারণ করিয়া ক্ষারদ্বারা তোমার খাইদ উড়াইয়া দিব; ও তোমার সমস্ত সীসা দূর করিব।—আমি তাহাদিগকে গলাইয়া তাহাদের পরীক্ষা করিব।

হে ঈশ্বর, তুমি আমাদিগের পরীক্ষা করিয়াছ, ও রূপ্য খাঁটী করিবার ন্যায় আমাদিগকে খাঁটী করিয়াছ।—আমরা অগ্নি ও জল দিয়া গমন করিয়াছি; তথাপি তুমি আমাদিগকে সমৃদ্ধিতে উত্তীর্ণ করিয়াছ।

অগ্নির মধ্য দিয়া চলিলে তুমি দগ্ধ হইবা না, ও তাহার শিখা তোমার দাহ জন্মাইবে না।

দ্বি, ১৩; ৩—মাল, ৩; ৩—১ক, ৩; ১৩। যিশ, ১; ২৫—যির, ৯; ৭। গী, ৬৬; ১০, ১২। যিশ, ৪৩; ২।

আমাতে থাক, আমিও তোমাদিগেতে থাকিব।
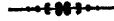
খ্রীষ্টের সহিত ক্রুশারোপিত হইয়াছি, তথাপি জীবিত আছি; সে আর আমি নয়, খ্রীষ্টই আমাতে জীবিত আছেন। ফলতঃ এখন শরীরে থাকিতে আমার যে জীবন আছে, তাহা আমি ঈশ্বরের পুত্রে বিশ্বাস করণে যাপন করিতেছি; তিনিই আমাকে প্রেম করিয়া আমার নিমিত্তে আপনাকে প্রদান করিলেন।—যেহেতুক আমি জানি যে আমাতে, অর্থাৎ আমার শরীরে, উত্তম কিছুই বাস করে না; আমার বাঞ্ছা সম্ভবে বটে, কিন্তু উত্তমের সম্পাদন সম্ভবে না। হায়, হায়, দুর্ভাগ্য মনুষ্য যে আমি, আমাকে এই মৃত্যুর দেহহইতে কে নিস্তার করিবে। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টদ্বারা আমি ঈশ্বরের ধন্যবাদ করি। যদি খ্রীষ্ট তোমাদিগেতে থাকেন, তবে পাপ প্রযুক্ত দেহ মৃত বটে, কিন্তু ধার্ম্মিকতা প্রযুক্ত আত্মা জীবনস্বরূপ।

তোমরা বিশ্বাসে বদ্ধমূল ও অটল থাক, এবং...যে সুসমাচার শুনিয়াছ,...... সেই সুসমাচারজাত প্রত্যাশাহইতে বিচলিত না হও।

হে বৎসেরা, তাঁহাতেই থাক, তাহা হইলে তিনি যখন প্রত্যক্ষ হইবেন, তখন আমরা সাহসযুক্ত হইব, তাঁহার আগমনকালে তাঁহাহইতে [দূরীকৃত ও] লজ্জিত হইব না।—আমি তাঁহাতে থাকি, এই কথা যে বলে, তাহার উচিত যে তিনি যেরূপ আচরণ করিতেন, সেও তদ্রূপ আচরণ করে।

যোহ, ১৫; ৪। গাল, ২; ২০ — রো, ৭, ১৮, ২৪, ২৫ — ঐ, ৮; ১০। কল, ১; ২৩। ১ যোহ, ২; ২৮ — ঐ, ২; ৬।

খ্রীষ্ট সম্বন্ধীয় দুঃখভোগ যেমন আমাদের প্রতি উপচিয়া পড়ে, তেমনি খ্রীষ্টদ্বারা আমাদের সান্ত্বনাও উপচিয়া পড়ে।

তাঁহার দুঃখভোগের সহভাগিতা।—যে পরিমাণে খ্রীষ্টের দুঃখভোগের সহভাগী হইতেছ, সেই পরিমাণে আনন্দ কর, তাহাতে তাঁহার প্রতাপের প্রকাশ প্রাপ্তিতেও উল্লাস পূর্ব্বক আনন্দ করিতে পারিবা।—যদি আমরা তাঁহার সহিত মরিয়া থাকি, তবে তাঁহার সহিত জীবিতও হইব।—আর যদি সন্তান হই, তবে দায়াদও হই, ঈশ্বরের দায়াদ ও খ্রীষ্টের সহদায়াদ হই। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে প্রতাপ ভোগ করিবার নিমিত্তে তাঁহার সঙ্গে দুঃখভোগ করা আমাদের আবশ্যক।

প্রতিজ্ঞারূপ দায়াংশের অধিকারীদিগকে আপন মন্ত্রণার অপরিবর্ত্তনীয়তা আরও অতিরিক্তরূপে দেখাইবার মানসে ঈশ্বর শপথের প্রয়োগদ্বারা মধ্যস্থালী করিলেন। [কি নিমিত্তে]? যে ব্যাপারে মিথ্যা কথা কহা ঈশ্বরের অসাধ্য, এমত অপরিবর্ত্তনীয় দুই ব্যাপারদ্বারা যেন সম্মুখস্থ প্রত্যাশা অবলম্বন করণে শরণার্থী পলাতক আমরা দৃঢ় আশ্বাস প্রাপ্ত হই।— আর আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট এবং আমাদের পিতা ঈশ্বর, যিনি আমাদিগকে প্রেম করিয়া অনন্তকালস্থায়ী সান্ত্বনা এবং অনুগ্রহমূলক উত্তম প্রত্যাশা দিয়াছেন, তিনি আপনি তোমাদের হৃদয়কে প্রবোধ দিউন, এবং যাবতীয় সদ্বাক্যে ও সৎকর্ম্মে সুস্থির করুন।

১ক, ১, ৫। ফিলি, ৩, ১০ — ১ পি, ৪; ১৩ — ২ তীম, ২; ১১ — রো, ৪; ১৭। ইব্র, ৬, ১৭, ১৮ — ২ থিষ, ২, ১৬, ১৭।

নিগূঢ় বিষয় সকল আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর অধিকার; কিন্তু প্রকাশিত বিষয় সকল আমাদের……অধিকার।

হে সদাপ্রভো, আমার অন্তঃকরণ গর্ব্বিত নয়, আমার দৃষ্টি উচ্চ নয়, এবং আমি মহৎ ব্যাপারে ও আমার বলাতীত আশ্চর্য্য বিষয়ে বিহার করি না। যে শিশু স্তন্যপান ত্যাগ করিয়া মাতার বশে আছে, আমি আপন প্রাণকে তাহার ন্যায় শান্ত দান্ত করিয়াছি; আমার প্রাণ সেই ত্যক্তস্তন্য শিশুর ন্যায় আমার বশে আছে।

সদাপ্রভুর গূঢ় মন্ত্রণা তাঁহার ভয়কারীদের অধিকার, এবং তাঁহার নিয়ম তাহাদিগকে জ্ঞান দিবার উপায়।—নিগূঢ়প্রকাশক এক ঈশ্বর স্বর্গে আছেন।

দেখ, এই সকল তাঁহার মার্গের প্রান্ত; তাঁহার বিষয়ে কাকলীমাত্র শুনা যায়।

আমি তোমাদিগকে আর দাস বলি না, কেননা দাসের প্রভু যাহা করেন, দাস তাহা জানে না; কিন্তু তোমাদিগকে বন্ধু বলিলাম, কারণ আমি পিতার নিকটে যাহা যাহা শ্রবণ করিয়াছি, তাহা সকলই তোমাদিগকে জ্ঞাত করিলাম।— যদি আমাকে প্রেম কর, তবে আমার আজ্ঞা সকল পালন কর। আর আমি পিতার নিকটে বিনতি করিব, তাহাতে যিনি অনন্ত কাল তোমাদের সহিত থাকিবেন, এমন আর এক শান্তিকর্ত্তাকে পিতা তোমাদিগকে দিবেন, ফলতঃ সত্যস্বরূপ আত্মাকে দিবেন।

দ্বি, ২৯; ২৯। গী, ১৩১; ১, ২। ঐ, ২৫; ১৪ — দান, ২; ২৮। ইয়, ২৬; ১৪। যোহ, ১৫; ১৫ — ঐ, ১৪; ১৫-১৭।

সূক্ষ্ম আলোচনা পূর্ব্বক চল; অজ্ঞানের ন্যায় না চলিয়া বিজ্ঞের ন্যায় চল। সুসময় [দেখিলেই] আপনাদের জন্যে ক্রয় কর, কেননা এই কাল মন্দ।

আজ্ঞা ও ব্যবস্থা......পালন করিতে অতিশয় যত্নবান্ হও, তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে প্রেম কর, ও তাঁহার সমস্ত পথে গমন কর, ও তাঁহার আজ্ঞা পালন কর, ও তাঁহাতে আসক্ত হও, এবং সমস্ত হৃদয় ও সমস্ত প্রাণের সহিত তাঁহার আরাধনা কর।—তোমরা বহিঃস্থ লোকদের প্রতি বিজ্ঞতা পূর্ব্বক আচরণ কর, ও সুসময় [দেখিলেই] আপনাদের জন্যে ক্রয় কর। তোমাদের আলাপ সর্ব্বদা অনুগ্রহের অধীন ও লবণে আস্বাদযুক্ত হউক, বিশেষতঃ কাহাকে কেমন উত্তর দিতে হয়, এমত জ্ঞান তোমাদের হউক।— সর্ব্বপ্রকার মন্দ বিষয় হইতে দূরে থাক।

অনন্তর বর বিলম্ব করাতে সকলে ঢুলিতে ঢুলিতে নিদ্রান্বিতা হইল। পরে অর্দ্ধরাত্র সময়ে এমন উচ্চরব হইল, ঐ দেখ, বর আসিতেছেন, তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিতে বাহির হও। অতএব জাগ্রৎ থাক; কারণ মনুষ্যপুত্র কোন্ দিবসে ও কোন্ দণ্ডে আসিবেন, তাহা তোমরা জান না।

অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা আপন আপন আহূততা ও মনোনীততা দৃঢ় করিতে অধিক যত্ন কর, কেননা তাহা করিলে কখন স্খলিত হইবা না।— প্রভু আসিয়া যাহাদিগকে জাগ্রৎ দেখিবেন, সেই দাসেরা ধন্য।

ইফি, ৫; ১৫, ১৬। দ্বিঃ, ২২; ৫ — কল, ৪; ৫, ৬ — ১ থিষ, ৫; ২২।
ম, ২৫; ৫, ৬, ১৩। ২ পি, ১; ১০—লূ, ১২; ৩৭।

সর্ব্ববিষযে ধন্যবাদ পূর্ব্বক প্রার্থনা ও বিনতিদ্বারা তোমাদের যাচ্ঞা ঈশ্বরকে জ্ঞাত করা যাউক।

আমি প্রেমপরায়ণ হইযাছি, কারণ সদাপ্রভু আমার রবে, আমার বিনতিতে অবধান করেন। হাঁ, তিনি আমার প্রতি কর্ণপাত করেন, তজ্জন্য আমি যাবজ্জীবন উচ্চরবে প্রার্থনা করিব।

অপর প্রার্থনা করণকালে তোমরা পরজাতীয়দের ন্যায় অনর্থক পুনরুক্তি করিও না; কেননা সেই বাক্যবাহুল্যে তাহারা প্রার্থনার উত্তর পাইবে, এমত বোধ করে।—আত্মাও আমাদের দুর্ব্বলতার প্রতীকার করেন; ফলতঃ প্রয়োজনমতে কি প্রার্থনা করিতে হয়, তাহা আমরা জানি না, কিন্তু আত্মা আপনি অকথ্য আর্ত্ত-স্বরদ্বারা আমাদের পক্ষে অনুরোধ করেন।

অতএব আমার আজ্ঞা এই, যাবতীয় স্থানে পুরুষেরা বিনা ক্রোধে ও বিনা বিতর্কে সাধু হস্ত তুলিয়া প্রার্থনা করুক।—যাবতীয় প্রার্থনা ও বিনতি সহকারে সর্ব্বসময়ে আত্মার অধীনে প্রার্থনা কর, এবং ইহারই নিমিত্তে জাগ্রৎ থাকিয়া যাবতীয় পবিত্র লোকের জন্যে সম্পূর্ণ অধ্যবসায়ে ও বিনতিতে [প্রবৃত্ত থাক]।

পৃথিবীতে তোমাদের দুই জন যদি আপনাদের প্রার্থনীয় কোন বিষয়ে একপরামর্শ হয়, তবে আমার স্বর্গস্থ পিতাদ্বারা তাহাদের জন্যে তাহা সম্পন্ন হইবে।

ফিলি, ৪; ৬। গী, ১১৬; ১, ২। ম, ৬; ৭ — রো, ৮; ২৬। ১ তীম, ২; ৮— ইফি, ৬; ১৮। ম, ১৮; ১৯।

তুমি এই পাপাবরণ সেই সিন্দুকের উপরে রাখিবা, এবং আমি... সেই স্থানে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব।

[অতি] পবিত্র স্থানে প্রবেশের পথ প্রত্যক্ষীকৃত হয় নাই।—পরে যীশু পুনর্ব্বার উচ্চৈঃস্বরে ডাকিযা প্রাণত্যাগ করিলেন। আর দেখ, প্রাসাদের তিরস্করিণী উপর-ভাগ অবধি নাম্মো পর্য্যন্ত চিরিয়া দুই খান হইল।

অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, যীশু তোমাদের জন্যে স্বশরীররূপ তিরস্করিণী দিয়া জীবন-ময় নূতন এক পথ সংস্কার করিযাছেন, আমরা সেই পথে যীশুর রক্তের গুণে পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিতে সাহসবিশিষ্ট হইয়াছি। [ইহা জানিয়া] আইস, আমরা সত্যময় হৃদয় সহকারে বিশ্বাসের কৃতনিশ্চযতাতে [ঈশ্বর সমীপে] উপস্থিত হই; আমরা তো অশুভ সংবেদাপহারক প্রোক্ষণে প্রোক্ষিত হৃদয় পাইয়াছি; অধিকন্তু শুচি জলে স্নাত দেহ [বিশিষ্ট] হইযাছি বলিয়া......আইস, আমরা সাহসপূর্ব্বক অনুগ্রহসিংহাসনের সন্নিধানে উপস্থিত হই, তাহাতে আমাদের দয়ালাভ হইবে ও সময়োপযুক্ত উপকারার্থে অনুগ্রহ মিলিবে।

ঈশ্বর তাঁহাকে তাঁহার রক্তে বিশ্বাসদ্বারা পাপাবরকরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন; [কি নিমিত্তে?] এই বর্ত্তমান সময়ে নিজ ধর্ম্মস্বভাব দেখাইবার আশয়ে ঈশ্বরের ধৈর্য্যবশতঃ পূর্ব্বকালীন নানা পাপকর্ম্মের উপেক্ষা করণ প্রযুক্ত নিজ ধর্ম্মস্বভাব দেখাইবার নিমিত্তে।—তাঁহারই দ্বারা আমরা......এক আত্মাতে পিতার নিকটে প্রবেশ করণের ক্ষমতা পাইয়াছি।

যা, ২৫; ২১, ২২। ইব্র, ৯; ৮ — ম, ২৭, ৫০, ৫১। ইব্র, ১০; ১৯, ২০, ২২— ইব্র, ৪; ১৬। রো, ৩; ২৫, ২৬—ইফি, ২; ১৮।

যদ্বিহীনে কেহই প্রভুর দর্শন পাইবে না, সেই পবিত্রতালাভের অনুধাবন কর।

[পুনর্ব্বার] আদি অবধি জন্ম গ্রহণ না করিলে কেহ ঈশ্বরবাজ্যের দর্শন পাইতে পারে না।—পরন্তু অপবিত্র......কিছুই কদাচ তাহাতে প্রবেশ করিতে পাইবে না।—তোমাতে কোন দোষ নাই।

তোমরা পবিত্র হও, কেননা তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু যে আমি, আমিই পবিত্র।—আজ্ঞাগ্রাহি সন্তানদের যেমন উপযুক্ত, তেমনি তোমবা পূর্ব্বকার অজ্ঞানাবস্থার অভিলাষের অনুরূপ না হইয়', তোমাদের আহ্বানকারী পবিত্রতমের ন্যায় আপনারাও সমস্ত আচার ব্যবহারে পবিত্র হও, কেননা লেখা আছে, "তোমরা পবিত্র হইবা, কারণ আমি পবিত্র।

আর যিনি বিনা মুখাপেক্ষাতে প্রত্যেক ব্যক্তির ক্রিয়ানুযায়ি বিচার করেন, তাঁহাকে যদি পিতা বলিয়া ডাক, তবে সভয়ে আপন আপন প্রবাসকাল যাপন কর।

ফলতঃ পূর্ব্বকালীন আচার লইয়া তোমরা প্রতারণার অভিলাষ বিধায় যে পুরাতন পুরুষ নষ্ট হয়, তাহাকে [জীর্ণ বস্ত্রবৎ] ত্যাগ করিতে, পরন্তু আপন আপন বিবেকের ভাবে [ক্রমশঃ] নবীনীকৃত হইতে এবং সত্যজনিত ধার্ম্মিকতাতে ও সাধুতাতে ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট যে নূতন পুরুষ, তাহাকে পরিধান করিতে [শিখিয়াছ]।—আমরা যেন তাঁহার সাক্ষাতে প্রেমে পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক হই, এই জন্যে তিনি জগৎপত্তনের পূর্ব্বে আমাদিগকে খ্রীষ্টে মনোনীত করিয়াছেন।

ইব্র, ১২; ১৪। যোহ, ৩; ৩—প্র, ২১; ২৭—পঃ গী, ৪; ৭।
লে, ১৯; ২—১ পি, ১; ১৪ ১৭। ইফি, ৪; ২২-২৪—ঐ, ১; ৪।

তুমি এই বালককে লইয়া আমার নিমিত্তে দুগ্ধ পান করাও; আমি তোমার বেতন দিব।

দ্রাক্ষাক্ষেত্রে যাও, যাহা ন্যায্য তাহা তোমাদিগকে দিব।—যে কেহ তোমাদিগকে খ্রীষ্টের লোক বলিয়া আমার নামে এক ঘটী জল পান করিতে দেয়, আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, সে কোন প্রকারে আপন পুরস্কারে বঞ্চিত হইবে না।

দানশীল প্রাণী পরিতৃপ্ত হয়, এবং জলসেচনকারী আপনি জলেতে সিক্ত হয়।—ঈশ্বর অন্যায়কারী নহেন; তোমাদের পরিশ্রম এবং পবিত্র লোকদের যে পরিচর্য্যা তোমাদের কর্ত্তৃক হইয়াছে ও হইতেছে, তদ্দ্বারা......প্রদর্শিত তোমাদের প্রেম তিনি বিস্মৃত হইবেন না।

যাহার যেরূপ শ্রম, সে তদ্রূপ নিজ বেতন পাইবে।

প্রভো, কবে আপনাকে ক্ষুধিত দেখিয়া ভোজন করাইয়াছি? কিম্বা পিপাসিত দেখিয়া পান করাইয়াছি? কবে বা আপনাকে অতিথি দেখিয়া আশ্রয় দিয়াছি? কিম্বা বস্ত্রহীন দেখিয়া বস্ত্র পরাইয়াছি?......তখন রাজা প্রত্যুত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিবেন,......আমার এই ক্ষুদ্রতম ভ্রাতৃগণের মধ্যে এক জনের প্রতি যাহা করিয়াছ, তাহা আমারই প্রতি করিয়াছ। আইস, আমার পিতার আশীর্ব্বাদ পাত্রেরা জগতের পত্তনাবধি যে রাজ্য তোমাদের জন্যে প্রস্তুত করা গিয়াছে, তাহার অধিকার গ্রহণ কর।

যা, ২; ৯। ম, ২০; ৪—মা, ৯; ৪১। হিতো, ১১; ২৫—ইব্র, ৬; ১০। ১ ক, ৩; ৮। ম, ২৫; ৩৭, ৩৮, ৪০, ৩৪।

খ্রীষ্টও তোমাদের নিমিত্তে দুঃখ ভোগ করিয়া তোমাদের জন্যে এক আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, যেন তোমরা তাঁহার পদচিহ্নের অনুগমন কর।

মনুষ্যপুত্রও পরিচর্য্যা পাইতে নয়, কিন্তু পরিচর্য্যা করিতে, ..আসিয়াছেন।—এবং তোমাদের মধ্যে যে প্রধান হইতে ইচ্ছা করে, সে সকলের দাস হইবে।

[নাসরতীয় যীশু] স্থানে স্থানে ভ্রমণ করত উপকার করিতেন।— তোমরা পরস্পর এক জন অন্যের ভার বহন কর; এই মতে খ্রীষ্টের ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে পালন কর।

খ্রীষ্টের মৃদুতা ও ক্ষান্তি-গুণ।—নম্রভাবে প্রত্যেকে আপনাহইতে অন্যকে উৎকৃষ্ট জ্ঞান কর।

পিতঃ, ইহাদিগকে ক্ষমা কর, কেননা কি করিতেছে, তাহা জানে না।—তোমরা বরং পরস্পর মধুরস্বভাব ও আশুকরুণাময় হও, এবং খ্রীষ্টেতে ঈশ্বর যেমন তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন, তোমরাও তেমনি পরস্পর ক্ষমা কর।

তাঁহাতে থাকি, এই কথা যে বলে; তাহার উচিত যে তিনি যেরূপ আচরণ করিতেন, সেও তদ্রূপ আচরণ করে।—বিশ্বাসের আদি ও সিদ্ধিকর্ত্তা যীশুর প্রতি দৃষ্টি রাখি, তিনিই আপনার সম্মুখস্থ আনন্দের নিমিত্তে অপমান তুচ্ছ বোধ পূর্ব্বক ক্রুশটা সহ্য করিয়া ঈশ্বরের সিংহাসনের দক্ষিণে উপবিষ্ট হইয়াছেন।

---

১ পি, ২; ২১। মা, ১০; ৪৫ — ঐ, ১০; ৪৪। প্রে, ১০; ৩৮ —গাল, ৬; ২। ২ক, ১০; ১ — ফিলি, ২; ৩। লূ, ২৩; ৩৪ — ইফি, ৪; ৩২। ১ যোহ, ২; ৬ — ইব্র, ১২; ২।

তোমরা মরিয়াছ, এবং তোমাদের জীবন খ্রীষ্টের সহিত ঈশ্বরে গুপ্ত রহিয়াছে।

পাপের সম্বন্ধে মরিয়াছি যে আমরা, আমরা কি প্রকারে আবার পাপজীবী হইব?—খ্রীষ্টের সহিত ক্রুশারোপিত হইয়াছি, তথাপি জীবিত আছি, সে আর আমি নয়, খ্রীষ্টই আমাতে জীবিত আছেন। ফলতঃ এখন শরীরে থাকিতে আমার যে জীবন আছে, তাহা আমি ঈশ্বরের পুত্রে বিশ্বাস করণে যাপন করিতেছি, তিনিই আমাকে প্রেম করিয়া আমার নিমিত্তে আপনাকে প্রদান করিলেন।—আর তিনি সকলের নিমিত্তে মরিলেন [কেন]? যাহারা জীবিত আছে, তাহারা যেন আর আপনাদের উদ্দেশে নয়, কিন্তু তাহাদের নিমিত্তে, যিনি মরিলেন ও উত্থাপিত হইলেন তাঁহারই উদ্দেশে জীবন ধারণ করে।— ফলতঃ কেহ যদি খ্রীষ্টে আছে, তবে নূতন সৃষ্টি হইল, পুরাতন বিষয় লুপ্ত হইল, দেখ, সকলই নূতন হইয়া উঠিল।

আমরা সেই সত্যময়ে [থাকিয়া] তাঁহার পুত্র যীশু খ্রীষ্টে আছি।— পিতঃ, যেমন তুমি আমাতে ও আমি তোমাতে, তেমনি তাহারাও আমাদিগেতে যেন এক হয়।—তোমরা খ্রীষ্টের দেহ এবং এক এক জন তাঁহার এক এক অঙ্গস্বরূপ।—আমি জীবিত আছি, [তজ্জন্য] তো রাও জীবিত হইবা।

যে জয় করে, তাহাকে আমি গুপ্ত মান্না খাইতে দিব, এবং একটী শ্বেত প্রস্তর তাহাকে দিব, তাহার উপরে নূতন এক নাম লেখা আছে, গ্রহণকর্ত্তা ব্যতিরেকে আর কেহ সেই নাম জানে না।

কল, ৩, ৩। রো, ৬, ২ — গাল, ২, ২০ — ২ ক, ৫, ১৫, ১৭। ১ যোহ, ৫; ২০ — যোহ, ১৭, ২১ — ১ ক, ১২, ২৭। যোহ, ১৪, ১৯। প্র, ২, ১৭।

আর আমি পিতার নিকটে বিনতি করিব, তাহাতে…আর এক শান্তিকর্ত্তাকে পিতা তোমাদিগকে দিবেন, ফলতঃ সত্যস্বরূপ আত্মাকে দিবেন।

আমার গমনে তোমাদের উপকার হয়, যেহেতুক আমি না গেলে সেই শান্তি-কর্ত্তা তোমাদের নিকট আসিবেন না; কিন্তু যদি যাই, তবে তোমাদের নিকট তাঁহাকে পাঠাইয়া দিব।

আমরা ঈশ্বরের সন্তান আছি, এ বিষয়ে আত্মা আপনিও আমাদের আত্মার সহিত সাক্ষ্য দিতেছেন।—তোমরা পুনরায় ভয় করণার্থে দাসত্বের আত্মাকে পাই-য়াছ তাহা নয়; কিন্তু যে আত্মার আবেশে আমরা আব্বা, পিতঃ, বলিয়া ডাকি, সেই দত্তকপুত্রতার আত্মাকে পাইয়াছি।—আত্মাও আমাদের দুর্ব্বলতার প্রতীকার করেন; ফলতঃ প্রয়োজনমতে কি প্রার্থনা করিতে হয় তাহা জানি না, কিন্তু আত্মা আপনি অকথ্য আর্ত্তস্বরদ্বারা আমাদের পক্ষে অনুরোধ করেন।

তোমরা যেন পবিত্র আত্মার প্রভাব বশতঃ প্রত্যাশাতে উপচিয়া পড়, এই জন্যে প্রত্যাশার আকর ঈশ্বর তোমাদিগকে বিশ্বাসের সহিত যাবতীয় আনন্দে ও শান্তিতে পরিপূর্ণ করুন।—আর প্রত্যাশা লজ্জাজনক হয় না, যেহেতুক আমাদিগকে দত্ত পবিত্র আত্মাদ্বারা আমাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রেম সেচন করা গিয়াছে।

আমরা যে তাঁহাতে থাকি, এবং তিনি যে আমাদিগেতে থাকেন, তাহা এই প্রমাণদ্বারা জানিতে পারি, যে তিনি আপন আত্মার অংশ আমাদিগকে দান করিয়াছেন।

যোহ, ১৪; ১৬, ১৭। যোহ, ১৬; ৭। রো, ৮; ১৬-১৫ ২৬। রো, ১৫; ১৩—ঐ, ৫; ৫। ১ যোহ, ৪; ১৩।

সদাপ্রভুর নিয়মসিন্দুক তাহাদের বিশ্রামস্থান অন্বেষণ করিতে করিতে তিন দিনের পথ তাহাদের অগ্রগামী হইল।

আমার তাবৎ সময় তোমার হস্তগত।—আমাদের জন্যে তিনি আমাদের অধিকার মনোনীত করেন।

হে সদাপ্রভো,...তুমি আপন ধর্ম্মগুণে আমার পথপ্রদর্শক হও, আমার সম্মুখে তোমার মার্গ সরল কর।

তোমার গতির ভার সদাপ্রভুতে অর্পণ কর, ও তাঁহার উপরে নির্ভর কর, তাহাতে তিনিই কর্ত্তব্য সাধন করিবেন।—তোমার যাবতীয় গতিতে তাঁহাকে মনে কর, তাহাতে তিনি তোমার পথ সরল করিবেন — দক্ষিণে কি বামে ফিরিবার সময়ে তোমার কর্ণ পশ্চাৎ হইতে এই বাণী শুনিতে পাইবে, এই পথ, ইহাতেই চল।

সদাপ্রভু আমার পালক, আমার অপ্রতুল হইবে না। তিনি তৃণভূষিত চরাণীতে আমাকে শয়ন করান ও শান্তিবাহ জলের ধারে ধারে চালান।—পিতা সন্তানদের প্রতি যেমন করুণা করে, সদাপ্রভু আপন ভয়কারীদের প্রতি তেমনি করুণা করেন। কারণ তিনিই আমাদের রচনা জানেন, আমরা যে ধূলিস্বরূপ, ইহা তাঁহার স্মরণে আছে।—বস্তুতঃ এই সকল দ্রব্য তোমাদের আবশ্যক আছে, তাহা তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা জানেন।—আপনাদের যাবতীয় ভাবনার ভার তাঁহার উপরে ফেল। কেননা তোমাদের জন্যে তিনি চিন্তিত আছেন।

গ, ১০; ৩৩। গী, ৩১; ১৫ — ঐ, ৩১; ৪। ঐ, ৫; ৪। ঐ, ৩৭; ৫ — হিতো, ৩; ৬ — যিশ, ৩০; ২১। গী, ২৩; ১, ২ — ঐ, ১০৩; ১৩, ১৪ — ম, ৬; ৩২ — ১ পি, ৫; ৭।

আমরা তাঁহার সদৃশ হইব, ইহা জানি, কারণ তিনি যাদৃশ আছেন, তাঁহাকে তাদৃশ দর্শন করিব।

যাহারা তাঁহাকে গ্রাহ্য করিল, সেই সকলকে তিনি ঈশ্বরের সন্তান হইবার ক্ষমতা দিলেন; কেননা তাহারা তাঁহার নামে বিশ্বাসকারি লোক।— তিনি আমাদিগকে মহত্তম ও মহামূল্য নানা প্রতিজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন, যেন তদ্দারা তোমরা সংসার-ব্যাপি অভিলাষমূলক ক্ষয় এড়াইয়া ঈশ্বরীয় স্বভাবের সহভাগী হও।

আদিকালাবধি মনুষ্যেরা [এমত কথা] শুনে নাই, এবং কর্ণে টের পায় নাই; এবং কোন চক্ষু [এমত] দর্শন পায় নাই; তুমি ব্যতীত আপন অপেক্ষাকারীদের পক্ষে কার্য্যসাধক [অন্য ঈশ্বর নাই]।

এখন আমরা দর্পণ সহকারে গূঢ় বাক্যের চিহ্ন দেখিতেছি, কিন্তু তৎকালে সম্মুখাসম্মুখি হইয়া দেখিব; এখন আমার জ্ঞান খণ্ডমাত্র, কিন্তু তৎকালে আমি আপনি যেমন পরিচিত হইয়াছি তেমনি পরিচয় পাইব।—[খ্রীষ্ট] যে কার্য্যসাধক শক্তিতে সকলই আপনার বশীভূত করণে সমর্থ, তাহার গুণে আমাদের দীনতার দেহকে রূপান্তর করিয়া নিজ প্রতাপের দেহের সমরূপ করিবেন।— আমি ধর্ম্মে তোমার মুখের দর্শন পাইব, এবং জাগরণকালে তোমার মূর্ত্তি [দর্শনে] তৃপ্ত হইব।

১ যোহ, ৩; ২। যোহ, ১; ১২ — ২ পি, ১; ৪। যিশ, ৬৪; ৪। ১ক, ১৩; ১২ — ফিলি, ৩; ২১ — গী, ১৭; ১৫।

তুমিই কোন মতে আমাকে আশীর্ব্বাদ কর,···মন্দহইতে আমাকে রক্ষা কর। তাহাতে ঈশ্বর তাহার প্রার্থিত বিষয় উপস্থিত করিলেন।

সদাপ্রভুর আশীর্ব্বাদ ধনবান করে, এবং মনোদুঃখ তাহার সহিত কিছুই যোগ করিতে পারে না।—পরন্তু তিনি ক্ষান্ত থাকিলে কে দোষ দিতে পারে? ও আপন মুখ আচ্ছাদন করিলে কে তাঁহার দর্শন পাইতে পারে?

সদাপ্রভুর নিকটে পরিত্রাণ আছে, তোমার প্রজাদিগের উপরে তোমার আশীর্ব্বাদ [বর্ত্তুক]।—আহা। তোমার ভয়কারীদের জন্যে সঞ্চিত ও মনুষ্যসন্তানদের সাক্ষাতে তোমার শরণাপন্ন লোকদের পক্ষে কৃত তোমার মঙ্গল কেমন মহৎ।—তুমি তাহাদিগকে জগৎহইতে স্থানান্তর কর এমত বিনতি করিতেছি না, কিন্তু পাপাত্মাহইতে রক্ষা কর, এই বিনতি করিতেছি।

যাচঞা কর, তাহাতে তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে, অন্বেষণ কর, তাহাতে পাইবা; আঘাত কর, তাহাতে তোমাদের জন্যে দ্বার খোলা যাইবে। কেননা যে কেহ যাচ্ঞা করে, সে গ্রহণ করে; এবং যে অন্বেষণ করে, সে পায়; আর যে আঘাত করে, তাহার জন্যে দ্বার খোলা যাইবে।— সদাপ্রভু আপন দাসদের প্রাণ মুক্ত করেন; অতএব তাঁহার শরণাগত সকলে দোষীকৃত হইবে না।

১ বং, ৪; ১০। হিতো, ১০; ২২ — ইয, ৩৪; ২৯।
গী, ৩; ৮ — ঐ, ৩১; ১৯ — যোহ, ১৭, ১৫। ম, ৭; ৭, ৮ — গী, ৩৪; ২২।

তাঁহার ক্রোধের মহাদিন উপস্থিত হইলে, কে তাহাতে তিষ্ঠিতে পারে?

তাঁহার আগমনের দিন কে সহ্য করিতে পারিবে? ও তিনি দর্শন দিলে কে দাঁড়াইতে পারিবে? কেননা তিনি রূপ্য পরিষ্কারকের অগ্নি, কিম্বা রজকের ক্ষার-স্বরূপ হইবেন।

দৃষ্টিপাত করিতে করিতে আমি যাবতীয় জাতির ও বংশের ও রাজ্যের ও ভাষার মহালোকারণ্য দেখিলাম, তাহার গণনা করণে সমর্থ কেহ ছিল না; তাহারা শুক্ল পরিচ্ছদান্বিত ও খর্জ্জূরপত্রহস্ত হইয়া সিংহাসনের ও মেষশাবকের সম্মুখে দণ্ডায়মান আছে। ইহারা সেই মহাক্লেশ হইতে আগমনকারী লোক, এবং মেষশাবকের রক্তে আপন আপন পরিচ্ছদ ধৌত করিয়া শুক্লবর্ণ করিয়াছে। ইহারা আর কখন ক্ষুধিত হইবে না, এবং তৃষ্ণার্ত্তও হইবে না; এবং ইহাদিগেতে রৌদ্র প্রভৃতি কোন উত্তাপ আর লাগিবে না; কারণ সিংহাসনের মধ্যস্থিত মেষশাবক ইহাদিগকে পালন করিবেন, এবং জীবনপ্রবাহী জলের উনুইর নিকট গমন করাইবেন, এবং ঈশ্বর ইহাদের সমস্ত নেত্রজল মুছাইয়া দিবেন।

অতএব যাহারা খ্রীষ্ট যীশুতে আছে, অথচ শরীরের বশে না চলিয়া আত্মার বশে চলে, এখন তাহাদের জন্যে কোনই দণ্ডাজ্ঞা নাই।—খ্রীষ্ট স্বাধীনতার নিমিত্তই আমাদিগকে স্বাধীন করিয়াছেন; অতএব তোমরা [তাহাতে] স্থির থাক।

প্র, ৬; ১৭। মাল, ৩; ২। প্র, ৭; ৯, ১৪, ১৬, ১৭।
রো, ৮; ১ — গাল, ৫; ১।

আমি জানি, আমার মুক্তিকর্ত্তা জীবিত আছেন।

যখন শত্রু ছিলাম, তখন ঈশ্বরের পুত্রের মরণদ্বারা যদি ঈশ্বরের সহিত সম্মিলিত হইলাম, তবে সম্মিলিত হওয়াতে কত অধিক [অবাধে] তাঁহার জীবনে পরিত্রাণ পাইব।—ইনি অনন্তকালস্থায়ী, তজ্জন্য অপরিবর্ত্তনীয় যাজকত্বের অধিকারী; সুতরাং যাহারা তাঁহা দিয়া ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত হয়, তাহাদিগকে তিনি সম্পূর্ণ-রূপে পরিত্রাণ করিতে পারেন, কারণ তাহাদের নিমিত্তে অনুরোধ করণার্থে তিনি সতত জীবিত আছেন।

আমি জীবিত আছি, [তজ্জন্য] তোমরাও জীবিত হইবা।—শুদ্ধ ঐহিক জীবনে খ্রীষ্টে প্রত্যাশাকারী লোক হইলে আমরা মনুষ্যদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কৃপার পাত্র। কিন্তু এখন খ্রীষ্ট নিদ্রাগ লোকদের অগ্রিমাংশ হইয়া মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপিত হইয়াছেন।

এবং সিয়োনের জন্যে, হাঁ. যাকোবের মধ্যে যাহারা অধর্ম্ম হইতে পরাবৃত্ত, তাহাদের জন্যে এক মুক্তিদাতা আসিবেন, ইহা সদাপ্রভুর বচন।—যাঁহাতে আমরা তাঁহার রক্তদ্বারা মুক্তি অর্থাৎ অপরাধ সকলের মোচন পাইযাছি। ইহা তাঁহার সেই অনুগ্রহধনের ফল।—তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের সমর্পিত অলীক আচার ব্যবহার হইতে তোমরা স্বর্ণরূপ্যাদি ক্ষয়ণীয় বস্তুদ্বারা মুক্ত হও নাই, কিন্তু নির্দ্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক মেষশাবকস্বরূপ খ্রীষ্টের বহুমূল্য রক্তদ্বারা [মুক্ত হইয়াছ।]

ইয়, ১৯; ২৫। রো, ৫; ১০—ইব্র, ৭, ২৪, ২৫। যোহ ১৪; ১৯—১ক, ১৫; ১৯, ২০। যিশ, ৫৯; ২০—ইফি, ১; ৭—১ পি, ১; ১৮, ১৯।

তাঁহার আজ্ঞা সকল দুর্ব্বহ নয়।

আমার প্রেরণকর্ত্তার ইচ্ছা এই, যে কেহ পুত্রকে নিরীক্ষণ করত তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে যেন অনন্ত জীবন পায়।—যে কিছু যাচ্ঞা করি, তাহাই তাঁহার নিকটে পাই; কেননা আমরা তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন করি, এবং তাঁহার দৃষ্টিতে যাহা যাহা প্রীতিজনক তাহা করি।

আমার যোঁয়ালি সহজ ও আমার ভার লঘু।—যদি আমাকে প্রেম কর, তবে আমার আজ্ঞা সকল পালন কর।—যে ব্যক্তি আমার আজ্ঞাপ্রাপ্ত অথচ তাহা পালনকারী, সেই আমাকে প্রেম করে, আর যে আমাকে প্রেম করে, সেই আমার পিতার প্রেমের পাত্র হইবে; এবং আমিও তাহাকে প্রেম করিয়া আপনাকে তাহার প্রত্যক্ষ করিব।

যে মনুষ্য প্রজ্ঞা পায় ও বুদ্ধি লাভ করে, সেই ধন্য।—তাহার পথ সকল মনোরঞ্জনের পথ, ও তাহার সমস্ত মার্গ শান্তিকর।—যাহারা তোমার ব্যবস্থা ভাল বাসে, তাহাদের পরম শান্তি হয় ও কোন উছোট লাগে না।—বস্তুতঃ আন্তরিক পুরুষ বিধায় আমি ঈশ্বরের ব্যবস্থার অনুমোদন করি।

আর তাঁহার আজ্ঞা এই যে তাঁহার পুত্র যীশু খ্রীষ্টের নামে বিশ্বাস করা, এবং তাঁহার দত্ত আজ্ঞানুসারে পরস্পর প্রেম করা আমাদের কর্ত্তব্য।—প্রেম প্রতিবাসির অনিষ্ট সাধন করে না, অতএব প্রেমই ব্যবস্থার সিদ্ধি।

১ যোহ, ৫; ৩। যোহ, ৬; ৪০—১ যোহ, ৩; ২২। ম, ১১; ৩০—যোহ, ১৪; ১৫, ২১। হিতো, ৩; ১৩, ১৭—গী, ১১৯; ১৬৫—রো, ৭; ২২। ১ যোহ, ৩; ২৩—রো, ১৩; ১০।

আমি যত লোককে ভাল বাসি, সেই সকলকে অনুযোগ করি ও শাস্তি দিই।

হে আমার পুত্র, প্রভুর শাসন তুচ্ছ করিও না, এবং তাঁহাহইতে অনুযোগ পাইতে ক্লান্ত হইও না। কেননা প্রভু যাহাকে প্রেম করেন, তাহাকে শাস্তি প্রদান করেন, এব যে প্রত্যেক পুত্রকে গ্রাহ্য করেন, তাহাকে প্রহার করেন।—আপন প্রিয় পুত্রের প্রতি যেমন পিতা, তেমনি [হন্]। তিনি ক্ষত করেন ও তাহা বদ্ধ করেন, এবং আঘাত করেন ও আপন হস্ত দিয়া তাহা সুস্থ করেন।—অতএব তোমরা ঈশ্বরের পরাক্রান্ত হস্তের নীচে নত হও, তাহাতে তিনি উপযুক্ত সময়ে তোমাদিগকে উন্নত করিবেন।—দুঃখরূপ হাফরের মধ্যে তোমাকে পরীক্ষাসিদ্ধ করিলাম।

তিনি অন্তঃকরণের সহিত দুঃখ দেন, কিম্বা মনুষ্যসন্তানগণকে খেদান্বিত করেন, এমত নহে।—তিনি আমাদের প্রতি আমাদের পাপানুযায়ী ব্যবহার করেন নাই, ও আমাদের অপরাধানুযায়ী প্রতিফল আমাদিগকে দেন নাই। বস্তুতঃ পৃথিবীর উপরে গগণমণ্ডল যত উচ্চ, আপন ভয়কারীদের উপরে তাঁহার দয়াও তত প্রভাবান্বিত। অস্তাচলহইতে উদয়াচল যত দূর, তিনি আমাদের হইতে আমাদের অপরাধ সকল তত দূর করিয়াছেন। পিতা সন্তানদের প্রতি যেমন করুণা করে, সদাপ্রভু আপন ভয়কারিদের প্রতি তেমনি করুণা করেন। কারণ তিনিই আমাদের রচনা জানেন; আমরা যে ধুলিস্বরূপ, ইহা তাঁহার স্মরণে আছে।

প্র, ৩; ১১। ইব্রি, ১২, ৫, ৬—হিতো, ৩; ১২। ইয়, ৫; ১৮—১ পি, ৫; ৬—যিশ, ৪৮; ১০। বিল, ৩; ৩৩—গী, ১০৩; ১০-১৪।

আত্মার ফল...মঙ্গলভাব।

প্রিয় বৎসদের ন্যায় তোমরা ঈশ্বরের অনুকারী হও।—তোমরা আপন আপন শত্রুদিগকে প্রেম কর; এবং যাহারা তোমাদিগকে শাপ দেয়, তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর; ও যাহারা তোমাদিগকে ঘৃণা করে, তাহাদের মঙ্গল কর; এবং যাহারা তোমাদিগকে নিন্দা ও তাড়না করে, তাহাদের নিমিত্তে প্রার্থনা কর। তাহাতে তোমরা আপনাদের স্বর্গস্থ পিতার সন্তান হইবা, কারণ তিনি ভাল মন্দ লোকদের উপরে আপনার সূর্য্যকে উদিত করেন, এবং ধার্ম্মিক অধার্ম্মিকগণের উপরে জল বর্ষান।—অতএব তোমাদের পিতা যেমন করুণাময়, তোমরাও তেমনি করুণাময় হও।

যাবতীয় মঙ্গলভাবে ও ধার্ম্মিকতাতে ও সত্যে আলোর ফল হয়। কিন্তু যখন আমাদের ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বরের মধুর স্বভাব এবং মানবজাতির প্রতি প্রেম আবির্ভূত হইল, তখন তিনি আমাদের কৃত ধর্ম্মকর্ম্মহেতু নয়, কিন্তু আপনার দয়ানুসারে, পুনর্জন্মের স্নান ও পবিত্র আত্মার নূতনীকরণদ্বারা আমাদিগকে পরিত্রাণ করিলেন, বস্তুতঃ আমাদের ত্রাণকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্টদ্বারা আমাদের উপরে বাহুল্যরূপে সেই আত্মাকে ঢালিয়া দিলেন।—সদাপ্রভু সকলের পক্ষে মঙ্গলস্বরূপ, এবং আপনার সৃষ্ট যাবতীয় বস্তুর উপরে তাঁহার করুণা বর্ত্তে।—নিজ পুত্রের প্রতি মমতা না করিয়া, যিনি আমাদের সকলকার নিমিত্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন, তিনি আমাদিগকে কি তাঁহার সহিত সমস্তই অনুগ্রহ পূর্ব্বক দান করিবেন না।

গাল, ৫; ২২। ইফি, ৫; ১—ম, ৫; ৪৪-৪৫—লূ, ৬; ৩৬।
ইফি, ৫; ৯—তী, ৩; ৪-৬—গী, ১৪৫; ৯—রো, ৮; ৩২।

নিস্তারপর্ব্বীয় [বলির] এই বিধি; অন্যবংশীয় লোক তাহা ভোজন করিবে না।

আমাদের এক যজ্ঞবেদি আছে, তাহার সামগ্রী খাইবার ক্ষমতা তাম্বুর আরাধনাকারিদের নাই।—[পুনর্ব্বার] আদি অবধি জন্মগ্রহণ না করিলে, কেহ ঈশ্বর-রাজ্যের দর্শন পাইতে পারে না।—তৎকালে খ্রীষ্ট হইতে ভিন্ন ইস্রায়েলের পৌরাধিকারের বহিঃস্থ, এবং প্রতিজ্ঞাযুক্ত সকল নিয়মের অসম্পর্কীয় হওয়াতে......জগতের মধ্যে ছিলা। কিন্তু সম্প্রতি খ্রীষ্ট যীশুতে [আছ বলিয়া] তোমরা পূর্ব্বে দূরবর্ত্তী হইলেও খ্রীষ্টের রক্তদ্বারা নিকটবর্ত্তী হইয়াছ।

কেননা তিনিই আমাদের সন্ধি; তিনি উভয়কে এক করিয়াছেন;......এবং বৈরিতাকে নিজ শরীর ব্যয়ে, আজ্ঞাকলাপরূপ ব্যবস্থাকে বিধি সকলের লোপে লুপ্ত করিয়াছেন; [কি নিমিত্তে?] সন্ধি করত উভয়কে আপনাতে একই নূতন মনুষ্যরূপে সৃষ্টি করিবার নিমিত্তে।

অতএব তোমরা আর অসম্পর্কীয় ও প্রবাসী নহ, কিন্তু পবিত্র লোকদের সহপৌর এবং ঈশ্বরের বাটীর অন্তরঙ্গ আছ।

দেখ, আমি দ্বারে দাঁড়াইয়া আঘাত করিতেছি; কেহ যদি আমার রব শুনিয়া দ্বার খুলিয়া দেয়, তবে আমি তাহার কাছে প্রবেশ করিয়া তাহার সহিত ভোজন করিব, এবং সেও আমার সহিত ভোজন করিবে।

যা, ১২; ৪৩। ইব্র, ১৩; ১০—যোহ, ৩; ৩—ইফি, ২; ১২, ১৩।
ইফি, ২; ১৪, ১৫। ঐ, ২; ১৯। প্র, ৩; ২০।

যদি সন্তান হই, তবে দায়াদও হই, ঈশ্বরের দায়াদ ও খ্রীষ্টের সহদায়াদ হই।

তোমরা যদি খ্রীষ্টের [লোক], তবে সুতরাং অব্রাহামের বংশ ও প্রতিজ্ঞানুসারে দাযাধিকারী আছ।

দেখ, পিতা আমাদিগকে কেমন প্রেম প্রদান করিয়াছেন, যে আমরা ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া বিখ্যাত হই।—অতএব তুমি আর দাস নহ, পুত্র হইয়াছ; এবং পুত্র হওযাতে ঈশ্বরদ্বারা দায়াধিকারী হইযাছ।—নিজ ইচ্ছার হিতসঙ্কল্প বিধায় আমাদিগকে আপনার নিকটে যীশু খ্রীষ্টদ্বারা দত্তকপুত্রতালাভের জন্যে পূর্ব্বাবধি নিরূপণ করিয়াছেন।

পিতঃ, আমি যে স্থানে থাকি, তোমার দত্ত আমার লোকেরাও যেন সেই স্থানে আমার সঙ্গে থাকে, এই আমার বাসনা;......তুমি আমাকে যে মহিমা দিয়াছ, আমার সেই মহিমা যেন তাহারা দেখিতে পায়।

যে ব্যক্তি জয় করিয়া শেষ পর্য্যন্ত আমার ক্রিয়া পালন করিবে, তাহাকে আমি... পরজাতিদের উপরে কর্ত্তৃত্ব দিব।—আমি আপনি যেমন জয়ী হইয়া আমার পিতার সহিত তাঁহার সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়াছি, তদ্রূপ যে ব্যক্তি জয় করে, তাহাকে আমার সহিত আপনার সিংহাসনে বসিতে দিব।

রো, ৮; ১৭। গাল, ৩; ২৯। ১ যোহ, ৩; ১ — গাল, ৪; ৭ — ইফি, ১; ৫। যোহ, ১৭; ২৪। প্র, ২; ২৬—ঐ, ৩; ২১।

[যোহন] তাঁহার কটিদেশে হেলান দিয়া শয়ান ছিল।

যেমন মাতা আপন [যুব] পুত্রকে শান্ত করে, তেমনি আমি তোমাদিগকে সান্ত্বনা করিব।—পরে লোকেরা শিশুদিগকে তাঁহার নিকট আনিল, যেন তিনি তাহাদিগকে স্পর্শ করেন; পরে তিনি তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া তাহাদের গাত্রে হস্তার্পণ পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন।

তখন যীশু আপন শিষ্যদিগকে নিকটে ডাকিয়া কহিলেন, এই লোকারণ্যের প্রতি আমার অনুকম্পা হইতেছে; কেমনা তাহারা তিন দিবসাবধি আমার সঙ্গে রহিয়াছে, এবং তাহাদের নিকটে খাদ্য দ্রব্য কিছুই নাই; আর আমি তাহাদিগকে অনাহারে বিদায় করিতে ইচ্ছা করি না, পাছে তাহারা পথের মধ্যে মূর্চ্ছাপন্ন হয়।—আমরা যে মহাযাজককে পাইয়াছি, তিনি আমাদের দুর্ব্বলতাঘটিত দুঃখে দুঃখিত।—তিনি আপনি প্রেম ও স্নেহ বশতঃ তাহাদিগকে মুক্ত করিতেন।

আমি তোমাদিগকে অনাথ রাখিয়া যাইব না, পুনর্ব্বার তোমাদের নিকটে আসিব।—স্ত্রীলোক আপন গর্ব্ভজাত বালকের প্রতি স্নেহ না করিয়া কি আপন স্তন্যপায়ি শিশুকে বিস্মৃত হইতে পারে? হাঁ, বরং তাহারা বিস্মৃত হইতে পারে, তথাপি আমি তোমাকে বিস্মৃত হইব না।

সিংহাসনের মধ্যস্থিত মেষশাবক ইহাদিগকে পালন করিবেন, এবং জীবনপ্রবাহী জলের উনুইর নিকটে গমন করাইবেন, এবং ঈশ্বর ইহাদের সমস্ত নেত্রজল মুছাইয়া দিবেন।

যোহ, ১৩; ২৩। যিশ, ৬৬; ১৩ — মা, ১০; ১৩, ১৬। ম, ১৫; ৩২ — ইব্র, ৪; ১৫—যিশ, ৬৩, ৯। যোহ, ১৪; ১৮ — যিশ, ৪৯; ১৫। প্র, ৭; ১৭।

আমাদের প্রতি ঈশ্বরের যে প্রেম আছে, তাহা আমরা জ্ঞাত হইয়াছি, ও বিশ্বাস করিয়াছি।

দয়াধনে ধনবান্ ঈশ্বর যে মহাপ্রেমেতে আমাদিগকে প্রেম করিলেন, তৎপ্রযুক্ত আমাদিগকে, হাঁ অপরাধে মৃত আমাদিগকে খ্রীষ্টের সহিত জীবিত করিলেন; অনুগ্রহেতেই তোমরা পরিত্রাণ পাইয়াছ। এবং খ্রীষ্ট যীশুতে করিয়া তাঁহাব সহিত আমাদিগকে উত্থাপন করিলেন, ও স্বর্গে উপবিষ্ট করিলেন। [ইহার অভিপ্রায় এই,] খ্রীষ্ট যীশুতে আমাদের প্রতি তাঁহাব যে মধুর ভাব বর্ত্তে, তাহাদ্বাবা যেন তিনি আগামী যুগপর্য্যায়ে আপনার অনুপম অনুগ্রহধন প্রকাশ করেন।

ঈশ্বর জগতের প্রতি এমন প্রেম কবিলেন, যে আপনার একজাত পুত্রকে প্রদান করিলেন, যেন তাঁহাতে বিশ্বাসকারী প্রত্যেক জন বিনষ্ট না হইযা অনন্ত জীবন পায়।—নিজ পুত্রের প্রতি মমতা না করিয়া যিনি আমাদের সকলকার নিমিত্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন, তিনি আমাদিগকে কি তাঁহার সহিত সমস্তই অনুগ্রহ পূর্ব্বক দান করিবেন না?—সদাপ্রভু সকলের পক্ষে মঙ্গলস্বরূপ, এবং আপনার সৃষ্ট যাবতীয় বস্তুর উপরে তাঁহার করুণা বর্ত্তে।

আমরা তাঁহাকে প্রেম করি, কারণ তিনিই প্রথমে আমাদিগকে প্রেম করিয়াছেন।

আর ধন্যা তুমি যে বিশ্বাস করিলা; যেহেতুক প্রভু হইতে যাহা যাহা তোমাকে কহা গিয়াছে, তাহা সিদ্ধি পাইবে।

১ যোহ, ৪; ১৬। ইফি, ২; ৪৭। যোহ, ৩; ১৬—রো, ৮, ৩২ — গী, ১৪৫; ৯। ১ যোহ, ৪; ১৯। লূ, ১; ৪৫।

তোমাদের আলাপ সর্ব্বদা অনুগ্রহের অধীনে···হউক।

যেমন রূপার ডালীতে সুবর্ণ নাগরঙ্গ ফল, তেমনি উপযুক্ত সময়ে কথিত বাক্য। যেমন সুবর্ণের নথ ও নির্ম্মল কাঞ্চনের অভরণ, তেমনি অবধানকারি কর্ণের প্রতি জ্ঞানবান ভর্ৎসনাকারী।—তোমাদের মুখ হইতে কোন প্রকার কদালাপ নির্গত না হউক, কিন্তু শ্রোতৃগণকে অনুগ্রহ প্রদানার্থে প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠাবর্দ্ধক সদালাপ হউক।—ভাল মনুষ্য হৃদয়রূপ ভাল ভাণ্ডারহইতে ভাল দ্রব্য বাহির করে, এবং মন্দ মনুষ্য মন্দ ভাণ্ডারহইতে মন্দ দ্রব্য বাহির করে।—তুমি আপনার বাক্যদ্বারা ধার্ম্মিক ......বলিয়া প্রতিপন্ন হইবা।—জ্ঞানবানদের জিহ্বা আরোগ্যস্বরূপ।

তখন সদাপ্রভুর ভয়কারী লোকেরা পরস্পর আলাপ করিল, এবং সদাপ্রভু অবধান করিয়া তাহা শুনিলেন এবং সদাপ্রভুর ভয়কারী ও তাঁহার নাম ধ্যানকারী লোকদের জন্যে তাঁহার সম্মুখে একখান স্মরণার্থ পুস্তক লেখা গেল।

এবং যদি অপকৃষ্ট বস্তুহইতে রত্ন বাহির করিয়া লও, তবে আমার মুখস্বরূপ হইবা;—যাহা হউক, বিশ্বাস ও বক্তৃতা ও জ্ঞান ও যাবতীয় যত্ন......ইত্যাদি সকল গুণে তোমরা যেমন উপচিয়া পড়িতেছ, তেমনি এই অনুগ্রহের কর্ম্মেও উপচিয়া পড়িতে চেষ্টা কর।

কল, ৪ ; ৬। হিতো, ২৫ ; ১১, ১২—ইফি, ৪ ; ২৯—ম, ১২ ; ৩৫, ৩৭ — হিতো, ১২ ; ১৮। মাল, ৩ ; ১৬। যির, ১৫ ; ১৯—২ক, ৪ ; ৭।

তখন যীশু দিয়াবলকর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইবার নিমিত্তে আত্মাদ্বারা প্রান্তরে নীত হইলেন।

[বস্তুতঃ] স্বশরীরে প্রবাসকালে [খ্রীষ্ট] মৃত্যুহইতে রক্ষা করণে সমর্থ [পিতার] কাছে তীব্র আর্ত্তনাদ ও অশ্রুপাত পূর্ব্বক বিনতি ও সাধ্যসাধনা উৎসর্গ করিলেন, এবং তাহার উত্তর অর্থাৎ ভীতিহইতে উদ্ধার পাইলেন; [এই প্রকারে] যদ্যপি পুত্র ছিলেন, তথাপি দুঃখভোগদ্বারা আজ্ঞাবহন শিক্ষা করিলেন; এবং সিদ্ধ হইয়া আপনার আজ্ঞাবর্ত্তী সকলের অনন্ত পরিত্রাণের কারণস্বরূপ হইলেন।

আমরা যে মহাযাজককে পাইয়াছি, তিনি আমাদের দুর্ব্বলতাঘটিত দুঃখে দুঃখিত হইতে অসমর্থ নন, কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে আমাদের ন্যায়, [অথচ] বিনা পাপে, পরীক্ষিত হইয়াছেন।

মনুষ্যের যে পরীক্ষা সম্ভব হয়, তদ্ব্যতীত অন্য পরীক্ষা তোমাদের প্রতি ঘটে নাই; আর ঈশ্বর বিশ্বাস্য; তিনি তোমাদের প্রতি শক্তির অতিরিক্ত পরীক্ষা ঘটিতে দিবেন না, কিন্তু যাহাতে সহ্য করিতে পার, পরীক্ষার সহিত উত্তরণের এমত উপায়ও করিবেন।—আমার যে অনুগ্রহ, তাহাতে তোমার কুলায়; কেননা দুর্ব্বলতাতে আমার প্রভাব সিদ্ধি পায়।

ম, ৪; ১। ইব্র, ৫; ৭-৯। ঐ, ৪; ১৫। ১ক, ১০; ১৩—২ক, ১২; ৯।

যদি আপন আপন পাপ স্বীকার করি, তবে তিনি বিশ্বস্ত ও ধর্ম্মময়, সুতরাং আমাদের পাপ সকল মোচন করিবেন, এবং যাবতীয় অধার্ম্মিকতাহইতে আমাদিগকে শুচি করিবেন।

আমার অধর্ম্ম সকল আমার জ্ঞানগোচর, এবং আমার পাপ নিত্য আমার সম্মুখে আছে। তোমার বিরুদ্ধে, কেবল তোমার বিরুদ্ধে আমি পাপ করিয়াছি, ও তোমার দৃষ্টিতে যাহা কুৎসিত তাহা করিয়াছি।

পরে সে উঠিয়া আপন পিতার নিকটে গমন করিল, তাহাতে দূরে থাকিতে তাহার পিতা তাহাকে দেখিতে পাইয়া, করুণাবিষ্ট হইলেন; এবং দৌড়িয়া গিয়া তাহার গলা ধরিয়া তাহাকে চুম্বন করিলেন।—আমি তোমার অধর্ম্ম সকল কুজ্-ঝটিকার ন্যায়, ও তোমার পাপ সকল মেঘের ন্যায় ঘুচাইয়া ফেলিয়াছি, তুমি আমার প্রতি ফির, কেননা আমি তোমাকে মুক্ত করিয়াছি।—তাঁহার নামের গুণে তোমাদের পাপের মোচন হইয়াছে।—খ্রীষ্টেতে ঈশ্বর... ..তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন।—তিনি যীশুতে বিশ্বাসকারী মনুষ্যকে ধার্ম্মিক করণেও ধার্ম্মিক থাকেন।

আমি তোমাদের উপরে শুচি জল ছিটাইয়া দিব, তাহাতে তোমরা শুচি হইবা।—তাহারা শুক্ল পরিচ্ছদে আমার সহিত গমনাগমন করিবে; কেননা তাহারা যোগ্য পাত্র।

তিনিই জল ও রক্ত দিয়া আগত ব্যক্তি, [অর্থাৎ] যীশু খ্রীষ্ট। তিনি কেবল জল-সম্বলিত নন, কিন্তু জল ও রক্ত উভয় সম্বলিত।

১ যোহ, ১; ৯। গী, ৫১; ৩, ৪। লূ, ১৫; ২০—যিশ, ৪৪; ২২ — ১ যোহ, ২, ১২—ইফি, ৪; ৩২—রো, ৩, ২৬। যিহি, ৩৬; ২৫—প্র, ৩; ৪। ১ যোহ, ৫; ৬।

আমি তোমার অপরাধ তোমাহইতে অপসারণ করিলাম, ও তোমাকে উৎসবের বস্ত্র পরিহিত করিলাম।

যাহার অধর্ম্ম মোচিত ও পাপ আচ্ছাদিত হইযাছে, সে ধন্য।—আমরা তো সকলে অশুচি দ্রব্যের সদৃশ হইয়াছি।—আমি জানি যে আমাতে, অর্থাৎ আমার শরীরে, উত্তম কিছুই বাস করে না; আমার বাঞ্ছা সম্ভবে বটে, কিন্তু উত্তমের সম্পাদন সম্ভবে না।

তোমরা যত লোক খ্রীষ্টের উদ্দেশে বাপ্তাইজিত হইয়াছ, সকলে খ্রীষ্টকে পরিধান করিয়াছ।—তোমরা তাহার ক্রিয়াশুদ্ধ পুরাতন পুরুষকে [জীর্ণবস্ত্রবৎ] ত্যাগ করিয়াছ, এবং যে নূতন পুরুষ আপন সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতিমূর্ত্ত্যনুসারে তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্তে নূতনীকৃত হইতেছে, তাহাকে পরিধান করিয়াছ।—সুতরাং ব্যবস্থাহইতে প্রাপ্য আমার কোন ধার্ম্মিকতায় ধার্ম্মিক না হইয়া, যে ধার্ম্মিকতা খ্রীষ্টে বিশ্বাস করণদ্বারা হয়,…যে ধার্ম্মিকতা ঈশ্বরহইতে পাওয়া যায়, তাহাতেই যেন ধার্ম্মিক হই।

সর্ব্বোত্তম পরিচ্ছদ আনিয়া ইহাকে পরাও।— ফলতঃ সেই ক্ষৌমবস্ত্র পবিত্রগণের ধার্ম্মিকতাস্বরূপ।—আমি সদাপ্রভুতে অতিশয় আনন্দ করিব, ও আমার প্রাণ আমার ঈশ্বরেতে উল্লাস করিবে; কেননা…তিনি আমাকে ত্রাণরূপ বস্ত্র পরাইলেন, ও ধার্ম্মিকতারূপ প্রাবারে পরিচ্ছন্ন করিলেন।

সখ, ৩; ৪। গী, ৩২; ১ — যিশ, ৬৪; ৬ — রো, ৭; ১৮। গাল, ৩; ২৭ — কল, ৩; ৯, ১০ — ফিলি, ৩; ৯। লূ, ১৫; ২২ — প্র, ১৯; ৮ — যিশ, ৬১; ১০।

গুরু হইতে শিষ্য বড় নহে।

তোমরা আমাকে গুরু ও প্রভু বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাক, আর তাহা যথার্থই বল, কেননা আমি সেই বটি।

শিষ্য আপন গুরুর তুল্য ও দাস আপন কর্ত্তার তুল্য হইলেই তাহার যথেষ্ট হয়।—তাহারা যদি আমাকে তাড়না করিয়াছে, তবে তোমাদিগকেও তাড়না করিবে, যদি আমার বাক্য পালন করিয়াছে, তবে তোমাদের বাক্যও পালন করিবে।—আমি তাহাদিগকে তোমার বাক্য দিয়াছি, আর জগৎ তাহাদিগকে ঘৃণা করিয়াছে, কারণ আমি যেমন জগৎসম্বন্ধীয় নহি, তেমনি তাহারাও জগৎসম্বন্ধীয় নহে।

যিনি আপনার প্রতিকূল পাপিগণের এমত প্রতিবাদ সহ্য করিয়াছিলেন, তাঁহাকেই আলোচনা কর, পাছে প্রাণের ক্লান্তিতে অবসন্ন হও। তোমরা পাপের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে অদ্যাবধি রক্তব্যয় পর্য্যন্ত প্রতিরোধ কর নাই।

স্থৈর্য্য পূর্ব্বক আপনাদের সম্মুখস্থ ধাবনমার্গে ধাবমান হই, এবং বিশ্বাসের আদি ও সিদ্ধিকর্ত্তা যীশুর প্রতি দৃষ্টি রাখি, তিনিই আপনার সম্মুখস্থ আনন্দের নিমিত্তে অপমান তুচ্ছ বোধ পূর্ব্বক ক্রুশটা সহ্য করিয়া ঈশ্বরের সিংহাসনের দক্ষিণে উপবিষ্ট হইয়াছেন।—খ্রীষ্ট আমাদের নিমিত্তে শরীরব্যয়ে দুঃখভোগ করিয়াছেন, বলিয়া তোমরাও যুদ্ধাস্ত্ররূপে এই বিবেচনা গ্রহণ কর।

ম, ১০ ; ২৪। যোহ, ১৩, ১৩। ম, ১০, ২৫—যোহ, ১৫; ২০—যোহ, ১৭, ১৪। ইব্র, ১২ ; ৩, ৪। ঐ, ১২ ; ১, ২—১ পি, ৪ ; ১।

তোমার ত্রাণার্থে আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিব।

বীর হইতে কি যুদ্ধে ধৃত প্রাণী হরণ করা যায়? কিম্বা ন্যায্য যোদ্ধার বন্দি লোককে কি মুক্ত করা যায়? হাঁ, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, অবশ্য বীরের বন্দি লোক উদ্ধৃত হইবে, ও ভীমবিক্রান্তের হস্তহইতে যুদ্ধে ধৃত প্রাণী মুক্ত করা যাইবে; আর তোমার প্রতিবাদির সহিত আমিই বিবাদ করিব।...তাহাতে আমিই সদাপ্রভু তোমার ত্রাণকর্ত্তা, এবং তোমার মুক্তিদাতা যাকোবের একবীর, ইহা মর্ত্ত্যমাত্র জানিতে পারিবে।—ভয় করিও না, কারণ আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি; সন্দিহান হইও না, কারণ আমি তোমার ঈশ্বর; আমি তোমাকে পরাক্রম দিলাম, হাঁ, তোমার সাহায্য করিলাম; হাঁ, আপন ধর্ম্মস্বরূপ দক্ষিণ হস্তদ্বারা তোমাকে ধরিয়া রাখিব।

আমরা যে মহাযাজককে পাইয়াছি, তিনি আমাদের দুর্ব্বলতাঘটিত দুঃখে দুঃখিত হইতে অসমর্থ নন, কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে আমাদের ন্যায় [অথচ] বিনা পাপে, পরীক্ষিত হইয়াছেন।—আপনি পরীক্ষিত হইয়া দুঃখভোগ করাতে তিনি পরীক্ষিতগণের সাহায্য করণে সমর্থ হন।

সদাপ্রভুরই অনুগ্রহে মনুষ্যের পাদসঞ্চার সুস্থির হয়, ও তাহার পথে তাঁহার প্রীতি জন্মে। সে যদ্যপি পতিত হয়, তথাপি ভূমিশায়ী হইবে না; কেননা সদাপ্রভু তাহার হস্ত ধরিয়া রাখেন।

যির, ১৫; ২০। যিশ, ৪৯; ২৪-২৬—ঐ, ৪১; ১০। ইব্র, ৪; ১৫—ঐ, ২; ১৮। গী, ৩৭; ২৩, ২৪।

আমার শ্রীমুখ তোমার সহিত গমন করিবেন, এবং আমি তোমাকে বিশ্রাম দিব।

তোমরা সাহস কর ও বীর্য্যবান হও, ভয় করিও না, ও তাহাদের হইতে ত্রাসযুক্ত হইও না; কেননা ঈশ্বর সদাপ্রভু আপনি তোমার সহিত যাইতেছেন, তিনি তোমাকে ছাড়িবেন না ও তোমাকে ত্যাগ করিবেন না।— আর সদাপ্রভু আপনি তোমার অগ্রগামী; তিনিই তোমার সঙ্গী হইবেন; তিনি তোমাকে ছাড়িবেন না ও তোমাকে ত্যাগ করিবেন না, অতএব ভয় করিও না ও নিরাশ হইও না।—আমি কি তোমাকে আজ্ঞা দি নাই? তুমি সাহস কর ও বীর্য্যবান হও; ত্রাসযুক্ত কি নিরাশ হইও না; কেননা তুমি যে কিছু করিতে যাইবা, সেই সকলেতে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার সঙ্গে থাকিবেন।— তোমার যাবতীয় গতিতে তাঁহাকে মনে কর, তাহাতে তিনি তোমার পথ সরল করিবেন।

তিনিই কহিয়াছেন, "আমি কোন ক্রমে তোমাকে ছাড়িব না, ও কোন ক্রমে তোমাকে ত্যাগ করিব না।" অতএব আমরা সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি, "প্রভু আমার স্বপক্ষ, আমি ভয় করিব না, মনুষ্য আমার কি করিবে?"—আমাদের যোগ্যতা ঈশ্বরহইতে উৎপন্ন।

আমাদিগকে পরীক্ষাতে আনিও না।— হে সদাপ্রভু, আমি জানি, মনুষ্যের গতি তাহার বশে নয়। নিজ পাদবিক্ষেপ স্থির করা গমনকারী মনুষ্যের সাধ্য নয়।

আমার তাবৎ সময় তোমার হস্তগত।

যা, ৩৩, ১৪। দ্বি বি, ৩১; ৬, ৮ — যিহো, ১, ৯ — হিতো, ৩, ৬।
ইব্র, ১৩; ৫, ৬ — ২ক, ৩; ৫। ম, ৬; ১৩ — যাক, ১০; ২৩। গী, ৩১; ১৫।

আমি আমার প্রিয়ের, ও তাঁহার বাসনা আমার প্রতি।

কাঁহাকে বিশ্বাস করিয়াছি, তাহা জানি, এবং আমার যাহা গচ্ছিত আছে, তিনি সেই দিনের জন্যে তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ, ইহা দৃঢ়রূপে প্রত্যয় করিতেছি।—আমি নিশ্চয় জানি, মৃত্যু কি জীবন, কি স্বর্গদূতগণ, কি আধিপত্য, কি উপস্থিত বিষয়, কি ভাবী বিষয়, কি বাহিনীগণ, কি ঊর্দ্ধ স্থান, কি গভীর স্থান, কি অন্য কোন সৃষ্ট বস্তু, কিছুই আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টে [নিহিত] ঈশ্বরের প্রেমহইতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না।—যে সকল আমাকে দান করিয়াছ, সে সকলকে সাবধানে রাখিয়াছি। তাহাদের মধ্যে কেহ বিনষ্ট হয় নাই।

সদাপ্রভু আপন প্রজাদিগেতে প্রসন্ন।— মনুষ্যসন্তানগণেতে আমার আমোদ প্রমোদ হইত।—ঈশ্বর যে মহা প্রেমেতে আমাদিগকে প্রেম করিলেন।— বন্ধুদের নিমিত্তে আপনার প্রাণত্যাগ করণ অপেক্ষা আর বড় প্রেম কাহারো নাই।

বিশেষ মূল্যে ক্রীত হইয়াছ। অতএব তোমাদের দেহে ও তোমাদের আত্মাতে ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত কর, কেননা উভয়ই ঈশ্বরের।---কেননা যদি আমরা জীবিত থাকি, তবে প্রভুর নিমিত্তে জীবিত থাকি, এবং যদি মরি, তবে প্রভুর নিমিত্তে মরি; অতএব আমরা জীবিত থাকি কিম্বা মরি. প্রভুরই আছি।

পঃ গী, ৭; ১০। ২ তীম, ১; ১২ — রো, ৮; ৩৮, ৩৯ — যোহ, ১৭; ১২। গী, ১৪৯; ৪ — হিতো, ৮; ৩১ — ইফি, ২; ৪ — যোহ, ১৫; ১৩। ১ ক, ৬; ২০ — রো, ১৪; ৮।

হৃদয় ছাপিয়া উঠিলে মুখ কথা কহে।

খ্রীষ্টের বাক্য বাহুল্যরূপে তোমাদের অন্তরে বাস করুক।

তোমার হৃদয়কে অধিক যত্নেতে রক্ষা কর, কেননা তাহাহইতে জীবনের উদ্গাম হয়।—মরণ ও জীবন জিহ্বার অধীন।—ধার্ম্মিকের মুখ জ্ঞানের প্রসঙ্গ করে, এবং তাহার জিহ্বা ন্যায়বিচারের কথা কহে। তাহার ঈশ্বরের শাস্ত্র তাহার অন্তঃকরণে থাকে; তাহার পাদসঞ্চার টলে না।

তোমাদের মুখহইতে কোন প্রকার কদালাপ নির্গত না হউক, কিন্তু শ্রোতৃগণকে অনুগ্রহ প্রদানার্থে প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠাবর্দ্ধক সদালাপ হউক।

আমরা যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি তাহা যে না বলি, এমত হইতে পারে না।—আমার বিশ্বাস ছিল, এই কারণ কথা কহিয়াছিলাম।

যে কেহ মনুষ্যদের সাক্ষাতে আমাকে স্বীকার করে, আমিও আপন স্বর্গস্থ পিতার সাক্ষাতে তাহাকে স্বীকার করিব।—যেহেতুক ধার্ম্মিকতালাভার্থে হৃদয়ে বিশ্বাস করিতে হয়, এবং পরিত্রাণলাভার্থে মুখে স্বীকার করিতে হয়।

কল, ৩; ১৬। হিতো, ৪; ২৩—ঐ, ১৮; ২১—গী, ৩৭, ৩০, ৩১। ইফি, ৪; ২৯। প্রে, ৪; ২০—গী, ১১৬; ১০। ম, ১০; ৩২—রো, ১০; ১০।

তোমার ইচ্ছা স্বর্গে যেমন, পৃথিবীতেও তেমনি সিদ্ধ হউক।

হে তাঁহার দূতগণ, তোমরা বলিষ্ঠ বীর, তাঁহার আজ্ঞা সাধক, ও তাঁহার বাক্যের রব শ্রবণে নিবিষ্ট, তোমরাই সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর। হে তাঁহার সমস্ত বাহিনী, তোমরা তাঁহার পরিচারক ও তাঁহার অভিমতসাধক, তোমরাই সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর।

আমার ইচ্ছা সাধনার্থে আমি স্বর্গহইতে নামিয়া আসিয়াছি তাহা নয়; কিন্তু আমার প্রেরণকর্ত্তার ইচ্ছা [সাধনার্থে]।—হে আমার ঈশ্বর, তোমার বাসনা পূর্ণ করণে আমি প্রীত হই, এবং তোমার শাস্ত্র আমার অন্তরে আছে।—হে আমার পিতঃ, পান না করিলে যদি এ পাত্র আমার নিকটহইতে দূরে যাইতে না পারে, তবে তোমার ইচ্ছামত হউক।

যাহারা আমাকে প্রভু প্রভু করিয়া বলে, তাহরা সকলে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পাইবে এমত নয়, কিন্তু যে ব্যক্তি আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে. সেই পাইবে।—ঈশ্বরের নিকটে তো ব্যবস্থার শ্রোতারা ধার্ম্মিক নয়, কিন্তু ব্যবস্থার পালনকারিরাই ধার্ম্মিকীকৃত হইবে।—এ সকল যদি জান. তবে তাহা পালন করিলে ধন্য হইবা।—বস্তুতঃ যে কেহ সৎকর্ম্ম করিতে জানে, তথাপি না করে, তাহার পাপ হয়। এবং এই যুগের অনুরূপ হইও না, কিন্তু মতির নূতনীকরণদ্বারা স্বরূপান্তর গ্রহণ কর।

ম, ৬; ১০। গী, ১০৩; ২০, ২১। যোহ, ৬; ৩৮—গী, ৪০; ৮—ম, ২৬; ৪২। ম, ৭; ২১—রো, ২; ১৩—যোহ, ১৩; ১৭—যাক, ৪; ১৭। রো ১২; ২।

এবং আমার নিমিত্তে তোমরা যাজকদের এক রাজবংশ ও পবিত্র এক জাতি হইবা।

তুমি হত হইয়াছ, এবং আপনার রক্তদ্বারা যাবতীয় বংশ ও ভাষা ও রাজ্য ও জাতিহইতে ঈশ্বরের নিমিত্তে [প্রজাবৃন্দ] ক্রয় করিয়াছ; এবং আমাদের ঈশ্বরের কাছে তাহাদিগকে রাজা ও যাজক করিয়াছ।—তোমরা মনোনীত বংশ, রাজকীয় যাজকবর্গ, পবিত্র জাতি, নিজস্ব প্রজাবৃন্দ; সুতরাং যিনি তোমাদিগকে অন্ধকার-হইতে আপনার আশ্চর্য্য আলোর মধ্যে আহ্বান করিয়াছেন, তাঁহার গুণকীর্ত্তনে নিযুক্ত আছ।

তোমরা সদাপ্রভুর যাজক বলিয়া বিখ্যাত হইবা, লোকে তোমাদিগকে আমাদের ঈশ্বরের পরিচারক বলিবে।—ঈশ্বরের ও খ্রীষ্টের যাজক হইবে।

অতএব, হে স্বর্গীয় আহ্বানের ভাগি পবিত্র ভ্রাতৃগণ, তোমরা আমাদের ধর্ম্ম-প্রতিজ্ঞার প্রেরিত ও মহাযাজক খ্রীষ্ট যীশুর প্রতি দৃষ্টি রাখ।—অতএব আইস আমরা তাঁহারই দ্বারা ঈশ্বরের উদ্দেশে নিত্য নিত্য স্তবরূপ যজ্ঞ, অর্থাৎ তাঁহার নামের মাহাত্ম্যস্বীকারকারি ওষ্ঠাধরের ফল উৎসর্গ করি।

কারণ আমরা তাঁহারই রচনা, সৎক্রিয়ার নিমিত্তে খ্রীষ্ট যীশুতে তাঁহার সৃষ্ট বস্তু, কেননা ঈশ্বর তাহা আমাদের গন্তব্য পথ করিয়া পূর্ব্বে প্রস্তুত করিয়াছিলেন।—ঈশ্বরের প্রাসাদ পবিত্র, এবং তোমরা তাহাই আছ।

যা, ১৯; ৬। প্র, ৫; ৯, ১০—১ পি, ২; ৯। যিশ, ৬১; ৬—প্র, ২০; ৬। ইব্র, ৩; ১—ব্রী, ১৩, ১৫। ইফি, ২; ১০—১ ক, ৩; ১৭।

তুমি কৃপাময় ও স্নেহশীল ঈশ্বর, ক্রোধে ধীর ও দয়াতে মহান্, এবং অমঙ্গলের বিষয়ে অনুশোচনকারী।

আমি এই নিবেদন করি, সদাপ্রভু ক্রোধে ধীর ও দয়াতে মহান্, এবং অপরাধের ও অধর্ম্মের ক্ষমকারী, তথাপি অবশ্য তাহার দণ্ডদাতা, এবং তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত সন্তানদের প্রতি পিতাদের অপরাধের ফলদাতা; এই যে কথা তুমি কহিয়াছ, তদনুসারে প্রভুর প্রভাব মহিমান্বিত হউক।

পূর্ব্বপুরুষদের অপরাধ সকল আমাদের বলিয়া মনে করিও না; তোমার করুণা শীঘ্র আমাদের প্রত্যুদ্গমন করুক,......হে আমাদের ত্রাণকর্ত্তাঈশ্বর, আপন নামের গৌরবার্থে আমাদের সাহায্য কর, ও আপন নামের গুণে আমাদিগকে উদ্ধার কর, ও আমাদের পাপ সকল ক্ষমা কর।—হে সদাপ্রভো, যদ্যপি আমাদের অপরাধ সকল আমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতেছে, তথাপি তুমি আপন নামের নিমিত্তে কার্য্য কর; বস্তুতঃ আমাদের বিপথগমন বহুবিধ, আমরা তোমারই বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি।—হে সদাপ্রভো, আমারা পৈতৃক অপরাধ আপনাদের দুষ্টতা বলিয়া স্বীকার করি; হাঁ, আমরা তোমার বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি।

হে সদাপ্রভো, তুমি যদি অপরাধ সকল ধর, তবে, হে প্রভো, কে দাঁড়াইতে পারিবে? বস্তুতঃ লোকে যেন তোমাহইতে ভীত হয়, তন্নিমিত্তে পাপমোচন তোমার কাছে আছে।

যো, ৪; ২। গ, ১৪; ১৭, ১৮। গী, ৭৯; ৮, ৯—যির, ১৪; ৭, ২০। গী, ১৩০; ৩, ৪।

সে নিজ মেষ সকলকে স্ব স্ব নামে ডাকে, ও বাহির করিয়া লইয়া যায়।

তথাপি ঈশ্বরস্থাপিত দৃঢ় ভিত্তিমূল স্থির রহিয়াছে, এবং তাহার উপরে এই কথা মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে, "প্রভু জানেন, কে কে তাঁহার ;" এবং "যে কেহ প্রভুর নাম করে, সে অধার্ম্মিকতা হইতে অপক্রমণ করুক।"—সেই দিন অনেকে বলিবে, প্রভো প্রভো, আপনকার নামে আমরা কি ভাবোক্তি প্রচার করি নাই ? ও আপনকার নামে কি ভূতদিগকে ছাড়াই নাই ? এবং আপনকার নামে কি প্রভাবের অনেক ক্রিয়া করি নাই ? তখন আমি তাহাদিগঁকে স্পষ্ট বলিব, আমি তোমাদিগকে কখনো জানি নাই ; হে অধর্ম্মাচারিরা, আমার নিকটহইতে দূর হও।—সদাপ্রভু ধার্ম্মিকগণের গতি জানেন, কিন্তু দুষ্টদের গতি বিনষ্ট হইবে।

দেখ, আমি আপন হস্তদ্বয়ের তালুতে তোমার আকৃতি লিখিয়াছি, তোমার প্রাচীর সর্ব্বদা আমার দৃষ্টিগোচর আছে।—তুমি আমাকে মোহরের ন্যায় হৃদয়ে ও মোহরের ন্যায় বাহুতে ধারণ কর।—সদাপ্রভু মঙ্গলস্বরূপ, সঙ্কটের দিনে তিনি আশ্রয়স্বরূপ ; হাঁ, তিনি আপনার শরণাগতদিগকে জ্ঞাত আছেন।

আমি তোমাদের জন্যে স্থান প্রস্তুত করিতে যাইতেছি। আর আমি যাইয়া যদি তোমাদের জন্যে স্থান প্রস্তুত করি, তবে পুনর্ব্বার আসিয়া আমার নিকটে তোমাদিগকে লইয়া যাইব ; কেননা আমি যে স্থানে থাকি, তোমাদিগকেও সেই স্থানে থাকিতে হইবে।

যোহ, ১০ ; ৩। ২ তীম, ২ ; ১৯ — ম, ৭, ২২, ২৩ — গী, ১ ; ৬।
যিশ, ৪৯ ; ১৬ — পঃ গী, ৪ ; ৬ — নহূ, ১ ; ৭। যোহ, ১৪ ; ২, ৩।

যিনি পরাক্রান্ত, তিনি আমার জন্যে মহৎ কর্ম্ম করিলেন; আর তাঁহার নাম পবিত্র।

হে সদাপ্রভো, দেবগণের মধ্যে কে তোমার তুল্য এবং কে বা তোমার ন্যায় পবিত্রতাতে আদরণীয়, প্রশংসাতে ভয়ার্হ, ও আশ্চর্য্য ক্রিয়াকারী?—হে প্রভো, দেবগণের মধ্যে তোমার তুল্য কেহই নাই, এবং তোমার কর্ম্ম সকল অনুপম।—হে প্রভো, তোমাহইতে কে না ভীত হইবে? এবং তোমার নামের গৌরব কে না স্বীকার করিবে? কেননা একমাত্র তুমি সাধু।—তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হউক।

ইস্রায়েলের ঈশ্বর প্রভু ধন্য, কেননা তিনি আপন প্রজাদের তত্ত্বাবধারণ করিয়া মুক্তি সাধন করিলেন।

ইদোম্‌হইতে, হাঁ, রক্তরঞ্জিত বস্ত্র পরিয়া বস্রাহইতে আগমনকারী ঐ যে ব্যক্তি আপন পরিচ্ছদে আদরণীয়তা দেখান, ও আপন শক্তির আধিক্যে অঙ্গচালন করিতেছেন, উনি কে? "ধর্ম্মবাদী ও পরিত্রাণ করণে সমর্থ আমি।" আমি সাহায্য করণের ভার এক জন বীরকে সমর্পণ করিলাম, আমি প্রজাদের মধ্যে এক যুবাকে [লইয়া] উচ্চপদস্থ করিলাম।

পরন্তু আমাদিগেতে স্বকার্য্যসাধক প্রভাবানুসারে যিনি সকলাপেক্ষা অধিক এবং আমাদের যাচ্‌ঞার ও বুদ্ধির নিতান্ত অতিরিক্ত কর্ম্ম করিতে পারেন,......তাঁহারই মহিমা হউক।

লূ, ১; ৪৯। যা, ১৫; ১১—গী, ৮৬; ৮—প্র, ১৫; ৪—ম, ৬; ৯।
লূ, ১; ৬৮। যিশ, ৬৩; ১—গী, ৮৯; ১৯। ইফি, ৩; ২০।

আমি যেমন জগৎসম্বন্ধীয় নহি, তদ্রূপ তাহারাও জগৎ-সম্বন্ধীয় নহে।

তিনি অবজ্ঞাত ও মনুষ্যদের ত্যাজ্য, ব্যথার পাত্র ও যাতনার আত্মীয়।—যে পরিমাণে খ্রীষ্টের দুঃখভোগের সহভাগী হইতেছ, সেই পরিমাণে আনন্দ কর, তাহাতে তাঁহার প্রতাপের প্রকাশপ্রাপ্তিতেও উল্লাস পূর্ব্বক আনন্দ করিতে পারিবা।

বস্তুতঃ আমাদের জন্যে এতাদৃশ মহাযাজক উপযুক্তও ছিলেন, যিনি সাধু, অহিংসক, বিমল, পাপিগণহইতে পৃথক্কৃত।—[তোমরাও] অনিন্দনীয় ও অমায়িক হইয়া এই কালের কুটিল ও বিপথগামি লোকদের মধ্যে ঈশ্বরের নিষ্কলঙ্ক সন্তান হও।

নাসরতীয় যীশু......স্থানে স্থানে ভ্রমণ করত উপকার করিতেন এবং দিয়াবলদ্বারা উপদ্রুত সকল লোককে সুস্থ করিতেন, কারণ ঈশ্বর তাঁহার সঙ্গী ছিলেন।—আমরা উপযুক্ত সময় থাকিতে সকলের প্রতি, বিশেষতঃ যাহারা বিশ্বাসবাটীর অন্তরঙ্গ, তাহাদের প্রতি সৎকর্ম্ম করি।

প্রকৃত জ্যোতিঃ, অর্থাৎ যিনি যাবতীয় মনুষ্যকে আলো দেন, তিনি ছিলেন, [এবং] জগতে আসিতেছিলেন।—তোমরা জগতের দীপস্বরূপ; পর্ব্বতের উপরে স্থিত যে নগর সে গুপ্ত থাকিতে পারে না।—তদ্রূপ মনুষ্যদের সাক্ষাতে তোমাদের দীপ্তি উজ্জ্বল হউক, তাহাতে তাহারা তোমাদের সৎক্রিয়া দেখিয়া তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার প্রশংসা করিবে।

যোহ, ১৭; ১৬। যিশ, ৫৩; ৩—১ পি, ৪; ১৩। ইব্র, ৭; ২৬—ফিলি, ২; ১৫। প্রে, ১০; ৩৮—গাল, ৬; ১০। যোহ, ১; ৯—ম, ৫; ১৪, ১৬।

ত্বক্‌ছেদের বা উপকার কি?

তোমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে ছিন্নত্বক্ হও, আপন আপন হৃদয়ের ত্বক্ দূর করিয়া ফেল।—যদিস্যাৎ তাহাদের অচ্ছিন্নত্বক্ হৃদয় নম্র হয়, ও তাহারা আপন আপন অপরাধের দণ্ড গ্রাহ্য করে; তবে যাকোবের সহিত আমার যে নিয়ম তাহা আমি স্মরণ করিব, এবং ইস্‌হাকের ও অব্রাহামের সহিত আমার যে নিয়ম তাহা আমি স্মরণ করিব।

ঈশ্বরের সত্যতার পক্ষে অর্থাৎ পিতৃগণকে দত্ত প্রতিজ্ঞা সকল স্থির করণার্থে যীশু খ্রীষ্ট ছিন্নত্বক্ লোকদের পরিচারক ছিলেন।—এবং তাঁহাতেই তোমরা ছিন্ন-ত্বক্‌ও হইয়াছ, অর্থাৎ শরীরায়ত্ত ভাবরূপ পাপদেহ বস্ত্রবৎ ত্যাগ করণে, খ্রীষ্টের [কৃত] ত্বক্‌ছেদেই অহস্তকৃত ত্বক্‌ছেদ পাইয়াছি।—[ঈশ্বর] তোমাদিগকে, হাঁ, অপরাধে ও শরীরায়ত্ত ভাবরূপ অত্বক্‌ছেদাবস্থাতে মৃত তোমাদিগকে, তাঁহার সহিত জীবিত করিয়াছেন; ফলতঃ তিনি আমাদের সমস্ত অপরাধরূপ ঋণ ক্ষমা করিয়াছেন।

ফলতঃ পূর্ব্বকালীন আচরণ লইয়া তোমরা প্রতারণার অভিলাষ বিধায় যে পুরা-তন পুরুষ নষ্ট হয়, তাহাকে [জীর্ণ বস্ত্রবৎ] ত্যাগ করিতে, পরন্তু আপন আপন বিবে-কের ভাবে [ক্রমশঃ] নবীনীকৃত হইতে, এবং সত্যজনিত ধার্ম্মিকতাতে ও সাধুতাতে ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট যে নূতন পুরুষ, তাহাকে পরিধান করিতে [শিখিয়াছ]।

রো, ৩; ১। যির, ৪; ৪—লে, ২৬; ৪১, ৪২।
রো, ১৫; ৮—কল, ২; ১১—ঐ, ২; ১৩। ইফি, ৪; ২২-২৪।

তাঁহার যে মৃত্যু হইয়াছে, তদ্দ্বারা তিনি পাপের সম্বন্ধে একেবারে মরিয়াছেন ; এবং তাঁহার যে জীবন আছে, তদ্দ্বারা ঈশ্বরের সম্বন্ধে জীবিত আছেন।

[তিনি] অধর্ম্মিদের সহিত গণিত হইলেন।—খ্রীষ্ট এক বার অনেকের পাপভার বহনার্থে উৎসৃষ্ট হইয়াছেন।—আমরা যেন পাপের পক্ষে মরিয়া ধার্ম্মিকতার পক্ষে জীবিত হই, তজ্জন্য তিনি নিজ দেহে আমাদের পাপ সকল বহন করত আপনি দণ্ডকাষ্ঠে উঠিলেন।—যাহারা পবিত্রীকৃত হয়, তাহাদিগকে তিনি একই নৈবেদ্য-দ্বারা নিত্যকালার্থে সিদ্ধ করিয়াছেন।

ইনি অনন্তকালস্থায়ী, তজ্জন্য অপরিবর্ত্তনীয় যাজকত্বের অধিকারী, সুতরাং যাহারা তাঁহা দিয়া ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত হয়, তাহাদিগকে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরিত্রাণ করিতে পারেন, কারণ তাহাদের নিমিত্তে অনুরোধ করণার্থে তিনি সতত জীবিত আছেন।—ইতিপূর্ব্বে আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখন আমাদের নিমিত্তে খ্রীষ্ট মরিলেন। সুতরাং সম্প্রতি খ্রীষ্টের রক্তে ধার্ম্মিকীকৃত হওয়াতে আমরা কত অধিক [অবাধে] তাঁহাদ্বারা ক্রোধহইতে পরিত্রাণ পাইব।

খ্রীষ্ট আমাদের নিমিত্ত শরীরব্যয়ে দুঃখভোগ করিয়াছেন বলিয়া, তোমরাও যুদ্ধাস্ত্ররূপে এই বিবেচনা গ্রহণ কর, যে শরীরব্যয়ে দুঃখভোগ যাহার হইয়াছে, সে পাপহইতে বিরত হইয়াছে ; অতএব আর মনুষ্যদের অভিলাষানুসারে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে শরীরবাসের অবশিষ্ট কাল যাপন করা তাহার কর্ত্তব্য।

রো, ৬ ; ১০। যিশ, ৫৩ ; ১২ — ইব্র, ৯ ; ২৪ — ১ পি, ২ ; ২৪ — ইব্র, ১০ ; ১৪। ইব্র, ৭ ; ২৪, ২৫। রো, ৫ ; ৮, ৯। ১ পি, ৪ ; ১, ২।

তৎপশ্চাৎ পরিণাম হইবে।

পরন্তু সেই দিবসের কি দণ্ডের তত্ত্ব কেহই জানে না; স্বর্গস্থ দূতগণও তাহা জানেন না, পুত্রও জানেন না, কেবল পিতা জানেন। তোমরা সাবধান থাক, ও জাগ্রৎ হইয়া প্রার্থনা কর; কেননা সে সময় কবে হইবে, তাহা জান না।—আর আমি তোমাদিগকে যাহা কহিতেছি, তাহাই সকলকে কহি, জাগ্রৎ থাক।—কেহ কেহ যাহা দীর্ঘসূত্রতা জ্ঞান করে, প্রভু নিজ প্রতিজ্ঞা বিষয়ে তদনুরূপ দীর্ঘসূত্রী নহেন, কিন্তু আমাদের পক্ষে তিনি দীর্ঘসহিষ্ণু; [কেননা] কতকগুলি লোক যে বিনষ্ট হয়, এমত মানস তাঁহার নাই; বরং সকলে যেন মনঃপরিবর্ত্তনে প্রবৃত্ত হয়।—প্রভুর আগমন সন্নিকট।—দেখ, বিচারকর্ত্তা দ্বার সমীপে দণ্ডায়মান আছেন।—সত্য, আমি ত্বরায় আসিতেছি।

এই রূপে যদি এই সমস্ত বিলীয়মান হয়, তবে পবিত্র আচার ব্যবহার ও ভক্তি-পূর্ব্বক……কি প্রকার লোক হওয়া তোমাদের উচিত।

পরন্তু সকল বিষয়ের পরিণাম সন্নিকট; অতএব বিনীত হও, এবং প্রার্থনার জন্যে প্রবুদ্ধ থাক।—তোমাদের কটি বদ্ধ ও প্রদীপ প্রজ্বলিত থাকুক; এবং তোমরা এমত লোকদের সদৃশ হও; যাহারা বিবাহোৎসবহইতে আপন প্রভুর উঠিবার সময় পর্য্যন্ত তাঁহার অপেক্ষাতে থাকে, যেন তিনি আসিয়া দ্বারে আঘাত করিলে তাহারা তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিমিত্তে দ্বার খুলিয়া দিতে পারে।

১ ক, ১৫; ২৪। মা, ১৩; ৩২, ৩৩, ৩৭ — ২ পি, ৩; ৯ — যাক, ৫; ৮, ৯— প্র, ২২; ২০। ২ পি, ৩; ১১। ১ পি, ৪; ৭—লূ, ১২; ৩৫, ৩৬।

ক্লেশে সুস্থির।

তিনি সদাপ্রভু; তাঁহার দৃষ্টিতে যাহা ভাল, তাহাই করুন।—ধার্ম্মিক হইলেও আমি উত্তর করিতে পারি না, আমার বিচারকর্ত্তার কাছে বিনতি করিতে হয়।—সদাপ্রভু দিয়াছিলেন, এবং সদাপ্রভু লইলেন; সদাপ্রভুর নাম ধন্য হউক।—আমরা ঈশ্বরহইতে কি মঙ্গল গ্রহণ করিব? কিন্তু অমঙ্গল গ্রহণ করিব না?

যীশু অশ্রুপাত করিলেন।—তিনি......ব্যথার পাত্র ও যাতনার আত্মীয়।—সত্য, আমাদের যাতনা সকল তিনি ধারণ করিলেন, ও আমাদের ব্যথা সকল তুলিয়া লইলেন।

কেননা প্রভু যাহাকে প্রেম করেন, তাহাকে শাস্তি প্রদান করেন, এবং যে প্রত্যেক পুত্রকে গ্রাহ্য করেন, তাহাকে প্রহার করেন।—যাবতীয় শাস্তি আপাততঃ আনন্দের বিষয় বোধ হয় না, কিন্তু মনোদুঃখের বিষয় বোধ হয়; তথাপি তদ্দারা অভ্যাসপ্রাপ্ত লোকদিগকে তাহা পশ্চাৎ শান্তিযুক্ত ধর্ম্মফল প্রদান করে।—সম্পূর্ণ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা করণার্থে তাঁহার প্রতাপের পরাক্রমানুসারে যাবতীয় শক্তিতে শক্তিমান্ হও, এবং আনন্দের সহিত পিতার ধন্যবাদ কর।—জগতে তোমরা ক্লেশ পাইতেছ; কিন্তু সাহস কর, আমিই জগৎকে জয় করিয়াছি।

রো, ১২; ১২। ১ শমূ, ৩; ১৮—ইয়, ৯; ১৫—ঐ, ১; ২১—ঐ, ২; ১০।

যোহ, ১১; ৩৫ — যিশ, ৫৩; ৩, ৪। ইব্র, ১২; ৬, ১১ — কল, ১; ১১— যোহ, ১৬; ৩৩।

আমরা মৃত্যুহইতে জীবনে উত্তীর্ণ হইয়াছি, ইহা জানি।

যে ব্যক্তি আমার বাক্য শুনিয়া আমার প্রেরণকর্ত্তাতে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং বিচারে আনীত হয় না, কিন্তু মৃত্যুহইতে জীবনে উত্তীর্ণ হইয়াছে।—যে ব্যক্তি পুত্রকে পাইযাছে, তাহার জীবনলাভ হইয়াছে; যে ঈশ্বরের পুত্রকে পায় নাই, তাহার জীবনলাভ হয় নাই।

সেই ঈশ্বর তোমাদিগকে সুদ্ধ আমাদিগকে খ্রীষ্টে স্থির করিতেছেন, এবং আমাদিগকে অভিষিক্ত করিয়াছেন। এবং তিনিই আমাদিগকে মুদ্রাঙ্কিতও করিয়াছেন, এবং বায়নাস্বরূপ আত্মাকে আমাদের হৃদয়ে রাখিযা দিয়াছেন।

ইহাতে আমরা যে সত্যসম্বন্ধীয়, তাহা জানিয়া তাঁহার সাক্ষাতে আপন আপন হৃদয় আশ্বাসযুক্ত করিব। প্রিয়েরা, আমাদের হৃদয় যদি আমাদিগকে দোষী না করে, তবে ঈশ্বরের উদ্দেশে আমাদের সাহস লাভ হয়।—আমরা জানি, আমরা ঈশ্বরসম্বন্ধীয়; পরন্তু সমস্ত জগৎ সেই পাপাত্মার [ক্রোড়ে] শুইয়া রহিয়াছে।

তোমরা আপন আপন অপরাধে ও পাপে মৃত ছিলা।—অপরাধে মৃত আমাদিগকে খ্রীষ্টের সহিত জীবিত কবিলেন।—তিনিই আমাদিগকে অন্ধকারের কর্ত্তৃত্বহইতে উদ্ধার করিয়া আপন প্রেমভূমি পুত্রের রাজ্যস্থ প্রজা করিয়াছেন।

---

১ যোহ, ৩; ১৪। যোহ, ৫; ২৪—১ যোহ, ৫; ১২। ২ ক, ১; ২১, ২২।
১ যোহ, ৩; ১৯, ২১—ঐ, ৫; ১৯। ইফি, ২; ১, ৫—কল, ১; ১৩।

বিশ্বাসের গুণে আব্রাহাম...অধিকারার্থে প্রাপ্তব্য স্থানে গমনের আজ্ঞা গ্রাহ্য করিলেন, এবং...যাত্রা করিলেন।

আমাদের জন্যে তিনি আমাদের অধিকার মনোনীত করেন।—[তিনি] তাহাকে আবরণ করিয়া শিক্ষা দিলেন, ও আপন চক্ষুর তারার ন্যায় তাহাকে রক্ষা করিলেন। যেমন উৎক্রোশপক্ষী আপন বাসাকে উন্নিদ্র করে, ও আপন শাবকগণের উপরে ঘুরে, ও পক্ষ বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে তুলে, ও আপন পালকের উপরে তাহাদিগকে বহন করে; তদ্রূপ সদাপ্রভু একাকী তাহাদিগকে লইয়া গেলেন; তাঁহার সহিত কোন বিজাতীয় দেবতা ছিল না।

তোমার ঈশ্বর আমি সদাপ্রভু তোমার উপকারজনক শিক্ষাদানকারি [গুরু] ও তোমার গন্তব্য পথে তোমার পথপ্রদর্শক।—তাঁহার ন্যায় কে শিক্ষা দিতে পারে?

আমরা বিশ্বাস সহকারে চলিতেছি, দর্শনসহকারে চলি না।—এখানে তো আমাদের চিরস্থায়ি নগর নাই; কিন্তু আমরা সেই ভাবি নগরের অন্বেষণ করিতেছি।

"প্রিয়েরা, আমি নিবেদন করি, তোমরা প্রবাসী ও বিদেশী, অতএব জীবাত্মার প্রতিকূলে যুদ্ধকারি শারীরিক অভিলাষ সকলহইতে নিবৃত্ত হও।—উঠ, প্রস্থান কর, এ তো বিশ্রামের স্থান নয়, কেননা অশুচিতা প্রযুক্ত [ইহা] যন্ত্রণাদায়ক, হাঁ, দারুণ যন্ত্রণাদায়ক।

ইব্র, ১১; ৮। গী, ৪৭; ৪ — দ্বি বি, ৩২; ১০-১২। যিশ, ৪৮; ১৭ — ইয়, ৩৬; ২২। ২ ক, ৫; ৭ — ইব্র, ১৩; ১৪।
১ পি, ২; ১১ — মী, ২; ১০।

ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি যে খ্রীষ্ট।

এবং সদাপ্রভুর প্রতাপ প্রকাশ পাইবে, ও যাবতীয় মর্ত্ত্য এককালে তাহা দেখিবে।—ঈশ্বরকে কেহ কখনো দেখে নাই; পিতার ক্রোড়ে যে একজাত পুত্র আছেন, তিনি তাঁহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আর ঐ বাক্য মাংসে মূর্ত্তিমান হইয়া আমাদের মধ্যে প্রবাস করিয়াছেন, এবং আমরা তাঁহার মহিমা দেখিয়াছি, সেই মহিমা পিতার নিকটহইতে [আগত] একজাত পুত্রের উপযুক্ত, [তিনি] অনুগ্রহে ও সত্যে পরিপূর্ণ।

যে আমাকে দর্শন করিল, সে পিতাকে দর্শন করিল।—তাঁহার প্রতাপের প্রতিবিম্ব ও তত্ত্বের মুদ্রাঙ্ক।—ঈশ্বর মাংসে প্রত্যক্ষীভূত হইলেন।

সেই পুত্রে আমরা তাঁহার রক্তদ্বারা মুক্তি অর্থাৎ পাপের মোচন প্রাপ্ত হইয়াছি। পুত্রই অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি, যাবতীয় সৃষ্টির প্রথমজাত।—তিনি যাহাদিগকে পূর্ব্বাবধি জ্ঞাত ছিলেন, তাহাদিগকে আপন পুত্রের প্রতিমূর্ত্তির অনুরূপ হওনার্থে পূর্ব্বাবধি নিরূপণও করিয়াছেন; [কি জন্যে?] অনেক ভ্রাতার মধ্যে তিনি যেন প্রথমজাত হন।

আমরা যেমন ঐ মৃণ্ময়ের মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছি, তেমনি আমাদিগকে এই স্বর্গীয় ব্যক্তির মূর্ত্তিও ধারণ করিতে হয়।

২ ক, ৪; ৪। যিশ, ৪০; ৫—যোহ ১; ১৮, ১৪। যোহ, ১৪; ৯—ইব্র, ১; ৩—১ তীম, ৩; ১৬। কল, ১; ১৪, ১৫—রো, ৮, ২৯। ১ ক, ১৫; ৪৯।

প্রেমাচরণ কর।

আমি এক নূতন আজ্ঞা তোমাদিগকে দিতেছি, তোমরা যেন পরস্পর প্রেম কর; যেমন [ইহার নিমিত্তে] তোমাদিগকে প্রেম করিয়াছি, যেন তোমরাও পরস্পর প্রেম কর।......সর্ব্বাপেক্ষা [প্রয়োজনীয় জানিয়া] পরস্পর একাগ্র ভাবে প্রেম কর; কেননা প্রেম পাপরাশি আচ্ছাদন করে।—প্রেম অধর্ম্মরাশি আচ্ছাদন করে।

প্রার্থনা করিতে দাঁড়াইলে যে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে তোমাদের কোন কথা আছে, তাহাকে ক্ষমা কর; যেন তোমাদের স্বর্গস্থ পিতাও তোমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা করেন।—আপন আপন শত্রুদিগকে প্রেম কর, এবং উপকার কর, এবং পুনঃপ্রাপ্তির আশা না করিয়া ধার দেও।—তোমার শত্রুর পতনে আনন্দ করিও না, এবং তাহার স্খলনে তোমার মন উল্লাসিত না হউক।—অপকারের পরিবর্ত্তে অপকার, কিম্বা কটুবাক্যের পরিবর্ত্তে কটুবাক্য ব্যবহার করিও না; বরঞ্চ আশীর্ব্বাদ কর, কেননা আশীর্ব্বাদের অধিকারী হইবার নিমিত্তেই তোমরা আহূত হইয়াছ, ইহা জান।—যদি হইতে পারে, তবে তোমাদের সাধ্য পর্য্যন্ত মনুষ্যমাত্রের সহিত ঐক্য রাখ।—তোমরা বরং পরস্পর মধুরস্বভাব ও আশুকরুণাময় হও, এবং খ্রীষ্টেতে ঈশ্বর যেমন তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন, তোমরাও তেমনি পরস্পর ক্ষমা কর।

হে আমার বৎসেরা, আইস, আমরা বাক্যে কিম্বা জিহ্বাতে প্রেম না করিয়া কার্য্যে ও সত্যে প্রেম করি।

ইফি, ৫; ২। যোহ, ১৩; ৩৪—১ পি, ৪; ৮—হিতো, ১০; ১২। মা, ১১; ২৫—লূ, ৬; ৩৫ — হিতো, ২৪; ১৭—১পি, ৩, ৯—রো, ১২; ১৮ — ইফি, ৪; ৩২। ১ যোহ, ৩; ১৮।

আহা, বিনতি করি, তুমি গগণমণ্ডল বিদীর্ণ করিয়া নামিয়া আইস।

হে আমার প্রিয়, শীঘ্র চল, এবং সুগন্ধিদ্রব্যময় পর্ব্বতের উপরে মৃগ কিম্বা হরিণশাবকের সদৃশ হও।—আমরা আপনারাও অন্তরে আর্ত্তস্বর করত দত্তক-পুত্রতা, অর্থাৎ আপন আপন দেহের মুক্তি, অপেক্ষা করিতেছি।—হে সদাপ্রভো, তোমার গগণমণ্ডল নত করিয়া নামিয়া আইস; পর্ব্বতগণকে স্পর্শ করিয়া ধূমযুক্ত কর।

যে যীশু তোমাদের নিকটহইতে স্বর্গে নীত হইলেন, তাঁহাকে যেরূপে স্বর্গে গমন করিতে দেখিলা, তদ্রূপে তিনি [পুনর্ব্বার] আগমন করিবেন।—দ্বিতীয় বার পরিত্রাণের নিমিত্তে আপনার অপেক্ষাকারিদিগকে বিনা পাপে দর্শন দিবেন।—সেই সময়ে লোকে বলিবে, এই দেখ, আমাদের ঈশ্বর; ইনিই আমাদিগকে ত্রাণ করিবেন বলিয়া আমরা ইহাঁর অপেক্ষাতে ছিলাম; ইনিই আমাদের অপেক্ষিত সদাপ্রভু; আইস, আমরা ইহাঁর কৃত পরিত্রাণেতে উল্লাসিত হইয়া আনন্দ করি।

যিনি এই কথার সাক্ষ্য দেন, তিনি কহিতেছেন, সত্য, আমি ত্বরায় আসিতেছি। আমেন, হাঁ, প্রভো যীশু, আইসুন।—পরমানন্দের আশাসিদ্ধি ও আমাদের মহান্ ঈশ্বর ও ত্রাণকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্টের প্রতাপের আবির্ভাব অপেক্ষা করি।—আমরা যাহার পৌর সেই পুরী তো স্বর্গে আছে।

যিশ, ৬৪; ১। পঃ গী, ৮; ১৪ — রো, ৮; ২৩ — গী, ১৪৪; ৫। প্রে, ১; ১১ — ইব্র, ৯; ২৮ — যিশ, ২৫, ৯। প্র, ২২; ২০ — তী, ২; ১৩ — ফিলি, ৩; ২০।

ঈশ্বরের দক্ষিণে যে স্থানে খ্রীষ্ট উপবিষ্ট আছেন, সেই ঊর্দ্ধ স্থানেব বিষয় চেষ্টা কর।

প্রজ্ঞা উপার্জ্জন কর, সুবিবেচনা উপার্জ্জন কর।—যে বিজ্ঞতা ঊর্দ্ধহইতে [আইসে]।—বারিধি বলে, তাহা আমাতে নাই, এবং সমুদ্র বলে, তাহা আমার কাছেও নাই।—অতএব আমরা বাপ্তিস্মদ্বারা তাঁহার সহিত মৃত্যুতে সমাধিপ্রাপ্ত হইয়াছি। [কি নিমিত্তে?] পিতার প্রতাপদ্বারা যেমন খ্রীষ্ট মৃতগণের মধ্যহইতে উত্থাপিত হইলেন, তেমনি আমরাও যেন জীবনের নবীনতাতে চলি। কেননা যদি আমরা তাঁহার মৃত্যুর অনুকৃতিতে একীভূত হইয়াছি, তবে অবশ্য পুনরুত্থানের অনুকৃতিতেও হইব।

আইস, আমরাও যাবতীয় বোঝা ও স্বভাবতঃ বাধাজনক পাপ ফেলিয়া ধৈর্য্য পূর্ব্বক আপনাদের সম্মুখস্থ ধাবনমার্গে ধাবমান হই।—ঈশ্বর .....আমাদিগকে খ্রীষ্টের সহিত জীবিত করিলেন,......এবং খ্রীষ্ট যীশুতে করিয়া তাঁহার সহিত আমাদিগকে উত্থাপন করিলেন, ও স্বর্গে উপবিষ্ট করিলেন।

যাঁহারা এমত কথা স্বীকার করেন, তাঁহারা তো যে নিজ দেশের অন্বেষণ করিতেছেন ইহাই ব্যক্ত করেন।—হে দেশস্থ নম্র লোকেরা, তাঁহার শাসন পালন করিতেছ যে তোমরা, তোমরা সকলে সদাপ্রভুর অন্বেষণ কর, ধর্ম্মের অনুশীলন কর, নম্রতার অনুশীলন কর।

কল, ৩, ১। হিতো. ৪; ৫—যাক, ৩; ১৭—ইয়, ২৮, ১৪—রো, ৬; ৪, ৫।
ইব্রি, ১২, ১—ইফি, ২; ৪-৬। ইব্রি, ১১; ১৪—সফ, ২; ৩।

তুমি খ্রীষ্ট যীশুর উত্তম যোদ্ধার মত আমার সহিত ক্লেশভোগ স্বীকার কর।

দেখ, আমি তাঁহাকে জনবৃন্দগণের সাক্ষিরূপে, হাঁ, জনবৃন্দগণের নায়ক ও ব্যবস্থাপকরূপে নিযুক্ত করিলাম।

কেননা যাঁহার কারণ ও যাঁহার দ্বারা সকলই [হইয়াছে], তিনি অনেক পুত্রকে প্রতাপে আনয়নকালে যে তাহাদের পরিত্রাণের আদিকর্ত্তাকে দুঃখভোগদ্বারা সিদ্ধ করেন, ইহা তাঁহার উপযুক্ত ছিল।—ইহাও [স্মরণ কর,] যে আমাদিগকে অনেক ক্লেশ দিয়া ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে হয়।

রক্তমাংসের সহিত মল্লযুদ্ধ আমাদের হইতেছে না, কিন্তু আধিপত্যের সহিত, কর্ত্তৃত্বের সহিত, এই অন্ধকারের জগন্নাথদের সহিত, অলৌকিক পাপাত্মাগণের সহিত [মল্লযুদ্ধ হইতেছে]। তন্নিমিত্ত ঈশ্বরের [রচিত] সর্ব্বাঙ্গরক্ষক সজ্জা গ্রহণ করিয়া পরিধান কর।—শরীরের বশে যুদ্ধযাত্রা করিতেছি না। ফলতঃ আমাদের যুদ্ধাস্ত্র শারীরিক নহে, কিন্তু দুর্গাদি ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্যে তাহা ঈশ্বরের পক্ষে প্রবল।

যাবতীয় অনুগ্রহের [আকর] যে ঈশ্বর তোমাদিগকে ক্ষণিক দুঃখভোগের পরে খ্রীষ্ট যীশুতে আপনার অনন্ত প্রতাপ প্রদানার্থে আহ্বান করিয়াছেন, তিনি আপনি তোমাদিগকে পরিপক্ব, সুস্থির, সবল ও নিশ্চল করিবেন।

---

২ তীম, ২; ৩। যিশ, ৫৫; ৪। ইব্রি, ২, ১০—প্রে, ১৪; ২২।
ইফি, ৬; ১২, ১৩—২ক, ১০; ৩,৪। ১ পি, ৫; ১০।

সেই আত্মাতে বিশ্বাস......দান করা যায়।

অনুগ্রহেতেই বিশ্বাসদ্বারা তোমরা পরিত্রাণ পাইয়াছ; এবং তাহা তোমাদের হইতে হয় নাই, ঈশ্বরের দান আছে।—বিনা বিশ্বাসে প্রীতির পাত্র হওয়া কাহারো সাধ্য নয়।—যে তাঁহাতে বিশ্বাস করে, তাহার বিচার করা যায় না; কিন্তু যে বিশ্বাস না করে, তাহার বিচার হইয়া গিয়াছে, যেহেতুক সে ঈশ্বরের একজাত পুত্রের নামে বিশ্বাস করে নাই।—প্রভো বিশ্বাস করি, আমার অবিশ্বাসের প্রতীকার করুন।

যে ব্যক্তি তাঁহার বাক্য পালন করে, তাহারই অন্তরে ঈশ্বরের প্রেম সত্যরূপে সিদ্ধ হইয়াছে; এই লক্ষণদ্বারা আমরা যে তাঁহাতে আছি, ইহা জানিতে পারি।—প্রেমদ্বারা স্বকার্য্যসাধক বিশ্বাসই ক্ষমতাপন্ন।—কর্ম্মবিহীন বিশ্বাস যে অকর্ম্মণ্য।

কেননা আমরা বিশ্বাসপথে চলিতেছি, দৃষ্টিপথে চলি না।—খ্রীষ্টের সহিত ক্রুশারোপিত হইয়াছি, তথাপি জীবিত আছি; সে আর আমি নয়, খ্রীষ্টই আমাতে জীবিত আছেন।—ফলতঃ এখন শরীরে থাকিতে আমার যে জীবন আছে, তাহা আমি ঈশ্বরের পুত্রে বিশ্বাস করণে যাপন করিতেছি; তিনিই আমাকে প্রেম করিয়া আমার নিমিত্তে আপনাকে প্রদান করিলেন।—তোমরা তাঁহাকে দর্শন কর নাই, তথাপি প্রেম করিতেছ; এখনও দেখিতে পাইতেছ না, তথাপি তাঁহাতে বিশ্বাস করত অনির্ব্বচনীয় ও প্রতাপযুক্ত আনন্দে উল্লাস করিতেছ, এবং বিশ্বাসের পরিণাম অর্থাৎ আত্মার পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইতেছ।

১ক, ১২; ৯। ইফি, ২; ৮—ইব্র, ১১; ৬—যোহ, ৩; ১৮—মা, ৯; ২৪।

১ যোহ, ২; ৫—গাল, ৫; ৬—যাক, ২; ২০। ২ ক, ৫; ৭—গাল, ২; ২০—১ পি, ১; ৮, ৯।

ঐ দেখ ঈশ্বরের মেষশাবক।

তোমরা...নির্দ্দোষ পুংশাবক [লইবা]......পরে ইস্রায়েলের মণ্ডলীর সমস্ত সমাজ সন্ধ্যাকালে সেই শাবককে হনন করিবে। এবং [লোকেরা] তাহার কিঞ্চিৎ রক্ত লইবে, এবং যে যে গৃহমধ্যে মেষ ভোজন করিবে, সেই সেই গৃহের দ্বারের দুই বাজুতে ও কপালীতে লেপিয়া দিবে।—সেই রক্ত দেখিলে তোমাদিগকে ছাড়িয়া অগ্রে যাইব।—প্রোক্ষণের রক্ত।—আমাদের নিস্তারপর্ব্বসম্বন্ধীয় মেষ যে খ্রীষ্ট, তিনি আমাদের নিমিত্তে বলীকৃত হইয়াছেন।—সেই ব্যক্তি ঈশ্বরের নিরূপিত মন্ত্রণা ও পূর্ব্বজ্ঞানানুসারে সমর্পিত হইলে তোমরা তাঁহাকে...বধ করিয়াছ।—তিনিই আমাদিগকে পরিত্রাণ...করিয়াছেন,...আপনার নিজ মনস্থ ও অনুগ্রহ লইয়া তাহা করিয়াছেন। সেই অনুগ্রহ অনাদিকালের পূর্ব্বে খ্রীষ্ট যীশুতে আমাদিগকে দত্ত ছিল।

তাঁহার রক্তদ্বারা মুক্তি অর্থাৎ অপরাধ সকলের মোচন পাইয়াছি।

খ্রীষ্ট আমাদের নিমিত্তে শরীরব্যয়ে দুঃখভোগ করিয়াছেন বলিয়া, তোমরাও যুদ্ধাস্ত্ররূপে এই বিবেচনা গ্রহণ কর, যে শরীরব্যয়ে দুঃখভোগ যাহার হইয়াছে, সে পাপহইতে বিরত হইয়াছে; অতএব আর মনুষ্যদের অভিলাষানুসারে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে শরীরবাসের অবশিষ্ট কাল যাপন করা তাহার কর্ত্তব্য।

যোহ, ১; ৩৬। যা, ১২; ৫-৭, ১৩—ইব্র, ১২; ২৪—১ক, ৫; ৭—প্রে, ২; ২৩—২ তীম, ১; ৯। ইফি, ১; ৭। ১ পি, ৪; ১, ২।

যাহারা তাঁহাকে ভয় করে, তাহাদের...প্রতি তাঁহার দয়া বর্ত্তে।

আহা! তোমার ভয়কারিদের জন্যে সঞ্চিত ও মনুষ্যসন্তানদের সাক্ষাতে তোমার শরণাপন্ন লোকদের পক্ষে কৃত তোমার মঙ্গল কেমন মহৎ।—তুমি মনুষ্যদের কুমন্ত্রণাহইতে তাহাদিগকে আপন শ্রীমুখের অন্তরালে সঙ্গোপন করিবা, ও জিহ্বাসমূহের বিরোধহইতে তাহাদিগকে কুটীরমধ্যে লুকায়িত রাখিবা।

আর যিনি বিনা মুখাপেক্ষাতে প্রত্যেক ব্যক্তির ক্রিয়ানুযায়ি বিচার করেন, তাঁহাকে যদি পিতা বলিয়া ডাক, তবে সভয়ে আপন আপন প্রবাসকাল যাপন কর।—যে সকল লোক সত্যের অধীনে তাঁহাকে আহ্বান করে, [তিনি তাহাদের নিকটবর্ত্তী]। তিনি আপন ভয়কারিদের বাঞ্ছা পূর্ণ করেন, এবং তাহাদের আর্ত্তনাদ শুনিয়া তাহাদিগকে ত্রাণ করেন।

তোমার অন্তঃকরণ কোমল হইল, ও তুমি সদাপ্রভুর সাক্ষাতে আপনাকে অবনত করিলা, ও আপন বস্ত্র চিরিয়া আমার সম্মুখে রোদন করিলা, এই জন্যে সদাপ্রভু কহেন, আমিও শুনিলাম।—উহার প্রতি অর্থাৎ দুঃখি ও চূর্ণমনাঃ ও আমার বাক্যে কম্পিত মনুষ্যের প্রতি আমি দৃষ্টিপাত করিব।—সদাপ্রভু ভগ্নান্তঃকরণদের নিকটবর্ত্তী এবং চূর্ণমনা লোকদের ত্রাণকর্ত্তা।

লূ, ১; ৫০। গীং, ৩১; ১৯, ২০। ১ পি, ১; ১৭—গী, ১৪৫; ১৮, ১৯।
২ রা, ২২; ১৯—যিশ, ৬৬; ২—গী, ৩৪; ১৮।

যীশু কহিলেন, সমাপ্ত হইল; পরে মস্তক নমন পূর্ব্বক আত্মা সমর্পণ করিলেন।

বিশ্বাসের আদি ও সিদ্ধিকর্ত্তা যীশু।—আমি পৃথিবীতে তোমাকে মহিমান্বিত করিয়াছি; তুমি আমাকে যে কর্ম্মের ভার দিয়াছ, তাহা সমাপ্ত করিয়াছি।—আমরা একেবারে যীশু খ্রীষ্টের দেহরূপ নৈবেদ্যের উৎসর্গদ্বারা পবিত্রীকৃত হইয়া রহিয়াছি। আর প্রত্যেক মহাযাজক দিন দিন উপাসনানুষ্ঠান করিতে এবং পাপ হরণে নিতান্ত অসমর্থ একরূপ যজ্ঞ পুনঃ পুনঃ উৎসর্গ করিতে দণ্ডায়মান হয়; কিন্তু ইনি পাপনিমিত্তক একই যজ্ঞ উৎসর্গ করিয়া নিত্যকালার্থে ঈশ্বরের দক্ষিণে উপবিষ্ট হইয়া, তদবধি যে পর্য্যন্ত তাঁহার শত্রুগণ তাঁহার পাদপীঠ না হয়, সেই পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেছেন। কারণ যাহারা পবিত্রীকৃত হয়, তাহাদিগকে তিনি একই নৈবেদ্যদ্বারা নিত্যকালার্থে সিদ্ধ করিয়াছেন।—আমাদের প্রতিকূলে যে বিধিকলাপ সম্বলিত হস্তলেখ্য আমাদের বিপক্ষ ছিল, তাহা মুছিয়া ফেলিয়াছেন, এবং প্রেক দিয়া ক্রুশে লট্‌কাইয়া রহিত করিয়াছেন।

আমি আপন প্রাণ ত্যাগ করি, যেন পুনরায় তাহা গ্রহণ করি। কেহ আমা হইতে তাহা অপহরণ করে না, আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহা ত্যাগ করি; তাহা ত্যাগ করিতে আমার ক্ষমতা আছে, এবং পুনরায় তাহা গ্রহণ করিতেও আমার ক্ষমতা আছে।—বন্ধুদের নিমিত্তে আপনার প্রাণত্যাগ করণ অপেক্ষা আর বড় প্রেম কাহারো নাই।

যোহ, ১৯; ৩০। ইব্র, ১২; ২—যোহ, ১৭; ৪ — ইব্র, ১০; ১০-১৪ — কল, ২; ১৪। যোহ, ১০; ১৭, ১৮—ঐ, ১৫; ১৩।

জীবনের নবীনতাতে চলি।

তোমরা যেমন পূর্ব্বে অধর্ম্মের নিমিত্তে আপন আপন অঙ্গকে দাস করিয়া অশুচিতাতে ও অধর্ম্মে সমর্পণ করিয়াছিলা, তেমনি এখন পবিত্রতালাভের নিমিত্তে আপন আপন অঙ্গকে দাস করিবা ধর্ম্মে সমর্পণ কর।—অতএব হে ভ্রাতৃগণ, আমি ঈশ্বরের বহুবিধ করুণার নামে তোমাদিগকে নিবেদন করি, তোমরা আপন আপন দেহকে জীবিত, পবিত্র ও ঈশ্বরের প্রীতিজনক বলিরূপে উৎসর্গ কর, ইহাই তোমাদের চিত্তসাধ্য আরাধনা। এবং এই যুগের অনুরূপ হইও না, কিন্তু মতির নূতনীকরণ দ্বারা স্বরূপান্তর হও।

কেহ যদি খ্রীষ্টেতে আছে, তবে নূতন সৃষ্টি হইল; পুরাতন বিষয় লুপ্ত হইল; দেখ, সকলই নূতন হইয়া উঠিল।—বস্তুতঃ খ্রীষ্ট যীশুতে ত্বক্‌ছেদ কি অত্বক্‌ছেদ উভয়ই কিছু নয়, কিন্তু নূতন সৃষ্টিই সার। আর যে সকল লোক এই সূত্রানুসারে চলে, তাহাদিগের উপরে......শান্তি ও দয়া বর্ত্তুক।—অতএব আমি ইহা কহিতেছি, ও প্রভুর অধীনে এই সাক্ষ্য দিতেছি, তোমরা আর পরজাতীয় অন্য সকল লোকের ন্যায় আচরণ করিও না, কেননা তাহারা আপন আপন বিবেকের অলীকতাতে আচরণ করে।—কিন্তু তোমরা এমন অবস্থাতে না [থাকিয়া] খ্রীষ্ট বিষয়ক শিক্ষা পাইয়াছ; তাঁহার বাক্য তো শুনিয়াছ, এবং তাঁহার আশ্রিত হওয়াতে যীশুতে যে সত্য আছে তদনুসারে শিক্ষিত হইয়াছ। এবং সত্যজনিত ধার্ম্মিকতাতে ও সাধুতাতে ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট যে নূতন পুরুষ, তাহাকে পরিধান করিতে [শিখিয়াছ]।

রো, ৬; ৪। ঐ, ৬; ১৯—ঐ, ১২; ১, ২। ২ক, ৫; ১৭—গাল, ৬; ১৫, ১৬—ইফি, ৪; ১৭, ২০, ২১, ২৪।

সদাপ্রভু যাহাকে প্রেম করেন, তাহাকেই শাস্তি প্রদান করেন।

এখন দেখ, আমি, আমিই তিনি; আমি ব্যতীত কোন ঈশ্বর নাই; আমি বধ করি, ও জীবন দান করি; আমি ক্ষত করি, ও সেই আমি সুস্থ করি; আমার হস্তহইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ কেহই নাই।

কেননা আমি তোমাদের বিষয়ে যে যে সঙ্কল্প স্থির করিয়াছি, তাহা আমিই জানি, ইহা সদাপ্রভুর উক্তি; তাহা অমঙ্গলের সঙ্কল্প নয়, কিন্তু মঙ্গলের অর্থাৎ তোমাদিগকে অন্তিম ফল ও প্রত্যাশার সিদ্ধি দেওনের সঙ্কল্প।—বস্তুতঃ সদাপ্রভু কহেন, আমার সঙ্কল্প সকল ও তোমাদের সঙ্কল্প সকল একই নয়, এবং তোমাদের পথ সকল ও আমার পথ সকল একই নয়।

আমি তাহাকে প্ররোচনা করিয়া প্রান্তরে আনিয়া চিত্তপ্রবোধক কথা কহিব।—এবং মনুষ্য যেমন আপন পুত্রকে শাসন করে, তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে তদ্রূপ শাসন করেন।—পরন্তু যাবতীয় শাস্তি আপাততঃ আনন্দের বিষয় বোধ হয় না, কিন্তু মনোদুঃখের বিষয় বোধ হয়; তথাপি তদ্দ্বারা অভ্যাসপ্রাপ্ত লোকদিগকে তাহা পশ্চাৎ শান্তিযুক্ত ধর্ম্মফল প্রদান করে।—তোমরা ঈশ্বরের পরাক্রান্ত হস্তের নীচে নত হও, তাহাতে তিনি উপযুক্ত সময়ে তোমাদিগকে উন্নত করিবেন।

হে সদাপ্রভো, আমি জানি, তোমার শাসন সকল ধর্ম্মময়, ও তুমি বিশ্বস্ততাতে আমাকে দুঃখ দিয়াছ।

দ্বিতো, ৩২; ৩৯। যির, ২৯; ১১—যিশ, ৫৫; ৮।
হোশ, ২; ১৪—দ্বি বি, ৮; ৫—ইব্র, ১২; ১১—১পি, ৫; ৬। গী, ১১৯; ৭৫।

ঐ শান্তিকর্ত্তা, অর্থাৎ আমার নামে পিতা যে পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ করিবেন।

ঈশ্বরের দান কি, আর আমাকে জল পান করিতে দেও, এই কথা যা কে তোমাকে কহিতেছেন, তাহা যদি জানিতা, তবে তাঁহার নিকটে তুমি যাচ্ঞা করিতা, এবং তিনি তোমাকে অমৃত জল দিতেন।—তোমরা মন্দ হইয়াও যদি আপন আপন সন্তানদিগকে উত্তম উত্তম দ্রব্য দান করিতে জান, তবে [তোমাদের] স্বর্গস্থ পিতা কত অধিক [অকাতরে] আপন যাচকদিগকে পবিত্র আত্মা দিবেন।—সত্য সত্য, আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, পিতার নিকটে যদি কিছু যাচ্ঞা কর, তবে তিনি আমার নামে তোমাদিগকে তাহা দিবেন। ইহার পূর্ব্বে তোমরা আমার নামে কিছু যাচ্ঞা কর নাই; যাচ্ঞা কর, তাহাতে পাইবা, যেন তোমাদের আনন্দ সম্পূর্ণ হয়।

সত্যস্বরূপ আত্মা যখন আসিবেন, তখন তিনি পথপ্রদর্শক হইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্য দেখাইবেন; ফলতঃ আপনাহইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা যাহা শুনিবেন, তাহাই কহিবেন, এবং ভাবি ঘটনাও তোমাদিগকে জ্ঞাত করিবেন। তিনি আমাকে গৌরবান্বিত করিবেন, কেননা যাহা আমার তাহা পাইয়া তোমাদিগকে জানাইবেন।

তাহারা বিদ্রোহী হইয়া তাঁহার পবিত্র আত্মাকে শোকাকুল করিত, তাহাতে তিনি ফিরিয়া তাহাদের শত্রু হইয়া আপনি তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

যোহ, ১৪; ২৬। ঐ ৪, ১০—লূ, ১১; ১৩—যোহ, ১৬; ২৩, ২৪। ঐ ১৬; ১৩, ১৪। যিশ, ৬৩; ১০।

যে উজ্জ্বল জ্যোতিঃ মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত উত্তর উত্তর দেদীপ্যমান হয়, ধার্ম্মিকদের পথ তাহার ন্যায়।

আমি যে এখন [লক্ষিত পণ] পাইয়াছি, কিম্বা এখন সিদ্ধকর্ম্মা হইয়াছি, তাহা নয়; কিন্তু যাহার নিমিত্তে খ্রীষ্ট যীশু কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছি, কোন ক্রমে তাহা ধরিবার চেষ্টাতে ধাবমান হইতেছি।—জ্ঞানী হইয়া সদাপ্রভু বিষয়ক জ্ঞানের অনুধাবন করিব।

তখন ধার্ম্মিকেরা আপনাদের পিতার রাজ্যে সূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান হইবে।—আর আমরা সকলে অনাবৃত মুখে প্রভুর তেজ দর্পণে নিরীক্ষণ করিতে করিতে আত্মা-স্বরূপ প্রভু হইতে যথোচিত উত্তর উত্তর তেজ প্রাপ্ত হওত সেই মূর্ত্ত্যনুরূপে স্বরূপান্তরীকৃত হইতেছি।—পূর্ণতা উপস্থিত হইলে পর সেই খণ্ড সকল লোপ করা যাইবে।

বস্তুতঃ এখন আমরা দর্পণ সহকারে গূঢ় বাক্যের চিহ্ন দেখিতেছি, কিন্তু তৎকালে সম্মুখাসম্মুখি হইয়া দেখিব, এখন আমার জ্ঞান খণ্ডমাত্র, কিন্তু তৎকালে আমি আপনি যেমন পরিচিত হইয়াছি তেমনি পরিচয় পাইব।

প্রিয়েরা, এখন আমরা ঈশ্বরের সন্তান আছি; পরন্তু কি হইব, তাহা অদ্যাপি প্রত্যক্ষ হয় নাই। প্রত্যক্ষ হইলে পর আমরা তাঁহার সদৃশ হইব, ইহা জানি, কারণ তিনি যাদৃশ আছেন, তাঁহাকে তাদৃশ দর্শন করিব। এবং তাঁহার উপরে এই আশা যে কাহারো আছে, সে আপনাকে তাঁহার ন্যায় শুদ্ধ করে, কেমনা তিনি শুদ্ধ।

হিব্রো, ৪; ১৮। ফিলি, ৩; ১২—হোশ, ৬; ৩—ম, ১৩, ৪৩—২ক, ৩; ১৮—১ ক, ১৩; ১০, ১২। ১ যোহ, ৩; ২, ৩।

হে আমার প্রিয়ে, তুমি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী, তোমাতে কোন দোষ নাই।

সমুদয় মস্তক ব্যথিত ও সমস্ত হৃদয় দুর্ব্বল হইয়াছে। পায়ের তালু অবধি মস্তক পর্য্যন্ত কোন স্থানে স্বাস্থ্য নাই, সর্ব্বত্র ক্ষত ও কালশিরা ও নবীন ঘা আছে, তাহা টেপা কি বাঁধা যায় নাই, এবং তৈলদ্বারা কোমলও করা যায় নাই।—আমরা তো সকলে অশুচি দ্রব্যের সদৃশ হইয়াছি, ও আমাদের যাবতীয় ধার্ম্মিকতা মলিন বস্ত্রের সমান]—আমি জানি যে আমাতে, অর্থাৎ আমার শরীরে, উত্তম কিছুই বাস করে না।

প্রভু যীশুর নামে ও আমাদের ঈশ্বরের আত্মাতে, তোমরা স্নান করিয়া ধৌত হইয়াছ, পবিত্রীকৃত হইয়াছ, ধার্ম্মিকীকৃত হইয়াছ।—রাজকুমারী সর্ব্বতোভাবে শোভাবিশিষ্টা হইয়া অন্তঃপুরে আছে।—আমি তোমাকে যে শোভা দিয়াছিলাম, তাহাদ্বারা তোমার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইয়াছিল।—আর আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কান্তি আমাদিগেতে অধিষ্ঠান করুক।

'ইহারা . . মেষশাবকের রক্তে আপন আপন পরিচ্ছদ ধৌত করিয়া শুক্লবর্ণ করিয়াছে।—এই রূপে কলঙ্ক ত্রিবলী প্রভৃতি রহিতা অথচ পবিত্রা ও অনিন্দনীয়া মণ্ডলীকে শোভাযুক্ত অবস্থাতে আপনার কাছে আপনি যেন উপস্থিত করেন।—তোমরা তাঁহাতে সম্পূর্ণ আছ।

পঃ গী, ৪ ; ৭। যিশ, ১ ; ৫, ৬—ঐ ৬৪, ৬—রো, ৭ ; ১৮।
১ ক, ৬ ; ১১—গী, ৪৫ ; ১৩—যিহি, ১৬ ; ১৪—গী, ৯০ ; ১৭।
প্র, ৭ ; ১৪—ইফি, ৫ ; ২৭—কল, ২ ; ১০।

তুমি তাহাদিগকে জগৎ হইতে স্থানান্তর কর এমত বিনতি করিতেছি না, কিন্তু পাপাত্মা হইতে রক্ষা কর, এই বিনতি করিতেছি।

যেন অনিন্দনীয় ও অমায়িক হইয়া এই কালের কুটিল ও বিপথগামী লোকদের মধ্যে ঈশ্বরের নিষ্কলঙ্ক সন্তান হও;—তোমরা তো তাহাদের মধ্যে জগতে জ্যোতিঃর্গণের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছ।—তোমরা পৃথিবীর লবণ স্বরূপ,......জগতের দীপ-স্বরূপ।

মনুষ্যদের সাক্ষাতে তোমাদের দীপ্তি উজ্জ্বল হউক, তাহাতে তাহারা তোমাদের সৎক্রিয়া দেখিয়া তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার প্রশংসা করিবে।

আমার বিরুদ্ধে পাপ করিতে তোমাকে বারণ করিলাম।

প্রভু বিশ্বস্ত; তিনিই তোমাদিগকে সুস্থির করিয়া মন্দ হইতে রক্ষা করিবেন।—আমি ঈশ্বরকে ভয় করাতে তাহা করিতাম না।—আমাদের পিতা ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে এই উপস্থিত মন্দ যুগ হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত [যীশু] আমাদের পাপের কারণ আপনাকে প্রদান করিলেন।—পরন্তু যিনি তোমাদিগকে অব্যাহত রক্ষা করণে এবং আপন প্রতাপের সাক্ষাতে নির্দ্দোষরূপে সানন্দে উপস্থিত করণে সমর্থ এবং আমাদের......ত্রাণকর্ত্তা, সেই এক মাত্র প্রজ্ঞাবান ঈশ্বরের প্রতাপ মহিমা, পরাক্রম ও কর্ত্তৃত্ব যেমন সকল যুগের পূর্ব্বাবধি এখন পর্য্যন্ত আছে, তেমনি সমস্ত যুগপর্য্যায়ে হউক। আমেন্।

যোহ, ১৭; ১৫। ফিলি, ২; ১৫—ম, ৫, ১৩, ১৪, ১৬।
আ, ২০; ৬। ২ থিষ, ৩; ৩—নহি, ৫; ১৫—গাল, ১; ৪—যিহু, ২৪; ২৫।

তিনি আপনিও তদ্রূপ [রক্তমাংসের] ভাগী হইলেন; [কি নিমিত্তে?] মৃত্যুর কর্তৃত্ববিশিষ্ট ব্যক্তিকে অর্থাৎ দিয়াবলকে মৃত্যুদ্বারা হীনশক্তি করণার্থে।

আমাদের ত্রাণকর্ত্তা খ্রীষ্ট যীশু...মৃত্যুকে নিস্তেজ করিয়াছেন, এবং সুসমাচারদ্বারা জীবন ও অক্ষরতাকে দীপ্তিতে প্রকাশ করিয়াছেন।—তিনি মৃত্যুকে অনন্তকালের নিমিত্তে গ্রাস করিবেন, ও প্রভু সদাপ্রভু সকলের মুখহইতে চক্ষুর জল মুছিবেন; এবং সমস্ত পৃথিবীহইতে আপন প্রজাদের দুর্নাম দূর করিবেন; কারণ সদাপ্রভুই এই কথা কহিয়াছেন।—আর এই ক্ষয়ের পাত্র যখন অক্ষয়তা পরিহিত হইবে, এবং এই মৃত্যুর পাত্র যখন অমরতা পরিহিত হইবে; তখন এই যে কথা লখিত আছে, তাহা সফল হইবে, যথা, "মৃত্যু জয়ে কবলিত হইল। হে মৃত্যো, তোমার হুল কোথায়? হে পাতাল, তোমার জয় কোথায়?" মৃত্যুর হুল পাপ, ও পাপের বল ব্যবস্থা। কিন্তু ধন্য ঈশ্বর, তিনি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টদ্বারা আমাদিগকে জয় প্রদান করেন।

ঈশ্বর আমাদিগকে ভীরুতার আত্মাকে না দিয়া শক্তির ও প্রেমের ও সুবুদ্ধিভাবের [আত্মাকে দিয়াছেন]।—যখন আমি মৃত্যুচ্ছায়ার উপত্যকা দিয়া গমন করিব, তখনও অমঙ্গলের আশঙ্কা করিব না, কেননা তুমি আমার সঙ্গী, তোমার পাঁচনী ও তোমার যষ্টি আমাকে সান্ত্বনা করিবে।

ইব্র, ২; ১৪। ২ তীম, ১; ১০ — যিশা, ২৫; ৮ — ১ক, ১৫; ৫৪-৫৭। ২ তীম, ১; ৭ — গী, ২৩; ৪।

প্রভু অনন্ত কালার্থে পরিত্যাগ করেন না। যদ্যপি মনস্তাপ দেন, তথাপি আপন প্রচুর কৃপানুসারে করুণা করিবেন।

সদাপ্রভু কহেন,...তুমিই ভয় করিও না, কেননা আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিব,...বিচারানুরূপ শাস্তি দিব, নিতান্ত অদণ্ডিত রাখিব না।—আমি স্বল্পস্থায়ি নিমেষমাত্র তোমাকে ত্যাগ করিয়াছিলাম, কিন্তু মহাকরুণাতে তোমাকে গ্রহণ করিব। আমি কোপাবেশে এক নিমিষমাত্র তোমাহইতে আপন মুখ লুকাইয়াছিলাম, কিন্তু অনন্তকালস্থায়ি দয়াতে তোমার প্রতি করুণা করিব, ইহা তোমার মুক্তিদাতা সদাপ্রভু কহেন। বস্তুতঃ পর্ব্বতগণ সরিয়া যাইবে, ও উপপর্ব্বতগণ নড়িবে, কিন্তু আমার দয়া তোমাহইতে সরিবা যাইবে না, ও আমার [স্থাপিত] শান্তির নিয়ম নড়িবে না, ইহা তোমার অনুকম্পাকারি সদাপ্রভু কহেন।

হে দুঃখিনি, হে ঝড়েতে হেলিতে ও সান্ত্বনাবিহীনে দেখ, আমিই সিন্দূর দিয়া তোমার প্রস্তর বসাইব, ও নীলমণিদ্বারা তোমার ভিত্তিমূল করিব।

আমি সদাপ্রভুর ক্রোধরূপ ভার বহন করিব, কারণ আমি তাঁহার বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি, অবশেষে তিনি আমার বিবাদে পক্ষবাদী হইয়া আমার বিচার নিষ্পত্তি করিবেন, এবং আমাকে মুক্ত করিয়া আলোতে আনিবেন, আমি তাঁহার ধার্ম্মিকতা সন্দর্শন করিব।

বিলা, ৩, ৩১, ৩২। যির, ৪৬, ২৮ — যিশা, ৫৪; ৭, ৮, ১০, ১১। মী, ৭; ৯।

তিনি তাঁহাদের নিমিত্তে এক নগর প্রস্তুত করিয়াছেন।

আমি যাইয়া যদি তোমাদের জন্যে স্থান প্রস্তুত করি, তবে পুনর্ব্বার আসিয়া আপনার নিকটে তোমাদিগকে লইয়া যাইব; কেননা আমি যে স্থানে থাকি, তোমাদিগকেও সেই স্থানে থাকিতে হইবে।—অক্ষয় ও বিমল ও অজর...দায়াংশ স্বর্গে তোমাদের নিমিত্তে সঞ্চিত রহিয়াছে।—এখানে তো আমাদের চিরস্থায়ি নগর নাই; কিন্তু আমরা সেই ভাবি নগরের অন্বেষণ করিতেছি।

ঐ যে যীশু তোমাদের নিকটহইতে স্বর্গে নীত হইলেন, তাঁহাকে যেরূপে স্বর্গে গমন করিতে দেখিলা, তদ্রূপে তিনি [পুনর্ব্বার] আগমন করিবেন।—অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা প্রভুর আগমন পর্য্যন্ত সহিষ্ণু থাক। দেখ, কৃষাণ ভূমির বহুমূল্য ফল অপেক্ষা করে, এবং যত দিন অগ্রিম ও অন্তিম বৃষ্টি লাভ না হয়, তত দিন তাহার বিষয়ে সহিষ্ণু থাকে। তোমরাও সহিষ্ণু থাক; আপন আপন হৃদয় সুস্থির কর, কেননা প্রভুর আগমন সন্নিকট।—যিনি আসিবেন, তিনি আর অত্যল্প কাল গত হইলে আসিবেন, বিলম্ব করিবেন না।

পরে আমরা যত জীবিত লোক অবশিষ্ট থাকিব, সকলে প্রভুর প্রত্যুদ্গমনের নিমিত্তে এককালে তাহাদের সহিত মেঘরথে আকাশে নীত হইব; এবং এই রূপে সতত প্রভুর সঙ্গে থাকিব। অতএব তোমরা এই সকল কথা লইয়া এক জন অন্য জনকে প্রবোধ দেও।

ইব্রি, ১১; ১৬। যোহ, ১৪; ৩—১ পি, ১; ৪—ইব্রি, ১৩; ১৪।
প্রে, ১; ১১—যাক, ৫; ৭, ৮—ইব্রি, ১০; ৩৭। ১ থিষ, ৪; ১৭, ১৮।

সদাপ্রভুতে যে আনন্দ, তাহাই তোমাদের শক্তি।

হে গগণমণ্ডল, আনন্দরব কর; হে পৃথিবী, উল্লাসিত হও; হে পর্ব্বতগণ, উচ্চৈঃস্বরে আনন্দগান কর; কেননা সদাপ্রভু আপন প্রজাগণকে সান্ত্বনা করিলেন, এবং আপন দুঃখি লোকদের প্রতি করুণা করিবেন।—ঐ দেখ, ঈশ্বর আমার পরিত্রাণস্বরূপ; আমি সাহস করিব, ভীত হইব না; কেননা যাঃ নামে সদাপ্রভু আমার বল ও গানস্বরূপ হইয়া আমার পরিত্রাতা হইলেন।

সদাপ্রভু আমার বল ও আমার ঢাল; আমার অন্তঃকরণ তাঁহার উপরে নির্ভর করাতে আমি সাহায্য পাইলাম; এই জন্যে আমার অন্তঃকরণ উল্লাসিত হইল, এবং আমি গীতদ্বারা তাঁহার স্তবস্তুতি করিব।—আমার প্রাণ আমার ঈশ্বরেতে উল্লাস করিবে; কেননা বর যেমন যাজকীয় সজ্জাদ্বারা আপনাকে বিভূষিত করে, ও কন্যা যেমন আপন রত্নদ্বারা আপনাকে অলঙ্কৃতা করে, তেমনি আমাকে ত্রাণরূপ বস্ত্র পরাইলেন, ও ধার্ম্মিকতারূপ প্রাবারে পরিচ্ছন্ন করিলেন।

অতএব ঈশ্বরোদ্দেশ্য কার্য্যে আমি যীশু খ্রীষ্টের শ্লাঘা করিবার অধিকারী আছি।—আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টদ্বারা ঈশ্বরের শ্লাঘাও করিতেছি; কেননা [যীশুর] দ্বারা এখন আমাদের সম্মিলনলাভ হইয়াছে।—আমার ত্রাণকারি ঈশ্বরেতে পরমাহ্লাদিত হইব।

নহি, ৮; ১০। যিশ, ৪৯; ১৩—ঐ, ১২; ২।
গী, ২৮; ৭—যিশ, ৬১; ১০। রো, ১৫; ১৭—ঐ, ৫; ১১—হব, ৩; ১৮।

শান্তির [আকর] যে ঈশ্বর...আপনার ইচ্ছা সাধনার্থে তোমাদিগকে যাবতীয় সৎক্রিয়াতে পরিপক্ক করুন।

পরিপক্ক হও, প্রবোধ মান, একমনা হও, শান্ত হও; তাহাতে প্রেমের ও শান্তির [আকর] ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে থাকিবেন।

অনুগ্রহেতেই বিশ্বাসদ্বারা তোমরা পরিত্রাণ পাইয়াছ, এবং তাহা তোমাদের হইতে হয় নাই, ঈশ্বরেরই দান আছে; তাহা কর্ম্মের ফল নয; কেহ যেন শ্লাঘা না করে।—যাবতীয় উত্তম দান এবং যাবতীয সিদ্ধ বর উর্দ্ধহইতে নামিয়া আইসে, অর্থাৎ অবস্থান্তর কিম্বা পরিবর্ত্তনজনিত ছায়া যাঁহাতে সম্ভবে না, জ্যোতির্গণের সেই পিতাহইতে তাহা আইসে।

সভয়ে ও সকম্পে আপন আপন পরিত্রাণ সম্পন্ন কর। কারণ ঈশ্বরই আপন হিতসঙ্কল্পের নিমিত্তে তোমাদের অন্তরে বাঞ্ছা করণ ও কার্য্যসাধন উভয়ের সাধন-কারী।—মতির নূতনীকরণদ্বারা স্বরূপান্তর গ্রহণ কর; তাহাতে ঈশ্বরের বাসনা [অর্থাৎ] উত্তম ও প্রীতিজনক ও সিদ্ধ কি, তাহা পরীক্ষাদ্বারা জ্ঞাত হইবা।—যীশু খ্রীষ্টদ্বারা প্রাপ্য ধর্ম্মফলে যেন পূর্ণ হও, [এই রূপে] ঈশ্বরের মহিমা ও স্তুতি যেন হয়।

আমরা কিছু মীমাংসা করিতে যে আপনারা নিজ গুণে যোগ্য আছি, তাহা নয়; কিন্তু আমাদের যোগ্যতা ঈশ্বরহইতে উৎপন্ন।

ইব্র, ১৩, ২০, ২১। ২ ক, ১৩; ১১। ইফি, ২; ৮, ৯ —যাক, ১; ১৭। ফিলি, ২; ১২, ১৩ — রো, ১২; ২—ফিলি, ১; ১১। ২ ক, ৩; ৫।

সদাপ্রভুর জন্যে যে গৃহ নির্ম্মাণ করা যাইবে, তাহা অতিশয় বৃহৎ হইবে, ও তাহার কীর্ত্তি ও যশ যাবতীয় দেশ ব্যাপিবে।

আপনারাও জীবিত প্রস্তর বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে হইতে আধ্যাত্মিক গৃহ হইয়া উঠিতেছ।—তোমরা ঈশ্বরের প্রাসাদ আছ, এবং ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের অন্তরে বাস করেন, ইহা কি জান না? যদি কেহ ঈশ্বরের প্রাসাদ নষ্ট করে, তবে ঈশ্বর তাহাকে নষ্ট করিবেন, কেননা ঈশ্বরের প্রাসাদ পবিত্র, এবং তোমরা তাহাই আছ।

ঈশ্বরহইতে প্রাপ্ত যে পবিত্র আত্মা তোমাদের অন্তরে থাকেন, তোমাদের দেহ তাঁহার প্রাসাদ, আর তোমরা আপনাদের আপনি নও, যেহেতুক বিশেষ মূল্যে ক্রীত হইয়াছ? অতএব তোমাদের দেহে ও তোমাদের আত্মাতে ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত কর, কেননা উভয়ই ঈশ্বরের।—দেবমূর্ত্তিদের সহিত ঈশ্বরের প্রাসাদের বা কি সহায়তা আছে? কেননা তোমরা জীবনময় ঈশ্বরের প্রাসাদ আছ; যেমন ঈশ্বরও কহিয়াছেন, যথা, "আমি তাহাদের মধ্যে বসতি করিব ও গমনাগমন করিব; এবং আমি তাহাদের ঈশ্বর হইব, ও তাহারা আমার প্রজা হইবে"।

[তোমরা] প্রেরিত ও ভাববাদিগণ যে ভিত্তিমূলস্বরূপ, তাহার উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ। আর তাহার কোণস্থ প্রস্তর যীশু খ্রীষ্ট। তাঁহাতেই গাঁথনি সাকল্য সুসংলগ্ন হওত প্রভুতে পবিত্র প্রাসাদ হইবার জন্যে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাঁহাতেই তোমরাও একসঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হওত আত্মাতে ঈশ্বরের আবাস হইতেছ।

১ বং, ২২; ৫। ১ পি, ২; ৫—১ক, ৩; ১৬, ১৭—ঐ, ৬; ১৯, ২০—২ ক, ৬; ১৬। ইফি, ২; ১৯ ২২।

তোমরা যেন সুস্থ হও,...এক জন অন্য জনের নিমিত্তে প্রার্থনা কর।

তাহাতে অব্রাহাম্ প্রত্যুত্তর করিল, দেখুন, ধূলি ও ভস্মমাত্র যে আমি, আমি প্রভুর প্রতি কথা কহিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কি জানি পঞ্চাশ জন ধার্ম্মিকের পাঁচ জন ন্যূন হইবে, সেই পাঁচ জনের [অভাব] প্রযুক্ত আপনি কি সমস্ত নগর বিনষ্ট করিবেন? তিনি কহিলেন, সেই স্থানে পঁয়তাল্লিশ জন পাইলে আমি তাহা বিনষ্ট করিব না।

পিতঃ, ইহাদিগকে ক্ষমা কর, কেননা কি করিতেছে, তাহা জানে না।—যাহারা তোমাদিগকে নিন্দা ও তাড়না করে, তাহাদের নিমিত্তে প্রার্থনা কর। তাহাদেরই নিমিত্তে বিনতি করিতেছি, আমি জগতের নিমিত্তে বিনতি করিতেছি, তাহা নয়, কিন্তু যে সকল আমাকে দান করিয়াছ, তাহাদের নিমিত্তে, কেননা তাহারা তোমার। আর আমি কেবল ইহাদের নিমিত্তে বিনতি করিতেছি তাহা নয়, কিন্তু ইহাদের বাক্যদ্বারা যাহারা আমাতে বিশ্বাসী হয়, তাহাদের নিমিত্তেও বিনতি করিতেছি।—তোমরা পরস্পর এক জন অন্যের ভার বহন কর, এই মতে খ্রীষ্টের ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে পালন কর।

ধার্ম্মিকের তেজস্বি বিনতি মহাশক্তিবিশিষ্ট। এলিয় আমাদিগের ন্যায় সুখদুঃখভোগী মনুষ্য ছিলেন, ভাল, তিনি অনাবৃষ্টির নিমিত্তে দৃঢ় প্রার্থনা করিলে তিন বৎসর ছয় মাস ভূমিতে বৃষ্টি হইল না।

যাক, ৫; ১৬। আ, ১৮; ২৭, ২৮। লূ, ২৩, ৩৪—ম, ৫, ৪৪। যোহ, ১৭; ৯, ২০—গাল, ৬; ২। যাক, ৫, ১৬, ১৭।

তোমার ক্রিয়ার ন্যায় ও তোমার বিক্রমের ন্যায় করিতে পারে,
স্বর্গে কি মর্ত্ত্যে এমত ঈশ্বর [আর] কে আছে?

স্বর্গে সদাপ্রভুর সহিত কে উপমা ধরিতে পারে? ঈশ্বরীয় সন্তানদের মধ্যে বা কে সদাপ্রভুর তুল্য? হে বাহিনীগণের ঈশ্বর সদাপ্রভো, কে তোমার তুল্য? তুমি বলবান্ সদাপ্রভু, এবং তোমার বিশ্বস্ততা তোমার চতুর্দ্দিগে আছে।—হে প্রভো, দেবগণের মধ্যে তোমার তুল্য কেহই নাই, এবং তোমার কর্ম্ম সকল অনুপম।—তুমি আপন বাক্যের নিমিত্তে ও আপন হৃদয়ের মত এই সমস্ত মহিমা প্রস্তুত করিয়া আপন দাসকে জ্ঞাত করিয়াছ। অতএব, হে সদাপ্রভো ঈশ্বর, তুমি মহান্; বস্তুতঃ তোমার তুল্য কেহই নাই, ও তুমি ব্যতীত কোন ঈশ্বর নাই; আমরা স্বকর্ণে যাহা যাহা শুনিয়াছি, তাহা ইহার প্রমাণ।

চক্ষু যাহা দেখে নাই, এবং কর্ণ শুনে নাই, এবং মনুষ্যের হৃদয়াকাশে যাহা উঠে নাই, এমত যে যে বিষয় ঈশ্বর আপন প্রেমকারিদের নিমিত্তে প্রস্তুত করিয়াছেন,... আমাদের কাছে ঈশ্বর আপন আত্মাদ্বারা তাহা প্রকাশ করিয়াছেন।—নিগূঢ় বিষয় সকল আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর অধিকার, কিন্তু প্রকাশিত বিষয় সকল আমাদের ও যুগানুক্রমে আমাদের সন্তানদের অধিকার।

দ্বি বি, ৩; ২৪। গী, ৮৯; ৬, ৮—ঐ, ৮৬; ৮—২ শমূ ৭; ২১, ২২। ১ক, ২; ৯, ১০—দ্বি বি, ২৯; ২৯।

তোমাদের আহ্বানকারী পবিত্রতমের ন্যায় আপনারাও সমস্ত আচার ব্যবহারে পবিত্র হও।

তোমরা তো জান, আমরা তোমাদের প্রত্যেক জনকে আশ্বাস দিতাম ও সান্ত্বনা করিতাম, এবং নিজ রাজ্যের ও প্রতাপের নিমিত্তে তোমাদিগকে আহ্বানকারি ঈশ্বরের উপযুক্তমতে চলিতে দৃঢ় আজ্ঞা দিতাম—যিনি তোমাদিগকে অন্ধকার হইতে আপনার আশ্চর্য্য আলোর মধ্যে আহ্বান করিয়াছেন, তাঁহার গুণকীর্ত্তনে নিযুক্ত আছ।

পূর্ব্বে তো তোমরা অন্ধকারময় ছিলা, কিন্তু এখন প্রভুতে আলোকময় আছ। আলোর সন্তানদের ন্যায় আচরণ কর। কেননা যাবতীয় মঙ্গলভাবে ও ধার্ম্মিকতাতে ও সত্যে আলোর ফল হয়। প্রভুর প্রীতিজনক কি, তাহার পরীক্ষা কর। এবং অন্ধকারের ফলহীন কর্ম্মের সহভাগী হইও না, বরং তাহার দোষ দেখাইয়া দেও। যীশু খ্রীষ্টদ্বারা প্রাপ্য ধর্ম্মফলে যেন পূর্ণ হও, [এই রূপে] ঈশ্বরের মহিমা ও স্তুতি যেন হয়।

তদ্রূপ মনুষ্যের সাক্ষাতে তোমাদের দীপ্তি উজ্জ্বল হউক, তাহাতে তাহারা তোমাদের সৎক্রিয়া দেখিয়া তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার প্রশংসা করিবে।—তোমরা ভোজন কি পান কি আর যাহা কর, সকলই ঈশ্বরের গৌরবার্থে কর।

১ পি, ১ ; ১৫। ১ থিষ, ২ ; ১১, ১২ — ১ পি, ২ ; ৯। ইফি, ৫, ৮-১১ — ফিলি, ১, ১১। ম, ৫, ১৬ — ১ক, ১০, ৩১।

ঈশ্বর মনুষ্য নহেন, যে মিথ্যা কহিবেন; এবং তিনি মনুষ্যের সন্তান নহেন, যে অনুতাপ করিবেন।

অবস্থান্তর কিম্বা পরিবর্ত্তনজনিত ছায়া যাঁহাতে সম্ভবে না, জ্যোতির্গণের সেই পিতা ...।— যীশু খ্রীষ্ট কল্য ও অদ্য ও যুগে যুগে সেই আছেন।

তাঁহার সত্যই ঢাল ও তনুত্রাণস্বরূপ।

প্রতিজ্ঞারূপ দায়াংশের অধিকারিদিগকে আপন মন্ত্রণার অপরিবর্ত্তনীয়তা আরো অতিরিক্তরূপে দেখাইবার মানসে ঈশ্বর শপথের প্রয়োগদ্বারা মধ্যস্থালী করিলেন। [কি নিমিত্তে?] যে ব্যাপারে মিথ্যাকথা কহা ঈশ্বরের অসাধ্য, এমত অপরিবর্ত্তনীয় দুই ব্যাপারদ্বারা যেন সম্মুখস্থ প্রত্যাশা অবলম্বন করণে শরণার্থি পলাতক আমরা দৃঢ় আশ্বাস প্রাপ্ত হই।

তিনি বিশ্বসনীয় ঈশ্বর, আপন প্রেমকারিদের ও আজ্ঞাপালনকারিদের পক্ষে সহস্র পুরুষ পর্য্যন্ত নিয়ম ও দয়া রক্ষা করেন।—যাহারা তাঁহার নিয়ম ও প্রমাণ-বাক্য পালন করে, তাহাদের পক্ষে সদাপ্রভুর সমস্ত মার্গ দয়া ও সত্যস্বরূপ।— যাকোবের ঈশ্বর যাঁহার সহকারী, আপন ঈশ্বর সদাপ্রভু যাহার আশাভূমি, সেই ধন্য। তিনি অনন্তকালার্থে সত্য পালন করেন।

গ, ২৩; ১৯। যাক, ১; ১৭ — ইব্র, ১৩; ৮। গী, ৯১; ৪। ইব্র, ৬; ১৭, ১৮। দ্বি বি, ৭; ৯ — গী, ২৫; ১০ — ঐ, ১৪৬; ৫, ৬।

হে সদাপ্রভো, তুমি আমার দায়াংশ।

সকলই তোমাদের, এবং তোমরা খ্রীষ্টের, ও খ্রীষ্ট ঈশ্বরের।—আমাদের . ত্রাণকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্ট .. আমাদের নিমিত্তে আপনাকে প্রদান করিলেন।—ঈশ্বর তাঁহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ মস্তক করিয়া মণ্ডলীকে দান করিলেন।—খ্রীষ্টও মণ্ডলীকে প্রেম করিয়া তাহার নিমিত্তে আপনাকে প্রদান করিলেন। এই রূপে জড়ুল কোঁকড়া প্রভৃতি রহিতা অথচ পবিত্রা ও অনিন্দনীয়া মণ্ডলীকে শোভাযুক্ত অবস্থাতে আপনার কাছে আপনি যেন উপস্থিত করেন।

আমার মন সদাপ্রভুরই শ্লাঘা করিবে।—আমি সদাপ্রভুতে অতিশয় আনন্দ করিব, ও আমার প্রাণ আমার ঈশ্বরেতে উল্লাস করিবে, কেননা......তিনি আমাকে ত্রাণরূপ বস্ত্র পরাইলেন, ও ধার্ম্মিকতারূপ প্রাবারে পরিচ্ছন্ন করিলেন।

স্বর্গে আমার কে আছে? ভূমণ্ডলেও তোমা ভিন্ন আর কিছুতেই আমার প্রীতি নাই। যদ্যপি আমার মাংস ও চিত্ত ক্ষীণ হয়, তথাপি ঈশ্বর অনন্তকালার্থে আমার চিত্তের ধন ও আমার দায়াংশস্বরূপ।—[আমার মন] সদাপ্রভুকে কহে, তুমিই আমার প্রভু। হে সদাপ্রভো, তুমি আমার দায়াংশ ও আমার পানপাত্রস্বরূপ; তুমিই আমার অধিকার স্থায়ী করিতেছ। আমার নিমিত্তে মানরজ্জু মনোহর স্থানে পড়িয়াছে; আমার অধিকার আমার দৃষ্টিতে নিতান্ত শোভা পায়।

গী, ১১৯, ৫৭। ১ক, ৩, ২১, ২৩—তীত, ২, ১৩, ১৪—ইফি, ১, ২২—ঐ, ৫, ২৫, ২৬। গী, ৩৪; ২—যিশ, ৬১, ১০। গী, ৭৩; ২৫, ২৬—ঐ, ১৬; ২, ৫, ৬।

আমাদের মধ্যে কেহ যে আপনার নিমিত্তে জীবিত থাকে, কিম্বা কেহ যে আপনার নিমিত্তে মরে, তাহা নয়।

কেননা যদি আমরা জীবিত থাকি, তবে প্রভুর নিমিত্তে জীবিত থাকি; এবং যদি মরি, তবে প্রভুর নিমিত্তে মরি; অতএব আমরা জীবিত থাকি কিম্বা মরি, প্রভুরই আছি।—প্রত্যেক জন আপনার [মঙ্গল] চেষ্টা না করিয়া বরং পরের [মঙ্গল] চেষ্টা করুক।—যেহেতুক বিশেষ মূল্যে ক্রীত হইয়াছ। অতএব তোমাদের দেহে ও তোমাদের আত্মাতে ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত কর, কেননা উভয় ঈশ্বরের আছে।

জীবনদ্বারা হউক কি মরণদ্বারা হউক, আমার দেহে খ্রীষ্ট মহিমান্বিত হইবেন। কেননা আমার পক্ষে জীবন খ্রীষ্ট, এবং মরণ লাভ। কিন্তু সশরীরে যে জীবন তাহাই যদি আমার কর্ম্মের ফলোৎপাদক হয়, তবে কোন্‌টা মনোনীত করিব, তাহা বলিতে পারি না। দুইয়েতে সঙ্কুচিত হইতেছি; ফলতঃ আমার বাসনা এই যে প্রয়াণ করিয়া খ্রীষ্টের সঙ্গে থাকি; কেননা তাহা বহুগুণে অধিক শ্রেয়ঃ।

ভাল, ব্যবস্থারই দ্বারা আমি ব্যবস্থার উদ্দেশে মরিয়াছি, যেন ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবিত হই। খ্রীষ্টের সহিত ক্রুশারোপিত হইয়াছি, তথাপি জীবিত আছি; সে আর আমি নয়, খ্রীষ্টই আমাতে জীবিত আছেন। ফলতঃ এখন শরীরে থাকিতে আমার যে জীবন আছে, তাহা আমি ঈশ্বরের পুত্রে বিশ্বাস করণে যাপন করিতেছি; তিনিই আমাকে প্রেম করিয়া আমার নিমিত্তে আপনাকে প্রদান করিলেন।

রো, ১৪; ৭। ঐ, ১৪; ৮ — ১ক, ১০; ২৪ — ঐ, ৬; ২০।
ফিলি, ১; ২০-২৩। গাল, ২; ১৯, ২০।

আমি তো নিত্য প্রেমেতে তোমাকে প্রেম করিয়া আসিতেছি, এই জন্যে দয়াতে তোমাকে চিররক্ষিত করিলাম।

কিন্তু, হে প্রভুর প্রেমপাত্র ভ্রাতৃগণ, আমরা তোমাদের নিমিত্তে সতত ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে বদ্ধ আছি; কেননা ঈশ্বর আদি হইতে তোমাদিগকে আত্মার পবিত্রতাপ্রদানে ও সত্যের বিশ্বাসে পরিত্রাণের জন্যে মনোনীত করিয়াছেন, এবং সেই অভিপ্রায়ে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রতাপলাভার্থে আমাদের সুসমাচারদ্বারা তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন।—তিনিই আমাদিগকে পরিত্রাণ এবং পবিত্র আহ্বানে আহ্বান করিয়াছেন, আমাদের ক্রিয়া লইয়া এমন নয়, কিন্তু আপনার নিজ মনস্থ ও অনুগ্রহ লইয়া তাহা করিয়াছেন। সেই অনুগ্রহ অনাদিকালের পূর্ব্বে খ্রীষ্ট যীশুতে আমাদিগকে দত্ত ছিল।— তোমার চক্ষু আমাকে পিণ্ডাকার দেখিয়াছে, এবং আমার সমস্ত আয়ু তোমারই পুস্তকে লিখিত ছিল; তাহার এক দিনও যখন হয় নাই, তখন তাহা নিরূপিত ছিল।

কেননা ঈশ্বর জগতের প্রতি এমন প্রেম করিলেন, যে আপনার একজাত পুত্রকে প্রদান করিলেন, যেন তাহাতে বিশ্বাসকারি প্রত্যেক জন বিনষ্ট না হইয়া অনন্ত জীবন পায়।

ইহাতেই প্রেম আছে। আমরা যে ঈশ্বরকে প্রেম করিয়াছিলাম, তাহা নয়; কিন্তু তিনিই আমাদিগকে প্রেম করিলেন, এবং আমাদের পাপনিমিত্তক প্রায়শ্চিত্তরূপে আপন পুত্রকে পাঠাইয়া দিলেন।

যির, ৩১; ৩। ২ থিষ, ২; ১৩, ১৪ — ২ তীম, ১; ৯ — গী, ১৩৯; ১৬। যোহ, ৩; ১৬। ১ যোহ, ৪; ১০।

[আমি] তাহাদের যন্ত্রণা জ্ঞাত আছি।

তিনি...ব্যথার পাত্র ও যাতনার আত্মীয়।—তিনি আমাদেব দুর্ব্বলতাঘটিত দুঃখে দুঃখিত।

তিনি আমাদের দুর্ব্বলতা সকল ধারণ করিলেন ও ব্যাধি সকল তুলিয়া লই-লেন।—যীশু পথশ্রান্ত হওয়াতে অমনি ঐ কূপের পার্শ্বে বসিযাছিলেন।

যীশু যখন তাহাকে এবং তাহার সঙ্গে আগত যিহুদিদিগকে রোদন করিতে দেখিলেন, তখন আত্মাতে উত্তেজিত ও উদ্বিগ্ন হইলেন।—যীশু অশ্রুপাত করি-লেন।—কেননা আপনি পরীক্ষিত হইয়া দুঃখভোগ করাতে তিনি পরীক্ষিতগণের সাহায্য করণে সমর্থ হন।

তিনি আপন উচ্চ ধর্ম্মধামহইতে অবলোকন করিলেন; সদাপ্রভু স্বর্গহইতে পৃথিবীতে দৃষ্টিপাত করিলেন। তিনি বন্দি লোকের হাহাকার শুনিতে ও মৃত্যুর পাত্রদিগকে মুক্ত করিতে উদ্যত।—তথাচ তিনি আমার আন্তরিক গতি জ্ঞাত আছেন, তিনি আমার পরীক্ষা করিলে আমি সুবর্ণের ন্যায় উত্তীর্ণ হইব।—আমার আত্মা ক্ষুণ্ণ হইলে তুমিই তো আমার মার্গ জ্ঞাত আছ।

যে ব্যক্তি তোমাদিগকে স্পর্শ করে, সে তাঁহার চক্ষুর তারা স্পর্শ করে।—তাহা-দের তাবৎ দুঃখে তিনি দুঃখিত হইতেন, ও তাঁহার শ্রীমুখস্বরূপ দূত তাহাদিগকে পরিত্রাণ করিতেন।

যা, ৩; ৭। যিশ, ৫৩; ৩—ইব্রি, ৪; ১৫। ম, ৮; ১৭—যোহ, ৪; ৬। ঐ, ১১; ৩৩, ৩৫—ইব্রি ২; ১৮। গীত ১০২; ১৯, ২০—ইয়, ২৩; ১০—গী, ১৪২; ৩। সখ, ২; ৮—যিশ, ৬৩; ৯।

তোমরা যে শৈলহইতে তক্ষিত ও যে কূপরূপ ছেদহইতে খনিত হইয়াছ, তাহার প্রতি দৃষ্টি কর।

দেখ, অপবাধে আমাব জন্ম হইয়াছে।—তোমার প্রতি কেহ স্নেহদৃষ্টি কবিযা কৃপা ...... করিল না, কিন্তু তুমি জন্মদিনে আপন স্বাভাবিক ঘৃণার্হ অবস্থাতে মাঠে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলা। তখন আমি তোমার নিকট দিযা গমন কবিযা তোমাকে নিজ রক্তমধ্যে ছটফট করিতে দেখিলাম, এবং জীবিতা হও, এই কথা তোমাকে কহিলাম।

[তিনি] বিনাশরূপ গর্ত্ত ও পঙ্কময় চিক্কণ ভূমিহইতে আমাকে তুলিলেন, ও শৈলেব উপরে আমার চরণ রাখিয়া আমার পাদসঞ্চার দৃঢ় করিলেন। এবং এক নূতন গীত, [হাঁ] আমাদের ঈশ্বরের প্রশংসা আমার মুখে দিলেন।

কেননা ইতিপুর্ব্বে যখন আমরা শক্তিহীন ছিলাম, তখন খ্রীষ্ট উপযুক্ত সময়ে হীনভক্তিদেব নিমিত্তে প্রাণ দিলেন: বস্তুতঃ ধার্ম্মিকের নিমিত্তে প্রায় কেহ প্রাণ দিতে উদ্যত হয় না, কেবল মঙ্গলকারির নিমিত্তে কেহ সাহস করিয়া প্রাণ দিলে দিতে পাবে। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের প্রতি নিজ প্রেম [স্পষ্টরূপে] দেখাইতেছেন; কারণ ইতিপুর্ব্বে আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখন আমাদের নিমিত্তে খ্রীষ্ট মরিলেন।—দয়াধনে ধনবান্ ঈশ্বর যে মহাপ্রেমেতে আমাদিগকে প্রেম করিলেন, তৎপ্রযুক্ত আমাদিগকে হাঁ, অপরাধে মৃত আমাদিগকে খ্রীষ্টের সহিত জীবিত করিলেন।

যিশ, ৫১; ১। গী, ৫১; ৫ — যিহি, ১৬; ৫, ৬। গী, ৪০; ২, ৩। রো, ৫; ৬-৮ — ইফি, ২; ৪, ৫।

অপর তুমি নির্ম্মল স্বর্ণের এক পত্র প্রস্তুত করিয়া, মুদ্রার ন্যায়
তাহার উপরে "সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র" এই
কথা খুদিবা।

যদ্দ্বিহীনে কেহই প্রভুর দর্শন পাইবে না, সেই পবিত্রতালাভের অনুধাবন কর।—ঈশ্বর আত্মাই; আর তাঁহার ভজনাকারিদিগকে আত্মায় ও সত্যের অধীনে ভজনা করিতে হয়।—আমি আপন নিকটবর্ত্তি লোকদের মধ্যে অবশ্য পবিত্র রূপে মান্য হইব, ও সকল লোকের প্রত্যক্ষে গৌরবান্বিত হইব।—আমরা তো সকলে অশুচি দ্রব্যের সদৃশ হইয়াছি, ও আমাদের যাবতীয় ধার্ম্মিকতা মলিন বস্ত্রের সমান।

মন্দিরের ব্যবস্থা এই; পর্ব্বতের শৃঙ্গোপরিস্থ চারি দিগে তাহার সমস্ত পরিসীমা অতি পবিত্র।—হে সদাপ্রভো, পবিত্রতা চিরদিন তোমার গৃহের শোভা।

এবং তাহারাও যেন সত্য পবিত্রীকৃত হয়, তজ্জন্য আমি তাহাদের নিমিত্তে আপনাকে পবিত্র করি।—ভাল, যিনি স্বর্গ সকল দিয়া অগ্রসর হইয়াছেন এমন মহান্ ব্যক্তি, হাঁ, ঈশ্বরের পুত্র যীশু আমাদের মহাযাজক আছেন, ইহা জানিয়া আইস,... আমরা সাহসপূর্ব্বক অনুগ্রহসিংহাসনের সন্নিধানে উপস্থিত হই, তাহাতে সময়োপযুক্ত উপকারার্থে আমাদের দয়ালাভ হইবে ও অনুগ্রহ মিলিবে।

যা, ২৮; ৩৬। ইব্র, ১২; ১৪ — যোহ, ৪; ২৪ — লে, ১০; ৩ — যিশ, ৬৪; ৬। যিহি, ৪৩; ১২ — গী, ৯৩; ৫। যোহ, ১৭; ১৯ — ইব্র, ৪; ১৪, ১৬।

তোমার বাক্য আমার চরণের প্রদীপ ও পথের আলোকস্বরূপ।

আমি তোমার ওষ্ঠাধরের বাক্যদ্বারা বিনাশকের পথহইতে সাবধান হইয়াছি। তোমার পথে আমার পাদসঞ্চার স্থির রাখ, তাহাতে আমার চরণ বিচলিত হইবে না।

তাহাতে গমনকালে সে তোমাকে পথ দেখাইবে, শয়নকালে তোমাকে রক্ষা করিবে, ও জাগরণ সময়ে সে তোমার সহিত আলাপ করিবে। কেননা আজ্ঞা প্রদীপস্বরূপ ও ব্যবস্থা আলোকস্বরূপ।— এবং দক্ষিণে কি বামে ফিরিবার সময়ে তোমার কর্ণ পশ্চাৎহইতে এই বাণী শুনিতে পাইবে, এই পথ, ইহাতেই চল।

পরে যীশু আর বার লোকদিগকে কহিলেন, আমি জগতের জ্যোতিঃ, যে আমার অনুগামী হয়, সে কোন ক্রমে অন্ধকারে যাতায়াত করিবে না, কিন্তু জীবনরূপ আলো পাইবে।—পরন্তু ভাববাদিগণোক্ত বাণী দৃঢ়তর হইয়া আমাদের নিকটে আছে,......অন্ধকারময় স্থানে প্রজ্বলিত প্রদীপের সদৃশ সেই বাণী যে মান্য করিতেছ, তাহা ভাল করিতেছ।—বস্তুতঃ এখন আমরা দর্পণ সহকারে গূঢ় বাক্যের চিহ্ন দেখিতেছি, কিন্তু তৎকালে সম্মুখাসম্মুখি হইয়া দেখিব, এখন আমার জ্ঞান খণ্ডমাত্র, কিন্তু তৎকালে আমি আপনি যেমন পরিচিত হইয়াছি, তেমনি পরিচয় পাইব।—প্রদীপে কিম্বা সূর্য্যের আলোতে লোকদের কিছু প্রয়োজন হইবে না, কারণ প্রভু ঈশ্বর তাহাদের উপরে আলো করিবেন; এবং তাহারা যুগপর্য্যায়ের যুগ যুগে রাজত্ব করিবে।

গী, ১১৯; ১০৫। ঐ, ১৭; ৪, ৫। হিতো, ৬; ২২, ২৩ — যিশ, ৩০; ২১। যোহ, ৪, ১২ — ২ পি, ১; ১৯ — ১ক, ১৩, ১২ —প্র, ২২, ৫।

আমাদের ভ্রাতৃগণের যে অভিযোগকারী দিবারাত্রি আমাদের ঈশ্বরের সাক্ষাতে তাহাদের নামে অভিযোগ করিত, সে নিপাতিত হইল।

পরন্তু মেষশাবকের রক্ত এবং আপন আপন সাক্ষ্যরূপ বাক্যের গুণে তাহারা তাহাকে জয় করিয়াছে।

ঈশ্বরের মনোনীত লোকদের বিপক্ষে কে অভিযোগ করিবে? কি ঈশ্বর? তিনি তাহাদিগকে ধার্ম্মিক করেন। কে দোষী করিবে? কি খ্রীষ্ট? তিনি মরিলেন, বরঞ্চ পুনরুত্থাপিতও হইলেন; আর তিনিই ঈশ্বরের দক্ষিণে আছেন, এবং আমাদের পক্ষে অনুরোধও করিতেছেন।

এবং আধিপত্য ও কর্ত্তৃত্ব সকল, [জীর্ণ বস্ত্রবৎ] ফেলিয়া নিষ্পন্দ [করিলেন]। তিনি আপনিও তদ্রূপ [রক্তমাংসের] ভাগী হইলেন; [কি নিমিত্তে?] মৃত্যুর কর্ত্তৃত্ব-বিশিষ্ট ব্যক্তিকে অর্থাৎ শয়তানকে মৃত্যুদ্বারা হীনশক্তি করণার্থে, এবং যাহারা মৃত্যুর ভয়েতে যাবজ্জীবন দাসত্বের অধীন ছিল, তাহাদিগকে নিষ্কৃতি দেওনার্থে।—যিনি আমাদিগকে প্রেম করিয়াছেন, তাঁহারই দ্বারা আমরা এই সকলেতে নিতান্ত বিজয়ী হই।—দিয়াবলের নানাবিধ কুসঙ্কল্পের সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিতে সক্ষম হইবার জন্যে ঈশ্বরের [রচিত] সর্ব্বাঙ্গরক্ষক সজ্জা পরিধান কর। ও আত্মার খড়্গ অর্থাৎ ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ কর—ধন্য ঈশ্বর, তিনি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টদ্বারা আমাদিগকে জয় প্রদান করেন।

প্র, ১২; ১০। ঐ, ১২; ১১। রো, ৮; ৩৩, ৩৪। কল, ২; ১৫ — ইব্রি, ২; ১৪, ১৫ — রো, ৮; ৩৭ — ইফি, ৬; ১১, ১৭ — ১ক, ১৫; ৫৭।

যে ব্যক্তি সদাপ্রভুতে নির্ভর করে, সে ধন্য।

[অব্রাহাম] ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা লইয়া অবিশ্বাস বশতঃ সন্দেহ করিলেন তাহা নয়; কিন্তু বিশ্বাসে বলবান্ হইয়া ঈশ্বরের গৌরব স্বীকার করিলেন। এবং তিনি যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা সফল করণে সমর্থও আছেন, ইহা নিশ্চয় জ্ঞান করিলেন। —যিহূদার সন্তানগণ বলবান হইল, কেননা তাহারা আপনাদের পিতৃলোকদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উপরে নির্ভর করিল।

ঈশ্বর আমাদের আশ্রয় ও বলস্বরূপ; তিনি সঙ্কটকালে নিতান্ত সুগম উপকারী। অতএব যদ্যপি পৃথিবী পরিবর্ত্তিত হয়, ও পর্ব্বতগণ টলিয়া সমুদ্রের মধ্যস্থলে পড়ে, তথাপি আমরা ভয় করিব না।—মনুষ্যেতে নির্ভর করণাপেক্ষা সদাপ্রভুর শরণ লওয়া উত্তম। প্রধানবর্গেতে নির্ভর করণাপেক্ষা সদাপ্রভুর শরণ লওয়া উত্তম।—সদাপ্রভুরই অনুগ্রহে মনুষ্যের পাদসঞ্চার সুস্থির হয়, ও তাহার পথে তাঁহার প্রীতি জন্মে। সে যদ্যপি পতিত হয়, তথাপি ভূমিশায়ী হইবে না; কেননা সদাপ্রভু তাহার হস্ত ধরিয়া রাখেন।

তোমরা আস্বাদন করিয়া বুঝ, সদাপ্রভু মধুরস্বভাব; তাঁহার শরণাপন্ন ব্যক্তি ধন্য। হে তাঁহার পবিত্র লোকেরা, সদাপ্রভুকে ভয় কর, কেননা তাঁহার ভয়কারি লোকদের অপ্রতুল হয় না।

হিব্রো, ১৬; ২০। রো, ৪; ২০, ২১ — ২ বং, ১৩; ১৮।
গী, ৪৬; ১, ২ — ঐ, ১১৮; ৮, ৯ — ঐ, ৩৭; ২৩, ২৪। গী, ৩৪; ৮, ৯।

রাজা ইষ্টেরের প্রতি স্বহস্তস্থিত স্বর্ণময় রাজদণ্ড বিস্তার করিল; তাহাতে ইষ্টের নিকটে আসিয়া রাজদণ্ডের অগ্রভাগ স্পর্শ করিল।

সে যদি আমার কাছে ক্রন্দন করে, তবে আমি তাহা শুনিব, কেননা আমি কৃপাবান।

পরন্তু আমাদের প্রতি ঈশ্বরের যে প্রেম আছে, তাহা আমরা জ্ঞাত হইয়াছি ও বিশ্বাস করিয়াছি। ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ; আর প্রেমে যে থাকে, সে ঈশ্বরে থাকে, এবং ঈশ্বর তাহাতে থাকেন। আমাদের সঙ্গি প্রেম ইহাতে সিদ্ধ হইয়াছে, যে বিচারদিনে আমাদের সাহস লাভ হয়; কেননা তিনি যাদৃশ আছেন, আমরাও এই জগতে তাদৃশ আছি। প্রেমে ভয় নাই, বরঞ্চ সিদ্ধ প্রেম ভয়কে বাহির করিয়া ফেলে; কেননা ভয় যন্ত্রণাযুক্ত, আর যে ভয় করে, সে প্রেমে সিদ্ধ নয়। আমরা তাঁহাকে প্রেম করি, কারণ তিনিই প্রথমে আমাদিগকে প্রেম করিয়াছেন।

আইস, আমরা সত্যময় হৃদয় সহকারে বিশ্বাসের কৃতনিশ্চয়তাতে [ঈশ্বরসমীপে] উপস্থিত হই; আমরা তো অশুভসংবেদাপহারক প্রোক্ষণে প্রোক্ষিত হৃদয় পাইয়াছি; অধিকন্তু শুচি জলে স্নাত দেহ [বিশিষ্ট] হইয়াছি।

তাঁহারই দ্বারা আমরা উভয় পক্ষের লোক এক আত্মাতে পিতার নিকটে প্রবেশ করণের ক্ষমতা পাইয়াছি।—সেই যীশুতে আমরা তাঁহার উপর বিশ্বাস [করণ] দ্বারা অভয়দান, এবং দৃঢ় প্রত্যয় পূর্ব্বক প্রবেশ করণের ক্ষমতা পাইয়াছি।—অতএব আইস, আমরা সাহসপূর্ব্বক অনুগ্রহসিংহাসনের সন্নিধানে উপস্থিত হই, তাহাতে আমাদের দয়ালাভ হইবে ও সময়োপযুক্ত উপকারার্থে অনুগ্রহ মিলিবে।

ইষ্ট, ৫; ২। যা, ২২; ২৭। ১ যোহ, ৪; ১৬-১৯। ইব্র, ১০; ২২। ইফি, ২; ১৮ — ঐ, ৩; ১২ — ইব্র, ৪; ১৬।

বরদান অনেক অপরাধহইতে ধার্ম্মিকতা নিশ্চয় করণে সিদ্ধার্থ হয়।

তোমাদের পাপ সকল সিন্দূরবর্ণ হইলেও হিমের ন্যায় শ্বেতবর্ণ হইবে ও লাক্ষার ন্যায় রাঙ্গা হইলেও মেষলোমের ন্যায় শ্বেতবর্ণ হইবে।

আমি, আমিই আপনার নিমিত্তে আপনি তোমার অধর্ম্ম সকল মার্জ্জনা করি, ও তোমার পাপ সকল মনে রাখি না। [তোমার বিবাদ] আমাকে স্মরণ করাও; আইস, আমরা পরস্পর বিচার করি; তুমি যেন নির্দ্দোষীকৃত হও, তজ্জন্য আপনার কথা বল।—আমি তোমার অধর্ম্ম সকল কুজ্ঝটিকার ন্যায়, ও তোমার পাপ সকল মেঘের ন্যায় ঘুচাইয়া ফেলিয়াছি; তুমি আমার প্রতি ফির, কেননা আমি তোমাকে মুক্ত করিয়াছি।

ঈশ্বর জগতের প্রতি এমন প্রেম করিলেন, যে আপনার একমাত্র পুত্রকে প্রদান করিলেন, যেন তাঁহাতে বিশ্বাসকারি প্রত্যেক জন বিনষ্ট না হইয়া অনন্ত জীবন পায়।—কিন্তু অপরাধ যাদৃশ, বরদানও তাদৃশ, তাহা নয়। কেননা একের অপরাধে যদি অনেকে মরিয়াছে, তবে ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও বরদান আর এক ব্যক্তি অর্থাৎ যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহে করিয়া অনেকের প্রতি আরও অধিক উপচিয়া পড়িল।—আর তোমরা কেহ কেহ সেই প্রকার লোক ছিলা; কিন্তু প্রভু যীশুর নামে ও আমাদের ঈশ্বরের আত্মাতে তোমরা স্নান করিয়া ধৌত হইয়াছ, পবিত্রীকৃত হইয়াছ, ধার্ম্মিকীকৃত হইয়াছ।

রো, ৫; ১৬। যিশ, ১; ১৮। ঐ, ৪৩; ২৫, ২৬—ঐ, ৪৪; ২২। যোহ, ৩; ১৬—রো, ৫; ১৫—১ ক, ৬; ১১।

আত্মার ফল……মৃদুতা।

নম্র লোকেরা সদাপ্রভুতে উত্তরোত্তর আনন্দিত হইবে, ও মনুষ্যদের মধ্যবর্ত্তি দরিদ্রগণ ইস্রায়েলের পাবনেতে উল্লাস করিবে।

পরিবর্ত্তিত হইয়া ক্ষুদ্র বালকদের সদৃশ না হইলে তোমরা কোন মতে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পাইবা না। অতএব যে কেহ আপনাকে এই ক্ষুদ্র বালকের মত নম্র করে, সেই স্বর্গরাজ্যে শ্রেষ্ঠ।—মৃদু ও শান্ত ভাবরূপ অক্ষয় শোভাবিশিষ্ট যে হৃদয়ের গুপ্ত মনুষ্য …… ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তাহাই বহুমূল্য।—প্রেম আশ্লাঘা করে নাম, গর্ব্বিত হয় না।

প্রেম, স্থৈর্য্য, মৃদু ভাব, এই সকলের অনুধাবন কর।—আমার যোঁয়ালি আপনাদের উপরে ধরিয়া লও, এবং আমার কাছে শিক্ষা কর, কেননা আমি মৃদুশীল ও নম্রচিত্ত।—পরিশোধ করিতে হইলে তিনিই দুঃখভোগ স্বীকার করিলেন, মুখ খুলিলেন না; তিনি বধ্যস্থানে নীয়মান মেষশাবকের ন্যায়, কিম্বা লোমচ্ছেদকদের সম্মুখে নীরব মেষীর ন্যায় [হইলেন], মুখ খুলিলেন না।—খ্রীষ্টও তোমাদের নিমিত্তে দুঃখ ভোগ করিয়া তোমাদের জন্যে এক আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, যেন তোমরা তাঁহার পদচিহ্নের অনুগমন কর। ফলতঃ তিনি পাপ করেন নাই, এবং তাঁহার মুখে ছল পাওয়া যায় নাই। কটুবাক্য পূর্ব্বক তিরস্কৃত হইলে তিনি কটুবাক্যদ্বারা উত্তর করিতেন না;……কিন্তু যথার্থ বিচারকর্ত্তার উপরে ভার রাখিতেন।

গাল, ৫, ২২। যিশ, ২৯; ১৯। ম, ১৮; ৩, ৪—১ পি, ৩; ৪—১ ক, ১৩; ৪। ১ তীম, ৬; ১১ — ম, ১১; ২৯ — যিশ, ৫৩; ৭ — ১ পি, ২; ২১-২৩।

সদাপ্রভুর অপেক্ষাতে থাক ; সাহস কর, এবং তোমার অন্তঃকরণ সবল হউক।

তুমি কি জান নাই এবং শুনও নাই? অনাদি অনন্ত ঈশ্বর সদাপ্রভু পৃথিবীর প্রান্ত সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি ক্লান্ত হন না, ও শ্রান্ত হন না ; তাঁহার বুদ্ধির অনুসন্ধান করা যায় না। তিনি ক্লান্তদিগকে শক্তি দেন, ও সামর্থ্যহীনদিগের বল বৃদ্ধি করেন। —ভয় করিও না, কারণ আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি ; সন্দিহান হইও না, কারণ আমি তোমার ঈশ্বর ; আমি তোমাকে পরাক্রম দিলাম, হাঁ, তোমার সাহায্য করিলাম ; হাঁ, আপন ধর্ম্মস্বরূপ দক্ষিণ হস্তদ্বারা তোমাকে ধরিয়া রাখিব।—তুমি দরিদ্রের দুর্গ, হাঁ, সঙ্কটাপন্ন দীনহীনের দুর্গ, ঝাইটনিবারক আশ্রয়, রৌদ্রনিবারক ছায়া হইয়াছ ; নতুবা ভীমবিক্রান্তদের শ্বাসবায়ু ভিত্তিতে ঝাইটের ন্যায় লাগিত।

তোমাদের বিশ্বাসের পরীক্ষাসিদ্ধতা ধৈর্য্য সম্পন্ন করে। সেই ধৈর্য্য সিদ্ধ কার্য্যবিশিষ্ট হউক, যেন তোমরা সিদ্ধ ও সম্পূর্ণ হও, কিছুরই অভাব তোমাদের না হয়।—অতএব তোমাদের সেই সাহস ত্যাগ করিও না, তাহা তো মহাপুরস্কারযুক্ত। কেননা ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞার ফলপ্রাপ্ত হইবার নিমিত্তে ধৈর্য্যে তোমাদের প্রয়োজন আছে।

গী, ২৭ ; ১৪। যিশ, ৪০ ; ২৮, ২৯—ঐ, ৪১ ; ১০—ঐ, ২৫ ; ৪। যাক, ১ ; ৩, ৪—ইব্র, ১০ ; ৩৫, ৩৬।

তোমার সমস্ত সীমার মধ্যে তাড়ী দৃষ্ট না হউক।

সদাপ্রভুর ভীতি দুষ্টতার প্রতি ঘৃণা।—যাহা মন্দ তাহাহইতে ঘৃণাপূর্ব্বক দূরে থাক।—সর্ব্বপ্রকার মন্দ বিষয়হইতে দূরে থাক।—আর সাবধান হইয়া দেখ, পাছে কোন ব্যক্তি ঈশ্বরের অনুগ্রহবিহীন হইয়া, পাছে তিক্তভাজনক কোন মূল অঙ্কুরিত হইয়া, বাধা জন্মাইলে অধিকাংশ লোক তদ্দ্বারা দূষিত হয়।

যদি অন্তঃকরণে অধর্ম্মের প্রতি তাকাইয়া থাকিতাম, তবে প্রভু শুনিতেন না।

অল্প মাওয়া সুজীর সমস্ত তাল মাতায়, ইহা কি জান না? তোমরা যেন নূতন সুজীর তালস্বরূপ হও, তজ্জন্য পুরাতন মাওয়া নিঃশেষে দূর করিয়া দেও; কেননা তোমরা মাওয়াশূন্য; কারণ আমাদের নিস্তারপর্ব্বসম্বন্ধীয় মেষ যে খ্রীষ্ট, তিনি আমাদের নিমিত্তে বলীকৃত হইয়াছেন। অতএব আইস, আমরা পুরাতন মাওয়াতে নয়, বিশেষতঃ হিংসা ও খলতারূপ মাওয়াতে নয়, কিন্তু মাওয়াশূন্য অর্থাৎ স্বচ্ছতা ও সত্যতারূপ রুটীতে পর্ব্ব পালন করি।—পরন্তু মনুষ্য আপনার পরীক্ষা করুক, এবং এই প্রকারে সেই রুটী ভোজন ও সেই পাত্রে পান করুক।

যে কেহ প্রভুর নাম করে, সে অধার্ম্মিকতা হইতে অপক্রমণ করুক।—বস্তুতঃ আমাদের জন্যে এতাদৃশ মহাযাজক উপযুক্তও ছিলেন, যিনি সাধু, অহিংসক, বিমল, পাপিগণহইতে পৃথক্কৃত।—তাঁহাতে পাপ নাই।

হিতো, ৮; ১৩—রো, ১২; ৯—১ থিষ, ৫; ২২—ইব্র, ১২; ১৫।
গী, ৬৬; ১৮। ১ ক, ৫; ৬-৮—এ, ১১; ২৮। ২ তীম, ২; ১৯—ইব্র, ৭; ২৬—১ যোহ, ৩; ৫।

হে বৎসে,......বসিয়া থাক।

সাবধান, সুস্থির হও ;......ভীত হইও না, ও তোমার হৃদয়কে দ্রব হইতে দিও না—তোমরা ক্ষান্ত হও, এবং আমিই যে ঈশ্বর, ইহা জ্ঞাত হও।—আমি কি তোমাকে বলি নাই যে যদি বিশ্বাস কর, তবে ঈশ্বরের মহিমা দেখিতে পাইবা?—তাহাতে সামান্য মনুষ্যের উন্নতি অবনত হইবে, ও মান্য লোকদের গর্ব্ব খর্ব্ব হইবে ; এবং সেই দিনে কেবল সদাপ্রভু উন্নত হইবেন।

মরিয়ম......যীশুর চরণসমীপে বসিয়া তাঁহার বাক্য শুনিতে লাগিল।—মরিয়ম সেই উত্তম অংশ মনোনীত করিয়াছে, যাহা তাহাহইতে অপহৃত হইবে না।—প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শান্ত হইলে তোমরা পরিত্রাণ পাইবা, স্থির থাকিয়া বিশ্বাস করিলে তোমাদের পরাক্রম হইবে।—তোমাদের শয্যার উপরে মনে মনে কথা কহ, ও নীরব থাক।

সদাপ্রভুর নিকটে নীরব হইয়া তাঁহার অপেক্ষাতে থাক ; কুসঙ্কল্পসাধক যে ব্যক্তি আপন গতিতে কৃতার্থ হয়, তাহার বিষয়ে মনস্তাপিত হইও না।

অশুভ সংবাদ শুনিলেও সে ভয় করিবে না ; তাহার চিত্ত সুস্থির, তাহা সদাপ্রভুতে নির্ভর করে। তাহাব চিত্ত স্থির।

যে ব্যক্তি বিশ্বাস করিবে, সে চঞ্চল হইবে না।

রাজ, ৩ ; ১৮। যিশ, ৭ ; ৪—গী, ৪৬ ; ১০—যোহ, ১১ ; ৪০—যিশ, ২ ; ১৭।

লূ, ১০ ; ৩৯, ৪০—যিশ, ৩০ ; ১৫—গী, ৪ ; ৪। ঐ, ৩৭ ; ৭। ঐ, ১১২ ; ৭, ৮। যিশ, ২৮, ১৬।

দেহের সেই অনেক অঙ্গের সাকল্যে এক দেহ হয়, তেমনি খ্রীষ্ট।

তিনিই মণ্ডলীরূপ দেহের মস্তক।—এবং তাঁহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ মস্তক করিয়া মণ্ডলীকে দান করিলেন; আবার মণ্ডলী তাঁহার দেহ [অথচ] সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বপূরকের পূর্ণতাস্বরূপ।

আমরা তাঁহার দেহের অঙ্গ এবং তাঁহার মাংস ও অস্থিস্বরূপ।

তুমি...আমার জন্যে দেহ রচনা করিয়াছ।—তোমার চক্ষু আমাকে পিণ্ডাকার দেখিয়াছে, এবং আমার সমস্ত আয়ু তোমারই পুস্তকে লিখিত ছিল; তাহার এক দিনও যখন হয় নাই, তখন তাহা নিরূপিত ছিল।

তাহারা তোমারই ছিল, এবং তুমি আমাকে তাহাদিগকে দান করিয়াছ।—তিনি জগৎপত্তনের পূর্ব্বে খ্রীষ্টে আমাদিগকে মনোনীত করিয়াছেন।—তিনি যাহাদিগকে পূর্ব্বাবধি জ্ঞাত ছিলেন, তাহাদিগকে আপন পুত্রের প্রতিমূর্ত্তির অনুরূপ হওনার্থে পূর্ব্বাবধি নিরূপণও করিয়াছেন। সর্ব্বাঙ্গে খ্রীষ্টের উদ্দেশে বৃদ্ধি পাই; কারণ তিনিই মস্তকস্বরূপ, এবং তাঁহাহইতে সমস্ত দেহ ক্রমশঃ সংলগ্ন ও সংসক্ত হইয়া আপন আপন পরিমাণানুসারে এক এক ভাগের স্বকার্য্যকারি গুণে......প্রেমে দেহের প্রতিষ্ঠা সাধনার্থে আপনার বৃদ্ধি সাধন করিতেছে।

১ ক, ১২; ১২। কল, ১; ১৮—ইফি, ১; ২২, ২৩। ঐ, ৫; ৩০। ইব্র, ১০; ৫—গী, ১৩৯; ১৬। যোহ, ১৭; ৬—ইফি, ১; ৪—রো, ৮; ২৯। ইফি, ৪; ১৫, ১৬।

ও করপুটের সহিত হৃদয়কেও স্বর্গনিবাসী ঈশ্বরের প্রতি উঠাই।

কে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর তুল্য? তিনি উর্দ্ধবাসী। স্বর্গের ও পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে তিনি হেঁট হন।—হে সদাপ্রভো, তোমারই প্রতি আমি আপন প্রাণ উত্তোলন করি।—আমি তোমার উদ্দেশে অঞ্জলি প্রসারণ করিতেছি; শুষ্ক ভূমির ন্যায় আমার প্রাণ তোমার আকাঙ্ক্ষী। আমাহইতে আপন মুখ লুকায়িত করিও না, পাছে আমি গর্ত্তে অবরোহি লোকদের তুল্য হই। প্রাতঃকালে আমাকে নিজ দয়ার বাক্য শুনাও, কেননা আমি তোমাতে নির্ভর করিতেছি; আমার গন্তব্য পথ আমাকে জানাও, কেননা অমি তোমার প্রতি আপন প্রাণ উত্তোলন করিতেছি।

হাঁ, তোমার দয়া জীবন হইতেও উত্তম; আমার ওষ্ঠাধর তোমার প্রশংসা করিবে। সেই রূপে আমি যাবজ্জীবন তোমার ধন্যবাদ করিব, ও তোমার নামে কৃতাঞ্জলি হইব। নিজ দাসের প্রাণ আনন্দিত কর, কেননা হে প্রভো, আমি তোমার প্রতি প্রাণ উত্তোলন করি। কারণ, হে প্রভো, তুমি মঙ্গলস্বরূপ ও ক্ষমাবান্, এবং যাহারা তোমাকে ডাকিয়া প্রার্থনা করে, তুমি সেই সকলের প্রতি দয়াতে মহান্।

* তোমরা আমার নামে যে কিছু যাচ্ঞা করিবা, তাহা আমি [সিদ্ধ] করিব।

বিল, ৩; ৪১। গী, ১১৩; ৫, ৬—ঐ, ২৫; ১—ঐ, ১৪৩; ৬-৮। ঐ, ৬৩; ৩, ৪—ঐ, ৮৬, ৪, ৬, যোহ, ১৪; ১৩।

প্রত্যাশাতে আনন্দিত।

তোমাদের নিমিত্তে স্বর্গে আশাধন নিহিত রহিয়াছে।—শুদ্ধ ঐহিক জীবনে খ্রীষ্টেতে প্রত্যাশাকারি লোক হইলে আমরা মনুষ্যদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কৃপার পাত্র।—আমাদিগকে অনেক ক্লেশ দিয়া ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে হয়।—এবং যে কেহ আপন ক্রুশ বহন করিয়া আমার পশ্চাদ্গামী না হয়, সে আমার শিষ্য হইতে পারে না।—পাছে এই সকল ক্লেশে কেহ চঞ্চল হয়। তোমরা তো আপনারা জান, আমরা ক্লেশে নিযুক্ত লোক।

প্রভুতে সর্ব্বদা আনন্দ কর; পুনরায় বলি, আনন্দ কর।—তোমরা যেন পবিত্র আত্মার প্রভাব বশতঃ প্রত্যাশাতে উপচিয়া পড়, এই জন্যে প্রত্যাশার আকর ঈশ্বর তোমাদিগকে বিশ্বাসের সহিত যাবতীয় আনন্দে ও শান্তিতে পরিপূর্ণ করুন।—আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পিতা ঈশ্বর ধন্য; তিনি নিজ প্রচুর দয়ানুসারে মৃতগণের মধ্যহইতে যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থানদ্বারা জীবনময় প্রত্যাশার নিমিত্তে...আমাদিগকে পুনর্জ্জন্ম দিয়াছেন।

তোমরা তাঁহাকে দর্শন কর নাই, তথাপি প্রেম করিতেছ; এখনও দেখিতে পাইতেছ না, তথাপি তাঁহাতে বিশ্বাস করত অনির্ব্বচনীয় ও প্রতাপযুক্ত আনন্দে উল্লাস করিতেছ।—তাঁহারই দ্বারা বিশ্বাসে করিয়া এই অনুগ্রহরূপ আশ্রয়ে প্রবেশ করণের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া আমরা তাহাতে দণ্ডায়মান রহিয়াছি, এবং ঈশ্বরীয় প্রতাপের আশাতে শ্লাঘা করিতেছি।

রো, ১২; ১২। কল, ১; ৫ — ১ ক, ১৫; ১৯ — প্রে, ১৪; ২২ — লূ, ১৪; ২৭—১ থিষ, ৩; ৩। ফিলি, ৪; ৪—রো, ১৫; ১৩—১ পি, ১; ৩ — ১ পি, ১; ৮ — রো, ৫; ২।

তুমি তুলাতে পরিমিত হইয়া লঘুরূপে নির্ণীত হইয়াছ।

সদাপ্রভু সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর, এবং তাঁহাকর্ত্তৃক কর্ম্ম সকল তুলাতে পরিমিত হয়।

মনুষ্যদিগের মধ্যে যাহা উচ্চ, তাহা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ঘৃণিত।—মনুষ্য যাহা দেখে, তাহা কিছু নয়; যেহেতুক মনুষ্য প্রত্যক্ষ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখে, কিন্তু সদাপ্রভু অন্তঃকরণের প্রতি দৃষ্টি রাখেন।—তোমরা ভ্রান্ত হইও না, ঈশ্বরকে পরিহাস করা যায় না; কেননা মনুষ্য যাহা বুনে তাহাই কাটিবে। ফলতঃ আপন শরীরের উদ্দেশে যে বুনে, সে শরীরহইতে ক্ষয়রূপ শস্য পাইবে; কিন্তু আত্মার উদ্দেশে যে বুনে, সে আত্মাহইতে অনন্ত জীবনরূপ শস্য পাইবে।

বস্তুতঃ মনুষ্য যদি সমুদয় জগৎ লাভ করিয়া আপন প্রাণ হারায়, তবে তাহার কি ফল দর্শিবে? কিম্বা মনুষ্য আপন প্রাণের নিষ্ক্রয় বলিয়া কি দিতে পারে?—কিন্তু যাহা যাহা আমার লাভ ছিল, সে সমস্তই খ্রীষ্টের নিমিত্তে ক্ষতি জ্ঞান করিলাম।

দেখ, তুমি আন্তরিক সত্যে প্রীত হও।—তুমি আমার চিত্তের পরীক্ষা করিয়া রাত্রিকালে তত্ত্বানুসন্ধান করত আমাকে খাঁটী করিয়াছ, তাহাতে [দোষ] পাও নাই।

দা, ৫; ২৭। ১ শমূ, ২; ৩। লূ, ১৬; ১৫—১ শমূ, ১৬; ৭—গাল, ৬; ৭, ৮। ম, ১৬; ২৬—ফিলি, ৩; ৭। গী, ৫১; ৬—ঐ, ১৭; ৩।

তিনি ক্ষুধার্ত্তদিগকে উত্তম উত্তম দ্রব্যেতে পূর্ণ করিলেন, ও ধনবান-দিগকে রিক্ত হস্তে বিদায় করিলেন।

তুমি কহিতেছ, আমি ধনবান্ ও ঐশ্বর্য্যশালী, আমার কিছুরই অভাব নাই; কিন্তু তুমিই যে দুর্ভাগ্য ও কৃপাপাত্র ও দরিদ্র ও অন্ধ ও উলঙ্গ, ইহা জান না। আমি তোমাকে এক পরামর্শ দি, তুমি ধনবান হইবার জন্যে অগ্নিদ্বারা পরিষ্কৃত স্বর্ণ ...আমার কাছে ক্রয় কর। আমি যত লোককে ভালবাসি, সেই সকলকে অনুযোগ করি ও শাস্তি দিই; অতএব উদ্‌যোগী হইয়া মন ফিরাও।

ধার্ম্মিকতার ক্ষুধাতে ও তৃষ্ণাতে আতুর লোকেরা ধন্য, কারণ তাহারা তৃপ্ত হইবে।—যে দুঃখী দরিদ্রগণ জল অন্বেষণ করত পায় না, ও যাহাদের জিহ্বা তৃষ্ণাতে শুষ্ক হইয়াছে, আমি সদাপ্রভু তাহাদিগকে প্রার্থনার উত্তর দিব, আমি ইস্রায়েলের ঈশ্বর তাহাদিগকে ত্যাগ করি নাই।—আমিই তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু......তোমার মুখ খুলিয়া বিস্তার কর, আমি তাহা পরিপূর্ণ করিব।

কেন অখাদ্য দ্রব্যের নিমিত্তে রূপা তৌল করিতেছ, ও অতৃপ্তিকর সামগ্রীর নিমিত্তে আপন আপন পরিশ্রমোপার্জ্জিত ফল [দিতেছ]? অবধান করিয়া আমার কথা শুন, তাহাতে উত্তম ভক্ষ্য ভোজন করিবা, ও পুষ্টিকর দ্রব্যদ্বারা প্রাণ আপ্যায়িত করিবা।—আমিই জীবনদায়ক খাদ্য।

লূ, ১; ৫৩। প্র, ৩; ১৭—১৯। ম, ৫; ৬—যিশ, ৪১; ১৭ — গী, ৮১; ১০। যিশ, ৫৫; ২ — যোহ, ৬; ৩৫।

এবং তাহাদের ও তাহাদের ভাবি সন্তানদের কল্যাণের নিমিত্তে আমি তাহাদিগকে নিরন্তর আমাকে ভয় করণার্থে একচিত্ত ও একমার্গগামী করিব।

এবং তোমাদিগকে নূতন হৃদয় দিব, ও তোমাদের অন্তরে নূতন আত্মা স্থাপন করিব।—সদাপ্রভু মঙ্গলস্বরূপ ও সরল, এই জন্যে পাপিদিগকে গন্তব্য পথ দেখান। তিনি নম্রদিগকে ন্যায়বিচারের পথে গমন করান, ও নম্রদিগকে আপন পথ বুঝাইয়া দেন। যাহারা তাঁহার নিয়ম ও প্রমাণবাক্য পালন করে, তাহাদের পক্ষে সদাপ্রভুর সমস্ত মার্গ দয়া ও সত্যস্বরূপ।

তাহারা সকলে যেন এক হয়, পিতঃ, যেমন তুমি আমাতে ও আমি তোমাতে, তেমনি তাহারাও আমাদিগেতে যেন এক হয়, তুমি যে আমাকে প্রেরণ করিয়াছ, ইহাতে যেন জগতের বিশ্বাস জন্মে।

আমি অনুনয় পূর্ব্বক তোমাদিগকে কহিতেছি, তোমরা যে আহ্বানে আহূত হইয়াছ, তাহার যোগ্য আচরণ কর। অর্থাৎ যাবতীয় নম্রতা ও মৃদুতা সহকারে, . .. ও শান্তিরূপ বন্ধনে আত্মার ঐক্য রক্ষা করিতে যত্নবান্ হও। দেহ এক, এবং আত্মা এক, আর সেই রূপে তোমরা একই প্রত্যাশাযুক্ত আহ্বানেও আহূত হইয়াছ। প্রভু এক, বিশ্বাস এক, বাপ্তিস্ম এক, সকলের পিতা ঈশ্বর এক, তিনি সকলকার উপরে, সকলেতে ব্যাপ্ত, ও সকলের অন্তরে আছেন।

যির, ৩২, ৩৯। যিহি, ৩৬, ২৬—গী, ২৫; ৮-১০। যোহ, ১৭, ২১। ইফি, ৪, ১৬।

এই যুগের অনুরূপ হইও না, কিন্তু মতির নূতনীকরণদ্বারা স্বরূপান্তর গ্রহণ কর।

জগতের মিত্রতা ঈশ্বরের শত্রুতা, ইহা কি জান না? সুতরাং যে কেহ জগতের মিত্র হইতে মানস করে, সে ঈশ্বরের শত্রু বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

ধর্ম্মে অধর্ম্মে পরস্পর কি সম্পর্ক? অন্ধকারের সহিত আলোর বা কি সহভাগিতা? এবং বলীয়ালের সহিত খ্রীষ্টের কি সম্মতি? অবিশ্বাসির সহিত বা বিশ্বাসি লোকের কি অংশ? এবং দেবমূর্ত্তিদের সহিত ঈশ্বরের প্রাসাদের বা কি সহায়তা আছে?—তোমরা জগৎকে প্রেম করিও না, জগতীস্থ বিষয় সকলও প্রেম করিও না; কোন ব্যক্তি যদি জগৎকে প্রেম করে, তবে পিতার প্রেম তাহার অন্তরে নাই। এবং জগৎ ও তাহার অভিলাষ বহিয়া যাইতেছে; কিন্তু যে ব্যক্তি ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে, সে অনন্তকালস্থায়ী।

পূর্ব্বে পাপপথে চলিযা এই জগদায়ুর অনুসারী [অর্থাৎ] অনাজ্ঞাবহতাব সন্তানগণের মধ্যে সম্প্রতি স্বকার্য্যসাধক আত্মারূপ বায়ুবিশিষ্ট আকাশের কর্ত্তৃত্বাধিপতির বশবর্ত্তী ছিলা।—কিন্তু তোমরা এমন অবস্থাতে না [থাকিয়া] খ্রীষ্ট বিষযক শিক্ষা পাইয়াছ;......তাঁহার আশ্রিত হওয়াতে যীশুতে যে সত্য আছে, তদনুসারে শিক্ষিত হইযাছ।

রো, ১২; ২। যাক, ৪; ৪। ২ক, ৬; ১৪-১৬—১ যোহ, ২; ১৫-১৭। ইফি, ২; ২—ঐ, ৪; ২০, ২১।

আমি তাহার গতি দেখিয়াছি, এবং তাহাকে সুস্থ করিব।

আমি সদাপ্রভু তোমার আরোগ্যকারী।

হে সদাপ্রভো, তুমি আমাকে অনুসন্ধান করিয়া জ্ঞাত আছ। তুমিই আমার উপবেশন ও গাত্রোত্থান জানিতেছ, ও দূরে আমার সংকল্প বুঝিতেছ। তুমি আমার গমন ও শয়ন তদন্ত করিতেছ, ও আমার সমস্ত গতি ভালরূপে জানিতেছ।—তুমি আমাদের অপরাধ সকল আপনার সাক্ষাতে, আমাদের নিগূঢ় বিষয় সকল আপন মুখের দীপ্তিতে রাখিয়াছ।—যাঁহার কাছে আমাদিগকে আপন আপন কথা কহিতে হয়, তাঁহার চক্ষুর্গোচরে সকলই নগ্ন ও অনাবৃত রহিয়াছে।

সদাপ্রভু কহিতেছেন, আমরা উত্তর প্রত্যুত্তর করি; তোমাদের পাপ সকল সিন্দূরবর্ণ হইলেও হিমের ন্যায় শুক্লবর্ণ হইবে, ও লাক্ষার ন্যায় রাঙ্গা হইলেও মেষলোমের ন্যায় শ্বেতবর্ণ হইবে।—তবে উনি তাহার প্রতি কৃপা করিয়া কহিবেন, "ক্ষয়স্থানে অবরোহণহইতে ইহাকে মুক্ত কর, আমি প্রায়শ্চিত্ত পাইলাম।"—তিনি আমাদের অধর্ম্মের নিমিত্তে ক্ষতবিক্ষত, আমাদের অপরাধের নিমিত্তে চূর্ণ হইলেন; আমাদের শান্তিজনক শাস্তি তাঁহার উপরে বর্ত্তিল, এবং তাঁহার ক্ষত সকলদ্বারা আমাদের আরোগ্য হইল।—তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করিল।

যাত্রা, ১৫ ; ২৬। গী, ১৩৯ ; ১-৩—ঐ, ৯০ ; ৮—ইব্র, ৪ ; ১৩। যিশ, ১ ; ১৮—ইয়, ৩৩ ; ২৪—যিশ, ৫৩ ; ৫—মা, ৫ ; ৩৪।

কেহ যদি তৃষ্ণার্ত্ত হয়, তবে আমার কাছে আসিয়া পান করুক।

আমার প্রাণ সদাপ্রভুর গৃহপ্রাঙ্গণের লালসা করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হয়, আমার হৃদয় ও শরীর জীবনময় ঈশ্বরের নিমিত্তে উচ্চধ্বনি করে।—হে ঈশ্বর, তুমি আমার ঈশ্বর; আমি অতন্দ্রিত হইয়া তোমার অন্বেষণ করি; তোমার নিমিত্তে আমার প্রাণ তৃষ্ণার্ত্ত ও শরীর আতুর হইয়াছে; এই শুষ্ক দেশে জলাভাবে শ্রান্ত হইয়াছে। আমি সেই রূপে পবিত্র স্থানে তোমার মুখ চাহিয়া থাকিতাম; তোমার পরাক্রমের ও প্রতাপের দর্শন পাইতে [উৎসুক ছিলাম]।

অহো, তৃষিত লোক সকল, তোমরা জলের কাছে চলিয়া আইস; হে রূপ্য-বিহীনেরা, তোমরাও চল; খাদ্য ক্রয় কর ও ভোজন কর; হাঁ, চল, বিনারূপাতে খাদ্য, ও বিনামূল্যে দ্রাক্ষারস ও দুগ্ধ ক্রয় কর।—আত্মা ও কন্যা কহিতেছেন, আইস; এবং যে শ্রবণ করে, সেও বলুক আইস; এবং যে পিপাসিত সে আইসুক; যে বাঞ্ছা করে, সে বিনামূল্যে অমৃত জল গ্রহণ করুক।—যে আমার দত্ত জল পান করে, সে অনন্ত কালেও আর তৃষ্ণার্ত্ত হইবে না। বরঞ্চ আমি তাহাকে যে জল দিব, তাহা তাহার অন্তরে অনন্ত জীবন পর্য্যন্ত উৎপ্লবমান জলের উনুই হইবে।—আমার রক্ত প্রকৃত পেয়।

হে বন্ধুগণ, ভোজন কর; হে প্রিয়েরা, যথেষ্ট পান কর।

যোহ, ৭; ৩৭। গী, ৮৪; ২ — ঐ, ৬৩; ১, ২। যিশ, ৫৫; ১ — প্র, ২২; ১৭।
যোহ, ৪; ১৪ — ঐ, ৬; ৫৫। পঃ গী, ৪; ১৭।

আমি, আমিই আপনি তোমাদেব সান্ত্বনাকর্ত্তা।

আমাদেব প্রভু যীশু খ্রীষ্টেব পিতা ঈশ্বব ধন্য, তিনিই করুণাময পিতা এবং যাব তীয় শান্ত্বনাব [আকব] ঈশ্বর। আব আমবা আপনারা ঈশ্বরদত্ত যে সান্ত্বনাতে সান্ত্বিত হই, সেই সান্ত্বনাদ্বাবা যেন যাবতীয ক্লেশেব পাত্রদিগকে সান্ত্বনা কবিতে পাবি, এই জন্যে তিনি আমাদেব যাবতীয় ক্লেশের মধ্যে আমাদিগকে সান্ত্বনা করেন।—পিতা সন্তানদেব প্রতি যেমন করুণা কবে, সদাপ্রভু আপন ভযকারিদের প্রতি তেমনি করুণা করেন। কারণ তিনিই আমাদেব রচনা জানেন, আমবা যে ধূলিস্বরূপ, ইহা তাঁহাব স্মরণ আছে।—যেমন মাতা আপন [যুব] পুত্রকে শান্ত কবে, তেমনি আমি তোমাদিগকে সান্ত্বনা করিব।—আপনাদেব যাবতীয় ভাবনাব ভাব তাঁহাব উপরে ফেল। কেননা তোমাদেব জন্যে তিনি চিন্তিত আছেন।

হে প্রভো, তুমি স্নেহশীল ও কৃপাবান ঈশ্বর, ক্রোধে ধীর এবং দয়াতে ও সত্যে মহান্।

আব এক শান্তিকর্ত্তাকে , ফলতঃ সত্যস্বরূপ আত্মাকে দিবেন।—আত্মাও আমাদেব দুর্ব্বলতাব প্রতীকাব করেন।

ঈশ্বব ... তাহাদের সমস্ত নেত্রজল মুছাইযা দিবেন, এবং মৃত্যু আর হইবে না, এবং শোক ও আর্ত্তনাদ ও ব্যথা আব হইবে না, কেননা প্রথম বিষয সকল গত হইল।

যিশ, ৫১, ১২। ২ক, ১, ৩, ৪—গী, ১০৩, ১৩, ১৪—যিশ, ৬৬, ১৩—১পি, ৫, ৭। গী, ৮৬, ১৫। যোহ, ১৪, ১৬, ১৭—রো, ৮, ২৬। প্র, ২১, ৪।

পাপ তো তোমাদের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবে না, কারণ তোমরা ব্যবস্থার অধীন নহ, কিন্তু অনুগ্রহের অধীন হইয়াছ।

ইহাতে কি বলিব? আমরা ব্যবস্থার অধীন না হইয়া অনুগ্রহের অধীন হইয়াছি, তজ্জন্য কি পাপ করিব? এমন না হউক।—ভাল, হে আমার ভ্রাতৃগণ, তোমরা খ্রীষ্টের দেহদ্বারা ব্যবস্থার উদ্দেশে হত হইয়াছ; ইহাতে অন্যের হইয়াছ, ফলতঃ আমরা যেন ঈশ্বরের উদ্দেশে ফলোৎপাদন করিতে পারি, এই জন্য যিনি মৃতদের মধ্য হইতে উত্থাপিত [হইয়াছেন, সেই পতির হইয়াছ]।—আমি ঈশ্বরীয় ব্যবস্থাবি-হীন নহি, বরং খ্রীষ্টের ব্যবস্থার বশীভূত আছি।

মৃত্যুর হুল পাপ, ও পাপের বল ব্যবস্থা। কিন্তু ধন্য ঈশ্বর, তিনি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টদ্বারা আমাদিগকে জয় প্রদান করেন।

খ্রীষ্ট যীশুতে জীবনের আত্মার ব্যবস্থা আমাকে পাপের ও মৃত্যুর ব্যবস্থা হইতে মুক্ত করিয়াছে।—যে কেহ পাপাচরণ করে, সে পাপের দাস।

পুত্র যদি তোমাদিগকে স্বাধীন করেন, তবে প্রকৃতরূপে স্বাধীন হইবা।

খ্রীষ্ট স্বাধীনতার নিমিত্তই আমাদিগকে স্বাধীন করিয়াছেন; অতএব তোমরা [তাহাতে] স্থির থাক, দাসত্বরূপ যোঁয়ালিতে আর বার বদ্ধ হইও না।

রো, ৬; ১৪। ঐ, ৬; ১৫—ঐ, ৭; ৪—১ক, ৯; ২১। ১ক, ১৫; ৫৬, ৫৭। রো, ৮; ২—যোহ, ৮; ৩৪, ৩৬। গাল, ৫; ১।

সদাপ্রভু হৃদয় সকল তৌল করেন।

সদাপ্রভু ধার্ম্মিকগণের গতি জানেন, কিন্তু দুষ্টদের গতি বিনষ্ট হইবে।—কে এমত পবিত্র যে তাহাকে আপনার নিকটবর্ত্তী করেন, তাহা সদাপ্রভু জানাইবেন।—তোমার পিতা যিনি গোপনে দেখেন, তিনি প্রকাশরূপে তোমাকে ফল দিবেন।

হে ঈশ্বর, আমাকে অনুসন্ধান করিয়া আমার অন্তঃকরণ জ্ঞাত হও; আমার পরীক্ষা করিয়া আমার ভাবনা সকল জ্ঞাত হও। এবং আমাতে বাধার পথ পাওয়া যায় কি না, তাহা দেখ; এবং সনাতন পথে আমাকে গমন করাও।

প্রেমে ভয় নাই, বরঞ্চ সিদ্ধ প্রেম ভয়কে বাহির করিয়া ফেলে।

হে প্রভো, আমার সমস্ত মনোবাঞ্ছা তোমার সম্মুখবর্ত্তী, এবং আমার কাতরোক্তি তোমাহইতে অন্তর্হিত নয়।—আমার আত্মা ক্ষুণ্ণ হইলে তুমিই তো আমার মার্গ জ্ঞাত আছ।—আর যিনি হৃদয় সকলের অনুসন্ধান করেন, তিনি জানেন, আত্মার ভাব কি, ফলতঃ পবিত্রগণের পক্ষে তিনি যে ঈশ্বরের অভিমত অনুরোধ করেন।

ঈশ্বরস্থাপিত দৃঢ় ভিত্তিমূল স্থির রহিয়াছে, এবং তাহার উপরে এই কথা মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে, যথা, "প্রভু আপন লোকদিগকে জানেন," এবং "যে কেহ প্রভুর নাম করে, সে অধার্ম্মিকতাহইতে অপক্রমণ করুক।"

হিতো, ২১; ২। গী, ১; ৬—গণ, ১৬; ৫—ম, ৬; ৬। গী, ১৩৯; ২৩, ২৪—১যোহ, ৪; ১৮। গী, ৩৮; ৯—ঐ, ১৪২; ৩—রো, ৮; ২৭। ২তীম, ২; ১৯।

[তিনি] থেঁৎলা নল ভাঙ্গিবেন না।

ঈশ্বরের গ্রাহ্য যজ্ঞ ভগ্ন আত্মা ; হে ঈশ্বর, তুমি ভগ্ন ও চূর্ণ অন্তঃকরণ তুচ্ছ করিবা না।—তিনি ভগ্নান্তঃকরণদিগকে সুস্থ করেন, ও তাহাদের ক্ষত সকল বন্ধন করেন।—যিনি উচ্চ ও উন্নত, অনন্তকালনিবাসী ও পবিত্র বলিয়া বিখ্যাত, তিনি এই কথা কহেন, আমি ঊর্দ্ধলোকে ও পবিত্র স্থানে বাস করি, এবং চূর্ণ ও নম্রাত্মা মনুষ্যের সঙ্গেও বাস করি ; কেননা আমি নম্রদিগের আত্মাকে সঞ্জীবিত করিতে ও চূর্ণ লোকদের হৃদয়কে সঞ্জীবিত করিতে [যত্নবান্]।—আমি নিত্য বিবাদ করিব না, ও সদাকাল ক্রোধ করিব না ; করিলে আত্মা এবং আমার সৃষ্ট প্রাণী সকল আমার সম্মুখে মূর্চ্ছাপন্ন হইবে।

আমি হারাণের অন্বেষণ করিব, ও দূরীকৃতকে ফিরিয়া আনিব, ও ভগ্নাঙ্গের অঙ্গ বাঁধিব, ও পীড়িতকে বলবান করিব।

অতএব তোমরা শিথিল হস্ত ও দুর্ব্বল হাঁটু সবল কর। এবং খঞ্জ যেন বিপথগামী না হইয়া বরং সুস্থ হয়, তন্নিমিত্ত আপন আপন চরণে সরল পথ প্রস্তুত কর।

ঐ দেখ, তোমাদের ঈশ্বর ..., তিনিই আসিয়া তোমাদিগকে পরিত্রাণ করিবেন।

গী, ৫১ ; ১৭—ঐ, ১৪৭ ; ৩—যিশ, ৫৭ ; ১৫, ১৬।

যিহি, ৩৪ ; ১৬—ইব্র, ১২ ; ১২, ১৩। যিশ, ৩৫ ; ৪।

আমার চক্ষু উন্মীলিত কর, তাহাতে আমি তোমার ব্যবস্থাতে আশ্চর্য্য দর্শন পাইব।

পরে তাহারা যেন শাস্ত্র সকল বুঝিতে পারে, এই নিমিত্তে তিনি তাহাদের বুদ্ধিদ্বার মুক্ত করিলেন।—স্বর্গরাজ্যের নিগূঢ় বিষয়ের জ্ঞান তোমাদিগকে দত্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদিগকে দত্ত হয় নাই। হে স্বর্গের ও পৃথিবীর প্রভো পিতঃ, তুমি বিজ্ঞ ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি লোকহইতে এই সকল বিষয় গুপ্ত রাখিয়া শিশুদের নিকটে প্রকাশ করিলা, এই কারণ আমি তোমার ধন্যবাদ করিতেছি। হাঁ, পিতঃ, কেননা এমন হওয়াতে তোমার দৃষ্টিতে যাহা প্রীতিজনক তাহাই হইল।—আমরা জগতের আত্মাকে না পাইয়া ঈশ্বরহইতে [নির্গত] আত্মাকে পাইয়াছি; [কি জন্যে?] ঈশ্বর অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদিগকে যাহা যাহা দান করিয়াছেন, তাহা যেন জ্ঞাত হই।—হে ঈশ্বর, আমার পক্ষে তোমার সঙ্কল্প সকল কেমন মূল্যবান্! তাহার সমষ্টি কেমন অধিক! গণনা করিলে তাহা বালুকা অপেক্ষা বহুসংখ্যক হয়। আহা! ঈশ্বরের ধনাঢ্যতা ও প্রজ্ঞা ও বিদ্যা কেমন অগাধ! তাঁহার বিচার সকল কেমন অনুপলক্ষ্য! এবং তাঁহার পথ সকল কেমন অননুসন্ধেয়! কেননা প্রভুর মতি কে জানিয়াছে? এবং তাঁহার মন্ত্রী বা কে হইয়াছে? যেহেতুক বস্তুমাত্রই তাঁহাহইতে ও তাঁহার দ্বারা ও তাঁহার নিমিত্তে হইয়াছে। যুগে যুগে তাঁহারই মহিমা হউক। আমেন্।

গী, ১১৯; ১৮। লূ, ২৪, ৪৫। ম, ১৩; ১১ — ঐ, ১১; ২৫, ২৬ — ১ক, ২; ১২—গী, ১৩৯; ১৭, ১৮—রো, ১১; ৩৩, ৩৪, ৩৬।

যাবতীয় অনুগ্রহের [আকর] যে ঈশ্বর।

তোমার সম্মুখে সদাপ্রভুর নাম ঘোষণা করিব; আর আমি যাহাকে দয়া করি, তাহাকে দয়া করিব।—তবে উনি তাহার প্রতি কৃপা করিয়া কহিবেন, "ক্ষয়স্থানে অবরোহণ হইতে ইহাকে মুক্ত কর, আমি প্রায়শ্চিত্ত পাইলাম।"—সকলে ... বিনা মূল্যে তাঁহারই অনুগ্রহে খ্রীষ্ট যীশুতে [প্রাপ্য] মুক্তিদ্বারা ধর্ম্মিকীকৃত হয়। কেননা ঈশ্বর তাঁহাকে তাঁহার রক্তে বিশ্বাসদ্বারা পাপাবরকরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন; [কি নিমিত্তে?] ঈশ্বরের ধৈর্য্যবশতঃ পূর্ব্বকালীন নানা পাপকর্ম্মের উপেক্ষা করণ প্রযুক্ত নিজ ধর্ম্মস্বভাব দেখাইবার নিমিত্তে।—যীশু খ্রীষ্টদ্বারা অনুগ্রহের ও সত্যের উদ্ভব হইয়াছে।

অনুগ্রহেতেই বিশ্বাসদ্বারা তোমরা পরিত্রাণ পাইয়াছ; এবং তাহা তোমাদের হইতে হয় নাই, ঈশ্বরেরই দান আছে।—আমাদের পিতা ঈশ্বর ও আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুহইতে অনুগ্রহ, দয়া ও শান্তি [তোমার প্রতি বর্ত্তুক]।—খ্রীষ্টের দানের পরিমাণানুসারে আমাদের প্রত্যেক জনকে অনুগ্রহের অংশ দত্ত হইয়াছে।—তোমরা প্রত্যেক জন অনুগ্রহমূলক যে যে বর পাইয়াছ, তাহাতে ঈশ্বরের বহুবিধ অনুগ্রহধনের উত্তম অধ্যক্ষের মত পরস্পর পরিচর্য্যা কর।—বরং তিনি অনুগ্রহ করত মহত্তর বর প্রদান করেন।

বরঞ্চ আমাদের ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহে ও জ্ঞানে বর্দ্ধিষ্ণু হও। এখন ও অনন্তকালীন দিন পর্য্যন্ত তাঁহার মহিমা হউক।

---

১ পি, ৫; ১০। যা, ৩৩; ১৯ — ইয়, ৩৩; ২৪ — রো, ৩; ২৪-২৬ — যোহ, ১; ১৭। ইফি, ২; ৮ — ১তী, ১; ২ — ইফি, ৪; ৭ — ১ পি, ৪; ১০ — যাক, ৪; ৬। ২ পি, ৩; ১৮।

যে মনুষ্য প্রজ্ঞা পায় ও বুদ্ধি লাভ করে, সেই ধন্য।

আমাকে পাইলেই মনুষ্য জীবন প্রাপ্ত হয়, এবং সদাপ্রভুর অনুগ্রহ ভোগ করে।

সদাপ্রভু এই কথা কহেন, জ্ঞানবান আপন জ্ঞানের শ্লাঘা না করুক, ও বিক্রমী আপন বিক্রমের শ্লাঘা না করুক, কিন্তু যে ব্যক্তি শ্লাঘা করে, সে বিবেচনা ও আমার পরিচয় পাইয়াছে, ইহার শ্লাঘা করুক।—সদাপ্রভুর ভীতিই প্রজ্ঞার আরম্ভ।

যাহা যাহা আমার লাভ ছিল, সে সমস্তই খ্রীষ্টের নিমিত্তে ক্ষতি জ্ঞান করিলাম। অধিকন্তু আমার প্রভু খ্রীষ্ট যীশুর জ্ঞানের উৎকৃষ্টতা প্রযুক্ত আমি সকলই নিতান্ত ক্ষতি জ্ঞান করিতেছি, এবং তাঁহার নিমিত্তে সমস্তেরই হানি সহ্য করিয়াছি, এবং তাহা মলবৎ জ্ঞান করিতেছি।—তাঁহার মধ্যে প্রজ্ঞার ও বিদ্যাব যাবতীয় নিধি নিভৃত রহিয়াছে।—পরামর্শ ও কুশল আমার, আমিই সুবিবেচনা, পরাক্রম আমার।

খ্রীষ্ট যীশু......আমাদের জন্যে বিজ্ঞান, এবং ধার্ম্মিকতা ও পবিত্রতালাভ ও মুক্তি হইয়াছেন।

যে ব্যক্তি [অন্য অন্য লোকের] আত্মাকে লাভ করে, সেই জ্ঞানবান।

হিতো, ৩; ১৩। ঐ, ৮; ৩৫। যির, ৯; ২৩, ২৪—হিতো, ৯; ১০।

ফিলি, ৩; ৭, ৮—কল, ২; ৩—হিতো, ৮; ১৪। ১ক, ১; ৩০। হিতো, ১১; ৩০।

পরন্তু আমরা জানি, ঈশ্বরের প্রেমকারিগণের পক্ষে সকলই মঙ্গলার্থে সাহায্য করিতেছে।

হাঁ, মনুষ্যের ক্রোধ তোমার স্তবজনক হইবে, এবং ক্রোধের উদ্বর্ত্ত তোমার কটি-বন্ধন হইবে।—তোমরা আমার বিরুদ্ধে অনিষ্ট কল্পনা করিয়াছিলা বটে, কিন্তু ঈশ্বর তাহা মঙ্গলের কল্পনা করিলেন।

সকলই তোমাদের।...কি জগৎ, কি জীবন, কি মরণ, কি উপস্থিত বিষয়, কি ভবিষ্যৎ বিষয়, সকলই তোমাদের; এবং তোমরা খ্রীষ্টের ও খ্রীষ্ট ঈশ্বরের।

বস্তুতঃ এই সকল তোমাদের নিমিত্তেই হইতেছে, অর্থাৎ অনুগ্রহ যেন অধিক লোকের ধন্যবাদদ্বারা বহুলীকৃত হইয়া ঈশ্বরের গৌরবার্থে উপচিয়া পড়ে। এই হেতুক আমরা নিরুৎসাহ হই না, কিন্তু আমাদের বাহ্য পুরুষ যদ্যপি ক্ষীণ হইতেছে, তথাপি আন্তরিক পুরুষ দিন দিন নবীনীকৃত হইতেছে। বস্তুতঃ আমাদের আপাততঃ উপস্থিত যে লঘুতর ক্লেশ, তাহা উত্তর উত্তর অনুপম রূপে আমাদের অনন্তকালস্থায়ি গুরুতর প্রতাপ সাধন করিতেছে।

হে আমার ভ্রাতৃগণ, তোমাদের প্রতি যখন নানাবিধ পরীক্ষা ঘটে, তখন তাহা সর্ব্বতোভাবে আনন্দের বিষয় জ্ঞান কর; বিশেষতঃ ইহা জান, যে তোমাদের বিশ্বাসের পরীক্ষাসিদ্ধতা স্থৈর্য্য সম্পন্ন করে। সেই স্থৈর্য্য সিদ্ধ কার্য্যবিশিষ্ট হউক, যেন তোমরা সিদ্ধ ও সম্পূর্ণ হও, কিছুরই অভাব তোমাদের না হয়।

রো, ৮; ২৮। গী, ৭৬; ১০—আদি ৫০; ২০। ১ক, ৩; ২১-২৩।
২ক, ৪; ১৫-১৭। যাক, ১; ২-৪।

তাঁহার কাছে আমার ধ্যান মিষ্ট হইবে; আমিই সদাপ্রভুতে আনন্দ করিব।

যেমন বনবৃক্ষদের মধ্যে নাগরঙ্গবৃক্ষ, তেমনি যুবদের মধ্যে আমার প্রিয়; আমি আহ্লাদিতা হইয়া তাহার ছায়াতে বসিলাম, ও তাহার ফল আমার তালুয়াতে সুস্বাদু লাগিল।—কেননা স্বর্গে সদাপ্রভুর সহিত কে উপমা ধরিতে পারে? ঈশ্বরীয় সন্তানদের মধ্যে বা কে সদাপ্রভুর তুল্য?

আমার প্রিয়তম শ্বেত ও রক্তবর্ণ; তিনি দশ সহস্রের মধ্যে অগ্রগণ্য।—একটী মহামূল্য মুক্তা।—ভূমণ্ডলস্থ রাজাদের কর্ত্তা।

তাঁহার মস্তক নির্ম্মল সুবর্ণের ন্যায়, তাঁহার কেশের গোচ্ছা ঝাড়াল ও দাঁড়-কাকের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ।—তাঁহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ মস্তক করিয়া মণ্ডলীকে দান করিলেন।—তিনিই মণ্ডলীরূপ দেহের মস্তক।

তাঁহার গণ্ডদেশ সুগন্ধি ওষধির চৌকা ও আমোদকারি লতার গুচ্ছস্বরূপ।—তিনি গুপ্ত থাকিতে পারিলেন না।

তাঁহার ওষ্ঠাধর দ্রব গন্ধরস ক্ষরণকারি শোশন্ পুষ্পের ন্যায়।—সেই ব্যক্তি যেরূপ কথা কহে, তদ্রূপ কথা কোন মনুষ্য কখনো কহে নাই।

তাঁহার আভা লিবানোনের সদৃশ ও এরসবৃক্ষের ন্যায় উৎকৃষ্ট। নিজ দাসের প্রতি প্রসন্নবদন হও।—হে সদাপ্রভো, আমাদের প্রতি তুমি নিজ মুখের দীপ্তি উদিত কর।

গী, ১০৪; ৩৪। পঃ গী, ২; ৩—গী, ৮৯; ৬। পঃ গী, ৫; ১০—ম, ১৩; ৪৬—প্র, ১; ৪। পঃ গী, ৫; ১১—ইফি, ১; ২২—কল, ১; ১৮। পঃ গী, ৫; ১৩—মা, ৭; ২৪।

পঃ গী, ৫; ১৩—যোহ, ৭; ৪৬। পঃ গী, ৫; ১৫—গী, ৩১; ১৬—ঐ, ৪; ৬।

আমাদের ঈশ্বর...আমাদিগকে ত্যাগ করেন নাই।

প্রিয়েরা তোমাদের পরীক্ষার্থে যে তোমাদের মধ্যে আগুণ জ্বলিতেছে, ইহা বিজাতীয় ঘটনা বলিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করিও না।—যদি তোমরা শাস্তি সহ্য কর, তবে ঈশ্বর যেমন পুত্রদের প্রতি, তেমনি তোমাদের প্রতি ব্যবহাব করিতেছেন; কেননা পিতা যাহাকে শাস্তি না দেন, এমন পুত্র কোথায়? কিন্তু সকলে যে শাস্তির ভাগী হইয়াছে, তোমরা যদি তাহার অভাগী থাক, তবে সুতরাং তোমরা জারজ আছ, পুত্র নহ।

তোমরা আপন আপন সমস্ত হৃদয়ের ও সমস্ত প্রাণের সহিত আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে প্রেম কর কি না, তাহার নিশ্চয়ার্থে তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদের পরীক্ষা লইতেছেন।

সদাপ্রভু তো আপন মহানামের গুণে আপন প্রজাদিগকে ত্যাগ করিবেন না; কেননা তোমাদিগকে আপন প্রজা করিতে সদাপ্রভুর অভিরুচি আছে।—স্ত্রীলোক আপন গর্ভজাত বালকের প্রতি স্নেহ না করিয়া কি আপন স্তন্যপায়ি শিশুকে বিস্মৃত হইতে পারে? হাঁ, বরং তাহারা বিস্মৃত হইতে পারে, তথাপি আমি তোমাকে বিস্মৃত হইব না।—যাকোবের ঈশ্বর যাহার সহকারী, আপন ঈশ্বর সদাপ্রভু যাহার আশাভূমি, সেই ধন্য।

তবে ঈশ্বরের যে মনোনীত লোকেরা দিবারাত্রি তাঁহার কাছে রোদন করে, অন্যায়হইতে তাহাদের উদ্ধার কি তিনি করিবেন না? এবং তাহাদের [অন্যায়-ভোগে] তিনি কি সহনশীল? আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, তিনি ত্বরায় অন্যায়-হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিবেন।

ইব্রী, ৯; ৯। ১পি, ৪; ১২—ইব্র, ১২; ৭, ৮। দ্বি বি, ১৩; ৩।
১শমূ, ১২; ২২—যিশ, ৪৯; ১৫—গী, ১৪৬; ৫। লূ, ১৮; ৭, ৮।

ঈশ্বরের নৈকট্য আমার মঙ্গল।

হে সদাপ্রভো, আমি তোমার নিবাসগৃহ ও তোমার প্রতাপাবাসের স্থান ভাল বাসি।—অন্য সহস্র দিন অপেক্ষা তোমার প্রাঙ্গণে এক দিনও উত্তম; দুষ্টতার তাম্বুতে বাস করণ অপেক্ষা বরং আমার ঈশ্বরের গৃহশিলাতে বসিয়া থাকাই আমার মনোনীত।—তুমি যাহাকে মনোনীত করিয়া আপনার নিকটে রাখিয়া আপন প্রাঙ্গণে বাস করিতে দেও, সেই ধন্য; আমরা তোমার গৃহের অর্থাৎ তোমার পবিত্র প্রাসাদের উত্তম দ্রব্যে তৃপ্ত হইব।

আপনার আকাঙ্ক্ষি লোকদের পক্ষে, [হাঁ,] আপনার অন্বেষণকারি প্রাণির পক্ষে সদাপ্রভু মঙ্গলস্বরূপ।—পরন্তু সেই কারণ সদাপ্রভু তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিবার আকাঙ্ক্ষাতে অপেক্ষা করিতেছেন, ও তোমাদের প্রতি করুণা করিবার আকাঙ্ক্ষাতে [দৃষ্টিপথের] উর্দ্ধে থাকেন; কেননা সদাপ্রভু ন্যায়বিচারের ঈশ্বর, যে সকল লোক তাঁহার অপেক্ষা করে, তাহারাই ধন্য।

অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, যীশু আমাদের জন্যে স্বশরীররূপ তিরস্করিণী দিয়া জীবনময় নূতন এক পথ সংস্কার করিয়াছেন; আমরা সেই পথে যীশুর রক্তের গুণে পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিতে সাহসবিশিষ্ট হইয়াছি।—[ইহা জানিয়া] আইস, আমরা সত্যময় হৃদয় সহকারে বিশ্বাসের কৃতনিশ্চয়তাতে [ঈশ্বরসমীপে] উপস্থিত হই; আমরা তো অশুভ সংবেদাপহারক প্রোক্ষণে প্রোক্ষিত হৃদয় পাইয়াছি।

গী, ৭৩, ২৮। গী, ২৬, ৮—ঐ, ৮৪; ১০—ঐ, ৬৫; ৪।
যিশ, ৩, ২৫—যিশ, ৩০, ১৮। ইব্র, ১০; ১৯, ২০, ২২।

সেই স্থৈর্য্য সিদ্ধ কার্য্যবিশিষ্ট হউক, যেন তোমরা সিদ্ধ ও সম্পূর্ণ হও, কিছুরই অভাব তোমাদের না হয়।

আবশ্যক মতে এখন ক্ষণেক কাল নানাবিধ পরীক্ষাতে দুঃখার্ত্ত হইতেছ। [কি জন্যে?] নশ্বর হইলেও যাহা অগ্নিদ্বারা পরীক্ষিত হয়, এমত স্বর্ণ অপেক্ষাও মহামূল্য বলিয়া তোমাদের বিশ্বাসের পরীক্ষাসিদ্ধতা যেন যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশপ্রাপ্তিকালে প্রশংসা ও প্রতাপ ও সমাদরজনক হইয়া প্রতিপন্ন হয়। ক্লেশের শ্লাঘাও করিতেছি; কারণ আমরা জানি, ক্লেশ স্থৈর্য্যকে, এবং স্থৈর্য্য পরীক্ষাসিদ্ধতাকে, এবং পরীক্ষা-সিদ্ধতা প্রত্যাশাকে সম্পন্ন করে।

নীরব থাকিয়া সদাপ্রভুর নিকট পরিত্রাণের অপেক্ষা করা ইহাই মঙ্গল।—তোমাদের আরো উত্তম নিত্যস্থায়ি নিজ সম্পত্তি স্বর্গে আছে,......তোমাদের সেই সাহস ত্যাগ করিও না, তাহা তো মহাপুরস্কারযুক্ত। কেননা ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞার ফলপ্রাপ্ত হইবার নিমিত্তে স্থৈর্য্যে তোমাদের প্রয়োজন আছে।—আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট এবং আমাদের পিতা ঈশ্বর, যিনি আমাদিগকে প্রেম করিয়া অনন্তকালস্থায়ি সান্ত্বনা এবং অনুগ্রহমূলক উত্তম প্রত্যাশা দিয়াছেন, তিনি আপনি তোমাদের হৃদয়কে প্রবোধ দিউন।

যাক, ১; ৪। ১পি, ১; ৬, ৭—রো, ৫; ৩, ৪।
বিল, ৩; ২৬—ইব্র, ১০; ৩৪-৩৬—২থিষ, ২; ১৬, ১৭।

তিনি বিশ্বাস্য ঈশ্বর, এবং তাঁহাতে কোন অন্যায় নাই; তিনি ধার্ম্মিক ও সরল।

[তিনি] যথার্থ বিচার র্ত্তার উপরে ভার রাখিতেন।—প্রত্যেক জন দেহ সহকারে উপার্জ্জিত ফল, অর্থাৎ আপনার কৃত ভাল কি মন্দ কর্ম্মের অনুরূপ ফল যেন পায়, তন্নিমিত্ত খ্রীষ্টের বিচারাসনের সম্মুখে আমাদের সকলকে প্রত্যক্ষ হইতে হইবে।—অতএব আমাদের প্রত্যেক জনকে ঈশ্বরের কাছে আপনার কথা কহিতে হইবে।—যে প্রাণী পাপ করে, সেই মরিবে।

হে খড়্গ, তুমি আমার পালরক্ষকের অর্থাৎ আমার সজাতীয় নরের বিরুদ্ধে জাগ্রৎ হও, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভুর আজ্ঞা; পালরক্ষককে আঘাত কর।—সদাপ্রভু আমাদের সকলকার অপরাধ তাঁহার উপরে বর্ত্তাইলেন।—দয়া ও সত্য পরস্পর মিলিল, ধর্ম্ম ও শান্তি পরস্পর চুম্বন করিল।—দয়াই বিচারজয়ী হইয়া শ্লাঘা করে।

পাপের বেতন মৃত্যু, কিন্তু ঈশ্বরদত্ত বর আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুতে অনন্ত জীবন।

আমি ধর্ম্মশীল ও ত্রাণকারি ঈশ্বর, আমি ছাড়া অন্য নাই।—তিনি যীশুতে বিশ্বাসকারি মনুষ্যকে ধার্ম্মিক করণেও ধার্ম্মিক থাকেন।—বিনামূল্যে তাঁহারই অনুগ্রহে খ্রীষ্ট যীশুতে [প্রাপ্য] মুক্তিদ্বারা ধার্ম্মিকীকৃত হয়।

দ্বি বি, ৩২; ৪। ১পি, ২; ২৩—২ক, ৫; ১০—রো, ১৪; ১২—যিহি, ১৮; ৪। সখ, ১৩; ৭—যিশ, ৫৩; ৬—গী, ৮৫; ১০—যাক, ২; ১৩। রো, ৬; ২৩। যিশ ৪৫; ২১—রো, ৩; ২৬—ঐ, ৩; ২৪।

তোমরা ঈশ্বরের পরাক্রান্ত হস্তের নীচে নত হও, তাহাতে তিনি উপযুক্ত সময়ে তোমাদিগকে উন্নত করিবেন।

অভিমানিচিত্ত প্রত্যেক লোক সদাপ্রভুর ঘৃণিত, পরস্পর হস্তে তালী দিলেও তাহারা অদণ্ডিত থাকিবে না।—হে সদাপ্রভো, তুমি আমাদের পিতা; আমরা মৃত্তিকাস্বরূপ, তুমি আমাদের নির্ম্মাণকর্ত্তা, আমরা সকলে তোমার হস্তকৃত বস্তু। হে সদাপ্রভো, নিরবধি ক্রুদ্ধ হইও না, ও অনন্তকাল অপরাধ মনে রাখিও না; বিনতি করি, আমাদের প্রতি দৃষ্টি কর, আমরা সকলে তোমার প্রজা।—"আমি অশিক্ষিত গোবৎসের সদৃশ বলিয়া তুমি আমাকে শাস্তি দিয়াছ, এবং আমি শাস্তি ভোগ করিয়াছি; আমাকে পরাবর্ত্তন কর, তাহাতে আমি পরাবৃত্ত হইব, কেননা তুমিই আমার ঈশ্বর সদাপ্রভু। হাঁ, বিপথগামী হইলে পর আমি অনুতাপ করি, ও শিক্ষা পাইয়া উরুতে আঘাত করি; আমি লজ্জিত ও নিতান্ত বিষণ্ণ আছি, কেননা নিজ যৌবনাবস্থার অপযশ বহন করিতেছি।"—যৌবনকালে যৌয়ালি বহন করা, মানুষের মঙ্গল।

বস্তুতঃ ধূলিহইতে কষ্ট উৎপন্ন হয়, কিম্বা মৃত্তিকাহইতে আয়াস জন্মে, তাহা নয়; কিন্তু অগ্নির স্ফুলিঙ্গ সকল যেমন উর্দ্ধে উড়ে, তেমনি মনুষ্য আয়াসের নিমিত্তে জন্ম গ্রহণ করে।

১পি, ৫; ৬। হিতো, ১৬; ৫ — যিশ, ৬৪; ৮, ৯ — যির, ৩১; ১৮, ১৯ — বিল, ৩; ২৭। ইয়ো, ৫; ৬, ৭।

তাহারা ইস্রায়েলের সন্তানগণের উপরে আমার নামের অবস্থিতি করাইবে, তাহাতে আমি তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিব।

হে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভো, তুমি ব্যতীত অন্য অন্য প্রভুরা আমাদের উপরে কর্তৃত্ব করিয়াছিল; কেবল তোমারই সাহায্যে আমরা তোমার নামের কীর্ত্তন করিতে পারি।—আমার পুত্রগণকে দূরহইতে, ও আমার কন্যাদিগকে পৃথিবীর অন্তহইতে আনিয়া দেও; আমার নামে বিখ্যাত ও আমার গৌরবার্থে আমাকর্ত্তৃক সৃষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তিকে [আনিয়া দেও], সে আমার নির্ম্মিত ও আমার সৃষ্ট বস্তু।

এবং তুমি সদাপ্রভুর নামে প্রসিদ্ধ আছ, পৃথিবীস্থ সমস্ত জাতি ইহা দেখিবে, ও তোমাহইতে ভীত হইবে।—সদাপ্রভু তো আপন মহানামের গুণে আপন প্রজাদিগকে ত্যাগ করিবেন না; কেননা তোমাদিগকে আপন প্রজা করিতে সদাপ্রভুর অভিরুচি আছে।

হে প্রভো, শুন; হে প্রভো, ক্ষমা কর; হে প্রভো, মনোযোগ করিয়া কর্ম্ম কর, বিলম্ব করিও না; হে আমার ঈশ্বর, আপন নামের আদর কর, কেননা তোমার নগর ও তোমার প্রজাগণের উপরে তোমারই নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে।—হে আমাদের ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বর, আপন নামের গৌরবার্থে আমাদের সাহায্য কর, ও আপন নামের গুণে আমাদিগকে উদ্ধার কর, ও আমাদের পাপ সকল ক্ষমা কর। উহাদের ঈশ্বর কোথায়? পরজাতিরা এমত কথা কেন বলিবে?—সদাপ্রভুর নাম দৃঢ় দুর্গস্বরূপ; ধার্ম্মিক লোক তাহারই মধ্যে পলায়ন করিয়া রক্ষা পায়।

গ, ৬; ২৭। যিশ, ২৬, ১৩ — ঐ, ৪৩; ৬, ৭। দ্বি বি, ২৮; ১০ — ১শমু, ১২; ২২। দা, ৯; ১৯ — গী, ৭৯; ৯, ১০ — হিতো, ১৮; ১০।

আমাদের নিমিত্তে তিনি আপন প্রাণ ত্যাগ করিলেন, ইহাতে আমরা প্রেমের তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়াছি।

জ্ঞানাতীত যে খ্রীষ্টের প্রেম।—বন্ধুদের নিমিত্তে আপনার প্রাণত্যাগ করণ অপেক্ষা আর বড় প্রেম কাহারো নাই।—তোমরা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ জ্ঞাত আছ; ফলতঃ তাঁহার দরিদ্রতাদ্বারা যেন তোমরা ধনবান হও, তজ্জন্য তিনি ধনবান হইলেও তোমাদের নিমিত্তে দরিদ্র হইলেন।—হে প্রিয়েরা, আমাদের প্রতি যদি ঈশ্বর এমত প্রেম করিয়াছেন, তবে আমরাও পরস্পর প্রেম করিতে বদ্ধ আছি।—তোমরা বরং পরস্পব মধুরস্বভাব ও আশুকরুণাময় হও, এবং খ্রীষ্টেতে ঈশ্বর যেমন তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন, তোমরাও তেমনি পরস্পর ক্ষমা কর।—পরস্পর সহনশীল হও, এবং যদি কাহাকে দোষ দিবার কারণ থাকে, তবে পরস্পর ক্ষমা কর; প্রভু যেমন তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন, তোমরাও তেমনি কর।—মনুষ্যপুত্রও পরিচর্য্যা পাইতে নয়, কিন্তু পরিচর্য্যা করিতে, এবং অনেকের পরিবর্ত্তে আপন প্রাণ মুক্তির মূল্যরূপে দিতে আসিয়াছেন।—খ্রীষ্টও আমাদের নিমিত্তে দুঃখ ভোগ করিয়া তোমাদের জন্যে এক আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, যেন তোমরা তাঁহার পদচিহ্নের অনুগমন কর।

তোমাদেরও পরস্পর পাদ প্রক্ষালন করা উচিত। কেননা আমি তোমাদের প্রতি যেমন করিয়াছি, তোমরাও যেন তদ্রূপ কর, এই জন্যে তোমাদিগকে দৃষ্টান্ত দেখাইলাম।—আমরাও ভ্রাতাদের নিমিত্তে আপন আপন প্রাণ ত্যাগ করিতে বদ্ধ আছি।

১যোহ, ৩; ১৬। ইফি, ৩; ১৯ — যোহ, ১৫; ১৩ — ২কৃ, ৮; ৯—১যোহ, ৪; ১১—ইফি, ৪; ৩২—কল, ৩; ১৩—মা, ১০; ৪৫—১পি, ২; ২১। যোহ, ১৩; ১৫— ১যোহ, ৩; ১৬।

তিনি আমার আন্তরিক গতি জ্ঞাত আছেন, তিনি আমার পরীক্ষা করিলে আমি সুবর্ণের ন্যায় উত্তীর্ণ হইব।

তিনিই আমাদের রচনা জানেন।—তিনি অন্তঃকরণের সহিত দুঃখ দেন, কিম্বা মনুষ্যসন্তানগণকে খেদান্বিত করেন, এমত নহে।

ঈশ্বরস্থাপিত দৃঢ় ভিত্তিমূল স্থির রহিয়াছে, এবং তাহার উপরে এই কথা মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে, "প্রভু জানেন, কে কে তাঁহার," এবং "যে কেহ প্রভুর নাম করে, সে অধার্ম্মিকতা হইতে অপক্রমণ করুক।" পরন্তু কোন বৃহৎ বাটীতে কেবল স্বর্ণের ও রূপার পাত্র থাকে, তাহা নয়; কাষ্ঠের ও মৃত্তিকার পাত্রও থাকে; তাহার মধ্যে কতক বা সমাদরের, কতক বা অনাদরের পাত্র। ভাল, যদি কেহ আপনাকে শুচি করিয়া ঐ সকলহইতে পৃথক্ থাকে, তবে সে সমাদরের পাত্র, অর্থাৎ পবিত্রীকৃত এবং স্বামির কার্য্যে উপযোগি ও যাবতীয় সৎক্রিয়ার নিমিত্তে প্রস্তুত পাত্র হইবে।

হাঁ, তিনি রূপ্যপরিষ্কারকের ও শুচিকারকের ন্যায় বসিয়া লেবির সন্তানদিগকে শুচি করিবেন, এবং স্বর্ণের ও রূপার ন্যায় তাহাদিগকে বিশুদ্ধ করিবেন; তাহাতে তাহারা সদাপ্রভুর [ভক্ত] হইয়া ধার্ম্মিকতাতে নৈবেদ্য উৎসর্গকারি লোক হইবে।—যেমন রূপা খাঁটী করা যায় তেমনি [তাহাদিগকে] খাঁটী করিব।—তাহারা আমার নাম ডাকিয়া প্রার্থনা করিবে, এবং আমি তাহাদিগকে উত্তর দিব; আমি বলিব, ইহারা আমার প্রজা; এবং তাহারা কহিবে, সদাপ্রভু আমার ঈশ্বর।

ইয, ২৩, ১০। গী, ১০৩; ১৪—বিল, ৩; ৩৩।
২তীম, ২, ১৯-২১। মাল, ৩; ৩—সখ, ১৩; ৯।

আত্মার ফল...ইন্দ্রিয়দমন।

যে কেহ মল্লযুদ্ধ করে, সে সর্ব্ব বিষয়ে ইন্দ্রিয় দমন করে। ইহাতে উহারা ক্ষয়ণীয় মুকুট পাইতে চেষ্টা করে, কিন্তু আমরা অক্ষয় মুকুট পাইতে চেষ্টান্বিত। তজ্জন্য আমি দৌড়িতেছি, কিন্তু বিনালক্ষ্যে দৌড়ি না; মুষ্টিতে যুদ্ধ করিতেছি, কিন্তু আকাশকে আঘাতকারির ন্যায় যুদ্ধ করি না। বরঞ্চ নিজ দেহ দমন করিয়া দাসত্বে রাখিতেছি, পাছে অন্যদের কাছে ঘোষণা করিলে পর আপনি অগ্রাহ্য হই।

আর মদ্যপানে মত্ত হইও না, কেননা তাহাতে নষ্টামি আছে; কিন্তু আত্মাতে পরিপুর্ণ হও।

কেহ যদি আমার পশ্চাদ্গামী হইতে বাঞ্ছা করে, তবে সে আপনার সেবা অস্বীকার করুক, এবং আপন ক্রুশ তুলিয়া লইয়া আমার পশ্চাৎ আইসুক।

অতএব আইস, আমরা অপরদিগের ন্যায় না ঘুমাই, বরং জাগিয়া প্রবুদ্ধ থাকি। কারণ যাহারা ঘুমায়, তাহারা রাত্রিতেই ঘুমায়; এবং যাহারা মদ্যপায়ী, তাহারা রাত্রিতেই মত্ত হয়। কিন্তু আমরা দিবসের সন্তান; অতএব আইস, আমরা...প্রবুদ্ধ থাকি।—আমরা ভক্তিহীনতা ও সাংসারিক অভিলাষ সকল অস্বীকার করিয়া বিনীত ও ন্যায়পরায়ণ ও ভক্ত ভাবে এই বর্ত্তমান যুগে জীবন যাপন করি, এবং পরমানন্দের আশাসিদ্ধি ও আমাদের মহান ঈশ্বর ও ত্রাণকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্টের প্রতাপের আবির্ভাব অপেক্ষা করি।

গাল, ৫; ২২। ১ক, ৯; ২৫ ২৭। ইফি, ৫; ১৮। ম, ১৬; ২৪।
১থিষ, ৫; ৬-৮—তীত ২; ১২, ১৩।

ঐ ছাগ নিজ মস্তকে তাহাদের সমস্ত অপরাধ ব্যবচ্ছিন্ন ভূমিতে বহিবে; তথায় প্রান্তরে সে ঐ ছাগকে ছাড়িয়া দিবে।

অস্তাচলহইতে উদয়াচল যত দূর, তিনি আমাদের হইতে আমাদের অপরাধ সকল তত দূর করিয়াছেন।—সদাপ্রভু কহেন, সেই দিনে ও সেই সময়ে ইস্রায়েলের অপরাধের অনুসন্ধান করা যাইবে, কিন্তু তাহা পাওয়া যাইবে না; এবং যিহূদার পাপের [অন্বেষণ হইবে], কিন্তু কিছু মিলিবে না; কেননা আমি যাহাদিগকে অবশিষ্ট রাখিব, তাহাদিগকে ক্ষমা করিব।—হাঁ, তুমি আপন লোকদের যাবতীয় পাপ সমুদ্রের অগাধ স্থলে নিক্ষেপ করিবা।—কে তোমার তুল্য ঈশ্বর? [কে তোমার ন্যায়] অপরাধ ক্ষমাকারী।

আমরা সকলে মেষগণের ন্যায় ভ্রান্ত ছিলাম, প্রত্যেকে আপন আপন পথের দিগে ফিরিয়াছিলাম; কিন্তু সদাপ্রভু আমাদের সকলকার অপরাধ তাঁহার উপরে বর্ত্তাইলেন।—তিনিই তাহাদের অপরাধ সকল তুলিয়া লইবেন। অতএব আমি সেই অনেকের মধ্যে তাঁহাকে অংশ দিব, ও তিনি পরাক্রমিদের সহিত লুট বিভাগ করিয়া লইবেন, কারণ তিনি মৃত্যুমুখে আপন প্রাণ ঢালিয়া ফেলিলেন, ও অধর্ম্মিদের সহিত গণিত হইলেন, হাঁ, তিনি অনেকের পাপভার লইয়া গিয়াছেন, ও অধর্ম্মিদের জন্যে অনুরোধ করিতেছেন।—ঐ দেখ ... ঈশ্বরের মেষশাবক, যিনি জগতের পাপভার লইয়া যান।

লে, ১৬, ২২। গী, ১০৩; ১২—যির, ৫০; ২০—মীখা, ৭; ১৯, ১৮।
যিশ, ৫৩; ৬—ঐ, ৫৩, ১১, ১২—যোহ, ১, ২৯।

যিনি আমাদিগকে প্রেম করেন ও নিজ রক্তে আমাদের পাপহইতে ধৌত করিয়াছেন।

রাশি রাশি জল প্রেমকে নির্ব্বাণ করিতে পারে না, এবং স্রোতস্বতীগণ তাহা ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে না।—প্রেম মৃত্যুর ন্যায় বলবান্, বন্ধুদের নিমিত্তে আপনার প্রাণত্যাগ করণ অপেক্ষা আর বড় প্রেম কাহারো নাই।

আব আমরা যেন পাপের পক্ষে মরিয়া ধার্ম্মিকতার পক্ষে জীবিত হই, তজ্জন্য তিনি নিজ দেহে আমাদের পাপ সকল বহন করত আপনি দণ্ডকাষ্ঠে উঠিলেন; তাঁহারই ক্ষতদ্বারা তোমাদের আরোগ্য হইয়াছে।—যাঁহাতে আমরা তাঁহার রক্তদ্বারা মুক্তি অর্থাৎ অপরাধ সকলের মোচন পাইয়াছি। ইহা তাঁহার সেই অনুগ্রহধনের ফল।

প্রভু যীশুর নামে ও আমাদের ঈশ্বরের আত্মাতে তোমরা স্নান করিযা ধৌত হই- য়াছ, পবিত্রীকৃত হইয়াছ, ধার্ম্মিকীকৃত হইয়াছ।—তোমরা মনোনীত বংশ, রাজকীয় যাজকবর্গ, পবিত্র জাতি, নিজস্ব প্রজাবৃন্দ; সুতরাং যিনি তোমাদিগকে অন্ধকার হইতে আপনার আশ্চর্য্য আলোর মধ্যে আহ্বান করিয়াছেন, তাঁহার গুণকীর্ত্তনে নিযুক্ত আছ।

হে ভ্রাতৃগণ, আমি ঈশ্বরের বহুবিধ করুণার নামে তোমাদিগকে নিবেদন করি, তোমরা আপন আপন দেহকে জীবিত, পবিত্র ও ঈশ্বরের প্রীতিজনক বলিরূপে উৎ- সর্গ কর, ইহাই তোমাদের চিত্তসাধ্য আরাধনা।

প্র, ১; ৫। পঃ গী, ৮, ৭, ৬ — যোহ, ১৫, ১৩। ১পি, ২; ২৪ — ইফি, ১; ৭। ১ক, ৬; ১১ — ১পি, ২; ৯। রো, ১২; ১।

সদাপ্রভুর সহিত আলাপ করণ সময়ে আপন মুখের চর্ম্ম যে উজ্জ্বল হইয়াছিল, তাহা মোশি জানিল না।

হে সদাপ্রভো, আমাদিগকে নয়, আমাদিগকে নয়, কিন্তু তোমারই নাম গৌরবান্বিত কর।—হে প্রভো, কবে আপনাকে ক্ষুধিত দেখিয়া ভোজন করাইয়াছি? কিম্বা পিপাসিত দেখিয়া পান করাইয়াছি?—নম্রভাবে প্রত্যেকে আপনাহইতে অন্যকে উৎকৃষ্ট জ্ঞান কর।—নম্রতারূপ বস্ত্র দৃঢ় করিয়া বাঁধ।

[যীশু] তাহাদের সাক্ষাতে রূপান্তর হইলেন; তাহাতে তাঁহার মুখ সূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান, এবং তাঁহার পরিচ্ছদ দীপ্তির ন্যায় শুক্লবর্ণ হইল।—তখন মহাসভাতে উপবিষ্ট সকলে [স্তিফানের] প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া তাহার মুখ স্বর্গদূতের মুখের তুল্য দেখিল।—তুমি আমাকে যে মহিমা দিয়াছ, সেই মহিমা আমি তাহাদিগকে দিলাম।—আর আমরা সকলে অনাবৃত মুখে প্রভুর তেজ দর্পণে নিরীক্ষণ করিতে করিতে আত্মাস্বরূপ প্রভু হইতে যথোচিত উত্তর উত্তর তেজ প্রাপ্ত হওত সেই মূর্ত্ত্যনুরূপে স্বরূপান্তরীকৃত হইতেছি।

তোমরা জগতের দীপস্বরূপ; পর্ব্বতের উপরে স্থিত যে নগর সে গুপ্ত থাকিতে পারে না। আর মনুষ্যেরা প্রদীপ জ্বালিয়া কাঠার নীচে রাখে না, কিন্তু দীপাধারের উপরেই রাখে; তাহাতে তাহা গৃহস্থিত সকল লোককে আলো দেয়।

যা, ৩৪; ২৯। গী, ১১৫; ১ — ম, ২৫; ৩৭ — ফিলি, ২; ৩ — ১পি, ৫; ৫। ম, ১৭; ২ — প্রে, ৬; ১৫ — যোহ, ১৭; ২২ — ২ক, ৩; ১৮। ম, ৫; ১৪; ১৫।

সঙ্কটের দিনে আমাকে ডাকিয়া প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে উদ্ধার করিব, এবং তুমি আমাকে মান্য করিবা।

হে আমার প্রাণ, কেন অবসন্ন হও ? ও আমার অন্তরে কেন ক্ষুব্ধ হও ? ঈশ্বরের অপেক্ষা কর ; কেননা আমি আর বার তাঁহার স্তবগান করিব ; তিনি আমার মুখের পরিত্রাণজনক ও আমার ঈশ্বর।—হে সদাপ্রভো, তুমি নম্রদের আকাঙ্ক্ষাতে অবধান করিয়া থাক ; তুমি তাহাদের অন্তঃকরণ সুস্থির করিবা। তুমি কর্ণপাত [করিবা]। —কারণ, হে প্রভো, তুমি মঙ্গলস্বরূপ ও ক্ষমাবান, এবং যাহারা তোমাকে ডাকিয়া প্রার্থনা করে, তুমি সেই সকলের প্রতি দয়াতে মহান্।

যাকোব আপন পরিজন ও সঙ্গি লোক সকলকে কহিল, ... আইস, আমরা উঠিয়া বৈথেলে যাই ; যে ঈশ্বর আমার ক্লেশের দিনে প্রার্থনার উত্তর দিয়া আমার গমনপথে সঙ্গী হইয়াছিলেন, তাঁহার উদ্দেশে আমি সেই স্থানে এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করি।

আমি প্রেমপরায়ণ হইয়াছি, কারণ সদাপ্রভু আমার রবে, আমার বিনতিতে অবধান করেন। হাঁ, তিনি আমার প্রতি কর্ণপাত করেন, তজ্জন্য আমি যাবজ্জীবন উচ্চরবে প্রার্থনা করিব। আমি মৃত্যুর যন্ত্রণে বেষ্টিত ও পাতালের কষ্টেতে আক্রান্ত, এবং সঙ্কট ও শোকপ্রাপ্ত ছিলাম। তাহাতে আমি সদাপ্রভুর নাম ডাকিয়া কহিলাম, হে সদাপ্রভো, বিনয় করি, আমার প্রাণ রক্ষা কর।

গী, ৫০ ; ১৫। ঐ, ৪২ ; ১১ — ঐ, ১০ ; ১৭ — ঐ, ৮৬, ৫। আদি, ৩৫ ; ২, ৩। গী, ১১৬ ; ১-৪।

আমাদের সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর প্রভু রাজত্ব গ্রহণ করিলেন।

আমি জানি, তুমি সকলই করিতে পার।—যাহা মনুষ্যের অসাধ্য তাহা ঈশ্বরের সাধ্য।—তিনি স্বর্গীয় সৈন্যের ও পৃথিবীনিবাসিদের মধ্যে আপন ইচ্ছানুসারে কর্ম্ম করেন; এবং তাঁহার হস্ত যে স্থগিত করিবে, কিম্বা তুমি কি করিতেছ? ইহা তাঁহাকে বলিবে, এমত কেহই নাই।—আমার হস্তহইতে উদ্ধারকারী কেহ নাই; আমি কর্ম্ম করিলে কে তাহা অন্যথা করিবে?

আব্বা, পিতঃ, সকলি তোমার সাধ্য।

এই কর্ম্ম করা আমার সাধ্য, তোমাদের কি এমন বিশ্বাস আছে? তাহারা বলিল, হাঁ, প্রভো। তখন তিনি তাহাদের চক্ষু স্পর্শ করিয়া কহিলেন, তোমাদের বিশ্বাসানুরূপ ফল তোমাদের হউক।—হে প্রভো, যদি আপনকার ইচ্ছা হয়, তবে আমাকে শুচি করিতে পারেন। তখন যীশু হস্ত বিস্তার পূর্ব্বক তাহাকে স্পর্শ করিয়া কহিলেন, আমার ইচ্ছা আছে, শুচি হও।—বিক্রমশালি ঈশ্বর।—স্বর্গের ও পৃথিবীর সমস্ত কর্তৃত্ব আমাকে দত্ত হইয়াছে।

ইহারা রথের, ও উহারা অশ্বের [শ্লাঘা করে], কিন্তু আমরা আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামের শ্লাঘা করি।—তোমরা সাহস কর ও বীর্য্যবান হও।— … ভীত কি নিরাশ হইও না; কারণ তাহার সহায় অপেক্ষা আমাদের সহায় মহান্।

প্র, ১৯; ৬। ইয়, ৪২; ২ — লূ, ১৮; ২৭ — দা, ৪; ৩৫ — যিশ, ৪৩; ১৩। মা, ১৪; ৩৬। ম, ৯; ২৮, ২৯ — ঐ, ৮; ২, ৩ — যিশ, ৯; ৬ — ম, ২৮; ১৮। গী, ২০; ৭ — ২বং, ৩২; ৭।

তিনি নম্রদিগকে আপন পথ বুঝাইয়া দেন।

মৃদুশীল লোকেরা ধন্য।

আমি ফিরিয়া সূর্য্যের নীচে,ইহা দেখিলাম ; দ্রুতগামিদের দ্রুতগমন, কি বীরদের যুদ্ধ, কি জ্ঞানবানদের অন্ন, কি বুদ্ধিমানদের ধন, কি পণ্ডিতগণের অনুগ্রহলাভ [নিশ্চিত] নয়।—মনুষ্যের মন আপন পথবিষয়ের সঙ্কল্প করে ; কিন্তু সদাপ্রভু তাহার পাদবিক্ষেপ স্থির করেন।

হে স্বর্গনিবাসিন্‌, আমি তোমার প্রতি ঊর্দ্ধদৃষ্টি করি। দেখ, আপন আপন প্রভুর হস্তের প্রতি যেমন দাসদের দৃষ্টি, আপন কর্ত্রীর হস্তের প্রতি যেমন দাসীর দৃষ্টি থাকে, তেমনি আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রতি আমাদের দৃষ্টি থাকে।—আমার গন্তব্য পথ আমাকে জানাও, কেননা আমি তোমার প্রতি আপন প্রাণ উত্তোলন করিতেছি।

হে আমাদের ঈশ্বর, তুমি কি উহাদের প্রতি বিচারসিদ্ধ কর্ম্ম করিবা না? আমাদের প্রতিকূলে ঐ যে বৃহৎ লোকারণ্য আসিতেছে, উহাদের কাছে আমাদের তো নিজ কোন সামর্থ্য নাই ; এবং কি করি, তাহা আমরা জানি না ; কেবল তোমার মুখ চাহিয়া আছি।

আর যদি তোমাদের কাহারো বিজ্ঞতার অভাব হয়, তবে যিনি অকাতরে ও বিনা তিরস্কারে সকলকে দান করিয়া থাকেন, সেই ঈশ্বরের কাছে সে যাচ্ঞা করুক, তাহাতে তাহাকে দত্ত হইবে।

গী, ২৫ ; ৯। মং, ৫ ; ৫। উপ, ৯ ; ১১ — হিতো, ১৬ ; ৯। গী, ১২৩ ; ১, ২—, ঐ ১৪৩ ; ৮। ২বং, ২০ ; ১২। যাক, ১ ; ৫।

আমি ভয় কবিব না ; মনুষ্য আমাব কি কবিবে?

খ্রীষ্টের প্রেমহইতে কে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবে? কি ক্লেশ? কি সঙ্কট? কি তাড়না? কি দুর্ভিক্ষ? কি বস্ত্রহীনতা? কি প্রাণসংশয়? কি খড়্গ?—যিনি আমাদিগকে প্রেম করিযাছেন, তাঁহারই দ্বাবা আমবা এই সকলেতে নিতান্ত বিজযী হই।

যাহারা শরীব বধ করিয়া পশ্চাৎ আর কিছু করিতে পাবে না, তাহাদিগকে ভয় কবিও না। তবে কাহাকে ভয় কবা তোমাদের উচিত তাহা বলি, যিনি [মনুষ্যকে] বধ কবিয়া পশ্চাৎ নরকে নিক্ষেপ করিতে ক্ষমতাপন্ন, তাঁহাকেই ভয় কর, হাঁ, আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, তাঁহাকেই ভয কর।

ধার্ম্মিকতাপ্রযুক্ত তাড়িত লোকেবা ধন্য, কারণ স্বর্গরাজ্যে তাহাদের অধিকার। মনুষ্যেবা যখন আমার জন্যে তোমাদিগকে ধিক্কার দেয ও তাড়না করে, এবং মিথ্যা করিযা তোমাদের বিপরীতে সর্ব্বপ্রকাব মন্দ কথা বলে, তখন তোমবা ধন্য। [সেই সমযে] আনন্দ কব ও উল্লাসিত হও, কেননা স্বর্গে প্রচুর পুবস্কাব পাইবা।—আমি সে সকল মানি না, এবং নিজ প্রাণকেও মহামূল্য জ্ঞান করি না, কেবল আনন্দ পূর্ব্বক আমার দৌড় [সমাপ্ত কবিতে], বাঞ্ছা কবিতেছি।—বাজগণেব সাক্ষাতে তোমার প্রমাণবাক্যেব প্রসঙ্গ কবিব, লজ্জিত হইব না।

ইব্র ১৩, ৬। রো, ৮, ৩৫, ৩৭। লূ, ১২, ৪, ৫। ম, ৫, ১০-১২—প্রে, ২০, ২৪—গী, ১১৯, ৪৬।

তুমি ক্ষমাবান ঈশ্বর, কৃপাময় ও স্নেহশীল।

কেহ কেহ যাহা দীর্ঘসূত্রতা জ্ঞান করে, প্রভু নিজ প্রতিজ্ঞা বিষয়ে তদনুরূপ দীর্ঘসূত্রী নহেন, কিন্তু আমাদের পক্ষে তিনি দীর্ঘসহিষ্ণু; [কেননা] কতকগুলি লোক যে বিনষ্ট হয়, এমত মানস তাঁহার নাই; বরং সকলে যেন মনঃপরিবর্ত্তনে প্রবৃত্ত হয়। আমাদের প্রভুর দীর্ঘসহিষ্ণুতাকে পরিত্রাণের উপায় জ্ঞান কর।

কিন্তু দয়া পাইয়াছি, কারণ যে সকল লোক অনন্ত জীবনের নিমিত্তে তাঁহার উপরে বিশ্বাস করিবে, তাহাদের আদর্শ আমি যেন হই, তজ্জন্য খ্রীষ্ট যীশু এই অগ্রগণ্য আমাতে সমস্ত চিরসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিতে [স্থির করিয়াছিলেন]।—আর পূর্ব্বকালে যাহা যাহা লিখিত হইল, তাহা সকলই আমাদের শিক্ষার নিমিত্তে লিখিত হইল, অর্থাৎ শাস্ত্রমূলক স্থৈর্য্য ও সান্ত্বনাদ্বারা আমাদের প্রত্যাশালাভ যেন হয়।

তাঁহার মধুর ভাব ও ধৈর্য্য ও চিরসহিষ্ণুতারূপ ধন কি হেয়জ্ঞান করিতেছ? এবং ঈশ্বরের মধুর ভাব যে তোমাকে অনুতাপ করিতে লওয়াইতেছে, ইহা কি বুঝ না?

আপন আপন বস্ত্র না চিরিয়া অন্তঃকরণ চির, ও আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রতি ফিরিয়া আইস; কেননা তিনি কৃপাবান ও স্নেহশীল, ক্রোধে ধীর ও দয়াতে মহান্, এবং অমঙ্গলের বিষয়ে অনুশোচনকারী।

নহি, ৯; ১৭। ২পি, ৩; ৯, ১৫। ১তীম, ১; ১৬—রো, ১৫; ৪।
রো, ২; ৪। যোয়, ২; ১৩।

স্বর্গস্থ ও পৃথিবীস্থ যাবতীয় পিতৃকুল।

সকলের পিতা ঈশ্বর এক, তিনি সকলকার উপরে সকলেতে ব্যাপ্ত ও সকলের অন্তরে আছেন।—তোমরা সকলে খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাসদ্বারা ঈশ্বরের পুত্র আছ।—কেননা স্বর্গস্থ ও পৃথিবীস্থ সকলই খ্রীষ্টে সংগ্রহ করণের যে হিতসঙ্কল্প তিনি সময়-সম্পূরণের কার্য্য নির্ব্বাহার্থে আপনার অন্তরে স্থির করিয়াছেন, তদনুসারে আপন ইচ্ছার নিগূঢ় বিষয় আমাদিগকে জ্ঞাত করিয়াছেন।

তিনি তাহাদিগকে ভ্রাতা বলিযা ডাকিতে লজ্জিত নহেন।—এই দেখ, আমার মাতা ও আমার ভ্রাতৃগণ; বস্তুতঃ যে কেহ আমাব স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে, সেই আমার ভ্রাতা ও ভগিনী ও মাতা।—আমাব ভ্রাতৃগণের কাছে গিয়া তাহাদিগকে বল, যিনি আমাব পিতা ও তোমাদের পিতা, এবং আমার ঈশ্বব ও তোমাদেব ঈশ্বব, তাঁহাব নিকট আমি উৰ্দ্ধ গমন কবি।

ঈশ্বরেব বাক্য এবং তাহাদের প্রাপ্ত সাক্ষ্য প্রযুক্ত যাহারা হত হইযাছিল, সেই সকলের জীবাত্মা বেদির নীচে আছে।—তখন তাহাদের প্রত্যেককে শুক্ল পবিচ্ছদ দত্ত হইল, এব° এই উত্তব তাহাদিগকে দেওয়া গেল, আর কিঞ্চিৎ কাল বিবাম কর; তোমাদের যে সহদাস ও ভ্রাতৃগণকে তোমাদের ন্যায় হত হইতে হইবে, তাহাদের সংখ্যা পূর্ণ হউক।—তাঁহাদিগকে আমাদের বিরহে সিদ্ধি পাইতে দেন নাই।

ইফি, ৩; ১৪। ঐ, ৪; ৬—গাল, ৩; ২৬—ইফি, ১, ৯; ১০। ইব্রি, ২, ১১—ম, ১২; ৪৯, ৫০—যোহ, ২০; ১৭। প্র, ৬; ৯-১১—ইব্রি, ১১; ৪০।

আমাহইতে দূরবর্ত্তী হইও না ; কেননা সঙ্কট আসন্ন।

হে সদাপ্রভো, কত কাল আমাকে নিত্য বিস্মৃত থাকিবা? কত কাল আমা-হইতে আপন মুখ লুক্কায়িত করিবা? কত কাল আমি মনের মধ্যে ভাবনাকে, ও অন্তঃকরণের মধ্যে বিষাদকে দিন দিন স্থান দিব?—তুমি আমাহইতে আপন মুখ আচ্ছাদন করিও না, ক্রোধে আপন দাসকে দূর করিও না ; তুমি আমার সহকারী হইয়া আসিতেছ ; হে আমার ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বর, আমাকে ছাড়িও না ও পরিত্যাগ করিও না।

সে আমাকে ডাকিয়া প্রার্থনা করিলে আমি তাহাকে উত্তর দিব ; সঙ্কটে আমিই তাহার সঙ্গে থাকিব ; আমি তাহাকে উদ্ধার করিয়া গৌরবান্বিত করিব।—সদাপ্রভু আপনার আহ্বানকারি সকলের নিকটবর্ত্তী ; যে সকল লোক সত্যের অধীনে তাঁহাকে আহ্বান করে, [তিনি তাহাদের নিকটবর্ত্তী]। তিনি আপন ভয়কারিদের বাঞ্ছা পূর্ণ করেন, এবং তাহাদের আর্ত্তনাদ শুনিয়া তাহাদিগকে ত্রাণ করেন।

আমি তোমাদিগকে অনাথ রাখিয়া যাইব না, পুনর্ব্বার তোমাদের নিকটে আসিব।—আর দেখ, যুগান্ত পর্য্যন্ত সকল দিন আমি তোমাদের সঙ্গে আছি।

ঈশ্বর আমাদের আশ্রয় ও বলস্বরূপ ; তিনি সঙ্কটকালে নিতান্ত সুগম উপকারী।—আমার প্রাণ মৌনভাবে কেবল ঈশ্বরের অপেক্ষা করিতেছে, আমার পরিত্রাণ তাঁহাহইতে হয়।—হে আমার প্রাণ, মৌনভাবে কেবল অপেক্ষা কর : কেননা তাঁহাহইতে আমার আশ্বাস জন্মে।

গী, ২২ ; ১১। ঐ, ১৩ ; ১, ২—ঐ, ২৭ ; ৯। ঐ, ৯১ ; ১৫—ঐ, ১৪৫ ; ১৮, ১৯।
যোহ, ১৪ ; ১৮—ম, ২৮ ; ২০। গী, ৪৬ ; ১—ঐ, ৬২ ; ১, ৫।

খ্রীষ্টেতে থাকিয়া ঈশ্বর আপনার সহিত জগতের সম্মিলনকারী হইলেন, তাহাদের অপরাধ সকল তাহাদের বলিয়া গণনা করেন না।

কারণ [ঈশ্বরের] এই হিতসঙ্কল্প হইল, যেন সমস্ত পূর্ণতা তাঁহাতে বাস করে, এবং তাঁহার দ্বারা আপনি ক্রুশে [পাতিত] তাঁহার রক্তদ্বারা সন্ধি করিয়া যেন আপনার পক্ষে মর্ত্ত্যস্থিত সকলই তাহার দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে সম্মিলিত করেন।— দয়া ও সত্য পরস্পর মিলিল, ধর্ম্ম ও শান্তি পরস্পর চুম্বন করিল।

আমি তোমাদের বিষয়ে যে যে সঙ্কল্প স্থির করিয়াছি, তাহা আমিই জানি, ইহা সদাপ্রভুর উক্তি, তাহা অনিষ্টের সঙ্কল্প নয়, কিন্তু মঙ্গলের।—সদাপ্রভু কহিতেছেন, আইস, আমরা উত্তর প্রত্যুত্তর করি, তোমাদের পাপ সকল সিন্দূরবর্ণ হইলেও হিমের ন্যায় শুক্লবর্ণ হইবে, ও লাক্ষার ন্যায় রাঙ্গা হইলেও মেষলোমের ন্যায় শ্বেত বর্ণ হইবে।

কে তোমার তুল্য ঈশ্বর? [কে তোমার ন্যায়] অপরাধ ক্ষমাকারী।

বিনয় করি, তুমি ঈশ্বরের সহিত পরিচিত হও, তবে শান্ত হইবা।—সভয়ে ও সকম্পে আপন আপন পরিত্রাণ সম্পন্ন কর। কারণ ঈশ্বর আপন হিতসঙ্কল্পের নিমিত্তে তোমাদের অন্তরে বাঞ্ছা করণ ও কার্য্যসাধন উভয়ের সাধনকারী।—হে সদাপ্রভো, তুমি আমাদের নিমিত্তে শান্তিজনক নিষ্পত্তি করিবা, কেননা আমাদের নিমিত্তে তুমি আমাদের যাবতীয় কার্য্যই সাধন করিয়া আসিতেছ।

---

২ কর, ৫, ১৯। কল, ১, ১৯, ২০—গী, ৮৫, ১০। যির, ২৯, ১১—যিশ, ১, ১৮। মী, ৭, ১৮। ইয়, ২২, ২১—ফিল, ২, ১২, ১৩—যিশ, ২৬, ১২।

যে সময়ে তুমি বিবেচনা করিতে ও আপন ঈশ্বরের সাক্ষাতে
আপনাকে দুঃখ দিতে মনস্থ করিলা, তাহার প্রথম
দিনাবধি তোমার বাক্য শ্রুত হইয়াছে।

যিনি উচ্চ ও উন্নত, অনন্তকালনিবাসী ও পবিত্র বলিয়া বিখ্যাত, তিনি এই কথা কহেন, আমি উর্দ্ধলোকে ও পবিত্র স্থানে বাস করি, এবং চূর্ণ ও নম্রাত্মা মনুষ্যের সঙ্গেও বাস কবি; কেননা আমি নম্রদিগের আত্মাকে সঞ্জীবিত করিতে ও চূর্ণ লোকদের হৃদয়কে সঞ্জীবিত করিতে [যত্নবান]।—ঈশ্বরের গ্রাহ্য যজ্ঞ ভগ্ন আত্মা; হে ঈশ্বর, তুমি ভগ্ন ও চূর্ণ অন্তঃকরণ তুচ্ছ করিবা না।—সদাপ্রভু উচ্চ, তথাপি অবনত লোকের প্রতি দৃষ্টি রাখেন, কিন্তু উদ্ধত লোককে দূরস্থ জানেন। ঈশ্বরের পরাক্রান্ত হস্তের নিচে নত হও, তাহাতে তিনি উপযুক্ত সময়ে তোমাদিগকে উন্নত করিবেন।—ঈশ্বর অভিমানিদের বিপক্ষ হন, কিন্তু নতদিগকে বর প্রদান করেন। অতএব তোমরা ঈশ্বরের বশীভূত হও।

হে প্রভো, তুমি মঙ্গলস্বরূপ ও ক্ষমাবান্, এব, যাহারা তোমাকে ডাকিয়া প্রার্থনা করে, তুমি সেই সকলের প্রতি দয়াতে মহান্। হে সদাপ্রভো, কর্ণ পাতিয়া আমার প্রার্থনা শুন, ও আমার বিনতির রবে অবধান কর। আমার সঙ্কটের দিনে আমি তোমাকে ডাকিয়া প্রার্থনা করি, কেননা তুমি আমাকে উত্তর দিবা।

দা, ১০; ১৩। যিশ, ৫৭; ১৫ — গী, ৫১; ১৭ — ঐ, ১৩৮; ৬ — ১পি, ৫; ৬ — যাক, ৪; ৬, ৭। গী, ৮৬; ৫-৭।

খ্রীষ্ট মৃত ও জীবিত উভয় লোকদেব প্রভু হইবার নিমিত্তে মবিলেন, কবরহইতে উঠিলেন, ও পুনর্জীবিত হইলেন।

তথাপি তাঁহাকে চূর্ণ ও যাতনাগ্রস্ত করিতে সদাপ্রভুর মনোরথ ছিল; "তাঁহার প্রাণ দোষার্থক বলি উৎসর্গ করিলে পর তিনি আপন বংশ দেখিবেন ও দীর্ঘায়ু হই· বেন, এবং তাঁহার হস্তদ্বারা সদাপ্রভুর মনোরথ সিদ্ধ হইবে। তিনি আপন প্রাণের পরিশ্রমোপার্জ্জিত ফল দেখিয়া তৃপ্ত হইবেন, আমার ধার্ম্মিক দাস আপনার জ্ঞান দিয়া অনেককে ধার্ম্মিক করিবেন, এবং তিনিই তাহাদের অপরাধ সকল তুলিয়া লইবেন।"—খ্রীষ্টের কি আবশ্যক ছিল না, যে এই সমস্ত দুঃখভোগ করিয়া আপন প্রতাপ প্রাপ্ত হন?—আমরা এমত বিচার করিয়াছি যে যদি এক জন সকলের নিমিত্তে মরিলেন, তাহা হইলে সুতরাং সকলেই মরিল। আর তিনি সকলের নিমিত্তে মরিলেন [কেন]? যাহারা জীবিত আছে, তাহারা যেন আর আপনাদের উদ্দেশে নয়, কিন্তু তাহাদের নিমিত্তে যিনি মরিলেন ও উত্থাপিত হইলেন, তাঁহারই উদ্দেশে জীবন ধারণ করে।

অতএব ইস্রায়েলের সমস্ত কুল ইহা অমোঘ বলিয়া জ্ঞাত হউক, যে ঈশ্বর তাঁহাকে, অর্থাৎ তোমাদের দ্বারা ক্রুশারোপিত সেই যীশুকে প্রভু ও খ্রীষ্ট করিয়াছেন।—তিনি জগৎপত্তনের অগ্রে পূর্ব্বলক্ষিত ছিলেন, কিন্তু কালের পরিণামে তোমাদের নিমিত্তে প্রত্যক্ষ হইলেন।—ফলতঃ তোমরা ঈশ্বরে বিশ্বাসকারি লোক।

রো, ১৪; ৯, যিশ, ৫৩, ১০, ১১ — লূ, ২৪, ২৬ — ২ক, ৫, ১৪, ১৫। প্রে, ২, ৩৬ — ১পি, ১, ২০, ২১।

ঈশ্বর আমার উচ্চদুর্গস্বরূপ।

সদাপ্রভুই আমার শৈল ও গড় ও রক্ষাকর্ত্তা, আমার ধরস্বরূপ ঈশ্বর, আমি তাঁহার শরণ লই ; [তিনি] আমার ঢাল ও আমার ত্রাণদায়ক শৃঙ্গ, আমার উচ্চ দুর্গ ও আশ্রয়স্থান, আমার ত্রাণকর্ত্তা।—সদাপ্রভু আমার বল ও আমার ঢাল ; আমার অন্তঃকরণ তাঁহার উপরে নির্ভর করাতে আমি সাহায্য পাইলাম ; এই জন্যে আমার অন্তঃকরণ উল্লাসিত হইল, এবং আমি গীতদ্বারা তাঁহার স্তবস্তুতি করিব।

বিপক্ষ যখন [ফরাৎ] নদীর ন্যায় আসিবে, তখন সদাপ্রভুর আত্মা তাহার নিবারণার্থে ধ্বজা তুলিবেন।—অতএব আমরা সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি, "প্রভু আমার স্বপক্ষ। আমি ভয় করিব না, মনুষ্য আমার কি করিবে।"—সদাপ্রভু আমার জ্যোতিঃ ও আমার পরিত্রাণ, আমি কাহাহইতে ভীত হইব ? সদাপ্রভু আমার জীবনের দুর্গ, আমি কাহাহইতে ত্রাসযুক্ত হইব ?

যিরূশালেমের চতুষ্পার্শ্বে পর্ব্বতগণ আছে ; আর অদ্যাবধি অনন্তকাল পর্য্যন্ত সদাপ্রভুই আপন প্রজাদের চতুষ্পার্শ্বে আছেন।—কেননা তুমি আমার সহকারী হইয়া আসিতেছ, এবং তোমার পক্ষযুগ্মের ছায়াতে আমি আনন্দগান করি।

আপন নামের নিমিত্তে আমাকে পথ দেখাইয়া গমন করাও।

গী, ৫৯ ; ৯। ২ শমু, ২২ ; ২, ৩—গী, ২৮ ; ৭। যিশ, ৫৯ ; ১৯—ইব্র, ১৩ ; ৬—গী, ২৭ ; ১। ঐ, ১২৫ ; ২—ঐ, ৬৩ ; ৭। ঐ, ৩১ ; ৩।

যত্নেতে নিরালস্য, আত্মাতে উত্তপ্ত, প্রভুর দাস্যকর্ম্মে নিবিষ্ট।

তোমার হস্ত যে কোন কর্ম্ম করণে সমর্থ হয়, তাহা আপন শক্তির সহিত কর; কেননা তুমি যে স্থানে যাইতেছ, সেই পাতালে কোন কার্য্য কি সঙ্কল্প কি বিদ্যা কি প্রজ্ঞা কিছুই নাই।—যে কিছু কর না কেন মনুষ্যের উদ্দেশে নয়, কিন্তু প্রভুর উদ্দেশে মনের সহিত পরিশ্রম কর; কেননা প্রভুহইতে তোমরা দায়াধিকাররূপ প্রতিদান পাইবা, ইহা জ্ঞাত আছ; প্রভু খ্রীষ্টের নিমিত্তে দাসত্ব স্বীকার কর।—কোন সৎকর্ম্ম করিলে প্রত্যেক ব্যক্তি প্রভুহইতে তাহার ফল পাইবে, ইহা জ্ঞাত হও।

দিন থাকিতে আমার প্রেরণকর্ত্তার কর্ম্ম আমাকে করিতে হয়; যাহাতে কেহ কর্ম্ম করিতে পারে না, এমন রাত্রি আসিতেছি।—আমার পিতার অধিকারে থাকা আমার উচিত, ইহা কি জানিলা না?—তোমার গৃহ নিমিত্তক চণ্ডতা আমাকে গ্রাস করিবে।

হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা আপন আপন আহুততা ও মনোনীততা দৃঢ় করিতে অধিক যত্ন কর, কেননা তাহা করিলে কখন স্খলিত হইবা না।—কিন্তু আমাদের মনোবাঞ্ছা এই, যেন তোমাদের প্রত্যেক জন শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যাশার দৃঢ়নিশ্চয়তার চেষ্টাতে সেই যত্ন দেখায়, [এই রূপে] তোমরা যেন মন্দমতি না হও, কিন্তু যাহারা বিশ্বাস ও চির-সহিষ্ণুতাদ্বারা প্রতিজ্ঞাকলাপরূপ দায়াংশের অধিকারী, তাহাদের অনুকারী যেন হও।—তোমরা যাহাতে পণ প্রাপ্ত হও, এমন রূপে দৌড়।

রো, ১২; ১১। উপ, ৯; ১০—কল, ৩; ২৩, ২৪—ইফি, ৬; ৪।
যোহ, ৯; ৪—লূ, ২; ৪৯—যোহ, ২; ১৭। ২ পি, ১; ১০—ইব্র, ৬, ১১, ১২—১ক, ৯; ২৪।

তাহারা সমস্ত দিন তোমার নামে উল্লাসিত থাকে, এবং তোমার ধার্ম্মিকতাতে উন্নত হয়।

কেবল সদাপ্রভুতে আমার ধার্ম্মিকতা ও শক্তি আছে; তাঁহারই কাছে সকলে আসিবে, এবং যে সকল লোক তাঁহাতে বিরক্ত, তাহারা লজ্জিত হইবে। সদাপ্রভুতেই ইস্রায়েলের সমস্ত বংশ ধার্ম্মিকীকৃত হইবে, ও তাঁহার শ্লাঘা করিবে।—হে ধার্ম্মিকগণ, সদাপ্রভুতে আনন্দ কর ও উল্লাসিত হও; হে সরলান্তঃকরণ লোক সকল তোমরা আনন্দগান কর।

কিন্তু ব্যবস্থা ও ভাববাদিগণদ্বারা যাহার পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া যায়, ঈশ্বরের [দেয়] এমত ধার্ম্মিকতা এখন ব্যবস্থা ব্যতিরেকে প্রত্যক্ষ হইয়াছে। সেই ধার্ম্মিকতা ঈশ্বরের [দান], যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করণদ্বারা [প্রাপ্য]; তাহা বিশ্বাসকারি সকলের প্রতি ও সকলের উপরে বর্ত্তে। ঈশ্বর তাঁহাকে তাঁহার রক্তে বিশ্বাসদ্বারা পাপাবরকরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন; [কি নিমিত্তে?] এই বর্ত্তমান সময়ে নিজ ধর্ম্মস্বভাব...... দেখাইবার নিমিত্তে, [এই রূপে] যেন তিনি যীশুতে বিশ্বাসকারি মনুষ্যকে ধার্ম্মিক করণেও ধার্ম্মিক থাকেন।

তোমরা তাঁহাকে দর্শন কর নাই, তথাপি প্রেম করিতেছ; এখনও দেখিতে পাইতেছ না, তথাপি তাঁহাতে বিশ্বাস করত অনির্ব্বচনীয় ও প্রতাপযুক্ত আনন্দে উল্লাস করিতেছ।

তোমরা প্রভুতে সর্ব্বদা আনন্দ কর; পুনরায় বলি, আনন্দ কর।

গী, ৮৯; ১৬। যিশ, ৪৫; ২৪, ২৫—গী, ৩২; ১১। রো, ৩; ২১, ২২, ২৫, ২৬। ১পি, ১; ৮। ফিলি, ৪; ৪।

এক জন সেনা বড়শাদ্বারা তাঁহার কুক্ষিদেশ বিদ্ধ করিল; তাহাতে তৎক্ষণাৎ রক্ত এবং জল নির্গত হইল।

সদাপ্রভু তোমাদের সহিত......যে নিয়ম করিলেন, এ সেই নিয়মের রক্ত।—কেননা রক্তের মধ্যে প্রাণির প্রাণ থাকে, এবং তোমাদের প্রাণের কারণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে আমি তাহা বেদির উপরে তোমাদিগকে দিলাম।—বৃষের কি ছাগের রক্ত পাপ হরণে অসমর্থ।

[যীশু] তাহাদিগকে কহিলেন, ইহা আমার রক্ত, অর্থাৎ নূতন নিয়মের রক্ত, যাহা অনেকের নিমিত্তে পাতিত হয়।—নিজ রক্তের গুণে একেবারে পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিয়া অনন্তকালস্থায়ি মুক্তি আবিষ্কৃত করিলেন। ক্রুশে [পাতিত] তাঁহার রক্তদ্বারা সন্ধি।

তোমরা তো জান,......তোমরা স্বর্ণরূপ্যাদি ক্ষয়ণীয় বস্তুদ্বারা মুক্ত হও নাই, কিন্তু নির্দ্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক মেষশাবকস্বরূপ খ্রীষ্টের বহুমূল্য রক্তদ্বারা [মুক্ত হইয়াছ]।

এবং আমি তোমাদের উপরে শুচি জল ছিটাইয়া দিব, তাহাতে তোমরা শুচি হইবা। তোমাদে‍‍র সকল পুত্তলিহইতে তোমাদিগকে শুচি করিব। আমরা সত্যময় হৃদয় সহকারে বিশ্বাসের কৃতনিশ্চয়ভাতে [ঈশ্বরসমীপে] উপস্থিত হই; আমরা তো অশুভ সংবেদাপহারক প্রোক্ষণে প্রোক্ষিত হৃদয় পাইয়াছি

যোহ, ১৯, ৩৪। যা, ২৪, ৮—লে, ১৭; ১১—ইব্র, ১০; ৪।
মা, ১৪; ২৪—ইব্র, ৯; ১২—কল, ১, ২০। ১পি, ১; ১৮, ১৯।
যিহি, ৩৬; ২৫—ইব্র, ১১; ২২।

কেননা সদাপ্রভু তোমার বিশ্বাসভূমি হইবেন ও ফাঁদহইতে তোমার চরণ রক্ষা করিবেন।

হাঁ, মনুষ্যের ক্রোধ তোমার স্তবজনক হইবে, এবং ক্রোধের উদ্বর্ত্ত তোমার কটি-বন্ধন হইবে।—সদাপ্রভুর হস্তে রাজার অন্তঃকরণ জলপ্রণালীর ন্যায়; তিনি যে দিগে ইচ্ছা, সেই দিগে তাহা ফিরান।—কোন মানুষের গতি সদাপ্রভুর গ্রাহ্য হইলে তিনি তাহার শত্রুদিগকেও তাহার প্রণয়ী করেন।

আমি সদাপ্রভুর অপেক্ষা করিতেছি; আমার প্রাণ অপেক্ষা করিতেছে; হাঁ, আমি তাঁহার বাক্যে প্রত্যাশা করিতেছি। [প্রহরিগণ] প্রত্যূষের আকাঙ্ক্ষা করে, প্রত্যূষেরই আকাঙ্ক্ষা করে, কিন্তু তাহাদের হইতেও আমার প্রাণ প্রভুর অধিক আকাঙ্ক্ষী।—আমি সদাপ্রভুর অন্বেষণ করিলে তিনি আমাকে উত্তর দিলেন, এবং আমার সকল আশঙ্কাহইতে আমাকে উদ্ধার করিলেন।

অনাদি ঈশ্বর শরণ্য, ও অনন্তস্থায়ি বাহুদ্বয় অবলম্বস্বরূপ; তিনি তোমার সম্মুখে শত্রুগণকে দূর করিলেন, এবং বিনষ্ট করিবার আজ্ঞা দিলেন।—যে ব্যক্তি সদাপ্রভুতে নির্ভর করে, এবং সদাপ্রভু যাহার বিশ্বাসভূমি, সেই ধন্য।

এই সকলেতে আমরা কি বলিব? ঈশ্বর যদি আমাদের সপক্ষ হন, তবে আমাদের বিপক্ষ কে?

হিতো, ৩; ২৬। গী, ৭৬; ১০—হিতো, ২১; ১—ঐ, ১৬; ৭। গী, ১৩০; ৫, ৬—ঐ, ৩৪; ৪। দ্বি বি, ৩৩; ২৭—যির, ১৭; ৭। রো, ৮; ৩১।

আন্তরিক পুরুষবিধায় আমি ঈশ্বরের ব্যবস্থা অনুমোদন করি।

আমি তোমার ব্যবস্থা কেমন ভাল বাসি। তাহা সমস্ত দিন আমার ধ্যানের বিষয়।—তোমার বাক্য পাইবামাত্র আমি তাহা ভক্ষণ করিতাম; তোমার বাক্য আমার আমোদ ও চিত্তের হর্ষজনক ছিল।—আমি আহ্লাদিতা হইযা তাহার ছায়াতে বসিলাম, ও তাহার ফল আমার তালুয়াতে সুস্বাদু লাগিল।—আমার নিত্য খাদ্য অপেক্ষা তাঁহার মুখের বাক্য বিষয়ে যত্নবান ছিলাম।

হে আমার ঈশ্বর, তোমার বাসনা পূর্ণ করণে আমি প্রীত হই, এবং তোমার শাস্ত্র আমার অন্তরে আছে।—আমার প্রেরণকর্ত্তার ইচ্ছা পালন এবং তাঁহার কার্য্য সাধন করাই আমার আহার।

সদাপ্রভুর বিধি সকল যথার্থ ও চিত্তের আনন্দবর্দ্ধক; সদাপ্রভুর আজ্ঞা নির্ম্মল ও নয়নের দীপ্তিজনক। তাহা স্বর্ণ ও প্রচুর তপ্তকাঞ্চন অপেক্ষা বাঞ্ছনীয়, এবং মধু ও মৌচাকের রসহইতেও সুস্বাদু।

কিন্তু সেই বাক্যের কর্ম্মকারী হও, আপনাদিগকে ভুলাইতে শ্রোতামাত্র হইও না। কেননা যে কেহ বাক্যের কর্ম্মকারী না হইয়া শ্রোতামাত্র থাকে, সে দর্পণে আপনার স্বাভাবিক মুখ নিরীক্ষণকারি মনুষ্যের সদৃশ।

রো, ৭; ২২। গী, ১১৯, ৯৭—বির, ১৫; ১৬—পঃ গী, ২, ৩—ইব্রো, ২৩; ১২। গী, ৪০, ৮—যোহ, ৪; ৩৪। গী, ১৯; ৮, ১০—যাক, ১, ২২; ২৩।

তাঁহার ঐ পূর্ণতাহইতে আমরা সকলে অনুগ্রহের উপরে অনুগ্রহ পাইয়াছি।

ইনি আমার প্রিয় পুত্র, ইহাঁতেই আমি প্রীত।—দেখ, পিতা আমাদিগকে কেমন প্রেম প্রদান করিয়াছেন, যে আমরা ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া বিখ্যাত হই।

তাঁহাকেই সর্ব্বাধিকারি দায়াদ করিয়াছেন।—আর যদি সন্তান হই, তবে দায়াদও হই, ঈশ্বরের দায়াদ ও খ্রীষ্টের সহদায়াদ হই। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে প্রতাপ ভোগ করিবার নিমিত্তে তাঁহার সঙ্গে দুঃখভোগ করা আমাদের আবশ্যক।

আমি এবং পিতা একই আছি। পিতা আমাতে আছেন, এবং আমি পিতাতে আছি।—আমার পিতা ও তোমাদের পিতা, এবং আমার ঈশ্বর ও তোমাদের ঈশ্বর।—আমি তাহাদিগেতে ও তুমি আমাতে, এই রূপে তাহারা যেন সিদ্ধ হইয়া একীভূত হয়।

আবার মণ্ডলী তাঁহার দেহ [অথচ] সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বপূরকের পূর্ণতাস্বরূপ।

অতএব, হে প্রিয়বর্গ, এই এই প্রতিজ্ঞার অধিকারী হওয়াতে আইস, আমরা শরীরের ও আত্মার যাবতীয় মালিন্যহইতে আপনাদিগকে শুচি করিয়া ঈশ্বরের ভীতিতে পবিত্রতা সাধন করি।

যোহ, ১; ১৬। ম, ১৭; ৫—১যোহ, ৩; ১। ইব্র, ১; ২—রো, ৮; ১৭।
যোহ, ১০; ৩০, ৩৮—যোহ, ২০, ১৭—ঐ, ১৭; ২৩। ইফি, ১; ২৩। ২ক, ৭; ১।

হে ঈশ্বর, আমার চিত্ত সুস্থির আছে।

সদাপ্রভু আমার জ্যোতিঃ ও আমার পরিত্রাণ, আমি কাহাহইতে ভীত হইব? সদাপ্রভু আমার জীবনের দুর্গ, আমি কাহাহইতে ত্রাসযুক্ত হইব?

তুমি ঈশ্বরনিষ্ঠ মনকে শান্তিতে, [হাঁ,] শান্তিতে রাখিবা, কেননা তোমাতে তাহার শ্রদ্ধা আছে।—অশুভ সংবাদ শুনিলেও সে ভয় করিবে না; তাহার চিত্ত সুস্থির, তাহা সদাপ্রভুতে নির্ভর করে। তাহার চিত্ত স্থির, সে ভয় করে না, এবং শেষে আপন বিপক্ষদের [দণ্ড] দেখিবে।

যখন আমার ভয় লাগে, তখন আমি তোমাতে নির্ভর করি।—বিপদের দিনে তিনি আপন কুটীরে আমাকে সঙ্গোপন করিবেন, ও আপন তাম্বুর অন্তরালে আমাকে লুকাইয়া রাখিবেন; তিনি শৈলের উপরে আমাকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। এখনও আমার চতুর্দিক্‌স্থিত শত্রুগণ অপেক্ষা আমার মস্তক উন্নত; অতএব আমি তাঁহার তাম্বুতে জয়ধ্বনিযুক্ত বলিদান করিব, এবং সদাপ্রভুর উদ্দেশে গান ও সঙ্গীত করিব।

তোমাদিগকে ক্ষণিক দুঃখভোগের পরে খ্রীষ্ট যীশুতে আপনার অনন্ত প্রতাপ প্রদানার্থে আহ্বান করিয়াছেন, তিনি আপনি তোমাদিগকে পরিপক্ব, সুস্থির, সবল ও নিশ্চল করিবেন। যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে তাঁহারই মহিমা ও পরাক্রম হউক।

গী, ১০৮, ১। ঐ, ২৭; ১। যিশ, ২৬, ৩—গী, ১১২; ৭, ৮। ঐ, ৫৬; ৩—ঐ, ২৭, ৫, ৬। ১পি, ৫, ১০, ১১।

উপচিয়া পড়িলেও মনুষ্যের জীবন তাহার সম্পত্তিতে হয় না।

দুর্জনসমূহের ধনরাশি অপেক্ষা ধার্ম্মিকের অল্প সম্পত্তি ভাল।—কলহের সহিত প্রচুর ধন অপেক্ষা বরং সদাপ্রভুহইতে ভীতির সহিত অল্পও ভাল। সন্তোষের সহিত ভক্তি মহালাভের উপায় বটে।—গ্রাসাচ্ছাদন চলিলে আমরা তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকি।

দরিদ্রতা কিম্বা ধনাঢ্যতা আমাকে না দিয়া আমার [উপযুক্ত] অংশানুযায়ি অন্ন খাইতে দেও; নতুবা অতি তৃপ্ত হইলে আমি তোমাকে অস্বীকার করিয়া বলিব সদাপ্রভু কে? কিম্বা দরিদ্র হইলে চুরি করিব, ও আমার ঈশ্বরের নাম হস্তসাৎ করিব।—আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য অদ্য আমাদিগকে দেও।

কি ভোজন পান করিব? ইহা বলিয়া প্রাণের বিষয়ে, কিম্বা কি পরিধান করিব? ইহা বলিয়া শরীরের বিষয়ে ভাবিত হইও না; ভক্ষ্যহইতে প্রাণ, ও বস্ত্র হইতে শরীর কি শ্রেষ্ঠ নয়?—আমি যখন থলী ও ঝুলী ও পাদুকা ব্যতিরেকে তোমা-দিগকে পাঠাইয়াছিলাম, তখন তোমাদের কি কিছুর অভাব হইয়াছিল? তাহারা কহিল, কিছুরই নয়।—তোমাদের আচার ব্যবহার লোভরহিত হউক; তোমাদের যাহা আছে তাহাতে সন্তুষ্ট থাক; যেহেতুক তিনিই কহিয়াছেন, "আমি কোন ক্রমে তোমাকে ছাড়িব না, ও কোন ক্রমে তোমাকে ত্যাগ করিব না।"

হি, ১২; ১৫। গী, ৩৭; ১৬ — হিতো, ১৫; ১৬ — ১তীম, ৬; ৬,৮। হিতো, ৩০; ৮, ৯ — ম, ৬; ১১। ম, ৬; ২৫ — লূ, ২২; ৩৫।—ইব্র, ১৩, ৫।

আমি তোমার নয়নগোচরহইতে নিরস্ত, তথাপি পুনরায় তোমার পবিত্র প্রাসাদের দিগে দৃষ্টিপাত করিব।

সিয়োন্ কহিতেছে, সদাপ্রভু আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন, ও প্রভু আমাকে বিস্মৃত হইয়াছেন। স্ত্রীলোক আপন গর্ভজাত বালকের প্রতি স্নেহ না করিয়া কি আপন স্তন্যপায়ি শিশুকে বিস্মৃত হইতে পারে? হাঁ, বরং তাহারা বিস্মৃত হইতে পারে, তথাপি আমি তোমাকে বিস্মৃত হইব না।

আমি মঙ্গল বিস্মৃত হইয়াছি। ইহাতে আমি কহিলাম, আমার বল ও সদাপ্রভুতে আমার প্রত্যাশা নষ্ট হইয়াছে।—জাগ্রৎ হও; হে প্রভো, কেন নিদ্রা যাও? প্রবুদ্ধ হও; সদাকালের নিমিত্তে নিগ্রহ করিও না।—আমার পথ সদাপ্রভুহইতে অন্তর্হিত, আমার বিচার আমার ঈশ্বরের জ্ঞানাতীত, হে যাকোব, তুমি কেন এমন কথা কহিতেছ? হে ইস্রায়েল, তুমি কেন এরূপ বাক্য বলিতেছ?—আমি কোপাবেশে এক নিমিষমাত্র তোমাহইতে আপন মুখ লুকাইয়াছিলাম, কিন্তু অনন্তকাল স্থায়ি দয়াতে তোমার প্রতি করুণা করিব, ইহা তোমার মুক্তিদাতা সদাপ্রভু কহেন।

হে আমার প্রাণ, কেন অবসন্ন হও? ও আমার অন্তরে কেন ক্ষুব্ধ হও? ঈশ্বরের অপেক্ষা কর; কেননা আমি আর বার তাঁহার স্তবগান করিব; তাঁহার শ্রীমুখ পরিত্রাণজনক।—আমরা সর্ব্বপ্রকারে ক্লিষ্ট হইতেছি, কিন্তু সঙ্কটাপন্ন হই না; নিরুপায় হইতেছি, কিন্তু নিরাশ হই না; তাড়িত হইতেছি, কিন্তু অনাথ হই না; নিপাতিত হইতেছি, কিন্তু নষ্ট হই না।

যোনা, ২; ৪। যিশ, ৪৯; ১৪, ১৫। বিল, ৩; ১৭, ১৮—গী, ৪৪; ২৩—যিশ, ৪০; ২৭—ঐ, ৫৪; ৮। গী, ৪৩; ৫—২ক, ৪; ৮, ৯।

আর দেখ, যুগান্ত পর্য্যন্ত সকল দিন আমি তোমাদের সঙ্গে আছি।

পৃথিবীতে তোমাদের দুই জন যদি আপনাদের প্রার্থনীয় কোন বিষয়ে একপরামর্শ হয়, তবে আমার স্বর্গস্থ পিতাদ্বারা তাহাদের জন্যে তাহা সম্পন্ন হইবে। কেননা যে স্থানে দুই কি তিন জন আমার নামে সমাগত হয়, সেই স্থানে আমি তাহাদের মধ্যে বর্ত্তমান আছি।

যে ব্যক্তি আমার আজ্ঞা প্রাপ্ত অথচ তাহা পালনকারী, সেই আমাকে প্রেম করে; আর যে আমাকে প্রেম করে, সেই আমার পিতার প্রেমের পাত্র হইবে; এবং আমিও তাহাকে প্রেম করিয়া আপনাকে তাহার প্রত্যক্ষ করিব।

প্রভো, আপনি জগতের প্রত্যক্ষ না হইয়া আমাদের প্রত্যক্ষ হইবেন কেন? ...কেহ যদি আমাকে প্রেম করে, তবে সে আমার বাক্য পালন করিবে; তাহাতে আমার পিতা তাহাকে প্রেম করিবেন, এবং আমরা তাহার নিকট আসিয়া তাহার সহিত বাস করিব।

যিনি তোমাদিগকে অব্যাহত রক্ষা করণে এবং আপন প্রতাপের সাক্ষাতে নির্দ্দোষরূপে সানন্দে উপস্থিত করণে সমর্থ, এবং আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টদ্বারা যিনি আমাদের ত্রাণকর্ত্তা, সেই একমাত্র প্রজ্ঞাবান ঈশ্বরের প্রতাপ, মহিমা, পরাক্রম ও কর্ত্তৃত্ব যেমন সকল যুগের পূর্ব্বাবধি এখন পর্য্যন্ত আছে, তেমনি সমস্ত যুগপর্য্যায়ে হউক। আমেন্।

ম, ২৮; ২০। ঐ, ১৮; ১৯, ২০। যোহ, ১৪; ২১। ঐ, ১৪; ২২, ২৩। যিহূ, ২৪ ২৫।

সদাপ্রভু রাজত্ব গ্রহণ করিলেন।

সদাপ্রভু কহেন, তোমরা কি আমাকেই ভয় করিবা না? কিম্বা আমার সাক্ষাতে কি কম্পবান হইবা না? আমি তো বালুকাদ্বারা সমুদ্রের সীমা ও নিত্য পরিমাণ স্থির করিয়াছি; সে তাহা উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না; তাহার তরঙ্গ অতি আস্ফালন করিলেও কৃতার্থ হয় না, এবং কল্লোলধ্বনি করিলেও সীমা অতিক্রম করিতে পারে না।—উদয়স্থানহইতে কি পশ্চিম দিক্‌হইতে কি [দক্ষিণস্থ] প্রান্তরহইতে উন্নতিলাভ হয়, এমত নয়। কিন্তু ঈশ্বরই শাসনকর্ত্তা; তিনি কাহাকে নত, কাহাকে বা উন্নত করেন।

তিনি কাল ও ঋতু পরিবর্ত্তন করেন; তিনি রাজাদিগকে পদভ্রষ্ট করেন ও রাজাদিগকে পদস্থ করেন; তিনি জ্ঞানিদিগকে জ্ঞান ও বিবেচকদিগকে বিবেচনা দেন।—তোমরা সংগ্রামের কথা ও যুদ্ধের জনশ্রুতি শুনিবা, সাবধান, তাহাতে ব্যাকুল হইও না।

ঈশ্বর যদি আমাদের সপক্ষ হন, তবে আমাদের বিপক্ষ কে?—দুই চটকপক্ষী কি এক পয়সাতে বিক্রয় হয় না? তথাচ তোমাদের পিতার [অনুমতি] বিনা তাহাদের একটীও ভূমিতে পড়ে না। পরন্তু তোমাদের মস্তকের কেশ সকলও গণিত আছে। অতএব ভয় করিও না; তোমরা অনেক চটকপক্ষিহইতে শ্রেষ্ঠ।

গী, ৯৯; ১। যির, ৫; ২২ — গী, ৭৫; ৬, ৭। দানি, ২; ২১ — ম, ২৪; ৬। রোম ৮; ৩১ — ম, ১০; ২৯-৩১।

তিনি আমাদের দুর্ব্বলতা সকল ধারণ করিলেন ও ব্যাধি সকল তুলিয়া লইলেন।

তবে যাজক সেই শোধ্যমান ব্যক্তির নিমিত্তে দুই জীবৎ শুচি পক্ষী ও এরস্ কাষ্ঠ ও রক্তবর্ণ লোম ও এসোব্ এই সকল লইতে আজ্ঞা করিবে। এবং যাজক মৃৎপাত্রস্থিত স্রোতোজলের উপরে এক পক্ষিকে হনন করিতে আজ্ঞা করিবে। পরে সে ঐ জীবৎ পক্ষী ও এরস্ কাষ্ঠ ও রক্তবর্ণ লোম ও এসোব্ লইয়া ঐ স্রোতোজলের উপরে হত পক্ষীর রক্তে জীবৎ পক্ষির সহিত সে সকল ডুবাইয়া কুষ্ঠ হইতে শোধনীয় ব্যক্তির উপরে সাত বার প্রোক্ষণ করিয়া তাহাকে শুচি করিবে, এবং ঐ জীবৎ পক্ষিকে প্রান্তরে ছাড়িয়া দিবে।

দেখ, এক জন সর্ব্বাঙ্গকুষ্ঠ তাঁহাকে দেখিয়া ভূমিতে অধোমুখ হইয়া বিনতি পূর্ব্বক বলিল, প্রভো, যদি আপনকার ইচ্ছা হয়, তবে আমাকে শুচি করিতে পারেন।— তাহাতে যীশু করুণাবিষ্ট হইয়া হস্ত বিস্তার পূর্ব্বক তাহাকে স্পর্শ করিয়া কহিলেন, আমার ইচ্ছা আছে, শুচি হও। এই কথা কহিবামাত্র কুষ্ঠরোগ তাহাকে ছাড়িল, এবং সে শুচি হইল।

য, ৮ ; ১৭। লে, ১৪ ; ৪-৭। লূ, ৫ ; ১২—মা, ১ ; ৪১, ৪২।

এবং কোন পুরুষ বর্ত্তমান নাই ইহা দেখিলেন ; এবং অনুরোধকারী
কেহ নাই, ইহাতে চমৎকৃত হইলেন ; অতএব তাঁহারই বাহু
তাঁহার জন্যে ত্রাণসাধক, ও তাঁহারই ধার্ম্মিকতা
তাঁহার অবলম্ব হইল।

বলিদানে ও নৈবেদ্যে তুমি প্রীত না হইয়া আমার কর্ণ ছিদ্রিত করিয়াছ ; তুমি হোম ও পাপনিমিত্তক বলিদান বাঞ্ছা কর নাই ; তখন আমি কহিলাম, দেখ, আমি উপস্থিত হইলাম ; গ্রন্থখানিতে আমার কর্ত্তব্য লিখিত আছে ; হে আমার ঈশ্বর, তোমার বাসনা পূর্ণ করণে আমি প্রীত হই, এবং তোমার শাস্ত্র আমার অন্তরে আছে।—আমি আপন প্রাণ ত্যাগ করি, যেন পুনরায় তাহা গ্রহণ করি। কেহ আমাহইতে তাহা অপহরণ করে না, আমি আপনার ইচ্ছাতে তাহা ত্যাগ করি ; তাহা ত্যাগ করিতে আমার ক্ষমতা আছে, এবং পুনরায় তাহা গ্রহণ করিতেও আমার ক্ষমতা আছে।

আমি ব্যতীত অন্য ঈশ্বর নাই, আমি ধর্ম্মশীল ও ত্রাণকারি ঈশ্বর, আমি ছাড়া অন্য নাই। হে পৃথিবীর প্রান্ত সকল, আমার প্রতি সম্মুখ হইয়া পরিত্রাণপ্রাপ্ত হও, কেননা আমিই ঈশ্বর, অন্য নাই।—আকাশমণ্ডলের নীচে মনুষ্যদের মধ্যে দত্ত অন্য কোন নামও নাই, যাহাদ্বারা আমাদিগকে পরিত্রাণ পাইতে হয়। তোমরা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ জ্ঞাত আছ ; ফলতঃ তাঁহার দরিদ্রতাদ্বারা যেন তোমরা ধনবান হও, তজ্জন্য তিনি ধনবান হইলেও তোমাদের নিমিত্তে দরিদ্র হইলেন।

যিশ, ৫৯ ; ১৬। গী, ৪০ ; ৬-৮—যোহ, ১০ ; ১৭, ১৮।
যিশ, ৪৫ ; ২১, ২২—প্রে, ৪ ; ১২। ২ক, ৮ ; ৯।

তিনি সর্ব্বতোভাবে মনোহর।

তাঁহার কাছে আমার ধ্যান মিষ্ট হইবে।—আমার প্রিয়তম......দশ সহস্রের মধ্যে অগ্রগণ্য।—প্রধান কোণের এক মনোনীত মহামূল্য প্রস্তর স্থাপন করি ; তাঁহার উপরে যে বিশ্বাস করে, সে লজ্জিত হইবে না।

তুমি মনুষ্যসন্তানগণ অপেক্ষা পরম সুন্দর ; তোমার ওষ্ঠাধরে অনুগ্রহের প্রবাহ থাকে।—ঈশ্বরই তাঁহাকে অতিশয় উচ্চপদান্বিত করিলেন, এবং যাবতীয় নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নাম তাঁহাকে দান করিলেন।—কারণ [ঈশ্বরের] এই হিতসঙ্কল্প হইল, যেন সমস্ত পূর্ণতা তাঁহাতে বাস করে।

তোমরা তাঁহাকে দর্শন কর নাই, তথাপি প্রেম করিতেছ ; এখনও দেখিতে পাইতেছ না, তথাপি তাঁহাতে বিশ্বাস করত অনির্ব্বচনীয় ও প্রতাপযুক্ত আনন্দে উল্লাস করিতেছ।

আমার প্রভু খ্রীষ্ট যীশুর জ্ঞানের উৎকৃষ্টতা প্রযুক্ত আমি সকলই নিতান্ত ক্ষতি জ্ঞান করিতেছি, এবং তাঁহার নিমিত্তে সমস্তেরই হানি সহ্য করিয়াছি, এবং তাহা মলবৎ জ্ঞান করিতেছি। [কি জন্যে ?] যেন খ্রীষ্টকে লাভ করি, ও তাঁহারই মধ্যে আবিষ্কৃত হই, সুতরাং ব্যবস্থাহইতে প্রাপ্য আমার কোন ধার্ম্মিকতায় ধার্ম্মিক না হইয়া, যে ধার্ম্মিকতা খ্রীষ্টে বিশ্বাস করণদ্বারা হয়, বিশ্বাসমূলক যে ধার্ম্মিকতা ঈশ্বর হইতে পাওয়া যায়, তাহাতেই যেন ধার্ম্মিক হই।

পঃ গী, ৫ ; ১৬। গী, ১০৪ ; ৩৪—পঃ গী, ৫ ; ১০—১পি ২ ; ৬। গী, ৪৫ ; ২—ফিলি, ২ ; ৯—কল, ১ ; ১৯। ১পি, ১ ; ৮। ফিলি, ৩ ; ৮, ৯।

নীরব থাকিয়া সদাপ্রভুর নিকটে পরিত্রাণের অপেক্ষা করা ইহাই মঙ্গল।

ঈশ্বর কি প্রসন্ন হইতে বিস্মৃত হইয়াছেন? তিনি কি ক্রোধ করিয়া আপন করুণা রুদ্ধ করিয়াছেন?—আমি তোমার নয়নগোচরহইতে বিচ্ছিন্ন, এই কথা মনের অধৈর্য্যে বলিয়াছিলাম; কিন্তু তোমার উদ্দেশে আর্ত্তনাদ করিলে তুমি আমার বিনতির রব শ্রবণ করিলা।

ঈশ্বরের যে মনোনীত লোকেরা দিবারাত্রি তাঁহার কাছে রোদন করে, অন্যায়-হইতে তাহাদের উদ্ধার কি তিনি করিবেন না? এবং তাহাদের [অন্যায়ভোগে] তিনি কি সহনশীল? আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, তিনি ত্বরায় অন্যায়হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিবেন।—সদাপ্রভুর অপেক্ষা কর; তিনি তোমাকে নিস্তার করিবেন।—সদাপ্রভুর নিকটে নীরব হইয়া তাঁহার অপেক্ষাতে থাক; কুসঙ্কল্পসাধক যে ব্যক্তি আপন গতিতে কৃতার্থ হয়, তাহার বিষয়ে মনস্তাপিত হইও না।

এ বার তোমাদিগকেই যুদ্ধ করিতে হইবে না; তোমরা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবা; তাহাতে তোমাদের সহায় সদাপ্রভু যে নিস্তার করিবেন, তাহা দেখিবা।

আইস, আমরা সৎকর্ম্ম করিতে করিতে নিরুৎসাহ না হই; কেননা ক্লান্ত না হইলে স্বসময়ে তাহার ফল পাইব।—দেখ, কৃষাণ ভূমির বহুমূল্য ফল অপেক্ষা করে, এবং যত দিন অগ্রিম ও অন্তিম বৃষ্টি লাভ না হয়, তত দিন তাহার বিষয়ে সহিষ্ণু থাকে।

বিল, ৩, ২৬। গী, ৭৭; ৯ — ঐ, ৩১; ২২। লূ, ১৮; ৭, ৮ — হিতো, ২০, ২২ —গী, ৩৭, ৭। ২বং, ২০; ১৭। গাল, ৬; ৯ — যাক, ৫; ৭।

পরাক্রমদ্বারা নয়, বলদ্বারাও নয়, কিন্তু আমার আত্মাদ্বারা [সিদ্ধি হইবে], ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভুর উক্তি।

কে সদাপ্রভুর আত্মার তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছে? কিম্বা তাঁহার মন্ত্রী হইয়া তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছে?

ঈশ্বর বিজ্ঞদিগকে লজ্জা দিবার জন্যে জগতীস্থ মূর্খতার পাত্রদিগকে মনোনীত করিলেন; এবং শক্তির পাত্রদিগকে লজ্জা দিবার জন্যে জগতীস্থ দুর্ব্বলতার পাত্রদিগকে মনোনীত করিলেন; এবং সত্ত্ববিশিষ্ট সকল বিষয় নিস্তেজ করিবার জন্যে জগতীস্থ নীচ ও হেয় ও সত্ত্ববিহীন বিষয় সকল মনোনীত করিলেন। কোন মর্ত্ত্য যাহাতে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে শ্লাঘা না করে, [তাহা তিনি করিলেন]।

[আত্মারূপ] বায়ু যে দিগে ইচ্ছা করে, সেই দিগে বহে, এবং তুমি তাহার শব্দ শুনিতে পাও; কিন্তু সে কোথাহইতে আইসে আর কোথায় বা যায়, তাহা জান না; আত্মাহইতে জাত প্রত্যেক মনুষ্য তেমনি হইয়াছে।—তাহাদের জন্ম রক্তহইতে কিম্বা শারীরিক বাসনাহইতে কিম্বা নরের বাসনাহইতে হইল এমন নয়, কিন্তু ঈশ্বরহইতে হইল।

আমার আত্মা তোমাদের মধ্যে অধিষ্ঠান করিতেছেন; তোমরা ভয় করিও না।—এই যুদ্ধ তোমাদের নয়, কিন্তু ঈশ্বরের।

সদাপ্রভু খড়্গ ও বড়্শাদ্বারা নিস্তার করেন না,......কেমনা এই যুদ্ধ সদাপ্রভুর।

সখ, ৪; ৬। যিশ, ৪০; ১৩।—১ক, ১; ২৭—২৯।

যোহ, ৩; ৮—ঐ, ১; ১৮। হগ, ২; ৫—২ বংশ, ২০; ১৫। ১শমু, ১৭; ৪৭।

যে মনুষ্য আমার কথা শুনিয়া দিন দিন আমার কবাটের নিকটে জাগ্রৎ থাকে, [ও] আমার দ্বারের চৌকাঠে থাকিয়া অপেক্ষা করে, সেই ধন্য।

দেখ, আপন আপন প্রভুর হস্তের প্রতি যেমন দাসদের দৃষ্টি, আপন কর্ত্রীর হস্তের প্রতি যেমন দাসীর দৃষ্টি থাকে, তেমনি আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রতি আমাদের দৃষ্টি থাকে, ও তাঁহাহইতে কৃপালাভের অপেক্ষা করিতেছে।

ইহা তোমাদের পুরুষানুক্রমে নিত্য [কর্ত্তব্য] হোম, সমাগমের তাম্বুর দ্বারসমীপে সদাপ্রভুর সম্মুখে যে স্থানে আমি তোমার সহিত আলাপ করিতে তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিব।—আমি যে যে স্থানে আপন নাম স্মরণ করাইব, সেই সেই স্থানে তোমার নিকটে আসিয়া তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব।

যে স্থানে দুই কি তিন জন আমার নামে সমাগত হয়, সেই স্থানে আমি তাহাদের মধ্যে বর্ত্তমান আছি।

এমন সময় আসিতেছে, বরং এখন হইয়াছে, যে সময়ে প্রকৃত ভজনাকারিরা আত্মায় ও সত্যের অধীনে পিতার ভজনা করিবে, কেননা পিতার চেষ্টা এই যেন তাঁহার ভজনাকারিরা এতদ্রূপ লোক হয়। ঈশ্বর আত্মাই, আর তাঁহার ভজনাকারিদিগকে আত্মায় ও সত্যের অধীনে ভজনা করিতে হয়।

যাবতীয় প্রার্থনা ও বিনতি সহকারে.......সর্ব্বসময়ে আত্মার অধীনে প্রার্থনা কর।

হিতো, ৮, ৩৪। গী, ১২৩, ২ — যা, ২৯, ৪২ — ঐ, ২০; ২৪।
ম, ১৮, ২০। যোহ, ৪; ২৩, ২৪। ইফি, ৬; ১৮।

সর্ব্বদা সদাচরণের অনুধাবন কর।

বস্তুতঃ তোমরা ইহারই নিমিত্তে আহূত হইয়াছ; কেননা খ্রীষ্টও তোমাদের নিমিত্তে দুঃখ ভোগ করিয়া তোমাদের জন্যে এক আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, যেন তোমরা তাঁহার পদচিহ্নের অনুগমন কর। ফলতঃ তিনি পাপ করেন নাই, এবং তাঁহার মুখে ছল পাওয়া যায় নাই। কটুবাক্য পূর্ব্বক তিরস্কৃত হইলে তিনি কটু-বাক্যদ্বারা উত্তর করিতেন না। কিন্তু যথার্থ বিচারকর্ত্তার উপরে ভার রাখিতেন। —যিনি আপনার প্রতিকূল পাপিগণের এমত বিসংবাদ সহ্য করিয়াছিলেন, তাঁহা-কেই আলোচনা কর, পাছে প্রাণের ক্লান্তিতে অবসন্ন হও।

আমরাও যাবতীয় বোঝা ও স্বভাবতঃ বাধাজনক পাপ ফেলিয়া ধৈর্য্য পূর্ব্বক আপনাদের সম্মুখস্থ ধাবনমার্গে ধাবমান হই; এবং বিশ্বাসের আদি ও সিদ্ধিকর্ত্তা যীশুর প্রতি দৃষ্টি রাখি; তিনিই আপনার সম্মুখস্থ আনন্দের নিমিত্তে.........ক্রুশটা সহ্য করিয়া ঈশ্বরের সিংহাসনের দক্ষিণে উপবিষ্ট হইয়াছেন।

অবশেষে কহি, হে ভ্রাতৃগণ, যাহা যাহা সত্য, যাহা যাহা আদরণীয়, যাহা যাহা ন্যায্য, যাহা যাহা বিশুদ্ধ, যাহা যাহা প্রিয়, যাহা যাহা সুখ্যাতিযুক্ত, যে কোন সদ্গুণ ও যে কোন যশ হউক, তাহার আলোচনা কর।

১পিত, ২; ২১, ২৩—ইব্র, ১২; ৩। ঐ, ১২; ১, ২। ফিলি, ৪; ৮।

সদাপ্রভুর সকল পথ সরল ; এবং ধার্ম্মিকগণ তাহা দিয়া গমন করে, কিন্তু অধর্ম্মাচারিগণ তাহার মধ্যে উছোট খায়।

অতএব বিশ্বাসী যে তোমরা, ঐ মহামূল্যতা তোমাদের জন্যে হয় ; কিন্তু অনাজ্ঞাবহ লোকদের জন্যে...তাহা...ব্যাঘাতক প্রস্তর ও বিঘ্নজনক পাষাণ হইয়া উঠিল।—সদাপ্রভুর পথ যাথার্থিকদিগের দুর্গস্বরূপ, কিন্তু অধর্ম্মাচারিদের সর্ব্বনাশস্বরূপ।

যাহার শুনিতে কর্ণ থাকে, সে শুনুক।—জ্ঞানবান লোক কে? সে এই সমস্তের বিবেচনা করিবে ; এমত লোকেরা সদাপ্রভুর বিবিধ দয়া আলোচনা করিবে।—চক্ষু শরীরের প্রদীপ ; অতএব তোমার চক্ষু যদি সরল হয়, তবে তোমার সমুদয় শরীর দীপ্তিময় হইবে। কিন্তু তোমার চক্ষু যদি মন্দ হয়, তবে তোমার সমস্ত শরীর অন্ধকারময় হইবে।—যদি কেহ তাঁহার ইচ্ছা পালন করিতে বাঞ্ছা করে, তবে এই উপদেশ ঈশ্বরহইতে হয়,......তাহা সে জ্ঞাত হইবে।—যাহার আছে, তাহাকে দত্ত হইবে, তাহাতে তাহার বাহুল্য হইবে।

যে কেহ ঈশ্বরের সম্বন্ধীয় সে ঈশ্বরের কথা সকল মানে ; তোমরা তাহা মান না, কারণ তোমরা ঈশ্বরের সম্বন্ধীয় নহ।—তোমরা জীবন পাইবার নিমিত্তে আমার নিকট আসিতে সম্মত হও না।—আমার মেষগণ আমার রব শুনে ; আর আমি তাহাদিগকে জানি, এবং তাঁহারা আমার পশ্চাদ্গমন করে।

হোশ ১৪ ; ৯। ১পি, ২ ; ৭, ৮ — হিতো, ১০ ; ২৯। ম, ১১ ; ১৫ — গী, ১০৭ ; ৪৩ — ম, ৬ ; ২২ — যোহ, ৭ ; ১৭ — ম, ১৩ ; ১২। যোহ ৮ ; ৪৭ — ঐ, ৫ ; ৪০ — ঐ, ১০ ; ২৭।

আবশ্যক মতে এখন ক্ষণেক কাল নানাবিধ পরীক্ষাতে দুঃখার্ত্ত হইতেছ।

প্রিয়েরা, তোমাদের পরীক্ষার্থে যে তোমাদের মধ্যে আগুণ জ্বলিতেছে, ইহা বিজাতীয় ঘটনা বলিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করিও না, বরং যে পরিমাণে খ্রীষ্টের দুঃখ-ভোগের সহভাগী হইতেছ, সেই পরিমাণে আনন্দ কর, তাহাতে তাঁহার প্রতাপের প্রকাশপ্রাপ্তিতেও উল্লাস পূর্ব্বক আনন্দ করিতে পারিবা।—যে আশ্বাসের বাণী পুত্র বলিয়া তোমাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছে........., "হে আমার পুত্র, প্রভুর শাসন তুচ্ছ করিও না, এবং তাঁহাহইতে অনুযোগ পাইতে ক্লান্ত হইও না।"—পরন্তু যাবতীয় শাস্তি আপাততঃ আনন্দের বিষয় বোধ হয় না, কিন্তু মনোদুঃখের বিষয় বোধ হয়; তথাপি তদ্দারা অভ্যাসপ্রাপ্ত লোকদিগকে তাহা পশ্চাৎ শান্তিযুক্ত ধর্ম্মফল প্রদান করে।

আমরা যে মহাযাজককে পাইয়াছি, তিনি আমাদের দুর্ব্বলতাঘটিত দুঃখে দুঃখিত হইতে অসমর্থ নন, কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে আমাদের ন্যায়, [অথচ] বিনা পাপে, পরীক্ষিত হইয়াছেন।—আপনি পরীক্ষিত হইয়া দুঃখভোগ করাতে তিনি পরীক্ষিতগণের সাহায্য করণে সমর্থ হন।—ঈশ্বর বিশ্বাস্য; তিনি তোমাদের প্রতি শক্তির অতিরিক্ত পরীক্ষা ঘটিতে দিবেন না।

১পি ১; ৬। ঐ, ৪; ১২, ১৩ — ইব্র, ১২; ৫ — ঐ, ১২; ১১।
ঐ, ৪; ১৫ — ঐ, ২; ১৮ — ১ক, ১০; ১৩।

তুমি আপনার নিকটে উত্তম উত্তম সুগন্ধি দ্রব্য…প্রস্তুত করিবা। তাহা অভিষেকার্থক পবিত্র তৈল হইবে।

মনুষ্যের গাত্রে তাহা ঢালা যাইবে না; এবং তাহার দ্রব্যের পরিমাণানুসারে আর কোন তৈল হইবে না; তাহা পবিত্র, তোমরা তাহা পবিত্র জানিবা।—আত্মা এক।—[অনুগ্রহজন্য] বর বিতরণে প্রভেদ আছে, কিন্তু আত্মা এক।

তোমার ঈশ্বর, তোমার মিত্রগণ অপেক্ষা তোমাকে অধিক আমোদরূপ তৈলে অভিষিক্ত করিয়াছেন।—নাসরতীয় যীশু…ঈশ্বরকর্তৃক পবিত্র আত্মাতে ও প্রভাবে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।—বস্তুতঃ ঈশ্বর যাঁহাকে পাঠাইয়াছেন, তিনি ঈশ্বরের বাক্য কহেন, যেহেতুক ঈশ্বর আত্মাকে পরিমাণ পূর্ব্বক দেন না।

তাঁহার ঐ পূর্ণতাহইতে আমরা সকলে অনুগ্রহের উপরে অনুগ্রহ পাইয়াছি।—তাঁহার সেই অভিষেকাম্বু সর্ব্ববিষয়ে তোমাদিগকে শিক্ষা দিতেছে, এবং তাহা সত্য, মিথ্যা নহে; অতএব তাহা তোমাদিগকে যেরূপ শিক্ষা দিয়াছে, তদনুসারে তাঁহাতে থাক।—সেই ঈশ্বর তোমাদিগকে ও আমাদিগকে, উভয়কে…অভিষিক্ত করিয়াছেন। এবং তিনিই আমাদিগকে মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন, এবং বায়নাস্বরূপ আত্মাকে আমাদের হৃদয়ে রাখিয়া দিয়াছেন।

আত্মার ফল প্রেম, আনন্দ, শান্তি, সহিষ্ণুতা, মাধুর্য্য, মঙ্গলভাব, বিশ্বস্ততা, মৃদুতা, ইন্দ্রিয়দমন; এই এই প্রকার গুণের প্রতিকূল ব্যবস্থা নাই।

যা, ৩০; ২৩, ২৫। ঐ, ৩০; ৩২—ইফি, ৪; ৪—১ক, ১২; ৪। গী, ৪৫; ৭—প্রে, ১০; ৩৮—যোহ, ৩; ৩৪। ঐ, ১; ১৬—১যোহ, ২; ২৭। ২ক, ১; ২১, ২২—গা, ৫; ২২, ২৩।

তোমাদের জীবনস্বরূপ খ্রীষ্ট যখন প্রত্যক্ষ হইবেন, তখন তাঁহার সহিত তোমরাও সপ্রতাপে প্রত্যক্ষ হইবা।

আমিই পুনরুত্থান ও জীবন। যে আমাতে বিশ্বাস করে, সে মরিলেও জীবিত থাকিবে।—ঈশ্বর আমাদিগকে অনন্ত জীবন দিয়াছেন, এবং সেই জীবন তাঁহার পুত্রে আছে। যে ব্যক্তি পুত্রকে পাইয়াছে, তাহার জীবনলাভ হইয়াছে; যে ঈশ্বরের পুত্রকে পায় নাই, তাহার জীবনলাভ হয় নাই।

জয়ধ্বনি, প্রধান স্বর্গদূতের উচ্চরব ও ঈশ্বরীয় তূরীবাদ্য পুরঃসর প্রভু আপনি স্বর্গহইতে নামিয়া আসিবেন, তাহাতে অগ্রে খ্রীষ্টাশ্রিত মৃত লোকেরা উঠিবে। পরে আমরা যত জীবিত লোক অবশিষ্ট থাকিব, সকলে প্রভুর প্রত্যুদ্গমনের নিমিত্তে এককালে তাহাদের সহিত মেঘরথে আকাশে নীত হইব; এবং এই রূপে সতত প্রভুর সঙ্গে থাকিব।

অতএব তোমরা এই সকল কথা লইয়া এক জন অন্য জনকে প্রবোধ দেও।—প্রত্যক্ষ হইলে পর আমরা তাঁহার সদৃশ হইব, ইহা জানি, কারণ তিনি যাদৃশ আছেন, তাঁহাকে তাদৃশ দর্শন করিব। যাহা বপন করা যায়, তাহা অনাদরের পাত্র; যাহা উত্থাপিত হয়, তাহা গৌরবের পাত্র; যাহা বপন করা যায়,, তাহা দুর্ব্বলতার পাত্র; যাহা উত্থাপিত হয়, তাহা প্রভাবের পাত্র।

আর আমি যাইয়া যদি তোমাদের জন্যে স্থান প্রস্তুত করি, তবে পুনর্ব্বার আসিয়া আমার নিকটে তোমাদিগকে লইয়া যাইব; কেননা আমি যে স্থানে থাকি, তোমা-দিগকেও সেই স্থানে থাকিতে হইবে।

কল, ৩; ৪। যোহ, ১১; ২৫—১ যোহ, ৫; ১১, ১২।

২ থিষ, ৪; ১৬-১৮—১ যোহ, ৩; ২—১ক, ১৫, ৪৩। যোহ, ১৪; ৩।

তাহারা সদাপ্রভুর দয়া ও মনুষ্যসন্তানদের পক্ষে তাঁহার আশ্চর্য্য কর্ম্ম প্রযুক্ত তাঁহার স্তবগান করুক।

তোমরা আস্বাদন করিয়া বুঝ, সদাপ্রভু মধুর স্বভাব; তাঁহার শরণাপন্ন ব্যক্তি ধন্য।—আহা। তোমার ভয়কারিদের জন্যে সঞ্চিত, তোমার মঙ্গল কেমন মহৎ।

সেই যে প্রজাবৃন্দকে আমি আপনার নিমিত্তে সৃষ্টি করিয়াছি, তাহারা আমার প্রশংসার বর্ণনা করিবে।—আপন অনুগ্রহরূপ প্রতাপের প্রশংসার্থে নিজ ইচ্ছার হিতসঙ্কল্প বিধায় আমাদিগকে আপনার নিকটে যীশু খ্রীষ্টদ্বারা দত্তকপুত্রতালাভের জন্যে পূর্ব্বাবধি নিরূপণ করিয়াছেন। ঐ অনুগ্রহেতে তিনি আমাদিগকে সেই প্রেমের পাত্রে অনুগ্রহপ্রাপ্ত করিয়াছেন।

পূর্ব্বাবধি খ্রীষ্টেতে প্রত্যাশাকারী লোক আছি বলিয়া আমাদের হইতে যেন তাঁহার প্রতাপের প্রশংসা জন্মে।

আঃ। তাহাদের কেমন মঙ্গল ও কেমন শোভা হইবে।—সদাপ্রভু সকলের পক্ষে মঙ্গলস্বরূপ, এবং আপনার সৃষ্ট যাবতীয় বস্তুর উপরে তাঁহার করুণা বর্ত্তে। হে সদাপ্রভো, তোমার সমস্ত কর্ম্ম তোমার প্রশংসা করে, এবং তোমার সাধুগণ তোমার ধন্যবাদ করে। তাহারা তোমার রাজ্যের প্রতাপ বাক্যে ব্যক্ত করত ও তোমার পরাক্রমের প্রসঙ্গ করত মনুষ্যসন্তানদিগকে তোমার বিবিধ পরাক্রম ও তোমার রাজ্যের আদরণীয় প্রতাপ জ্ঞাত করিতে যত্নবান।

গী, ১০৭ ; ৮। ঐ, ৩৪ ; ৮—ঐ, ৩১ ; ১৯। যিশ, ৪৩ ; ২১—ইফি, ১ ; ৫, ৬, ১২। মথ, ৯ , ১৭—গী, ১৪৫ , ৯-১২।

আমরা দিবসের সন্তান। অতএব আইস, আমরা বিশ্বাস ও প্রেমরূপ বুকপাটা পরিয়া পরিত্রাণের আশারূপ শিরস্ত্র মস্তকে দিয়া প্রবুদ্ধ থাকি।

অতএব তোমরা আপন২ চিত্ত বদ্ধকটি করিয়া, প্রবুদ্ধ হও, এবং যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশ-প্রাপ্তিতে [প্রদর্শনীয়] যে অনুগ্রহ তোমাদের নিকটে আনীত হইতেছে, তাহার অপেক্ষাতে সম্পূর্ণ প্রত্যাশা রাখ।—সত্যরূপ কটিবন্ধনীতে বদ্ধকটি হইয়া ধার্ম্মিকতারূপ বুকপাটা পরিয়া ... দণ্ডায়মান থাক।

এবং যদ্দবা পাপাত্মার যাবতীয় অগ্নিবাণ নির্ব্বাণ করা তোমাদের সাধ্য হইবে, সকলের উপরে সেই বিশ্বাসরূপ ঢাল ধারণ কর; এবং ত্রাণোপায়রূপ শিরস্ত্রাণ ও আত্মার খড়্গ অর্থাৎ ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ কর।

তিনি মৃত্যুকে অনন্ত কালের নিমিত্তে গ্রাস করিবেন, ও প্রভু সদাপ্রভু সকলের মুখহইতে চক্ষুর জল মুছিবেন; এবং সমস্ত পৃথিবীহইতে আপন প্রজাদের দুর্নাম দূর করিবেন: কারণ সদাপ্রভুই এই কথা কহিয়াছেন।

সেই সময়ে লোকে বলিবে, এই দেখ, আমাদের ঈশ্বর; ইনি আমাদিগকে ত্রাণ করিবেন বলিয়া আমরা ইঁহার অপেক্ষাতে ছিলাম, ইনিই আমাদের অপেক্ষিত সদাপ্রভু; আইস, আমরা ইঁহার কৃত পরিত্রাণেতে উল্লাসিত হইয়া আনন্দ করি।

বিশ্বাস প্রত্যাশিত বিষয়ের নিশ্চয়জ্ঞান, অদৃশ্য বিষয়ের প্রমা।প্রাপ্তি।

---

১ থিষ, ৫; ৮। ১ পিত, ১; ১৩—ইফি,৬, ১৪, ১৬; ১৭। যিশ, ২৫; ৮, ৯। ইব্র, ১১; ১।

আমি সহায্য করণের ভার এক জন বীরকে সমর্পণ করিলাম, আমি প্রজাদের মধ্যে এক যুবাকে [লইয়া] উচ্চপদস্থ করিলাম।

আমি, আমিই সদাপ্রভু; আমি ব্যতীত অন্য ত্রাণকর্ত্তা নাই।—একমাত্র ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বরের ও মনুষ্যদের মধ্যে একমাত্র মধ্যস্থও আছেন, তিনি মনুষ্য খ্রীষ্ট যীশু।—আকাশমণ্ডলের নীচে মনুষ্যদের মধ্যে দত্ত অন্য কোন নামও নাই, যাহা-দ্বারা আমাদিগকে পরিত্রাণ পাইতে হয়।

বিক্রমশালী ঈশ্বর।—আপনাকে শূন্য করত দাসের রূপ ধারণ করিলেন; মনুষ্য-দের সাদৃশ্যে জাত এবং আকার প্রকারে মনুষ্যবৎ প্রতিপন্ন হইয়া আপনাকে অব-নত করিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত, ক্রুশীয় মৃত্যু পর্য্যন্তই আজ্ঞাবহ হইলেন। এই কারণ ঈশ্ব-রই তাঁহাকে অতিশয় উচ্চপদান্বিত করিলেন, এবং যাবতীয় নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নাম তাঁহাকে দান করিলেন।—দূতগণ অপেক্ষা তিনি অল্প [কাল] ন্যূনীকৃত হইলেন, সেই ব্যক্তিকে অর্থাৎ যীশুকে দেখিতেছি; তিনি মৃত্যুভোগের কারণ প্রতাপ ও আদরণীয়তারূপ মুকুটে বিভূষিত, বিশেষতঃ ঈশ্বরের অনুগ্রহে সকলের নিমিত্তে মৃত্যুর আস্বাদনে নিযুক্ত।—ভাল, সেই সন্তানগণ রক্ত মাংসের ভাগী, তজ্জন্য তিনি আপ নিও তদ্রূপ তাহার ভাগী হইলেন।

গী, ৮৯; ১৯। যিশ, ৪৩; ১১—১তীম, ২; ৫—প্রে, ৪; ১২।
যিশ, ৯; ৬—ফিলি, ২; ৭-৯—ইব্র, ২; ৯, ১৪।

যাবতীয় সৎকর্ম্মে ফলবান্ ও ঈশ্বরের তত্ত্বজ্ঞানে বর্দ্ধিষ্ণু হও।

হে ভ্রাতৃগণ, আমি ঈশ্বরের বহুবিধ করুণার নামে তোমাদিগকে নিবেদন করি, তোমরা আপন আপন দেহকে জীবিত, পবিত্র ও ঈশ্বরের প্রীতিজনক বলিরূপে উৎসর্গ কর, ইহাই তোমাদের চিত্তসাধ্য আরাধনা। এবং এই যুগের অনুরূপ হইও না, কিন্তু মতির নূতনীকরণদ্বারা স্বরূপান্তর গ্রহণ কর; তাহাতে ঈশ্বরের বাসনা [অর্থাৎ] উত্তম ও প্রীতিজনক ও সিদ্ধ কি, তাহা পরীক্ষাদ্বারা জ্ঞাত হইবা।—শুন, তোমরা যেমন পূর্ব্বে অধর্ম্মের নিমিত্তে আপন আপন অঙ্গকে দাস করিয়া অশুচিতাতে ও অধর্ম্মে সমর্পণ করিয়াছিলা, তেমনি এখন পবিত্রতালাভের নিমিত্তে আপন আপন অঙ্গকে দাস করিয়া ধর্ম্মে সমর্পণ কর।—বস্তুতঃ খ্রীষ্ট যীশুতে ত্বক্ছেদ কি অত্বক্ছেদ উভয়ই কিছু নয়, কিন্তু নূতন সৃষ্টিই সার। আর যে সকল লোক এই সূত্রানুসারে চলে, তাহাদিগের উপরে এবং ঈশ্বরের [অধিকার] ইস্রায়েলের উপরে শান্তি ও দয়া বর্ত্তুক।

ইহাতে আমার পিতা মহিমান্বিত হইলেন, যেন তোমরা প্রচুর ফলে ফলবান্ হও; এবং তোমরা আমার শিষ্য হইবা।—তোমরা যে আমাকে মনোনীত করিয়াছ, এমন নয়, কিন্তু আমি তোমাদিগকে মনোনীত করিয়াছি; আর ইহারই নিমিত্তে তোমাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছি, যেন তোমরা যাইয়া ফলবান হও, এবং তোমাদের ফল যেন স্থায়ী হয়।

কল, ১; ১০। রো; ১২; ১, ২—ঐ, ৬; ১৯—গাল, ৬; ১৫, ১৬।
যোহ, ১৫; ৮—ঐ; ১৫; ১৬।

তিনি তাহাদিগকে নিষ্কণ্টকে লইয়া যাওয়াতে তাহারা উদ্বিগ্ন হইল না।

আমিই ধার্ম্মিকতার মার্গে ও বিচারের পথের মধ্যে চরণ চালাই।

দেখ, আমি পথে তোমাকে রক্ষা করিতে এবং আমার প্রস্তুত স্থানে তোমাকে আনয়ন করিতে তোমার অগ্রে অগ্রে এক দূতকে প্রেরণ করিতেছি।—তাহাদের তাবৎ দুঃখে দুঃখিত হইতেন, ও তাঁহার শ্রীমুখস্বরূপ দূত তাহাদিগকে পরিত্রাণ করিতেন, তিনি আপনি প্রেম ও স্নেহ বশতঃ তাহাদিগকে মুক্ত করিতেন, এবং প্রাক্কালের সমস্ত দিন তাহাদিগকে তুলিয়া বহন করিতেন।

তাহারা আপনাদের খড়্গদ্বারা দেশাধিকার করিয়াছিল, কিম্বা আপনাদের বাহু তাহাদিগকে নিস্তার করিয়াছিল, তাহা নয়, কিন্তু তোমার দক্ষিণ হস্ত ও তোমার বাহু ও তোমার মুখের প্রসন্নতা [তাহা সাধন করিয়াছিল], কারণ তাহাদের প্রতি তোমার অনুরাগ ছিল।—আপনার জন্যে যশস্বী নাম সাধনার্থে তুমি আপন প্রজাগণকে ঐ প্রকারে লইয়া গেলা।

হে সদাপ্রভু আমার ছিদ্রান্বেষিগণ প্রযুক্ত তুমি আপন ধর্ম্মগুণে আমার পথপ্রদর্শক হও, আমার সম্মুখে তোমার মার্গ সরল কর।—তোমার দীপ্তি ও তোমার সত্য প্রেরণ কর; তাহারাই আমার পথপ্রদর্শক হইয়া তোমার পবিত্র গিরিতে ও তোমার আবাসে উপস্থিত করিবে, তাহাতে আমি ঈশ্বরের যজ্ঞবেদীর নিকটে আমার পরমানন্দজনক ঈশ্বরের কাছে প্রবেশ করিব, এবং হে ঈশ্বর, হে আমার ঈশ্বর, বীণাযন্ত্রে তোমার স্তবগান করিব।

গী, ৭৮, ৫৩। হিতো, ৮; ২০। যা, ২৩, ২০—যিশ, ৬৩; ৯।
গী, ৪৪, ৩—যিশ, ৬৩; ১৪। গী, ৫, ৮—ঐ, ৪৩; ৩, ৪।

ঈশ্বরের অভিমত যে মনোদুঃখ তাহা অননুশোচনীয় পরিত্রাণজনক মনঃপরিবর্ত্তন উৎপন্ন করে।

তাহাতে কুকুড়া ডাকের অগ্রে তুমি তিন বার আমাকে অস্বীকার করিবা, এই যে কথা যীশু তাহাকে কহিয়াছিলেন, তাহা পিতরের মনে পড়িল; এবং সে বাহিরে গিয়া তীব্র রোদন করিল।—যদি আপন আপন পাপ স্বীকার করি, তবে তিনি বিশ্বস্ত ও ধর্ম্মময়, সুতরাং আমাদের পাপ সকল মোচন করিবেন, এবং যাবতীয় অধার্ম্মিকতাহইতে আমাদিগকে শুচি করিবেন।—তাঁহার পুত্র যীশু খ্রীষ্টের রক্ত যাবতীয় পাপহইতে আমাদিগকে শুচি করে।

আমার অপরাধ সকল আমাকে ধরিয়াছে; আমি দেখিতে পাইতেছি না; আমার মস্তকের কেশ অপেক্ষাও তাহা অধিক, এবং আমি হীনচিত্ত হইলাম।

হে সদাপ্রভো, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে উদ্ধার কর; হে সদাপ্রভো, আমার সাহায্য করিতে ত্বরা কর।

তুমি আপন ঈশ্বরের কাছে ফিরিয়া আইস; দয়া ও ন্যায়বিচার রক্ষা কর; ও নিত্য আপন ঈশ্বরের অপেক্ষাতে থাক।

ঈশ্বরের গ্রাহ্য যজ্ঞ ভগ্ন আত্মা; হে ঈশ্বর, তুমি ভগ্ন ও চূর্ণ অন্তঃকরণ তুচ্ছ করিবা না।—তিনি ভগ্নান্তঃকরণদিগকে সুস্থ করেন।—হে মনুষ্য, যাহা ভাল, তাহা তিনি তোমাকে জানাইয়াছেন; ফলতঃ ন্যায্য আচরণ ও দয়াতে অনুরাগ ও নম্রভাবে আপন ঈশ্বরের সহিত গমনাগমন, ইহা ব্যতিরেকে সদাপ্রভু তোমার কাছে আর কিসের অনুসন্ধান করেন।

২ক, ৭; ১০। মথি, ২৬; ৭৫—১ যোহ, ১; ৯—ঐ, ১; ৭। গীত, ৪০, ১২, ১৩। হো, ১২; ৬। গী, ৫১; ১৭—ঐ, ১৪৭; ৩—মী, ৬; ৮।

খ্রীষ্টও মণ্ডলীকে প্রেম করিয়া তাহার নিমিত্তে আপনাকে প্রদান করিলেন। [কি জন্যে?] তিনি যেন সবাক্য জলস্নান-দ্বারা তাহাকে শুচি করিয়া পবিত্র করেন।

খ্রীষ্টের ন্যায় প্রেমাচরণ কর, কেননা খ্রীষ্টও আমাদিগকে প্রেম করিয়া আমাদের নিমিত্তে আপনাকে সৌরভের আঘ্রাণার্থক উপহার ও যজ্ঞরূপে ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ করিলেন।

তোমরা ক্ষয়ণীয় বীর্য্যহইতে নব, কিন্তু অক্ষয় বীর্য্যহইতে ঈশ্বরের জীবনময় ও চিরস্থায়ি বাক্যদ্বারা পুনর্জ্জাত হইয়াছ।—তোমার সত্যে তাহাদিগকে পবিত্র কর; তোমার বাক্যই সত্যস্বরূপ।—জল এবং আত্মাহইতে না জন্মিলে কেহ ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।

তখন তিনি আমাদের কৃত ধর্ম্মকর্ম্মহেতু নয, কিন্তু আপনার দয়ানুসারে, পুনর্জ্জন্মের স্নান ও পবিত্র আত্মার নূতনীকরণদ্বারা আমাদিগকে পরিত্রাণ করিলেন।—তোমার বচন আমাকে সঞ্জীবিত করে।

সদাপ্রভুর শাস্ত্র সিদ্ধ ও প্রাণের স্বাস্থ্যজনক; সদাপ্রভুর প্রমাণবাক্য বিশ্বসনীয় ও অল্পবুদ্ধির জ্ঞানদায়ক। সদাপ্রভুর বিধি সকল যথার্থ ও চিত্তের আনন্দবর্দ্ধক; সদাপ্রভুর আজ্ঞা নির্ম্মল ও নয়নের দীপ্তিজনক।

ইফি, ৫; ২৫, ২৬। ঐ, ৫; ২। ১ পি, ১; ২৩—যোহ ১৭; ১৭—ঐ, ৩; ৫। তী, ৩; ৫—গী, ১১৯; ৫০। ঐ, ১৯; ৭, ৮।

তুমি আমার সহায় ও আমার নিস্তারকর্ত্তা; হে আমার ঈশ্বর, বিলম্ব করিও না।

সদাপ্রভুরই অনুগ্রহে মনুষ্যের পাদসঞ্চার সুস্থির হয়, ও তাহার পথে তাঁহার প্রীতি জন্মে। সে যদ্যপি পতিত হয়, তথাপি ভূমিশায়ী হইবে না; কেননা সদাপ্রভু তাহার হস্ত ধরিয়া রাখেন।—সদাপ্রভুর ভীতি দৃঢ় বিশ্বাসভূমি; এবং তিনি আপন সন্তানগণের আশ্রয় হন।

তুমি কে, যে মৃত্যুর অধীন মর্ত্ত্যকে ও তৃণের ন্যায় ত্যক্তব্য মনুষ্যসন্তানকে ভয় করিতেছ, এবং তোমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা যে সদাপ্রভু গগণমণ্ডল বিস্তার করিয়াছেন ... তাঁহাকে বিস্মৃত হইতেছ?—তোমার উদ্ধারার্থে আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি।—তোমরা সাহস কর ও বীর্য্যবান হও, ভয় করিও না, ও তাহাদের হইতে ত্রাসযুক্ত হইও না; কেননা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু আপনি তোমার সহিত যাইতেছেন; তিনি তোমাকে ছাড়িবেন না ও তোমাকে ত্যাগ করিবেন না।

কিন্তু আমি গানদ্বারা তোমার বল কীর্ত্তন করিব, ও তোমার দয়ার বিষয়ে প্রত্যুষে আনন্দধ্বনি করিব; কেননা তুমি আমার উচ্চদুর্গ ও সঙ্কটের দিনে আমার আশ্রয় হইয়া আসিতেছ।—তুমি আমার অন্তরাল, তুমি সঙ্কটহইতে আমাকে উদ্ধার করিবা, ও রক্ষাজন্য আনন্দগানদ্বারা আমাকে বেষ্টন করিবা।

গী, ৪৫; ১৭। ঐ, ৩৭; ২৩, ২৪—হিতো, ১৪; ২৬। যিশ, ৫১; ১২, ১৩। যির, ১; ৮—দ্বি বি, ৩১; ৬। গী, ৫৯; ১৬—ঐ, ৩২; ৭।

ঈশ্বর বিশ্বাস্য; তোমরা তো তাঁহারই দ্বারা তাঁহার পুত্র আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সহভাগিতার নিমিত্তে আহূত হইয়াছ।

আইস, আমরা প্রত্যাশার স্বীকার অটল করিয়া ধরি, কেননা যিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তিনি বিশ্বস্ত।—ঈশ্বরও কহিয়াছেন, যথা, "আমি তাহাদের মধ্যে বসতি করিব ও গমনাগমন করিব; এবং আমি তাহাদের ঈশ্বর হইব, ও তাহারা আমার প্রজা হইবে"।—আর ।আমাদের যে সহভাগিতা আছে, তাহা তো পিতার এবং তাঁহার পুত্র যীশু খ্রীষ্টের সহিত সহভাগিতা।—যে পরিমাণে খ্রীষ্টের দুঃখভোগের সহভাগী হইতেছ, সেই পরিমাণে আনন্দ কর, তাহাতে তাঁহার প্রতাপের প্রকাশপ্রাপ্তিতেও উল্লাস পূর্ব্বক আনন্দ করিতে পারিবা।

বিশ্বাসদ্বারা যেন খ্রীষ্ট তোমাদের হৃদয়ে বাস করেন, [এই প্রকারে] তোমরা প্রেমে বদ্ধমূল ও সংস্থাপিত থাকিয়া সম্পূর্ণ বলপ্রাপ্ত হও; যাবতীয় পবিত্র লোকের সহিত যেন প্রশস্ততার ও দীর্ঘতার ও গভীরতার ও উচ্চতার অনুভব পাও, এবং জ্ঞানাতীত যে খ্রীষ্টের প্রেম, তাহা যেন জ্ঞাত হও, এই প্রকারে যেন ঈশ্বরের সমস্ত পূর্ণতালাভার্থে পূর্ণ হও।

যীশু ঈশ্বরের পুত্র, ইহা যে কেহ স্বীকার করে, ঈশ্বর তাহাতে থাকেন, এবং সে ঈশ্বরে থাকে।—আর যে ব্যক্তি তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন করে, সে তাঁহাতে থাকে, এবং সেই ব্যক্তিতে তিনিও থাকেন।

১ক, ১, ৯। ইব্র, ১০; ২৩—২ক, ৬; ১৬—১যোহ, ১; ৩—১পি, ৪; ১৩। ইফি, ৩, ১৭—১৯। ১যোহ, ৪; ১৫—ঐ, ৩; ২৪।

তোমার সত্যে তাহাদিগকে পবিত্র কর; তোমার বাক্যই সত্যস্বরূপ।

আমি তোমাদিগকে যে বাক্য কহিয়াছি, তাহার গুণে এখন পরিষ্কৃত আছ।—খ্রীষ্টের বাক্য বাহুল্যরূপে তোমাদের অন্তরে বাস করুক।

যুব মানুষ কেমন করিয়া আপন মার্গ বিশুদ্ধ করিবে? তোমার বাক্যানুসারে সাবধান হইলে তাহা [করিবে]। আমি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তোমার অন্বেষণ করিয়া আসিতেছি, তোমার আজ্ঞার পথ হারাইতে আমাকে দিও না।

যদি প্রজ্ঞা তোমার হৃদয়ে প্রবেশ করে, ও জ্ঞান তোমার প্রাণের তুষ্টি জন্মায়, তবে পরিণামদর্শিতা তোমার প্রহরী হইবে, ও বুদ্ধি তোমাকে রক্ষা করিবে।

আমি তাঁহার পদচিহ্ন দিয়া পাদবিক্ষেপ করিয়াছি, আমি তাঁহার পথ রক্ষা করিয়াছি, বিপথগামী হই নাই। তাঁহার ওষ্ঠনির্গত আজ্ঞাহইতে আমি পরাঙ্মুখ হই নাই, আমার নিত্য খাদ্য অপেক্ষা তাঁহার মুখের বাক্য বিষয়ে যত্নবান ছিলাম।—আমি তোমার প্রমাণবাক্য সকল ধ্যান করি, এই কারণ আমার সমস্ত গুরু অপেক্ষা কৌশলপ্রাপ্ত হই।—আমার বাক্যে যদি স্থির থাক, তাহা হইলে বাস্তবিক তোমরা আমার শিষ্য; এবং সত্য জানিবা, এবং সেই সত্য তোমাদিগকে স্বাধীন করিবে।

যোহ, ১৭ ; ১৭। ঐ, ১৫ ; ৩—কল, ৩ ; ১৬। গীত, ১১৯ ; ৯, ১০।
হিতো, ২ ; ১০, ১১। ইয় ২৩ ; ১১, ১২—গীত, ১১৯ ; ৯৯—যোহ, ৮ ; ৩১, ৩২।

তোমার সঙ্কল্প সকল অতি গম্ভীর।

আমরা......তোমাদের নিমিত্তে অবিরত প্রার্থনা করত ইহা যাচ্ঞা করিতেছি, যেন তোমরা তাঁহার ইচ্ছা বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানে পূর্ণ হও, [সুতরাং] আধ্যাত্মিক যাবতীয় বিজ্ঞতাতে ও পারদর্শিতাতে প্রভুর যোগ্যরূপে সর্ব্বতোভাবে প্রীতিজনক আচরণ কর।—তোমরা প্রেমে বদ্ধমূল ও সংস্থাপিত থাকিয়া সম্পূর্ণ বলপ্রাপ্ত হও; যাবতীয় পবিত্র লোকের সহিত যেন প্রশস্ততার ও দীর্ঘতার ও গভীরতার ও উচ্চতার অনুভব পাও, এবং জ্ঞানাতীত যে খ্রীষ্টের প্রেম, তাহা যেন জ্ঞাত হও, এই প্রকারে যেন ঈশ্বরের সমস্ত পূর্ণতালাভার্থে পূর্ণ হও।

আহা! ঈশ্বরের ধনাঢ্যতা ও প্রজ্ঞা ও বিদ্যা কেমন অগাধ! তাঁহার বিচার সকল কেমন অনুপলক্ষ্য! এবং তাঁহার পথ সকল কেমন অননুসন্ধেয়!—আমার সঙ্কল্প সকল ও তোমাদের সঙ্কল্প সকল একই নয়, এবং তোমাদের পথ সকল ও আমার পথ সকল একই নয়। কিন্তু ভূতল হইতে গগণমণ্ডল যত উচ্চ, তোমাদের সকল পথ হইতে আমার পথ, ও তোমাদের সকল সঙ্কল্প হইতে আমার সঙ্কল্প তত উচ্চ।—হে আমার ঈশ্বর সদাপ্রভো, তুমি আমাদের অনুকূল হইয়া অনেক অনেক আশ্চর্য্য ক্রিয়া ও সঙ্কল্প সাধন করিয়াছ; [সেই সকলেতে] তুমি অনুপম; আমি তাহার উল্লেখ ও বর্ণনা করিতাম, কিন্তু তাহা অপার, গণনা করা যায় না।

গী, ৯২; ৫। কল, ১; ৯, ১০—ইফি, ৩, ১৭—১৯। রো, ১১; ৩৩—যিশ, ৫৫; ৮৯—গী, ৪০; ৫।

পৃথ্বীর ঝড়ের দিনে নিজ প্রবল বায়ুদ্বারা তাহাকে ঝাড়িয়া দূর করিলেন।

আইস, আমরা সদাপ্রভুর হস্তে পড়ি, কেননা তাঁহার করুণা প্রচুর।—সদাপ্রভু কহেন, তোমার পরিত্রাণার্থে আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিব ;...বিচারানুরূপ শাস্তি দিব, নিতান্ত অদণ্ডিত রাখিব না।—তিনি নিত্য বিবাদ করেন না, ও অনন্তকাল অসন্তুষ্ট থাকেন না। তিনি আমাদের প্রতি আমাদের পাপানুযায়ি ব্যবহার করেন নাই, ও আমাদের অপরাধানুযায়ি প্রতিফল আমাদিগকে দেন নাই।—কারণ তিনিই আমাদের রচনা জানেন ; আমরা যে ধূলিস্বরূপ, ইহা তাঁহার স্মরণে আছে।—এবং কোন মনুষ্য যেমন আপনার সেবাকারি পুত্রের প্রতি স্নেহবান হয়, আমি তাহাদের প্রতি তেমনি স্নেহবান হইব।

ঈশ্বর বিশ্বাস্য ; তিনি তোমাদের প্রতি শক্তির অতিরিক্ত পরীক্ষা ঘটিতে দিবেন না, কিন্তু যাহাতে সহ্য করিতে পার, পরীক্ষার সহিত উত্তরণের এমত উপায়ও করিবেন।—শয়তান তোমাদিগকে আপনার বলিয়া চাহিয়াছে ; কিন্তু তোমার বিশ্বাস যেন লোপ না পায়, এই জন্যে আমি তোমার নিমিত্তে প্রার্থনা করিয়াছি।

কেননা তুমি দরিদ্রের দুর্গ, হাঁ, সঙ্কটাপন্ন দীনহীনের দুর্গ, ঝাইটনিবারক আশ্রয়, রৌদ্রনিবারক ছায়া হইয়াছ ; নতুবা ভীমবিক্রান্তদের শ্বাসবায়ু ভিত্তিতে ঝাইটের ন্যায় লাগিত।

যিশ, ২৭ ; ৮। ২ শমু, ২৪ ; ১৪—যির, ৩০ ; ১১—গী, ১০৩ ; ৯, ১০, ১৪—মাল, ৩ ; ১৭। ১ ক, ১০ ; ১৩—লূ, ২২ ; ৩১, ৩২। যিশ, ২৫ ; ৪।

অতএব তোমরা ফলদ্বারাই তাহাদিগকে চিনিতে পারিবা।

বৎসেরা, কেহ যেন তোমাদের ভ্রান্তি না জন্মায়; যে ব্যক্তি ধর্ম্মাচরণ করে, সে তাঁহার ন্যায় ধার্ম্মিক, কেননা তিনি ধার্ম্মিক।—কোন উনুই কি একই ছিদ্র দিয়া মিষ্ট ও তিক্ত দুই প্রকার জল নিঃসৃত করে? হে আমার ভ্রাতৃগণ, ডুম্বুরবৃক্ষে জিত ফল, কিম্বা দ্রাক্ষালতাতে ডুম্বুরফল কি ধরিতে পারে? তদ্রূপ লবণাম্বুও মিষ্ট জল যোগাইতে পারে না।

তোমাদের মধ্যে বিজ্ঞ ও ধীমান্ কে? তাহার ক্রিয়া যে বিজ্ঞতাসিদ্ধ মৃদুতার ফল, ইহা সে সদাচরণে দেখাইয়া দিউক।—পরজাতীয়দের মধ্যে আপন আপন আচার ব্যবহার উত্তম করিয়া রক্ষা কর; তাহা হইলে তাহারা যৎপ্রযুক্ত দুষ্কর্ম্মকারী বলিয়া তোমাদের পরীবাদ করে, স্বচক্ষে তোমাদের সৎক্রিয়া নিরীক্ষণ করিলে তৎপ্রযুক্ত তত্ত্বাবধারণের দিনে ঈশ্বরের গৌরব স্বীকার করিবে।

হয় বৃক্ষকে ভাল করিয়া বল, এবং তাহার ফলও ভাল বল; নয় বৃক্ষকে মন্দ বল, এবং তাহার ফলও মন্দ করিয়া বল; কেননা ফলদ্বারা বৃক্ষকে চেনা যায়।—ভাল মনুষ্য হৃদয়রূপ ভাল ভাণ্ডার হইতে ভাল দ্রব্য বাহির করে; এবং মন্দ মনুষ্য মন্দ ভাণ্ডার হইতে মন্দ দ্রব্য বাহির করে।

আমি দ্রাক্ষাক্ষেত্রের পাইট যেরূপ করিয়াছি, তাহার অধিক আর কি করিতে পারা যায়।

ম, ৭; ২০। ১ যোহ, ৩; ৭—যাক, ৩; ১১-১৩—১ পি, ২; ১২।
ম, ১২; ৩৩—ঐ, ১২; ৩৫। যিশ, ৫; ৪।

অন্ধকারে বসিলেও সদাপ্রভু আমার আলোকস্বরূপ থাকেন।

তুমি জলের মধ্য দিয়া গমন করিলে আমি তোমার সঙ্গে থাকিব; ও তুমি নদনদীর মধ্য দিয়া গমন করিলে সে সকল তোমাকে মগ্ন করিবে না; এবং অগ্নির মধ্য দিয়া চলিলে তুমি দগ্ধ হইবা না, ও তাহার শিখা তোমার দাহ জন্মাইবে না। কেমনা আমি সদাপ্রভু তোমার ঈশ্বর, ইস্রায়েলের পাবন তোমার ত্রাণকর্ত্তা।—অন্ধদিগকে তাহাদের অবিদিত পথ দিয়া লইয়া যাইব, এবং যে সকল মার্গ তাহারা জানে না, সেই মার্গে তাহাদের চরণ চালাইব; আমি তাহাদের অগ্রে অন্ধকারকে আলো, ও উচ্চনীচ ভূমিকে সমান করিব; এই যে অঙ্গীকারবাক্য সকল, তাহা আমি সিদ্ধ করিব, আমি তাহা হইতে ক্ষান্ত হই নাই।

যখন আমি মৃত্যুচ্ছায়ার উপত্যকা দিয়া গমন করিব, তখনও অমঙ্গলের আশঙ্কা করিব না, কেমনা তুমি আমার সঙ্গী, তোমার পাঁচনী ও তোমার যষ্টি আমাকে সান্ত্বনা করিবে! যখন আমার ভয় লাগে, তখন আমি তোমাতে নির্ভর করি।—ঈশ্বরের সাহায্যে আমি তাঁহার বাক্যের প্রশংসা করিব; আমি ঈশ্বরেতে নির্ভর করিয়াছি, ভয় করিব না; মাংসপিণ্ড আমার কি করিবে?—সদাপ্রভু আমার জ্যোতিঃ ও আমার পরিত্রাণ, আমি কাহা হইতে ভীত হইব? সদাপ্রভু আমার জীবনের দুর্গ, আমি কাহা হইতে ত্রাসযুক্ত হইব?

মী, ৭; ৮। যিশ, ৪৩; ২, ৩—ঐ, ৪২; ১৬। গী, ২৩; ৪—ঐ ৫৬; ৩, ৪—ঐ; ২৭, ১।

যে আমার কাছে আসিবে, তাহাকে আমি কোন ক্রমে বাহির করিয়া দিব না।

সে যদি আমার কাছে ক্রন্দন করে, তবে আমি তাহা শুনিব, কেননা আমি কৃপাবান।—নিঃশেষ রূপে বিনাশার্থে কিম্বা তাহাদের সহিত আমার নিয়ম ভঙ্গনার্থে তাহাদিগকে ঘৃণা করিয়া নিরাকরণ করিব না; কেননা আমিই তাহাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু।—তথাপি তোমার যৌবনাবস্থাতে তোমার সহিত আমার যে নিয়ম ছিল, তাহা আমি স্মরণ করিব, এবং তোমার পক্ষে অনন্তকালস্থায়ি এক নিয়ম করিব।

সদাপ্রভু কহিতেছেন, আইস, আমরা উত্তর প্রত্যুত্তর করি; তোমাদের পাপ সকল সিন্দুরবর্ণ হইলেও হিমের ন্যায় শুক্লবর্ণ হইবে, ও লাক্ষার ন্যায় রাঙ্গা হইলেও মেষলোমের ন্যায় শ্বেতবর্ণ হইবে।—দুষ্ট লোক আপনার পথ, ও অন্যায়ি লোক আপনার সঙ্কল্প সকল ত্যাগ করুক; হাঁ, সে সদাপ্রভুর প্রতি ফিরিয়া আইসুক, তাহাতে তিনি তাহার প্রতি করুণা করিবেন; এবং আমাদের ঈশ্বরের প্রতি ফিরিয়া আইসুক, কেননা তিনি বাহুল্যরূপে ক্ষমা করিবেন।—প্রভো, আপনি স্বরাজ্যে আইলে আমাকে স্মরণ করিবেন। তখন তিনি কহিলেন, আমি সত্য করিয়া তোমাকে কহিতেছি, অদ্যই তুমি পরমদেশে আমার সঙ্গী হইবা।

তিনি থেঁৎলা নল ভাঙ্গিবেন না, ও সধূম শলিতা নির্ব্বাণ করিবেন না।

যোহ, ৬; ৩৭। যা, ২২; ২৭—লে, ২৬; ৪৪—বিহি, ১৬; ৬০।
যিশ, ১; ১৮—ঐ, ৫৫; ৭—লূ, ২৩; ৪২, ৪৩। যিশ, ৪২; ৩।

পবিত্র আত্মাতে প্রার্থনা করত।

ঈশ্বর আত্মাই ; আর তাঁহার ভজনাকারিদিগকে আত্মার ও সত্যের অধীনে ভজনা করিতে হয়।—আমরা ... এক আত্মাতে পিতার নিকট প্রবেশ করণের ক্ষমতা পাইয়াছি।

হে আমার পিতঃ, যদি হইতে পারে, তবে এই পানপাত্র আমার নিকট হইতে দূরে যাউক ; তথাপি আমার ইচ্ছামত না হউক, কিন্তু তোমার ইচ্ছামত হউক।

আত্মাও আমাদের দুর্ব্বলতার প্রতীকার করেন ; ফলতঃ প্রয়োজনমতে কি প্রার্থনা করিতে হয় তাহা আমরা জানি না, কিন্তু আত্মা আপনি অকথ্য আর্ত্তস্বরদ্বারা আমাদের পক্ষে অনুরোধ করেন। আর যিনি হৃদয় সকলের অনুসন্ধান করেন, তিনি জানেন, আত্মার ভাব কি, ফলতঃ পবিত্রগণের পক্ষে তিনি যে ঈশ্বরের অভিমত অনুরোধ করেন।—এবং তাঁহার উদ্দেশে আমাদের এই সাহসলাভ হইয়াছে যে, যদি তাঁহার ইচ্ছানুসারে কোন বর যাচ্ঞা করি, তবে তিনি আমাদের যাচ্ঞা শুনেন।—তিনি অর্থাৎ সত্যস্বরূপ আত্মা যখন আসিবেন, তখন তিনি পথপ্রদর্শক হইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্য দেখাইবেন।

যাবতীয় প্রার্থনা ও বিনতি সহকারে [তাহা করত] সর্ব্বসময়ে আত্মার অধীনে প্রার্থনা কর, এবং ইহারই নিমিত্তে জাগ্রৎ থাকিয়া যাবতীয় পবিত্র লোকের জন্যে সম্পূর্ণ অধ্যবসায়ে ও বিনতিতে [প্রবৃত্ত থাক]।

যোহ, ৪ ; ২৪—ইফি, ২ ; ১৮। ম, ২৬ , ৩৯। রো, ৮ ; ২৬, ২৭—১ যোহ, ৫ ; ১৪—যোহ, ১৬ , ১৩। ইফি, ৬ ; ১৮।

যে জন আমার কথা শুনে, সে নির্ভয়ে বাস করিবে,
ও অমঙ্গলের আশঙ্কা হইতে বিশ্রাম পাইবে।

হে প্রভো, তুমিই পুরুষানুক্রমে আমাদের বাসস্থান হইয়া আসিতেছ।—যে ব্যক্তি সর্ব্বোপরিস্থের অন্তরালে থাকে, সে সর্ব্বশক্তিমানের ছায়াতে বসতি করে।—তাঁহার সত্যই ঢাল ও তনুত্রাণস্বরূপ।

তোমাদের জীবন খ্রীষ্টের সহিত ঈশ্বরে গুপ্ত রহিযাছে।—যে ব্যক্তি তোমাদিগকে স্পর্শ করে, সে তাঁহার চক্ষুর তারা স্পর্শ করে। ভয় করিও না, সকলে ব্যবস্থিত হও; সদাপ্রভু অদ্য তোমাদের যে নিস্তার করেন তাহা দেখ।—সদাপ্রভু তোমাদের নিমিত্তে যুদ্ধ করিবেন, তোমরা মৌনী রহিবা।—ঈশ্বর আমাদের আশ্রয় ও বলস্বরূপ; তিনি সঙ্কটকালে নিতান্ত সুগম উপকারী।

যীশু তৎক্ষণাৎ তাহাদের সহিত আলাপ করত কহিলেন, সাহস কর, এ আমি, ভয় করিও না।—কেন উদ্বিগ্ন হও? এবং তোমাদের হৃদযাকাশে বিতর্কের উদয় কেন হইতেছে? আমার হাত পা দেখ, এই আমি বটি, আমাকে স্পর্শ করিয়া নিরীক্ষণ কর, আমার যেরূপ দেখিতেছ, আত্মার তদ্রূপ অস্থি মাংস নাই।—কাঁহাকে বিশ্বাস করিয়াছি, তাহা জানি, এবং আমার যাহা গচ্ছিত আছে, তিনি সেই দিনের জন্যে তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ, ইহা দৃঢ়রূপে প্রত্যয় করিতেছি।

হিতো, ১, ৩৩। গী, ৯০; ১—ঐ, ৯১; ১৪। কল, ৩; ৩—সখ, ২, ৮—যা, ১৪; ১৩, ১৪—গী ৪৬ ' ১। ম, ১৪, ২৭—লূ, ২৪; ৩৮, ৩৯—১ তীম, ১, ১২।

এই যে ব্যক্তিরা ঈশ্বরের বাক্য শুনিয়া পালন করে, ইহারাই আমার মাতা এবং ভ্রাতৃগণ।

কারণ যিনি পবিত্র করেন ও যাহারা পবিত্রীকৃত হয়, সকলে একহইতে [উৎপন্ন]; এই হেতু তিনি তাহাদিগকে ভ্রাতা বলিয়া ডাকিতে লজ্জিত নহেন। ফলতঃ তিনি কহেন, "আমি আপন ভ্রাতৃগণের কাছে তোমার নাম প্রচার করিব, মণ্ডলীর মধ্যে তোমার স্তোত্র গান করিব।"—খ্রীষ্ট যীশুর অধীনে ত্বক্‌ছেদ কি অত্বক্‌ছেদ, উভয়ের কোন ক্ষমতা নাই, কিন্তু প্রেমদ্বারা স্বকার্য্যসাধক বিশ্বাসই ক্ষমতাপন্ন।—আমি তোমাদিগকে যে যে 'আজ্ঞা 'দিতেছি, তাহা যদি পালন কর, তবে তোমরা আমার বন্ধু।—যাহারা ঈশ্বরের বাক্য শুনিয়া পালন করে, বরঞ্চ তাহারাই ধন্য।

যাহারা আমাকে প্রভু প্রভু করিয়া বলে, তাহারা সকলে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পাইবে এমত নয়, কিন্তু যে ব্যক্তি আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে, সেই পাইবে।—আমার প্রেরণকর্ত্তার ইচ্ছা পালন ...... করাই আমার আহার।

তাঁহার সহিত আমাদের সহভাগিতা আছে, ইহা বলিয়া যদি আমরা অন্ধকারে চলি, তবে মিথ্যাকথা কহি, সত্যের অনুষ্ঠান করি না।—যে ব্যক্তি তাঁহার বাক্য পালন করে, তাহারই অন্তরে ঈশ্বরের প্রেম সত্যরূপে সিদ্ধ হইয়াছে; এই লক্ষণদ্বারা আমরা যে তাঁহাতে আছি, ইহা জানিতে পারি।

লূ, ৮; ২১। ইব্র, ২; ১১, ১২ — গাল, ৫; ৬ —যোহ, ১৫; ১৪ —
লূ, ১১; ২৮। ম, ৭; ২১ — যোহ, ৪; ৩৪। ১ যোহ, ১; ৬ — ঐ; ২; ৫।

পাপ হইতে মুক্ত হওয়াতে তোমরা ধর্ম্মের দাস হইয়াছ ।

তোমরা ঈশ্বর এবং ধন এ উভয়ের দাস হইতে পার না।—যখন পাপের দাস ছিলা, তখন ধর্ম্মের উদ্দেশে আত্মবশ ছিলা। ভাল, সম্প্রতি যাহা লজ্জার বিষয় বোধ হয়, তৎকালে তাহা ছাড়া তোমাদের কি ফল হইত ? বস্তুতঃ সে সকলের পরিণাম মৃত্যু।—কিন্তু সম্প্রতি পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বরের দাস হওয়াতে তোমাদের পবিত্রতালাভে উপকারি ফল হইতেছে, এবং [তাহার] পরিণাম অনন্ত জীবন।

প্রত্যেক বিশ্বাসি ব্যক্তির ধার্ম্মিকতালাভার্থে খ্রীষ্ট ব্যবস্থার পরিণাম।

কেহ যদি আমার পরিচর্য্যা স্বীকার করে, তবে সে আমার পশ্চাদ্গামী হউক, তাহাতে আমি যে স্থানে থাকি, আমার পরিচারকও সেই স্থানে থাকিবে, যে আমার পরিচর্য্যা করে, [আমার] পিতা তাহার সম্মান করিবেন।—আমার যোঁয়ালি আপনাদের উপরে ধরিয়া লও, এবং আমার কাছে শিক্ষা কর, কেননা আমি মৃদুশীল ও নম্রচিত্ত, তাহাতে তোমরা আপন আপন মনের নিমিত্তে বিশ্রাম পাইবা। কারণ আমার যোঁয়ালি সহজ ও আমার ভার লঘু।

হে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভো, তুমি ব্যতীত অন্য অন্য প্রভুরা আমাদের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিয়াছিল, কেবল তোমারই সাহায্যে আমরা তোমার নামের কীর্ত্তন করিতে পারি।—আমি তোমার আজ্ঞাপথে ধাবমান হই, কেননা তুমি আমার হৃদয় বিকসিত করিতেছ।

রো, ৬, ১৮। ম, ৬, ২৪ — রো; ৬; ২০, ২২। ঐ, ১০, ৪।

যোহ, ১২, ২৬ — ম, ১১, ২৯, ৩০। যিশ, ২৬, ১৩ —গী, ১১৯, ৩২।

সদাপ্রভু তোমাতে প্রীত হইবেন।

তোমার নির্ম্মাণকর্ত্তা সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ভয় করিও না, কেননা আমি তোমাকে মুক্ত করিয়াছি, আমি তোমার নাম ধরিয়া তোমাকে আহ্বান করিয়াছি, তুমি আমার।—স্ত্রীলোক আপন গর্ভজাত বালকের প্রতি স্নেহ না করিয়া কি আপন স্তন্যপায়ি শিশুকে বিস্মৃত হইতে পারে? হাঁ বরং তাহারা বিস্মৃত হইতে পারে, তথাপি আমি তোমাকে বিস্মৃত হইব না। দেখ, আমি আপন হস্তদ্বয়ের তালুতে, তোমার আকৃতি লিখিয়াছি, তোমার প্রাচীর সর্ব্বদা আমার দৃষ্টিগোচর আছে।

সদাপ্রভুরই অনুগ্রহে মনুষ্যের পাদসঞ্চার সুস্থির হয়, ও তাহার পথে তাঁহার প্রীতি জন্মে।—মনুষ্যসন্তানগণেতে আমার আমোদ প্রমোদ হইত।—যাহারা তাঁহাকে ভয় করে, ও তাঁহার দয়ার অপেক্ষাতে থাকে, তাহাদিগেতেই সদাপ্রভু প্রসন্ন হন।—হাঁ, তাহারা আমার হইবে, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন; আমার কার্য্যকরণের দিনে নিজস্ব বলিয়া [তাহারা আমার হইবে], এবং কোন মনুষ্য যেমন আপনার সেবাকারি পুত্রের প্রতি স্নেহবান হয়, আমি তাহাদের প্রতি তেমনি স্নেহবান হইব।

আর দুষ্ক্রিয়াতে [মগ্ন] চিত্তে পূর্ব্বে বহিঃস্থ ও শত্রু ছিলা যে তোমরা, তোমাদিগকে পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক ও নির্দ্দোষ করিয়া আপনার সাক্ষাতে স্থাপন করিবার জন্যে তিনি এখন খ্রীষ্টের মাংসময় দেহে মৃত্যুদ্বারা সম্পূর্ণরূপে সম্মিলিত করিলেন।

যিশ, ৬২ ; ৪। ঐ, ৪৩; ১—ঐ, ৪৯, ১৫, ১৬। গী, ৩৭ ; ২৩—হিতো, ৮, ৩১। গী, ১৪৭, ১১—মাল, ৩, ১৭। কল, ১ ; ২১, ২২।

আর তুমি আমাকে যে মহিমা দিয়াছ, সেই মহিমা আমি তাহাদিগকে দিলাম।

আমি প্রভুকে এক উচ্চ ও উন্নত সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিলাম; তাঁহার রাজ-বস্ত্রের অঞ্চলে সমস্ত প্রাসাদ ব্যাপ্ত ছিল। তাঁহার নিকটে সরাফ্‌গণ দণ্ডায়মান ছিলেন।—তাঁহারা পরস্পর ডাকিয়া কহিলেন, "পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র বাহিনী-গণাধিপ সদাপ্রভু; সমস্ত পৃথিবী তাঁহার প্রতাপে পরিপূর্ণ।"—যিশায়াহ তাঁহার প্রতাপ দেখিলেন, তজ্জন্য ইহা বলিলেন; ইহাতে তিনি তাঁহার বিষয়ে কথা কহিলেন।—সেই সিংহাসমূর্ত্তির উপরে মনুষ্যের আকৃতিবৎ এক মূর্ত্তি ছিল, তাহা তাহার ঊর্দ্ধে ছিল। বৃষ্টির দিনে মেঘে উৎপন্ন ধনুকের যেমন আভা, তাঁহার চতুর্দ্দিকস্থ তেজের তেমন আভা ছিল। তাহা সদাপ্রভুর প্রতাপের মূর্ত্তির আভা।

তাহাতে সে কহিল, বিনয় করি, তুমি আমাকে আপনার প্রতাপ দেখিতে দেও।

সদাপ্রভু কহিলেন,......তুমি আমার মুখ দেখিতে পাইবা না, কেননা মনুষ্য আমাকে দেখিতে পাইয়া বাঁচে, এমত হয় না।—ঈশ্বরকে কেহ কখনো দেখে নাই; পিতার ক্রোড়ে যে একজাত পুত্র আছেন, তিনি তাঁহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।—ঈশ্বরই অন্ধকারের মধ্যহইতে দীপ্তিকে আলো করিতে বলিয়াছেন; যীশু খ্রীষ্টের মুখমণ্ডলে ঈশ্বরের তেজঃপ্রকাশক জ্ঞানরূপ দীপ্তি বিরাজমান করণার্থে তিনি আমাদের হৃদয়াকাশে আলো করিলেন।

যোহ, ১৭; ২২। যিশ, ৬; ১-৩—যোহ, ১২; ৪১—যিহি ১; ২৬, ২৮। যা, ৩৩; ১৮, ২০—যোহ, ১; ১৮—২ক, ৪; ৬।

বস্তুতঃ যেমন আত্মাবিহীন দেহ মৃত, তেমনি কর্ম্মবিহীন বিশ্বাসও মৃত।

যাহারা আমাকে প্রভুং করিয়া বলে, তাহারা সকলে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পাইবে এমত নয়, কিন্তু যে ব্যক্তি আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে, সেই পাইবে।—যদ্বিহীনে কেহই প্রভুর দর্শন পাইবে না, সেই পবিত্রতালাভের অনুধাবন কর।—আপনাদের বিশ্বাসে উৎসাহ, ও উৎসাহে জ্ঞান, ও জ্ঞানে জিতেন্দ্রিয়তা, ও জিতেন্দ্রিয়তাতে স্থৈর্য্য, ও স্থৈর্য্যে ভক্তি, ও ভক্তিতে ভ্রাতৃস্নেহ, ভ্রাতৃস্নেহে প্রেম যোগাও।

কেননা এই সমস্ত যদি তোমাদিগেতে বিদ্যমান থাকে, বহুলীকৃত হয়, তবে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের তত্ত্বজ্ঞানলাভে তোমাদিগকে অলস কি ফলহীন থাকিতে দিবে না। বস্তুতঃ এই সমস্ত যাহার নাই, সে অন্ধ, অদূরদর্শী, [এবং] আপন পূর্ব্ব-পাপসমূহের মার্জ্জনা বিস্মৃত। অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা আপন আপন আহূততা ও মনোনীততা দৃঢ় করিতে অধিক যত্ন কর, কেননা তাহা করিলে কখন স্খলিত হইবা না।

অনুগ্রহেতেই বিশ্বাসদ্বারা তোমরা পরিত্রাণ পাইয়াছ; এবং তাহা তোমাদের হইতে হয় নাই, ঈশ্বরেরই দান আছে।

যাক, ২; ২৬। ম, ৭; ২১—ইব্র, ১২; ১৪—২ পি, ১; ৫-১০। ইফি, ২; ৮।

আমরা তোমার গৃহের উত্তম...দ্রব্যে তৃপ্ত হইব।

সদাপ্রভুর কাছে আমি একটি বর যাচ্ঞা করিয়াছি, তাহারই অনুশীলন করিব; অর্থাৎ যেন যাবজ্জীবন সদাপ্রভুর গৃহে বাস করত সদাপ্রভুর সৌন্দর্য্য দেখিতে ও তাঁহার প্রাসাদে আলোচনা করিতে পারি।

ধার্ম্মিকতার ক্ষুধাতে ও তৃষ্ণাতে আতুর লোকেরা ধন্য, কারণ তাহারা তৃপ্ত হইবে।—তিনি ক্ষুধার্ত্তদিগকে উত্তম উত্তম দ্রব্যেতে পূর্ণ করিলেন, ও ধনবানদিগকে রিক্ত হস্তে বিদায় করিলেন।

যেহেতুক তিনি ক্ষীণ প্রাণিকে আপ্যায়িত, এবং ক্ষুধার্ত্ত প্রাণিকে উত্তম দ্রব্যে তৃপ্ত করিলেন।—আমিই জীবনদায়ক খাদ্য। যে ব্যক্তি আমার কাছে আইসে, সে কোন ক্রমে ক্ষুধার্ত্ত হইবে না; আর যে ব্যক্তি আমাতে বিশ্বাস করে, সে আর কখন তৃষ্ণার্ত্ত হইবে না।

হে ঈশ্বর, তোমার দয়া কেমন বহুমূল্য। তজ্জন্য মনুষ্যসন্তানবর্গ তোমার পক্ষচ্ছায়ার শরণ লয়। তাহারা তোমার গৃহের পুষ্টিকর দ্রব্যে তৃপ্ত হয়, এবং তুমি তাহাদিগকে আপন আনন্দনদীর জল পান করাইয়া থাক। যেহেতুক তোমারই কাছে জীবনের উনুই আছে; তোমারই দীপ্তিতে আমরা দীপ্তি দেখিতে পাই।

গী, ৬৫; ৪। ঐ, ২৭; ৪। ম, ৬; ৭—লূক ১; ৫৩। গী, ১০৭; ৯—যোহ, ৬; ৩৫। গী, ৩৬, ৭-৯।

আর শান্তির প্রভু আপনি সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে তোমাদিগকে শান্তি প্রদান করুন। প্রভু তোমাদের সকলের সঙ্গী হউন।

যিনি বর্ত্তমান ও ভূত ও ভবিষ্যৎ তাঁহা হইতে.........শান্তি তোমাদের প্রতি বর্ত্তুক।—যাবতীয় বুদ্ধি হইতে উৎকৃষ্ট যে ঈশ্বরের শান্তি, তাহা তোমাদের হৃদয় ও মতি খ্রীষ্ট যীশুতে রক্ষা করিবে।

যীশু আপনি তাহাদের মধ্যস্থানে দাঁড়াইয়া কহিলেন, তোমাদের শান্তি হউক।—আমি তোমাদিগকে শান্তি দান করিয়া যাইতেছি, আমারই শান্তি তোমাদিগকে দান করিতেছি; জগৎ যেমন দান করে, আমি তেমনি দান করি না; তোমাদের হৃদয় উদ্বিগ্ন ও ভীরু না হউক।

সেই শান্তিকর্ত্তা...সত্যস্বরূপ আত্মা।—আত্মার ফল প্রেম, আনন্দ, শান্তি।—আর আমরা ঈশ্বরের সন্তান আছি, এ বিষয়ে আত্মা আপনিও আমাদের আত্মার সহিত সাক্ষ্য দিতেছেন।

আমার শ্রীমুখ তোমার সহিত গমন করিবেন, এবং আমি তোমাকে বিশ্রাম দিব। তাহাতে সে তাঁহাকে কহিল, যদিস্যাৎ তোমার শ্রীমুখ আমাদের সহিত গমন না করেন, তবে এখান হইতে আমাদিগকে লইয়া যাইও না। কেননা আমি ও তোমার এই প্রজাগণ যে তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র, ইহা কিসে জানা যায়? কি আমাদের সহিত তোমার গমনদ্বারা নয়।

২থিষ ৩; ১৩। প্রকা, ১; ৪—ফিলি, ৪; ৭। লূক ২৪; ৩৬—যোহ, ১৪; ২৭। ঐ, ১৫; ২৬—গাল, ৫; ২২—রো, ৮; ১৬। যা, ৩৩; ১৪-১৬।

বাত্যাতে আচ্ছাদন ও ধারাসম্পাতে অন্তরাল।

ভাল, সেই সন্তানগণ রক্তমাংসের ভাগী, তজ্জন্য তিনি আপনিও তদ্রূপ তাহার ভাগী হইলেন।—আমার সজাতীয়। আমি এবং পিতা একই।

যে ব্যক্তি সর্ব্বোপরিস্থের অন্তরালে থাকে, সে সর্ব্বশক্তিমানের ছায়াতে বসতি করে।—হাঁ, সকল প্রতাপের উপরে চন্দ্রাতপ থাকিবে; তাহা তাম্বুস্বরূপ হইয়া দিনে গ্রীষ্মনিবারক ছায়া দিবে, এবং ঝড় ও বৃষ্টির সময়ে আশ্রয় ও আচ্ছাদনস্থান হইবে।—সদাপ্রভুই তোমার দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ছায়াস্বরূপ। দিবসে সূর্য্য কিম্বা রাত্রিতে চন্দ্র তোমাকে আঘাত করিবে না।

আমার চিত্তের উদ্বেগে......তোমাকে ডাকিয়া প্রার্থনা করি, আমার দুর্গম্য কোন উচ্চ শৈলে আমাকে লইয়া যাও।—তুমি আমার অন্তরাল, তুমি সঙ্কট হইতে আমাকে উদ্ধার করিবা।—তুমি দরিদ্রের দুর্গ, হাঁ, সঙ্কটাপন্ন দীনহীনের দুর্গ, ছাইটনিবারক আশ্রয়, রৌদ্রনিবারক ছায়া হইয়াছ; নতুবা ভীমবিক্রান্তদের শ্বাসবায়ু ভিত্তিতে ছাইটের ন্যায় লাগিত।

যিশ, ৩২; ২। ইব্র, ২; ১৪—সখ, ১৩; ৭—যোহ, ১০; ৩০।
গী, ৯১; ১—যিশ, ৪; ৬—গী, ১২১; ৫,৬। গী, ৬১; ২—ঐ, ৩২; ৭—যিশ, ২৫; ৪।

সেই পবিত্রতম হইতে তোমরা অভিষেকাম্বু পাইয়াছ,
তাহাতে সকলই জান।

নাসরতীয় যীশু.........ঈশ্বরকর্ত্তৃক পবিত্র আত্মাতে ও প্রভাবে অভিষিক্ত হই· য়াছিলেন।—কারণ [ঈশ্বরের] এই হিতসঙ্কল্প হইল, যেন সমস্ত পূর্ণতা তাঁহাতে বাস করে।—তাঁহার ঐ পূর্ণতাহইতে আমরা সকলে অনুগ্রহের উপরে অনুগ্রহ পাইয়াছি।

তুমি আমার মস্তক তৈলে স্নিগ্ধ করিয়াছ।—তোমরাই তাঁহাহইতে যে অভি- ষেকাম্বু পাইয়াছ, তাহা তোমাদের অন্তরে অবস্থিত, অতএব কেহ যে তোমাদিগকে শিক্ষা দেয়, ইহাতে তোমাদের প্রয়োজন নাই; কিন্তু তাঁহার সেই অভিষেকাম্বু, সর্ব্ব- বিষয়ে তোমাদিগকে শিক্ষা দিতেছে, এবং তাহা সত্য, মিথ্যা নহে; অতএব তাহা তোমাদিগকে যেরূপ শিক্ষা দিয়াছে, তদনুসারে তাঁহাতে থাক।

ঐ শান্তিকর্ত্তা, অর্থাৎ আমার নামে পিতা যে পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ করিবেন, তিনি যাবতীয় বিষয়ে তোমাদিগকে শিক্ষা দিবেন, এবং আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা বলিয়াছি, সে সকল স্মরণ করাইবেন।

আত্মাও আমাদের দুর্ব্বলতার প্রতীকার করেন; ফলতঃ প্রয়োজনমতে কি প্রার্থনা করিতে হয়, তাহা আমরা জানি না, কিন্তু আত্মা আপনি অকথ্য আর্ত্তস্বরদ্বারা আমাদের পক্ষে অনুরোধ করেন।

১ যোহ, ২; ২০। প্রে, ১০; ৩৮—কল, ১; ১৯—১ যোহ, ১; ১৬।
গী, ২৩; ৫—১ যোহ, ২; ২৭। যোহ, ১৪; ২৬। রো, ৮; ২৬।

তুমি পরমেশ্বরের শরণ লও, আপনার নিবেদন
ঈশ্বরকে সমর্পণ কর।

কোন কর্ম্ম কি সদাপ্রভুর অসাধ্য?—তোমার গতির ভার সদাপ্রভুতে অর্পণ কর, ও তাঁহার উপরে নির্ভর কর, তাহাতে তিনিই কর্ত্তব্য সাধন করিবেন।—কোন বিষয়ে ভাবিত হইও না, কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে ধন্যবাদ পূর্ব্বক প্রার্থনা ও বিনতিদ্বারা তোমাদের যাচ্ঞা ঈশ্বরকে জ্ঞাত করা যাউক।—আপনাদের যাবতীয় ভাবনার ভার তাঁহার উপরে ফেল। কেননা তোমাদের জন্যে তিনি চিন্তিত আছেন।

পরে হিষ্কিয় দূতগণের হস্তহইতে পত্রখানি লইয়া পাঠ করিয়া সদাপ্রভুর গৃহে উঠিয়া গেল; তথায় হিষ্কিয় সদাপ্রভুর সম্মুখে তাহা বিস্তার করিল। এবং হিষ্কিয় সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করিল।

তাহাদের আহ্বানের পূর্ব্বে আমি উত্তর দিব, ও কথা সমাপ্ত না হইতে আমি শ্রবণ করিব।—ধার্ম্মিকের তেজস্বী বিনতি মহাশক্তিবিশিষ্ট।

আমি প্রেমপরায়ণ হইয়াছি, কারণ সদাপ্রভু আমার রবে, আমার বিনতিতে অবধান করেন। হাঁ, তিনি আমার প্রতি কর্ণপাত করেন, তজ্জন্য আমি যাবজ্জীবন উচ্চরবে প্রার্থনা করিব।

ইর, ৫; ৮। আদি, ১৮; ১৪—গী, ৩৭, ৫—ফিলি, ৪; ৬—১ পি, ৫; ৭। যিশ, ৩৭: ১৪, ১৫। ঐ, ৬৫; ২৪—যাক ৫, ১৬। গী, ১১৬; ১, ২।

প্রজ্ঞা কোথায় প্রাপ্ত হয়?

যদি তোমাদের কাহারো বিজ্ঞতার অভাব হয়. তবে যিনি অকাতরে ও বিনা তিরস্কারে সকলকে দান করিয়া থাকেন, সেই ঈশ্বরের কাছে সে যাচ্ঞা করুক, তাহাতে তাহাকে দত্ত হইবে।—কিন্তু সে বিশ্বাস পূর্ব্বক নিঃসন্দেহে যাচ্ঞা করুক।—তুমি সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত সদাপ্রভুতে বিশ্বাস কর; তোমার বিবেচনাতে নির্ভর করিও না। তোমার যাবতীয় গতিতে তাঁহাকে মনে কর; তাহাতে তিনি তোমার পথ সরল করিবেন।—[তিনিই] একমাত্র প্রজ্ঞাবান ঈশ্বর।—আপনি আপনাকে জ্ঞানী বলিয়া মানিও না; সদাপ্রভু হইতে ভীত হও, ও যাহা মন্দ তাহা হইতে অপসরণ কর।

হে প্রভো সদাপ্রভো, দেখ, আমি কথা কহিতে জানি না, কেননা আমি বালক। ইহাতে সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, "আমি বালক," এমত কথা বলিও না; কিন্তু আমি তোমাকে যাহাদের কাছে পাঠাইব, সে সকলের কাছে তুমি যাইবা, এবং তোমাকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিব তাহা বলিবা। উহাদের হইতে ভীত হইও না, কেননা সদাপ্রভু কহেন, তোমার উদ্ধারার্থে আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি।

পিতার নিকটে যদি কিছু যাচ্ঞা কর, তবে তিনি আমার নামে তোমাদিগকে তাহা দিবেন। ইহার পূর্ব্বে তোমরা আমার নামে কিছু যাচ্ঞা কর নাই; যাচ্ঞা কর,তাহাতে পাইবা, যেন তোমাদের আনন্দ সম্পূর্ণ হয়।—প্রার্থনা করত বিশ্বাস পূর্ব্বক যে কিছু যাচ্ঞা করিবা, সে সকলই পাইবা।

ইয়, ২৮; ১২। যাক, ১; ৫, ৬—হিতো, ৩; ৫, ৬—১ তীম, ১; ১৭—হিতো, ৩; ৭। যির, ১; ৬-৮। যোহ, ১৬; ২৩, ২৪। ম, ২১; ২২।

আমি যে দুঃখার্ত্ত হইলাম, তাহা আমার মঙ্গল ;
ফলতঃ তাহাতেই আমি তোমার
বিধির শিক্ষা পাইলাম ।

যদ্যপি পুত্র ছিলেন, তথাপি দুঃখভোগদ্বারা আজ্ঞাবহন শিক্ষা করিলেন।— তাঁহার সঙ্গে প্রতাপ ভোগ করিবার নিমিত্তে তাঁহার সঙ্গে দুঃখভোগ করা আমাদের আবশ্যক। বস্তুতঃ আমার বিচার এই, ভাবিকালে যে প্রতাপ আমাদের প্রাপ্য বলিয়া প্রকাশিত হইবে, তাহার কাছে এই বর্ত্তমান কালের দুঃখভোগ সকল তৃণতুল্য।

তিনি আমার আন্তরিক গতি জ্ঞাত আছেন, তিনি আমার পরীক্ষা করিলে আমি সুবর্ণের ন্যায় উত্তীর্ণ হইব। আমি তাঁহার পদচিহ্ন দিয়া পাদবিক্ষেপ করিয়াছি, আমি তাঁহার পথ রক্ষা করিযাছি, বিপথগামী হই নাই।

তোমার পরীক্ষা লইবার নিমিত্তে, অর্থাৎ তুমি তাঁহার আজ্ঞা পালন করিবা কি না, এই বিষয়ে তোমার মনোরথ জানিবার নিমিত্তে তোমাকে নত করিতে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে এই চল্লিশ বৎসর প্রান্তরের মধ্যে যে সমস্ত যাত্রা করাইয়াছেন, তাহা স্মরণ কর। মনুষ্য যেমন আপন পুত্রকে শাসন করে, তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে তদ্রূপ শাসন করেন, ইহা হৃদয়ে জ্ঞাত হও। তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর আজ্ঞা পালন করিয়া তাঁহার পথে গমন কর ও তাঁহাকে ভয় কর।

গী, ১১৯ ; ৭১। ইব্র, ৫ ; ৮—রো, ৮ ; ১৭, ১৮। ইয়, ২৩ ; ১০, ১১।
দ্বি, বি, ৮, ২, ৫, ৬।

ঈশ্বরই…তোমাদের অন্তরে…কার্য্যসাধনকারী।

আমরা কিছু মীমাংসা করিতে যে আপনাবা নিজ গুণে যোগ্য আছি, তাহা নয়; কিন্তু আমাদের যোগ্যতা ঈশ্বরহইতে উৎপন্ন।—স্বর্গ হইতে মনুষ্যকে যাহা দত্ত হয়, তাহা ছাড়া সে আর কিছু গ্রহণ করিতে পারে না।—আমার প্রেরণকর্ত্তা পিতাকর্ত্তৃক আকর্ষিত না হইলে কেহ আমার কাছে আসিতে পারে না; আর [যে আসিবে,] তাহাকে আমি অন্তিম দিনে উঠাইব।—আমি তাহাদিগকে নিরন্তর আমাকে ভয় করণার্থে একচিত্ত ও একমার্গগামী করিব।

হে আমার প্রিয় ভ্রাতৃগণ, ভ্রান্ত হইও না। যাবতীয় উত্তম দান এবং যাবতীয় সিদ্ধ বর উর্দ্ধহইতে নামিয়া আইসে, অর্থাৎ অবস্থান্তর কিম্বা পরিবর্ত্তনজনিত ছায়া যাঁহাতে সম্ভবে না, জ্যোতির্গণেব সেই পিতাহইতে তাহা আইসে। তিনি নিজ মানসক্রমেই সত্যস্বরূপ বাক্যদ্বারা আমাদিগকে জন্ম দিয়াছেন; আমরা তাঁহার সৃষ্ট বস্তু সকলের অগ্রিমাংশস্বরূপ হই; [এই তাঁহার অভিপ্রায়]।

কারণ আমরা তাঁহারই রচনা, সৎক্রিয়ার নিমিত্তে খ্রীষ্ট যীশুতে তাঁহার সৃষ্ট বস্তু, কেননা ঈশ্বর তাহা আমাদের গন্তব্য পথ করিয়া পূর্ব্বে প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

হে সদাপ্রভো, তুমি আমাদের নিমিত্তে শান্তিজনক নিষ্পত্তি করিবা, কেননা আমাদের নিমিত্তে তুমি আমাদের যাবতীয় কার্য্যই সাধন করিয়া আসিতেছ।

ফিলি, ২; ১৩। ২ক, ৩; ৫—যোহ, ৩; ২৭—যোহ, ৬; ৪৪—যির, ৩২; ৩৯। যাক, ১; ১৬-১৮। ইফি, ২; ১০। যিশ, ২৬; ১২।

যিনি পাপ জানেন নাই, তাঁহাকে তিনি আমাদের নিমিত্তে পাপস্বরূপ করিলেন, যেন আমরা তাঁহাতে ঈশ্বরীয় ধার্ম্মিকতাস্বরূপ হই।

সদাপ্রভু আমাদের সকলকার অপরাধ তাঁহার উপরে বর্ত্তাইলেন।—আমরা যেন পাপের পক্ষে মরিয়া ধার্ম্মিকতার পক্ষে জীবিত হই, তজ্জন্য তিনি নিজ দেহে আমাদের পাপ সকল বহন করত আপনি দণ্ডকাষ্ঠে উঠিলেন; তাঁহারই ক্ষতদ্বারা তোমাদের আরোগ্য হইয়াছে।—কারণ যেমন ঐ এক মনুষ্যের অনাজ্ঞাবহতাদ্বারা ঐ অনেকে পাপী বলিযা প্রতিপন্ন হইল, তেমনি আর এক ব্যক্তির আজ্ঞাবহতাদ্বারা সেই অনেকে ধার্ম্মিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।

যখন আমাদের ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বরের মধুর স্বভাব এবং মানবজাতির প্রতি প্রেম আবির্ভূত হইল, তখন তিনি আমাদের কৃত ধর্ম্মকর্ম্মহেতু নয়, কিন্তু আপনার দয়ানুসারে, পুনর্জন্মের স্নান ও পবিত্র আত্মার নূতনীকরণদ্বারা আমাদিগকে পরিত্রাণ করিলেন, বস্তুতঃ আমাদের ত্রাণকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্টদ্বারা আমাদের উপরে বাহুল্যরূপে সেই আত্মাকে ঢালিয়া দিলেন। [ইহার অভিপ্রায় এই,] যেন তাঁহারই অনুগ্রহে আমরা ধার্ম্মিকীকৃত হইয়া প্রত্যাশানুসারে অনন্ত জীবনরূপ দায়াংশের অধিকারী হই।—অতএব যাহারা খ্রীষ্ট যীশুতে আছে, অথচ শরীরের বশে না চলিয়া আত্মার বশে চলে, এখন তাহাদের জন্যে কোনই দণ্ডাজ্ঞা নাই।

"সদাপ্রভু আমাদের ধর্ম্ম"।

২ক, ৫; ২১। যিশ, ৫৩; ৬—১পি, ২; ২৪—রো, ৫; ১৯।
তী, ৩; ৪-৭—রো, ৮; ১। যির, ২৩, ৬।

প্রেমদ্বারা এক জন অন্যের দাস হও।

হে ভ্রাতৃগণ, যদি কেহ কোন অপরাধ করিতে ধরা পড়ে, তবে আত্মাবিশিষ্ট যে তোমরা, তোমরা মৃদুশীল আত্মাতে সেই তথাবিধ মনুষ্যকে স্বস্থ কর; এবং তুমিও পাছে পরীক্ষাতে পড়, তজ্জন্য আপনাকে দেখ। তোমরা পরস্পর এক জন অন্যের ভার বহন কর; এই মতে খ্রীষ্টের ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে পালন কর।

হে আমার ভ্রাতৃগণ, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি সত্য হইতে ভ্রান্ত হইলে যদি কেহ তাহাকে ফিরাইয়া আনে, তবে সে ইহা জ্ঞাত হউক, যে ব্যক্তি কোন পাপিকে তাহার পথভ্রান্তি হইতে ফিরাইয়া আনে, সে এক জীবাত্মাকে মৃত্যু হইতে নিস্তার করিবে, এবং পাপরাশি আচ্ছাদন করিবে।—তোমরা সত্যের আজ্ঞাগ্রহণে অকল্পিত ভ্রাতৃপ্রেমের নিমিত্তে আপন আপন মনকে আত্মাদ্বারা বিশুদ্ধ করিয়াছ বলিয়া শুচি অন্তঃকরণে পরস্পর একাগ্রভাবে প্রেম কর।—তোমরা কাহারও কিছুই ধারিও না; কেবল পরস্পর প্রেম ধারিও; কেননা পরকে যে প্রেম করে, সে ব্যবস্থাকে সিদ্ধরূপে পালন করিয়াছে।—ভ্রাতৃপ্রেমের পরস্পর স্নেহশীল হও; সমাদর করণে এক জন অন্য জনের অগ্রগামী হও।—সকলে পরস্পর বশীভূত হইয়া নম্রতারূপ বস্ত্র দৃঢ় করিয়া বাঁধ, কেননা "ঈশ্বর অভিমানিদের বিপক্ষ, কিন্তু নতদিগকে "বর প্রদান করেন।"

পরন্তু বলবান যে আমরা, আমাদের উচিত যে আপনাদের প্রীতিকর না হইয়া দুর্ব্বলদিগের দুর্ব্বলতারূপ বোঝা বহন করি।

গাল, ৫; ১৩। ঐ, ৬; ১, ২। যাক, ৫; ১৯, ২০—১পি, ১, ২২—
রো, ১৩; ৮—ঐ, ১২; ১০—১ পি, ৫; ৫। রো, ১৫; ১।

বলিদান অপেক্ষা ধার্ম্মিকতার ও ন্যায়ের অনুষ্ঠান সদাপ্রভুর গ্রাহ্য হয়।

হে মনুষ্য, যাহা ভাল, তাহা তিনি তোমাকে জানাইয়াছেন; ফলতঃ ন্যায্য আচরণ ও দয়াতে অনুরাগ ও নম্রভাবে আপন ঈশ্বরের সহিত গমনাগমন, ইহা ব্যতিরেকে সদাপ্রভু তোমার কাছে আর কিসের অনুসন্ধান করেন?—যেমন সদাপ্রভুর বাক্যে অবধান করণে, তেমন কি হোমে ও বলিদানে সদাপ্রভুর প্রীতি জন্মে? দেখ, বলিদান অপেক্ষা আজ্ঞাপালন উত্তম, এবং মেষের মেদ অপেক্ষা বাক্যে মনোযোগ করণ উত্তম।—আর সমস্ত হৃদয় ও সমস্ত বুদ্ধি ও সমস্ত প্রাণ ও সমস্ত শক্তি দিয়া তাঁহাকে প্রেম করা, ইহা যাবতীয় হোম ও বলিদানাদি-হইতে শ্রেষ্ঠ।

অতএব তুমি আপন ঈশ্বরের কাছে ফিরিয়া আইস; দয়া ও ন্যায়বিচার রক্ষা কর; ও নিত্য আপন ঈশ্বরের অপেক্ষাতে থাক।—মরিয়ম......যীশুর চরণসমীপে বসিয়া তাঁহার বাক্য শুনিতে লাগিল। এক বিষয় আবশ্যক; আর মরিয়ম সেই উত্তম অংশ মনোনীত করিয়াছে, যাহা তাহা হইতে অপহৃত হইবে না।

কারণ ঈশ্বরই আপন হিতসঙ্কল্পের নিমিত্তে তোমাদের অন্তরে বাঞ্ছা করণ ও কার্য্যসাধন উভয়ের সাধনকারী।

হিতো, ২১; ৩। মী, ৬; ৮—১ শমু, ১৫; ২২—মা, ১২; ৩৩।
হো, ১২; ৬—লূ, ১০; ৩৯, ৪২। ফিলি, ২; ১৩।

কেহ আমার পিতার হস্ত হইতে তাহাদিগকে কাড়িয়া লইতে পারে না।

কেননা কাঁহাকে বিশ্বাস করিয়াছি, তাহা জানি, এবং আমার যাহা গচ্ছিত আছে, তিনি সেই দিনের জন্যে তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ, ইহা দৃঢ়রূপে প্রত্যয় করিতেছি।—এবং প্রভু আমাকে যাবতীয় অপকার হইতে উদ্ধার করিয়া আপনার স্বর্গীয় রাজ্যে উত্তীর্ণ করিবেন।—যিনি আমাদিগকে প্রেম করিয়াছেন, তাঁহারই দ্বারা আমরা এই সকলেতে নিতান্ত বিজয়ী হই। কেননা আমি নিশ্চয় জানি, মৃত্যু কি জীবন, কি স্বর্গদূতগণ, কি আধিপত্য, কি উপস্থিত বিষয়, কি ভাবি বিষয়, কি বাহিনীগণ, কি ঊর্দ্ধ স্থান, কি গভীর স্থান, কি অন্য কোন সৃষ্ট বস্তু, কিছুই আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টে [নিহিত] ঈশ্বরের প্রেম হইতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না।—তোমাদের জীবন খ্রীষ্টের সহিত ঈশ্বরেতে গুপ্ত রহিয়াছে।

সংসারে যাহারা দরিদ্র, ঈশ্বর তাহাদিগকে বিশ্বাসে ধনবান্ এবং আপন প্রেমকারিদের কাছে অঙ্গীকৃত রাজ্যের অধিকারী [করিতে] কি মনোনীত করেন নাই?

আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট এবং আমাদের পিতা ঈশ্বর, যিনি আমাদিগকে প্রেম করিয়া অনন্তকালস্থায়ি সান্ত্বনা এবং অনুগ্রহ মূলক উত্তম প্রত্যাশা দিয়াছেন, তিনি আপনি তোমাদের হৃদয়কে প্রবোধ দিউন, এবং যাবতীয় সদ্বাক্যে ও সৎকর্ম্মে সুস্থির করুন।

যোহ, ১০; ২৯। ২ তীম, ১; ১২—ঐ, ৪; ১৮—রো, ৮; ৩৭-৩৯—কল, ৩, ৩। যাক, ২; ৫। ২ থি, ২; ১৬, ১৭।

অতএব তোমাদের উৎকৃষ্টতা নিন্দার বিষয় না হউক।

সর্ব্বপ্রকার মন্দ বিষয় হইতে দূরে থাক।—কারণ কেবল প্রভুর সমক্ষে নয়, মনুষ্যদের সমক্ষেও সদাচারী হওয়া আমাদের চিন্তা।—এইরূপে তোমরা যেন সদাচরণ করিতে করিতে নির্ব্বোধ মনুষ্যদের অজ্ঞানতারূপ মুখে জাল্‌তি বাঁধ, ঈশ্বরের ইহা ইচ্ছা।

শুন, তোমাদের মধ্যে কেহ যেন নরঘাতক কি চোর কি দুষ্কর্ম্মকারী কি পরাধিকারচর্চ্চক বলিয়া দুঃখভোগের পাত্র না হয়। কিন্তু যদি কেহ খ্রীষ্টীয়ান বলিয়া [দুঃখভোগের পাত্র হয়], তবে সে এই নামে লজ্জিত না হইয়া ঈশ্বরের প্রশংসা করুক।

হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা স্বাধীনতার আশয়ে আহূত হইয়াছ, কিন্তু সাবধান, সেই স্বাধীনতাকে শরীরায়ত্ত ভাবের দ্বার করিও না, বরং প্রেমদ্বারা এক জন অন্যের দাস হও।—সাবধান থাক; তোমাদের এই ক্ষমতা যেন দুর্ব্বলদিগের ব্যাঘাতজনক না হয়।—কেহ যদি আমাতে বিশ্বাসকারি এই ক্ষুদ্রগণের মধ্যে এক জনেরও বিঘ্ন জন্মায়, তবে বরঞ্চ তাহার গলদেশে বৃহৎ যাঁতা বদ্ধ হওয়া এবং সমুদ্রের অগাধ জলে মগ্ন হওয়া তাহার ভাল।—আমার এই ক্ষুদ্রতম ভ্রাতৃগণের মধ্যে এক জনের প্রতি যাহা করিয়াছ, তাহা আমারই প্রতি করিয়াছ।

রো, ১৪, ১৬ ১ থি, ৫, ২২—২ক, ৮, ২১—১ পি, ২; ১৫।
ঐ, ৪, ১৫, ১৬। গাল, ৫; ১৩—১ক, ৮, ৯—ম, ১৮; ৬—ঐ, ২৫; ৪০

সদাপ্রভু তোমার মধ্যবর্ত্তী।

ভয় করিও না, কারণ আমি তোমার সঙ্গে২ আছি, সন্দিহান হইও না, কারণ আমি তোমার ঈশ্বর, আমি তোমাকে পরাক্রম দিলাম, হাঁ, তোমার সাহায্য করিলাম, হাঁ, আপন ধর্ম্মস্বরূপ দক্ষিণ হস্তদ্বারা তোমাকে ধরিয়া রাখিব।—তোমরা দুর্ব্বল হস্ত সবল কর, কম্পিত জানু সুস্থির কর। চপলান্তঃকরণ লোকদিগকে বল, সাহস কর, ভয় করিও না, ঐ দেখ, তোমাদের ঈশ্বর, দেখ, বৈরনির্য্যাতন, হাঁ, ঈশ্বরহইতে প্রতীকার আসিতেছে, তিনিই আসিয়া তোমাদিগের পরিত্রাণ করিবেন।—তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার মধ্যে আছেন, সেই বীর পরিত্রাণ করিবেন, তিনি তোমার বিষয়ে পরম আমোদ করিবেন, তিনি আপন স্নেহে মৌনাবলম্বী, কিন্তু আনন্দগানদ্বারা তোমার বিষয়ে উল্লাস করিবেন।—সদাপ্রভুর অপেক্ষাতে থাক, সাহস কর, এবং তোমার অন্তঃকরণ সবল হউক।

আমি সিংহাসন হইতে এই গভীর বাণী শুনিলাম, ঐ দেখ, মনুষ্যদের সহিত ঈশ্বরের আবাস, তিনি তাহাদের সহিত বাস করিবেন, এবং তাহারা তাঁহার প্রজা হইবে, এবং তাহাদের সঙ্গি ঈশ্বর আপনি তাহাদের ঈশ্বর হইবেন। এবং তাহাদের সমস্ত নেত্রজল মুছাইয়া দিবেন, এবং মৃত্যু আর হইবে না, এবং শোক ও আর্ত্তনাদ ও ব্যথা আর হইবে না।

সফ, ৩, ১৫। যিশ, ৪১, ১০—ঐ, ৩৫, ৩, ৪—সফ ৩; ১৭—গী, ২৭; ১৪। প্র, ২১; ৩, ৪।

তুমি খ্রীষ্ট যীশুতে অবস্থিত অনুগ্রহে বলবান হও।

তাঁহার প্রতাপের পরাক্রমানুসারে যাবতীয় শক্তিতে শক্তিমান্ হও।—অতএব খ্রীষ্টকে অর্থাৎ প্রভু যীশুকে যেমন গ্রহণ করিয়াছ, তেমনি তাঁহাতেই [থাকিয়া] আচরণ কর, আর তাঁহাতেই বদ্ধমূল ও প্রতিষ্ঠিত হইয়া লব্ধ শিক্ষানুযায়ি বিশ্বাসে দৃঢ়ীভূত হও, এবং ধ ন্যবাদ সহকারে তাহাতে উপচিয়া পড়।—ধর্ম্মবৃক্ষ ও সদাপ্রভুর রোপিত ভূষণার্থক উদ্যান বলিয়া তাহাদের নাম রাখিতে [আজ্ঞা করিয়াছেন]।—আর প্রেরিত ও ভাববাদিগণ যে ভিত্তিমূলস্বরূপ, তাহার উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ। আর তাহার প্রধান কোণস্থ প্রস্তর যীশু খ্রীষ্ট। তাঁহাতেই গাঁথনির সাকল্য সুসংলগ্ন হওত প্রভুতে পবিত্র প্রাসাদ হইবার জন্যে বৃদ্ধি পাইতেছে; তাঁহাতেই তোমরাও একসঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হওত আত্মাতে ঈশ্বরের আবাস হইতেছ।

ঈশ্বরের নিকটে ও তাঁহার অনুগ্রহের বাক্যের নিকটে তোমাদিগকে সমর্পণ করিলাম, কেননা তোমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিতে ও পবিত্রীকৃত সকলের মধ্যে দায়াংশের অধিকার দিতে তাঁহার শক্তি আছে।—যীশু খ্রীষ্টদ্বারা প্রাপ্য ধর্ম্মফলে যেন পূর্ণ হও, [এই রূপে] ঈশ্বরের মহিমা ও স্তুতি যেন হয়।

বিশ্বাসরূপ উত্তম যুদ্ধে প্রাণপণ কর।—কোন বিষয়ে বিপক্ষগণ কর্ত্তৃক ত্রাসিত হইতে অস্বীকার করিতেছ।

২তীম, ২; ১। কল, ১; ১১ — ঐ, ২; ৬, ৭ — যিশ, ৬১; ৩ — ইফি, ২; ২০-২২। প্রে, ২০; ৩২ — ফিলি, ১; ১১। ১তীম, ৬; ১২ — ফিলি, ১; ২৮।

তাঁহার প্রশংসার মহিমা প্রকাশ কর।

সেই যে প্রজাবৃন্দকে আমি আপনার নিমিত্তে সৃষ্টি করিয়াছি, তাহারা আমার প্রশংসার বর্ণনা করিবে।—তাহারা যে সকল অপরাধদ্বারা আমার বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছে, তাহাহইতে আমি তাহাদিগকে শুচি করিব ; ও তাহারা যে সকল অপরাধদ্বারা আমার বিরুদ্ধে পাপ ও অধর্ম্মাচরণ করিয়াছে, সে সকল আমি ক্ষমা করিব। তাহা শ্রবণকারী পৃথিবীস্থ যাবতীয় জাতির মধ্যে.........আমার পক্ষে আমোদজনক কীর্ত্তি ও প্রশংসা ও ভূষাস্বরূপ হইবে।—অতএব আইস আমরা তাঁহারই দ্বারা ঈশ্বরের উদ্দেশে নিত্য নিত্য স্তবরূপ যজ্ঞ, অর্থাৎ তাঁহার নামের মাহাত্ম্য-স্বীকারকারি ওষ্ঠাধরের ফল উৎসর্গ করি।

হে প্রভো, হে আমার ঈশ্বর, আমি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তোমার স্তবগান করিব, এবং অনন্তকাল তোমার নামের গৌরব করিব। কেননা আমার পক্ষে তোমার দয়া মহৎ, এবং তুমি নীচতম পাতালহইতে আমার জীবাত্মাকে উদ্ধার করিয়াছ।—হে সদাপ্রভো,......কে তোমার তুল্য এবং কে বা তোমার ন্যায় পবিত্রতাতে আদরণীয়, প্রশংসাতে ভয়ার্হ, ও আশ্চর্য্য ক্রিয়াকারী?—আমি গীতদ্বারা ঈশ্বরের নামের প্রশংসা করিব, ও স্তবগানদ্বারা তাঁহার মহিমা স্বীকার করিব।—ঈশ্বরের দাস মোশির গীত ও মেষশাবকের গীত গাইয়া কহে, হে সর্ব্বশক্তিমন্ ঈশ্বর প্রভো, তোমার ক্রিয়া সকল মহৎ ও আশ্চর্য্য।

গী, ৬৬ ; ২। যিশ, ৪৩ ; ২১ — যির, ৩৩ ; ৮, ৯ — ইব্র, ১৩ ; ১৫।
গী, ৮৬ ; ১২, ১৩ — যা, ১৫ ; ১১ — গী, ৬৯ ; ৩০ — প্র, ১৫ ; ৩।

তোমরা পরস্পর এক জন অন্যের ভার বহন কর; এই মতে খ্রীষ্টের ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে পালন কর।

এবং প্রত্যেকে আপনার মঙ্গল নয়, কিন্তু পরের মঙ্গলও লক্ষ্য কর। খ্রীষ্ট যীশুতে যে ভাব [দেখ], তাহা তোমাদের মধ্যেও দেখাও। [তিনি] দাসের রূপ ধারণ করিলেন।—কেননা মনুষ্যপুত্রও পরিচর্য্যা পাইতে নয়, কিন্তু পরিচর্য্যা করিতে, এবং অনেকের পরিবর্ত্তে আপন প্রাণ মুক্তির মূল্যরূপে দিতে আসিয়াছেন।—আর তিনি সকলের নিমিত্তে মরিলেন [কেন]? যাহারা জীবিত আছে, তাহারা যেন আর আপনাদের উদ্দেশে নয়, কিন্তু তাহাদের নিমিত্তে যিনি মরিলেন ও উত্থাপিত হইলেন, তাঁহারই উদ্দেশে জীবন ধারণ করে।

যীশু যখন তাহাকে এবং তাহার সঙ্গে আগত যিহুদিদিগকে রোদন করিতে দেখিলেন, তখন আত্মাতে অধৈর্য্য ও উদ্বিগ্ন হইলেন। যীশু অশ্রুপাত করিলেন।—যাহারা আনন্দ করে, তাহাদের সহিত আনন্দ কর; যাহারা রোদন করে, তাহাদের সহিত রোদন কর।

অবশেষে বলি, তোমরা সকলে একমনা, পরদুঃখে দুঃখিত, ভ্রাতৃপ্রেমকারী, স্নেহবান ও নম্রমনা হও। অপকারের পরিবর্ত্তে অপকার, কিম্বা কটুবাক্যের পরিবর্ত্তে কটুবাক্য ব্যবহার করিও না; বরঞ্চ আশীর্ব্বাদ কর, কেননা আশীর্ব্বাদের অধিকারী হইবার নিমিত্তই তোমরা আহূত হইয়াছ, ইহা জান।

গাল, ৬; ২। ফিল, ২; ৪, ৫, ৭ — মা, ১০, ৪৫ — ২ক, ৫, ১৫।
যোহ, ১১; ৩৩, ৩৫ — রো, ১২; ১৫। ১পি, ৩; ৮, ৯।

[যীশু] জগতে অবস্থিত আপনার নিজস্ব যে লোকদিগকে প্রেম করিতেন, তাহাদিগকে শেষ পর্য্যন্ত প্রেম করিলেন।

তাহাদেরই নিমিত্তে বিনতি করিতেছি, আমি জগতের নিমিত্তে বিনতি করিতেছি তাহা নয়, কিন্তু যে সকল আমাকে দান করিয়াছ, তাহাদের নিমিত্তে, কেননা তাহারা তোমার। আর যাহা যাহা আমার তাহা সকলই তোমার, এবং যাহা যাহা তোমার তাহা আমার ; এবং আমি তাহাদিগেতে মহিমান্বিত হইয়াছি।

তুমি তাহাদিগকে জগৎহইতে স্থানান্তর কর, এমত বিনতি করি না, কিন্তু পাপাত্মাহইতে রক্ষা কর, এই বিনতি করি। আমি যেমন জগৎসম্বন্ধীয় নহি, তদ্রূপ তাহারাও জগৎসম্বন্ধীয় নহে।

পিতা যেমন আমাকে প্রেম করিয়া আসিতেছেন, আমিও তেমনি তোমাদিগকে প্রেম করিয়া আসিতেছি, তোমরা আমার প্রেমে স্থির থাক।—বন্ধুদের নিমিত্তে আপনার প্রাণত্যাগ করণ অপেক্ষা আর বড প্রেম কাহারো নাই।

আমি তোমাদিগকে যে যে আজ্ঞা দিতেছি, তাহা যদি পালন কর, তবে তোমরা আমার বন্ধু।—আমি এক নূতন আজ্ঞা তোমাদিগকে দিতেছি, তোমরা যেন পরস্পর প্রেম কর ; যেমন [ইহার নিমিত্তে] তোমাদিগকে প্রেম করিয়াছি, যেন তোমরাও পরস্পর প্রেম কর।

তোমাদের অন্তরে যিনি উত্তম কর্ম্মের আরম্ভ করিয়াছেন, তিনি খ্রীষ্ট যীশুর দিন পর্য্যন্ত তাহা সিদ্ধ করিবেন।—খ্রীষ্টও মণ্ডলীকে প্রেম করিয়া তাহার নিমিত্তে আপনাকে প্রদান করিলেন।

[কি জন্যে ?] তিনি যেন সবাক্য জলস্নানদ্বারা তাহাকে শুচি করিয়া পবিত্র করেন।

যোহ, ১৩ ; ১। ঐ, ১৭, ৯, ১০, ১৫, ১৬। ঐ, ১৫, ৯ — ঐ, ১৫ ; ১৩, ১৪— ঐ, ১৩ ; ৩৪। ফিলি, ১ ; ৬ — ইফি, ৫, ২৫, ২৬।

তুমি আমাদিগকে সঞ্জীবিত করিয়াছ [বলিয়া] আমরা তোমার নাম ডাকিয়া প্রার্থনা করিব।

আত্মাই জীবনদায়ক।—ফলতঃ প্রয়োজনমতে কি প্রার্থনা করিতে হয় তাহা আমরা জানি না, কিন্তু আত্মা আপনি অকথ্য আর্ত্তস্বরদ্বারা আমাদের পক্ষে অনুরোধ করেন। আর যিনি হৃদয় সকলের অনুসন্ধান করেন, তিনি জানেন, আত্মার ভাব কি, ফলতঃ পবিত্রগণের পক্ষে তিনি যে ঈশ্বরের অভিমত অনুরোধ করেন।—যাবতীয় প্রার্থনা ও বিনতি সহকারে ...সর্ব্বসময়ে আত্মার অধীনে প্রার্থনা কর, এবং ইহারই নিমিত্তে জাগ্রৎ থাকিয়া সম্পূর্ণ অধ্যবসায়ে ও বিনতিতে প্রবৃত্ত থাক।

আমি তোমার নিদেশ অনন্তকালেও বিস্মৃত হইব না, কেননা তাহারই দ্বারা তুমি আমাকে সঞ্জীবিত করিয়াছ।—আমি তোমাদিগকে যেং কথা কহিয়াছি তাহা আত্মাস্বরূপ ও জীবনস্বরূপ—আমরা তো অক্ষরের [পরিচারক] নহি, কিন্তু আত্মার [পরিচারক]; যেহেতুক অক্ষর বধ করে, কিন্তু আত্মা জীবন দেন।—তোমরা যদি আমাতে থাক, এবং আমার কথা যদি তোমাদিগেতে থাকে, তবে যাহা বাঞ্ছা করিবা তাহা যাচ্ঞা করিও, তাহাতে তাহা প্রাপ্ত হইবা।—তাঁহার উদ্দেশে আমাদের এই সাহসলাভ হইয়াছে যে, যদি তাঁহার ইচ্ছানুসারে কোন বর যাচ্ঞা করি, তবে তিনি আমাদের যাচ্ঞা শুনেন।

পবিত্র আত্মার আদেশ ব্যতিরেকে কেহ যীশুকে প্রভু বলিতে পারে না।

গী, ৮০ ; ১৮। যোহ, ৬ ; ৬৩—রো, ৮ ; ২৬,২৭—ইফি, ৬ ; ১৮।

গী, ১১৯ ; ৯৩—যোহ ৬ ; ৬৩—২ক, ৩ ; ৬—যোহ ১৫ ; ৭—১যোহ, ৫ ; ১৪। ১ক, ১২ ; ৩।

অতএব আইস, আমরা সাহসপূর্ব্বক অনুগ্রহ সিংহাসনের সন্নিধানে উপস্থিত হই, তাহাতে আমাদের দয়ালাভ হইবে ও সময়োপযুক্ত উপকারার্থে অনুগ্রহ মিলিবে।

কোন বিষয়ে ভাবিত হইও না, কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে ধন্যবাদ পূর্ব্বক প্রার্থনা ও বিনতিদ্বারা তোমাদের যাচ্ঞা ঈশ্বরকে জ্ঞাত করা যাউক। তাহাতে যাবতীয় বুদ্ধি-হইতে উৎকৃষ্ট যে ঈশ্বরের শান্তি, তাহা তোমাদের হৃদয় ও মতি খ্রীষ্ট যীশুতে রক্ষা করিবে।—বস্তুতঃ তোমরা পুনরায় ভয় করণার্থে দাসত্বের আত্মাকে পাইয়াছ, তাহা নয়; কিন্তু যে আত্মার আবেশে আমরা আব্বা, পিতঃ, বলিয়া ডাকি, সেই দত্তক-পুত্রতার আত্মাকে পাইয়াছ।

"তোমরা বৃথা আমার অন্বেষণ কর," এই বাক্য আমি যাকোবের বংশকে কহি নাই।—যীশু আমাদের জন্যে স্বশরীররূপ তিরস্করিণী দিয়া জীবনময় নূতন এক পথ সংস্কার করিয়াছেন; আমরা সেই পথে যীশুর রক্তের গুণে পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিতে সাহসবিশিষ্ট হইয়াছি; এবং ঈশ্বরের গৃহের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত মহান্ এক যাজকও আমাদের আছেন; [ইহা জানিয়া] আইস, আমরা সত্যময় হৃদয় সহকারে বিশ্বাসের কৃতনিশ্চয়তাতে [ঈশ্বর সমীপে] উপস্থিত হই; আমরা তো অশুভ সংবেদাপহারক প্রোক্ষণে প্রোক্ষিত হৃদয় পাইয়াছি।—আমরা সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি, "প্রভু আমার স্বপক্ষ, আমি ভয় করিব না; মনুষ্য আমার কি করিবে?"

ইব্র, ৪; ১৬। ফিলি, ৪; ৬, ৭—রো, ৮, ১৫। যিশা, ৪৫; ১৯—ইব্র, ১০, ১৯-২২—ঐ, ১৩; ৬।

সরল লোকের জন্যে অন্ধকারে জ্যোতিঃ উদিত হয়।

তোমাদের মধ্যে সদাপ্রভুর ভয়কারী ও তাঁহার দাসের বাক্যে অবধানকারী কোন্ ব্যক্তি অন্ধকারে চলে ও দীপ্তিবিহীন আছে? সে সদাপ্রভুর নামে বিশ্বাস করুক, এবং আপন ঈশ্বরেতে নির্ভর দিউক।—সে যদ্যপি পতিত হয়, তথাপি ভূমিশায়ী হইবে না; কেননা সদাপ্রভু তাঁহার হস্ত ধরিয়া রাখেন।—কেননা আজ্ঞা প্রদীপস্বরূপ ও ব্যবস্থা আলোকস্বরূপ।

হে আমার বৈরিণি, আমার প্রতিকূলে আনন্দ করিও না; কেননা পতিতা হই-লেও আমি উঠিয়া থাকি, ও অন্ধকারে বসিলেও সদাপ্রভু আমার আলোকস্বরূপ থাকেন। আমি সদাপ্রভুর ক্রোধরূপ ভার বহন করিব, কারণ আমি তাঁহার বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি; অবশেষে তিনি আমার বিবাদে পক্ষবাদী হইয়া আমার বিচার নিষ্পত্তি করিবেন, এবং আমাকে মুক্ত করিয়া আলোতে আনিবেন; আমি তাঁহার ধার্ম্মিকতা সন্দর্শন করিব।

চক্ষু শরীরের প্রদীপ; অতএব তোমার চক্ষু যদি সরল হয়, তবে তোমার সমুদয় শরীর দীপ্তিময় হইবে। কিন্তু তোমার চক্ষু যদি মন্দ হয়, তবে তোমার সমস্ত শরীর অন্ধকারময় হইবে। অতএব তোমার আন্তরিক জ্যোতিঃ যদি অন্ধকার হয়, তবে সেই অন্ধকার কত বড়!

গী, ১১২; ৪। যিশ, ৫০; ১০ — গী, ৩৭; ২৪ — হিতো, ৬; ২৩। মী, ৭; ৮, ৯। ম, ৬; ২২, ২৩।

তিনি জগৎপত্তনের পূর্ব্বে খ্রীষ্টে আমাদিগকে মনোনীত করিয়াছেন।

আমরা যেন তাঁহার সাক্ষাতে প্রেমে পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক হই।

ঈশ্বর আদিহইতে তোমাদিগকে আত্মার পবিত্রতাপ্রদানে ও সত্যের বিশ্বাসে পরিত্রাণের জন্যে মনোনীত করিয়াছেন, এবং......আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রতাপলাভার্থে.........তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন।—তিনি যাহাদিগকে পূর্ব্বাবধি জ্ঞাত ছিলেন, তাহাদিগকে আপন পুত্রের প্রতিমূর্ত্তির অনুরূপ হওনার্থে পূর্ব্বাবধি নিরূপণও করিয়াছেন ; [কি জন্যে ?] অনেক ভ্রাতার মধ্যে তিনি যেন প্রথমজাত হন। এবং যাহাদিগকে পূর্ব্বাবধি নিরূপণ করিয়াছেন, তাহাদিগকে আহ্বানও করিলেন ; আর যাহাদিগকে আহ্বান করিলেন, তাহাদিগকে ধার্ম্মিকও করিলেন। অধিকন্তু যাহাদিগকে ধার্ম্মিক করিলেন, তাহাদিগকে প্রতাপান্বিতও করিলেন।—পিতা ঈশ্বরের পূর্ব্বজ্ঞানানুসারে আত্মার পবিত্রতাপ্রদানে আজ্ঞাগ্রহণার্থে ও যীশু খ্রীষ্টের রক্ত প্রোক্ষণার্থে মনোনীত।

তোমাদিগকে নূতন হৃদয় দিব, ও তোমাদের অন্তরে নূতন আত্মা স্থাপন করিব ; ও তোমাদের শরীরহইতে প্রস্তরময় হৃদয় দূর করিব, ও তোমাদিগকে মাংসময় হৃদয় দিব।—ঈশ্বর আমাদিগকে তো অশুচিতার আশয়ে আহ্বান করেন নাই, কিন্তু পবিত্রতাবর্দ্ধনের অধীনে।

ইফি, ১ ; ৪। ঐ, ১ ; ৪। ২থিষ, ২ ; ১৩, ১৪ — রো, ৮ ; ২৯, ৩০ — ১পি, ১ ; ২। যিহি, ৩৬ ; ২৬ — ১থিষ, ৪ , ৭।

তোমার শোকের দিন সমাপ্ত হইবে।

এখন পর্য্যন্ত সমস্ত সৃষ্টি [প্রসবকারিণীর ন্যায়] ব্যথিতা হইয়া একসঙ্গে আর্ত্তস্বর করিতেছে। কেবল তাহা নয়, কিন্তু আত্মারূপ অগ্রিমাংশ পাইয়াছি যে আমরা, আমরা আপনারাও অন্তরে আর্ত্তস্বর করত দত্তকপুত্রতা, অর্থাৎ আপন আপন দেহের মুক্তি, অপেক্ষা করিতেছি।—আর বাস্তবিক এই তাম্বুতে থাকিয়া আমরা ভারাক্রান্ত হওয়াতে আর্ত্তস্বর করিতেছি; কেননা এই আচ্ছাদন ফেলিতে বাঞ্ছা করি না, কিন্তু যাহা মর্ত্ত্য তাহা যেন জীবনদ্বারা কবলিত হয়, তজ্জন্য আর এক আচ্ছাদনেও আচ্ছাদিত হইতে বাঞ্ছা করিতেছি।

ইহারা সেই মহাক্লেশ হইতে আগমনকারি লোক, এবং মেষশাবকের রক্তে আপন আপন পরিচ্ছদ ধৌত করিয়া শুক্লবর্ণ করিয়াছে। এই জন্যে ঈশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে থাকিয়া দিবারাত্রি তাঁহার প্রাসাদে তাঁহার আরাধনা করে, এবং সিংহাসনোপবিষ্ট ব্যক্তি ইহাদের উপরে [আপন] তাম্বু বিস্তার করিবেন; ইহারা আর কখন ক্ষুধিত হইবে না, এবং তৃষ্ণার্ত্তও হইবে না; এবং ইহাদিগেতে রৌদ্র প্রভৃতি কোন উত্তাপ আর লাগিবে না; কারণ সিংহাসনের মধ্যস্থিত মেষশাবক ইহাদিগকে পালন করিবেন, এবং জীবনপ্রবাহি জলের উনুইর নিকট গমন করাইবেন এবং ঈশ্বর ইহাদের সমস্ত নেত্রজল মুছাইয়া দিবেন।

যিশ, ৬০; ২০। রো, ৮; ২২, ২৩ — ২ক, ৫, ৪। প্র, ৭; ১৪-১৭।

তোমাদের বিশ্বাসের কার্য্য।

ঈশ্বরের [অভিমত] কার্য্য এই যেন তোমরা তাঁহার প্রেরিত ব্যক্তিতে বিশ্বাস কর।

বিশ্বাসও...কর্ম্মবিহীন হইলে আপনি একা বলিয়া সে মৃত।—প্রেমদ্বারা স্বকার্য্য-সাধক বিশ্বাসই ক্ষমতাপন্ন।—ফলতঃ আপন শরীরের উদ্দেশে যে জন বুনে, সে শরীর-হইতে ক্ষয়রূপ শস্য পাইবে; কিন্তু আত্মার উদ্দেশে যে বুনে, সে আত্মাহইতে অনন্ত জীবনরূপ শস্য পাইবে।—আমরা তাঁহারই রচনা, সৎক্রিয়ার নিমিত্তে খ্রীষ্ট যীশুতে তাঁহার সৃষ্ট বস্তু, কেননা ঈশ্বর তাহা আমাদের গন্তব্য পথ করিয়া পূর্ব্বে প্রস্তুত করিয়াছিলেন।—তিনি আমাদিগকে যাবতীয় অধর্ম্মহইতে মুক্ত করণার্থে এবং সৎক্রিয়াতে উদ্‌যোগি আপনার নিজস্ব প্রজারূপে শুচি করণার্থে আমাদের নিমিত্তে প্রদান করিলেন।

হে ভ্রাতৃগণ, আমরা তোমাদের নিমিত্তে সতত ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে বদ্ধ আছি; তাহা উপযুক্ত বটে, কেননা তোমাদের বিশ্বাস অত্যন্ত বাড়িতেছে, এবং একে একে পরস্পর তোমাদের সকলের প্রেম বহুলীকৃত হইতেছে। আমরা তোমাদের নিমিত্তে সর্ব্বদা এই প্রার্থনাও করিতেছি; আমাদের ঈশ্বর তোমাদিগকে সেই আহ্বানের যোগ্য পাত্র জ্ঞান করুন; এবং মঙ্গলভাবের যাবতীয় সুমতি ও বিশ্বাসের কর্ম্ম সপ্রভাবে সম্পূর্ণ করিয়া দিউন।—ঈশ্বরই আপন হিতসঙ্কল্পের নিমিত্তে তোমাদের অন্তরে বাঞ্ছা করণ ও কার্য্যসাধন উভয়ের সাধনকারী।

১থিষ, ১; ৩। যোহ ৬; ২৯। যাক, ২; ১৭ — গাল, ৫; ৬— ঐ, ৬; ৮ — ইফি, ২; ১০ — তী, ২; ১৪। ২থিষ, ১; ৩, ১১ — ফিলি, ২; ১৩।

সে...আমার পরাক্রমের শরণাগত হউক, ও আমার সহিত মিলন করুক।

আমি তোমাদের বিষয়ে যে যে সঙ্কল্প স্থির করিয়াছি, তাহা আমিই জানি, ইহা সদাপ্রভুর উক্তি, তাহা অমঙ্গলের সঙ্কল্প নয়, কিন্তু মঙ্গলের।—সদাপ্রভু কহেন, দুষ্ট লোকদের কিছুই শান্তি হয় না।

তোমরা পূর্ব্বে দূরবর্ত্তী হইলেও খ্রীষ্টের রক্তদ্বারা নিকটবর্ত্তী হইয়াছ। কেননা তিনিই আমাদের সন্ধি।

[ঈশ্বরের] এই হিতসঙ্কল্প হইল, যেন সকল পূর্ণতা তাঁহাতে বাস করে, এবং তাঁহার রক্তদ্বারা সন্ধি করিয়া যেন আপনার পক্ষে স্বর্গমর্ত্তাস্থিত সকলই তাঁহার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সম্মিলিত করেন।—কেননা ঈশ্বর তাঁহাকে তাঁহার রক্তে বিশ্বাসদ্বারা পাপাবরক রূপে প্রদর্শন করিয়াছেন; পূর্ব্বকালীন নানা পাপকর্ম্মের উপেক্ষা করণ প্রযুক্ত নিজ ধর্ম্মস্বভাব দেখাইবার নিমিত্তে, [এই রূপে] যেন যীশুতে বিশ্বাসকারি মনুষ্যকে ধার্ম্মিক করণেও ধার্ম্মিক থাকেন।—যদি আপন আপন পাপ স্বীকার করি, তবে তিনি বিশ্বস্ত ও ধর্ম্মময়, সুতরাং আমাদের পাপ সকল মোচন করিবেন, এবং যাবতীয় অধার্ম্মিকতা হইতে আমাদিগকে শুচি করিবেন।

তোমরা সদাপ্রভুতে শ্রদ্ধা রাখ, কেননা যাঃ নামক সদাপ্রভুতে যুগানুক্রমের অচল আছে।

যিশ, ২৭, ৫। যির, ২৯; ১১ — যিশ, ৪৮; ২২। ইফি, ২; ১৩, ১৪। কল, ১, ১৯, ২০ — রো, ৩, ২৪-২৬ — ১যোহ, ১, ৯। যিশ, ২৬; ৪।

যেহেতুক শরীরের বশে জীবন ভোগ করিলে তোমরা মরিবা, কিন্তু আত্মাতে দেহের লীলা নিহনন করিলে জীবিত হইবা।

শরীরায়ত্ত ভাবের ক্রিয়া সকল ব্যক্ত আছে; তাহা ব্যভিচার, বেশ্যাগমন,...... ও তৎসদৃশ অন্য অন্য দোষ। এই সকলের বিষয়ে যেমন আমি পূর্ব্বে তোমাদিগকে কহিয়াছি, তেমনি [পুনরায়] অগ্রে কহিতেছি, যাহারা এই প্রকার আচরণ করে, তাহাবা ঈশ্বরের রাজ্যে অধিকার পাইবে না। কিন্তু.........প্রেম, আনন্দ, শান্তি, সহিষ্ণুতা, মাধুর্য্য, মঙ্গলভাব, বিশ্বস্ততা, মৃদুতা, ইন্দ্রিয়দমন; এই এই প্রকার গুণের প্রতিকূল ব্যবস্থা নাই। আর যাহারা খ্রীষ্ট যীশুর লোক, তাহারা মোহ ও অভিলাষ শুদ্ধ শরীরায়ত্ত ভাবকে ক্রুশে আরোপণ করিয়াছে। যদি আত্মার গুণে আমরা জীবিত আছি, তবে আইস আমরা আত্মার বশে আচরণও করি।

কেননা যাবতীয় মনুষ্যের প্রতি ঈশ্বরের পরিত্রাণাবহ অনুগ্রহ আবির্ভূত হইয়াছে, এবং আমাদিগকে এই নীতিশিক্ষা দিতেছে, যেন আমরা ভক্তিহীনতা ও সাংসারিক অভিলাষ সকল অস্বীকার করিয়া বিনীত ও ন্যায়পরায়ণ ও ভক্ত ভাবে এই বর্ত্তমান যুগে জীবন যাপন করি, এবং পরমানন্দের আশাসিদ্ধি ও আমাদের মহান্ ঈশ্বর ও ত্রাণকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্টের প্রতাপের আবির্ভাব অপেক্ষা করি। তিনি আমাদিগকে যাবতীয় অধর্ম্মহইতে মুক্ত করণার্থে......আমাদের নিমিত্তে আপনাকে প্রদান করিলেন।

রো, ৮; ১৩। গাল, ৫; ১৯, ২১-২৫। তী, ২; ১১-১৪।

আমাদের ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বরের মধুর স্বভাব এবং মানবজাতির প্রতি প্রেম আবির্ভূত হইল।

আমি তো নিত্য প্রেমেতে তোমাকে প্রেম করিয়া আসিতেছি।

আমাদের প্রতি ঈশ্বরের প্রেম ইহাতে প্রত্যক্ষ হইল, যে তাঁহার পুত্রদ্বারা আমাদের জীবনলাভার্থে ঈশ্বর আপনার একজাত পুত্রকে জগতে পাঠাইয়া দিয়াছেন। ইহাতেই প্রেম আছে। আমরা যে ঈশ্বরকে প্রেম করিয়াছিলাম, তাহা নয়; কিন্তু তিনিই আমাদিগকে প্রেম করিলেন, এবং আমাদের পাপনিমিত্তক প্রায়শ্চিত্তরূপে আপন পুত্রকে পাঠাইয়া দিলেন।

কালের পরিমাণ সম্পূর্ণ হইলে, ঈশ্বর আপনার নিকট হইতে আপন পুত্রকে প্রেরণ করিলেন; তিনি স্ত্রীজাত [অথচ] ব্যবস্থার অধীনে জাত [হইয়া আইলেন], তিনি যেন নিষ্ক্রয় দিয়া ব্যবস্থার অধীন লোকদিগকে মুক্ত করেন, আমরা যেন দত্তক-পুত্রতা পাই, [তজ্জন্য আইলেন]।—আর ঐ বাক্য মাংসে মূর্ত্তিমান হইয়া আমাদের মধ্যে প্রবাস করিয়াছেন, এবং আমরা তাঁহার মহিমা দেখিয়াছি, সেই মহিমা পিতার নিকটহইতে [আগত] একজাত পুত্রের উপযুক্ত; [এবং তিনি] অনুগ্রহে ও সত্যে পরিপূর্ণ।—ভক্তির নিগূঢ় বিষয়ের মহত্ত্ব সর্ব্বসম্মত, তাহা [এই], ঈশ্বর মাংসে প্রত্যক্ষীভূত...... হইলেন।

সেই সন্তানগণ রক্তমাংসের ভাগী, তজ্জন্য তিনি আপনিও তদ্রূপ তাহার ভাগী হইলেন; [কি নিমিত্তে?] মৃত্যুর কর্ত্তৃত্ববিশিষ্ট ব্যক্তিকে অর্থাৎ দিয়াবলকে মৃত্যুদ্বারা হীনশক্তি করণার্থে।

তী, ৩; ৪। যির, ৩১; ৩। ১যোহ, ৪; ৯, ১০। গাল, ৪; ৪, ৫— যোহ ১; ১৪ — ১তীম, ৩; ১৬। ইব্র, ২; ১৪।

সুস্থির ও নিশ্চল হইয়া প্রভুর কার্য্যে সর্ব্বদা উপচিয়া পড়।

প্রভুর সম্বন্ধে তোমাদের পরিশ্রম ব্যর্থ নহে, ইহা জ্ঞাত হও।—অতএব খ্রীষ্টকে অর্থাৎ প্রভু যীশুকে যেমন গ্রহণ করিয়াছ, তেমনি তাঁহাতেই [থাকিয়া] আচরণ কর; আর তাঁহাতেই বদ্ধমূল ও প্রতিষ্ঠিত হইয়া লব্ধ শিক্ষানুযায়ি বিশ্বাসে দৃঢ়ীভূত হও, এবং ধন্যবাদ সহকারে তাহাতে উপচিয়া পড়।—যে কেহ শেষ পর্য্যন্ত স্থির থাকিবে, সেই পরিত্রাণ পাইবে।—উর্ব্বরা ভূমিতে যে [বীজ পড়িল], তাহা এমত লোক, যাহারা ভাল ও সাধু হৃদয়ে বাক্যটী শুনিয়া রক্ষা করে, এবং স্থৈর্য্য পূর্ব্বক ফল উৎপন্ন করে।

বিশ্বাসে তোমরা স্থির রহিয়াছ।

দিন থাকিতে আমার প্রেরণকর্ত্তার কর্ম্ম আমাকে করিতে হয়; যাহাতে কেহ কর্ম্ম করিতে পারে না, এমন রাত্রি আসিতেছে।

আপন শরীরের উদ্দেশে যে বুনে সে শরীরহইতে ক্ষয়রূপ শস্য পাইবে; কিন্তু আত্মার উদ্দেশে যে বুনে, সে আত্মাহইতে অনন্ত জীবনরূপ শস্য পাইবে। আর আইস, আমরা সৎকর্ম্ম করিতে করিতে নিরুৎসাহ না হই; কেননা ক্লান্ত না হইলে স্বসময়ে তাহার ফল পাইব। এ জন্য আইস, আমরা উপযুক্ত সময় থাকিতে সকলের প্রতি, বিশেষতঃ যাহারা বিশ্বাসবাটীর অন্তরঙ্গ, তাহাদের প্রতি সৎকর্ম্ম করি।

১ক, ১৫; ৫৮। ঐ, ১৫; ৫৮ — কল, ২; ৬, ৭ — ম, ২৪; ১৩ — লূ, ৮; ১৫। ২ক, ১; ২৪। যোহ, ৯; ৪। গাল, ৬; ৮-১০।

আমরা তো......অদৃশ্য বস্তু লক্ষ্য করিতেছি; কারণ যাহা দৃশ্য তাহা ক্ষণকালস্থায়ী, কিন্তু যাহা অদৃশ্য তাহা অনন্তকালস্থায়ী।

এখানে তো আমাদের চিরস্থায়ি নগর নাই।—তোমাদের আরো উত্তম নিত্যস্থায়ি নিজ সম্পত্তি স্বর্গে আছে।

হে ক্ষুদ্র মেষপাল, ভয় করিও না, কেননা তোমাদিগকে রাজ্যটী দিতে তোমাদের পিতার হিতসঙ্কল্প হইল।

আবশ্যক মতে এখন ক্ষণেক কাল নানাবিধ পরীক্ষাতে দুঃখার্ত্ত হইতেছ।—সেই স্থানে দুষ্টগণ আর উৎপাত করে না, এবং সেই স্থানে শ্রান্তেরা বিশ্রাম পায়।

বাস্তবিক এই তাম্বুতে থাকিয়া আমরা ভারাক্রান্ত হওয়াতে আর্ত্তস্বর করিতেছি।—[ঈশ্বরই] তাহাদের সমস্ত নেত্রজল মুছাইয়া দিবেন, এবং মৃত্যু আর হইবে না, এবং শোক ও আর্ত্তনাদ ও ব্যথা আর হইবে না; কেননা প্রথম বিষয় সকল গত হইল।

ভাবিকালে যে প্রতাপ আমাদের প্রাপ্য বলিয়া প্রকাশিত হইবে, তাহার কাছে এই বর্ত্তমান কালের দুঃখভোগ সকল তৃণতুল্য।—আমাদের যে লঘুতর ক্লেশ হইয়া থাকে, তাহা উত্তর উত্তর অনুপম রূপে আমাদের অনন্তকালস্থায়ি গুরুতর প্রতাপ সাধন করিতেছে।

২ক, ৪; ১৮। ইব্র, ১৩; ১৪—ঐ, ১০, ৩৪। লূ, ১২, ৩২। ১পি, ১; ৬—ইয, ৩; ১৭। ২ক, ৫, ৪—প্র, ২১, ৪। রো, ৮, ১৮—২ক ৪; ১৭।

তোমাদের পাপ ক্ষমা হইল।

আমি তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করিব, এবং তাহাদের পাপ আর স্মরণে আনিব না।—একমাত্র ঈশ্বর ব্যতিরেকে আর কে পাপ ক্ষমা করিতে পারে?

আমি, আমিই আপনার নিমিত্তে আপনি তোমার অধর্ম্ম সকল মার্জ্জনা করি, ও তোমার পাপ সকল মনে রাখি না।—যাহার অধর্ম্ম মোচিত ও পাপ আচ্ছাদিত হইয়াছে, সে ধন্য।—সদাপ্রভু যে মনুষ্যের পক্ষে অপরাধ গণনা করেন না,...সে ধন্য।—কে তোমার তুল্য ঈশ্বর? [কে তোমার ন্যায়] অপরাধ ক্ষমাকারী।

খ্রীষ্টেতে ঈশ্বর......তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন।—তাঁহার পুত্র যীশু খ্রীষ্টের রক্ত যাবতীয় পাপহইতে আমাদিগকে শুচি করে।

আমাদের পাপ নাই, ইহা যদি বলি, তবে আপনারা আপনাদিগকে ভুলাই, এবং আমাদের অন্তরে সত্য নাই। যদি আপন আপন পাপ স্বীকার করি, তবে তিনি বিশ্বস্ত ও ধর্ম্মময়, সুতরাং আমাদের পাপ সকল, মোচন করিবেন, এবং যাবতীয় অধার্ম্মিকতা হইতে আমাদিগকে শুচি করিবেন।

অস্তাচলহইতে উদয়াচল যত দূর, তিনি আমাদের অপরাধ সকল তত দূর করিয়াছেন।—পাপ তো তোমাদের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবে না, কারণ তোমরা ব্যবস্থার অধীন নহ, কিন্তু অনুগ্রহের অধীন হইয়াছ। কিন্তু পাপহইতে মুক্ত হওয়াতে তোমরা ধর্ম্মের দাস হইয়াছ।

মা, ২; ৫। যির, ৩১; ৩৪ — মা, ২; ৭। যিশ, ৪৩; ২৫ — গী, ৩২; ১, ২ — মীখ, ৭; ১৮। ইফি, ৪; ৩২ — ১যোহ, ১; ৭-৯। গী, ১০৩; ১২ — রো, ৬; ১৪, ১৮।

প্রভুর ইচ্ছা কি, এ বিষয়ে বুদ্ধিমান হও।

ফলতঃ ঈশ্বরের বাসনা কি ? না, তোমাদের পবিত্রতালাভ।—বিনয় করি, তুমি ঈশ্বরের সহিত পরিচিত হও, তবে শান্ত হইবা ; তাহা হইলে মঙ্গল তোমার কাছে আসিবে।—একমাত্র সত্য ঈশ্বর যে তুমি, তোমাকে এবং তোমার প্রেরিত যীশু খ্রীষ্টকে জ্ঞাত হওয়া, ইহাই অনন্ত জীবন।

আরও জানি, ঈশ্বরের পুত্র আসিয়াছেন, এবং যদ্দারা আমরা সেই সত্যময়কে জানিতে পারি, এমন চিত্ত আমাদিগকে দিয়াছেন ; এবং আমরা সেই সত্যময়ে [থাকিয়া] তাঁহার পুত্র যীশু খ্রীষ্টে আছি।

তোমাদের নিমিত্তে অবিরত প্রার্থনা করত ইহা যাচ্ঞা করিতেছি, যেন তোমরা তাঁহার ইচ্ছা বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানে পূর্ণ হও, [সুতরাং] আধ্যাত্মিক যাবতীয় বিজ্ঞানে ও পারদর্শিতাতে।—আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর এবং প্রতাপের [অধিকারী] পিতা, তিনি আপনার পরিচয়ে জ্ঞানজনক ও প্রকাশিত বাক্যবোধক আত্মা তোমাদিগকে দিউন ; এবং তোমাদের চিত্তচক্ষু প্রসন্ন করিয়া, তাঁহার আহ্বানজন্য প্রত্যাশা কি, ও পবিত্র লোকদের মধ্যে তাঁহার দায়াধিকারের প্রতাপস্বরূপ ধন কি, এবং বিশ্বাসকারী যে আমরা আমাদিগের প্রতি তাঁহার প্রভাবের অনুপম মহত্ত্ব কি, এই সকল তোমাদিগকে জানিতে দিউন।

ইফি ৫ ; ১৭। ১থিষ, ৪ ; ৩ — ইয়, ২২ ; ২১ — যোহ, ১৭ ; ৩।
১যোহ ৫ ; ২০। কল, ১ ; ৯ — ইফি, ১ ; ১৭-১৯।

তিনি তোমাদিগকে...আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দিবসে নির্দ্দোষরূপে উপস্থিত করিবেন।

আর দুষ্ক্রিয়াতে [মগ্ন] চিত্তে পূর্ব্বে বহিঃস্থ ও শত্রু ছিলা যে তোমরা, তোমাদিগকে পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক ও নির্দ্দোষ করিয়া আপনার সাক্ষাতে স্থাপন করিবার জন্যে তিনি এখন খ্রীষ্টের মাংসময় দেহে মৃত্যুদ্বারা সম্পূর্ণরূপে সম্মিলিত করিলেন। কিন্তু ইহাতে আবশ্যক যে তোমরা বিশ্বাসে বদ্ধমূল ও অটল থাক, এবং......সুসমাচারজাত প্রত্যাশাহইতে বিচলিত না হও।—যেন অনিন্দনীয় ও অমায়িক হইয়া এই কালের কুটিল ও বিপথগামি লোকদের মধ্যে ঈশ্বরের নিষ্কলঙ্ক সন্তান হও,—তোমরা তো তাহাদেব মধ্যে জগতে জ্যোতির্গণের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছ।

অতএব, হে প্রিয়েরা, এই সকলের অপেক্ষা করত তোমরা যেন তাঁহার কাছে নিষ্কলঙ্ক ও দোষরহিত হইয়া শান্তিতে আবিষ্কৃত হও, তজ্জন্য যত্ন কর।—খ্রীষ্টের দিনের অপেক্ষাতে যেন তোমরা স্বচ্ছ ও অব্যাহত থাক।

যিনি তোমাদিগকে অব্যাহত রক্ষা করণে এবং আপন প্রতাপের সাক্ষাতে নির্দ্দোষরূপে সানন্দে উপস্থিত করণে সমর্থ,...যিনি আমাদের ত্রাণকর্ত্তা, সেই একমাত্র প্রজ্ঞাবান ঈশ্বরের প্রতাপ, মহিমা, পরাক্রম ও কর্ত্তৃত্ব যেমন সকল যুগের পূর্ব্বাবধি এখন পর্য্যন্ত আছে, তেমনি সমস্ত যুগপর্য্যায়ে হউক।

১ক, ১; ৮। কল, ১; ২১-২৩—ফিলি, ২; ১৫। ২পি ৩; ১৪—ফিলি, ১; ১০। যিহূ, ২৪-২৫।

পিতা যেমন আপন পুত্রকে বহন করে, তেমনি এই স্থানে তোমাদেব আগমন পর্য্যন্ত যে পথে তোমবা আসিয়াছ, সেই সমস্ত পথে তোমার ঈশ্বব সদাপ্রভু তোমাকে বহন কবিয়াছেন।

যেমন উৎক্রোশ পক্ষিব পক্ষদ্বারা, তেমনি তোমাদিগকে বহিয়া আপনার নিকটে আনিযাছি।—তিনি আপনি প্রেম ও স্নেহ বশতঃ তাহাদিগকে মুক্ত কবিতেন, এবং প্রাক্কালের সমস্ত দিন তাহাদিগকে তুলিয়া বহন কবিতেন।—যেমন উৎক্রোশপক্ষী আপন বাসাকে উন্নিদ্র করে, ও আপন শাবকগণের উপবে ঘুবে, ও পক্ষ বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে তুলে, ও আপন পালখের উপরে তাহাদিগকে বহন করে; তদ্রূপ সদাপ্রভু একাকী তাহাদিগকে লইয়া গেলেন।

[তোমাদেব] বৃদ্ধাবস্থা পয্যন্ত আমি সেই [থাকিব], ফলতঃ [তোমাদের] পক্বকেশ হওন পর্য্যন্ত আমিই তুলিযা বহন করিব, আমিই সৃষ্টি করিযাছি, এবং আমিই বহন করিব, হাঁ, আমিই [তোমাদিগকে] তুলিয়া বহন করিয়া উত্তীর্ণ করিব —সেই ঈশ্বর যুগানুক্রমের অনন্ত কাল আমাদের ঈশ্বব থাকিবেন; তিনি পথপ্রদর্শক হইয়া আমাদিগকে মৃত্যু পার করাইবেন।

তুমি সদাপ্রভুতে আপনার ভাগ্য অর্পণ কব, তিনিই তোমাকে প্রতিপালন করিবেন।— কি ভোজন পান করিব? ইহা বলিযা প্রাণের বিষয়ে, কিম্বা কি পরিধান করিব? ইহা বলিযা শরীরের বিষয়ে ভাবিত হইও না, বস্তুতঃ এই সকল দ্রব্য তোমাদেব আবশ্যক আছে, তাহা তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা জানেন।

এই পর্য্যন্ত সদাপ্রভু আমাদেব সাহায্য করিলেন।

দ্বি বি, ১, ৩১। যা, ১৯, ৪ — যিশ, ৬৩, ৯ — দ্বি বি, ৩২, ১১, ১২।

যিশ, ৪৬, ৪ — গী, ৪৮, ১৪। গী, ৫৫, ২২ — ম, ৬, ২৫, ৩২। ১শমূ, ৭, ১২।

এমত সঙ্কটের সময়ে তাহারা সদাপ্রভুর কাছে ক্রন্দন করিলে তিনি তাহাদিগকে কষ্টহইতে নিস্তার করেন।

তাহারা সদাপ্রভুর দয়া ও মনুষ্যসন্তানদের পক্ষে তাঁহার আশ্চর্য্য কর্ম্ম প্রযুক্ত তাঁহার স্তবগান করুক।

দশ জন কি শুচি হয় নাই? তবে আর নয় জন কোথায়?—তাঁহার সকল উপকার বিস্মৃত হইও না।—ঈশ্বর আমার ক্লেশের দিনে প্রার্থনার উত্তর দিয়া আমার গমনপথে সঙ্গী হইয়াছিলেন।

আমি সদাপ্রভুর অন্বেষণ করিলে তিনি আমাকে উত্তর দিলেন, এবং আমার সকল আশঙ্কাহইতে আমাকে উদ্ধার করিলেন।—আমি প্রেমপরায়ণ হইয়াছি, কারণ সদাপ্রভু আমার রবে, আমার বিনতিতে অবধান করেন। হাঁ, তিনি আমার প্রতি কর্ণপাত করেন, তজ্জন্য আমি যাবজ্জীবন উচ্চরবে প্রার্থনা করিব।—আমার অন্তঃকরণ তাঁহার উপরে নির্ভর করাতে আমি সাহস পাইলাম; এই জন্যে আমার অন্তঃকরণ উল্লাসিত হইল, এবং আমি গীতদ্বারা তাঁহার স্তবস্তুতি করিব।

এবং সঙ্কটের দিনে আমাকে ডাকিয়া প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে উদ্ধার করিব, এবং তুমি আমাকে মান্য করিবা। যে ব্যক্তি স্তবগানরূপ বলিদান করে, সেই আমাকে মান্য করে।

সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়ের নিমিত্তে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে পিতা ঈশ্বরের ধন্যবাদ কর।

গী, ১০৭; ১৯, ২১। লূ, ১৭, ১৭ — গী, ১০৩, ২ — আদি, ৩৫; ৩।—গী, ৩৪; ৪ — ঐ, ১১৬; ১, ২ — ঐ, ২৮; ৭। ঐ, ৫০; ১৫, ২৩। ইফি, ৫; ২০।

পবিত্র আত্মা বর্ষণের নিমিত্ত।

হে ঈশ্বর, তুমি এক রক্ত হইতে সকল মনুষ্য জাতিকে সৃষ্টি করিয়া পৃথিবীতে বাস কবিতে দিয়াছ, এবং দূরস্থ ও নিকটবর্ত্তী সকল লোকের নিকট শান্তি প্রচারার্থ আপন ধন্য পুত্রকে প্রেরণ করিয়াছ। এই প্রসাদ প্রদান কর, যেন তোমার বাক্য প্রচারের গুণে পৃথিবীর সকল জাতি তোমার তত্ত্ব জ্ঞাত ও তোমাকে প্রাপ্ত হয়। হে স্বর্গীয় পিতঃ, সকল মাংসের উপর তোমার আত্মা বর্ষণের প্রতিজ্ঞা অতি ত্বরায় সফল কর। আমাদেব ত্রাণকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্টেব গুণে ইহা হউক। আমেন্।